পদ্মপুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দপালকর্ত্তৃক

বিরচিত।

ঢাকা —বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত।

বাঙ্গলা ১২৮৪ সন। ৮ই শ্রাবণ।

ইংরাজী ১৮৭৭ সন। ২২শে জুলাই।

☞ এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত মৌজে আজমিরীগঞ্জ শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র রায়ের দোকানে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

প্রিন্টার শ্রীলছমন বসাক।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

—০—

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে নারায়ণ দে, জানকীনাথ পণ্ডিত
গোপীকান্ত শর্ম্মপ্রভৃতি মহানুভবব্যক্তিগণের বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ প্র
ত আছে, এতদঞ্চলীয় সর্ব্বসাধারণ মনসাপূজোপলক্ষে তাহা
করিয়া থাকেন। সেই পুরাতন পদ্মপুরাণে বহুবিধ বাহুল্যোক্তি,
লতা ও অবিশুদ্ধি বিদ্যমানথাকাতে আধুনিকলোকের তৎপাঠে
ক প্রীতিঅনুভব হয় না। এতন্নিবন্ধন আমি সেই আদিম পদ্ম-
ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া, বিশুদ্ধরূপে একখানি পদ্মপুরাণ
প্রকটনে প্রযত্নবান হইয়া অনেক যত্ন পরিশ্রম ও ব্যয়স্বীকার পূ
ক এই গ্রন্থখানির প্রণয়ন, মুদ্রাঙ্কন ও প্রচারণ করিতেছি। কিন্তু
ষ্টলাভে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা নিজে বলিতে পারি
গ্রন্থখানি যে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ হইয়াছে, কখনই এরূপ বলা
তে পারে না। যাহা হউক মহোদয়গণ সমীপে আমার সবিনয়ে
বেদন যে, তাঁহারা ইহাতে কোনরূপ দোষ দর্শন করিলে গ্রন্থের
ত অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া আমাকে তাহা প্রদর্শন করুন। ভ
করি তাহা হইলেই আমি ভবিষ্যতে তৎসংশোধনে কৃতকার্য্যতা
ভ করিতে পারিব।

এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে এই গ্রন্থখানি ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক
যুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া দি-
ছেন।

পূর্ব্বতন পদ্মপুরাণাপেক্ষা এই গ্রন্থের আয়তন কিছু ন্যূন, মূল্য অধিক বলিয়া সহসা প্রতীতি জন্মিতে পারে, তৎসম্বন্ধে মাত্র বক্তব্য যে, মূল পদ্মপুরাণের স্থূলবিবরণ ইহাতে কিছুই ত্যক্ত হয় নাই, মধ্যে২ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক বিবরণ মাত্র ব হইয়াছে; তবে গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কনকার্য্য অতি অবিরলরূপে পক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাক্ষরে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার আয়তন নূ বলিয়া প্রতীত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বাস্তবিক ই আয়তন অল্প নয়। পরন্তু এই গ্রন্থখানির কাগজ সাধারণ বঙ্গীয় পুরাণগ্রন্থের কাগজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, সুতরাং অধিকত বিশিষ্ট, তন্নিবন্ধন ইহার মূল্য কিছু অধিক নির্দ্ধারণ করিতে য়াছে। যাহাহউক যখন পদ্মপুরাণ প্রতিবর্ষের সাময়িক পাঠ তখন তাহার কাগজ এইরূপ উৎকৃষ্টতর হওয়া আবশ্যক ভরসা করি গ্রাহকগণ কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় কা কুণ্ঠিত হইবেন না।

৭ই শ্রাবণ।
সন ১২৮৪।

একান্ত বশংবদ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ পাল।
সাং পুরুষোত্তমপুর—পং জন্তুরি।
জেলা শ্রীহট্ট।

সূচীপত্র।

ষয়	পৃষ্ঠা
স্মভ স্তোত্র,	১
বন্দনা	১
বন্দনা	২
। বন্দনা	২
বন্দনা	৩
, সনকের সহিত লোমশের কথন	৪
কটভ দৈত্যের জন্ম এবং বধ	৫
তুন	৬
নাগগণের উৎপত্তির বর এবং । জন্ম বৃত্তান্ত	৭
দ্র মন্থন	৮
র্ত্তৃক মহাদেবের নিকট সমুদ্র সংবাদ	১১
বের সমুদ্র মন্থনে গমন	১৩
.ণের স্তুতি	১৩
য় সিন্ধু মন্থন	১৪
ষ্ণর মোহিনী বেশ ধারণ	১৫
। উভয়ের একাঙ্গ হওয়ার বৃত্তান্ত	১৭
নিকটে বিনতার দাসীত্ব স্বীকার	১৮
র জন্ম কথা	২০
র রথে অরুণের স্থিতি	২০
.বং কূর্ম্মের যুদ্ধ ও বধ এবং গড়ুরের আনিতে গমন	২২
র প্রতি বালখিল্য মুনির শাপ	২৪
রর সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও রণ	২৫
গর তপস্যা,	২৭
তীর আগমন	২৯
াগ ও দুর্গারূপে হিমালয়ের	৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাদেবের বর বেশ ধারণ	৩২
মহাদেবের বিবাহ করিতে গমন	৩৩
পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ	৩৪
কার্ত্তিক এবং গণেশের জন্ম বিবরণ	৩৫
কার্ত্তিকের তারকাখ্যের সঙ্গে যুদ্ধে গমন	৩৭
অর্থ তারকাখ্যের বধ	৩৮
তারকাখ্যের মরণান্তে দেবগণের আনন্দ	৩৯
মহাদেবের কমলারণ্যে যাত্রা	৪০
শিবের অন্বেষণে শিবার গমন	৪০
দুর্গা কর্ত্তৃক ডুমনীর বেশধারণ	৪১
ডুমনীর সহিত মহাদেবের কথোপকথন	৪২
ডুমনীর সহিত মহাদেবের বিহার	৪৩
নেতার জন্ম এবং কৈলাসেস্থিতি	৪৪
মনসার জন্ম বৃত্তান্ত	৪৬
মনসার রূপের বর্ণনা	৪৭
নাগগণ কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট বিষহরীকে আনয়ন, মহাদেবের মোহ ও পরে চেতন হইয়া দেশে গমন, এবং পথিমধ্যে বছাইর সহিত সাক্ষাৎ এবং বছাইর মোহ	৪৮
বছাইর মাতা কর্ত্তৃক বিষহরীর পূজা ও বছাইর চৈতন্য লাভ	৫০
বিষহরীর কোপে দুর্গার মোহ	৫১
দুর্গার চৈতন্য লাভ	৫২
বিষহরীর বিবাহের কথোপকথন	৫৩
পদ্মাবতীর বিবাহ	৫[illegible]
উগ্রতপা মুনির সহিত মনসার সাক্ষাৎ	৫৬
উগ্রতপা মুনির সহিত নেতার বিবাহ	৫৭
জরৎকারু মুনির জরৎকারু ত্যাগ	৫৮
উগ্রতপা মুনি নেতাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় গমন এবং নেতা ও পদ্মাবতী	

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাগগণ সহকারে কালীদয়তীরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি	৫৯
চন্দ্রধরের জন্ম বৃত্তান্ত	৬০
চন্দ্রধরের বিবাহ করিতে যাত্রা	৬১
সনকার সহিত চন্দ্রধরের বিবাহ	৬২
চন্দ্রধরের সর্প হিংসারম্ভ	৬৩
রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্ম শাপ	৬৪
তক্ষকের বিপ্র বেশধারণও ধন্বন্তরির সহিত কথোপকথন	৬৫
ধন্বন্তরির গৃহে প্রত্যাগমন	৬৬
অগ পরীক্ষিত রাজার মৃত্যু	৬৭
বিষহরীর ছদ্মবেশে চন্দ্রধর হইতে মহা জ্ঞান হরণ	৬৭
চন্দ্রধরের নিকট মনসার পরিচয়	৭১
সনকার খেদ	৭১
সনকার মনসা পূজা ও পত্র বরপ্রাপ্তি	৭২
বিষহরীর বরে সনকার ক্রমে ষট্ পুত্রোৎপত্তি	৭২
চন্দ্রধরের ছয় পুত্রের বিবাহ	৭২
চন্দ্রধরের ছয় পুত্রের সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ	৭৩
পুত্রশোকে সনকার বিলাপ	৭৪
ধন্বন্তরির চম্পক নগরে গমন	৭৫
চন্দ্রধরের পুত্রগণের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি	৭৬
বিষহরী মালিনী রূপে ধন্বন্তরির নিকটে গমন	৭৭
নেতার গোয়ালিনীরূপে সারদার নিকটে গমন	৭৮
নেতা কর্ত্তৃক মনসার গোচরে ধন্বন্তরির মৃত্যোপদেশ প্রদান	৭৯
বিষহরী কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট হইতে উদয়কালনাগ আনয়ন	৮২
উদয় কাল নাগের দংশনে ধন্বন্তরির খেদ	৮২
ধন্বন্তরির শিষ্যগণের ঔষধ আনিতে পাঠাইল পর্ব্বতে গমন	
বিষহরীর ঔষধ হরণ	
ধন্বন্তরির প্রাণত্যাগ	
ধন্বন্তরির মৃতদেহ জলে মগ্ন করার বিবরণ	
ধন্বন্তরির মৃতদেহ জরা রাক্ষসীর গৃহে স্থাপন	
সর্পদংশনে চন্দ্রধরের পুত্রগণের প্রাণত্যাগ ও সনকার ভৎসনা	
পুত্রগণের চিকিৎসা	
চন্দ্রধরের মৃত পুত্রগণকে জরা রাক্ষসীর গৃহে স্থাপন	
চন্দ্রধরের নৌকা গঠনের মন্ত্রণা ও মনপবন কাষ্ঠ আনয়নার্থে সূত্রধরের পর্ব্বতে গমন	
সূত্রধরের প্রত্যাগমন	
চন্দ্রধরের হরগৌরী আরাধনা	
মনপবন বৃক্ষের দক্ষিণ শাখা ছেদন	
চন্দ্রধর কর্ত্তৃক মধুকর নামক একখানি অতি বৃহৎ অর্ণবযান নির্ম্মাণ	
চন্দ্রধরের তরণীর উপরে উদ্যান সৃজন	
চন্দ্রধরের বাণিজ্যে যাওয়ার মানসে দ্রব্য ক্রয় ও মনসার সহিত দ্বন্দ্ব	
চন্দ্রধরের ভোজনের প্রশংসা	
সনকার সহিত চন্দ্রধরের বিহার এবং সনকার ঋতু রক্ষা	
ইন্দ্রের আদেশে অনিরুদ্ধ ঊষার নিকটে চিত্রলেখার গমন	
ইন্দ্রালয়ে ঊষার নৃত্যারম্ভ	
সনকার নিকটে চন্দ্রধরের বাণিজ্যে যাইব বিদায় প্রার্থনা	
চন্দ্রধরের বাণিজ্যে গমন	
চন্দ্রধরের লঙ্কার ঘাটে উপস্থিতি	
চন্দ্রধরের সৈন্যের সহিত নিশাচর যুদ্ধ	

ষয়	পৃষ্ঠা
তুর রাজধানীতে চন্দ্রধরের গমন	১০৬
তুর সহিত চন্দ্রধরের সাক্ষাৎ	১০৭
৷ কর্ত্তৃক দুলাইর নিকট, বাণিজ্যের ার জিজ্ঞাসা	১০৭
রী কর্ত্তৃক রাজা চন্দ্রকেতুর নিকট স্বপ্ন ', চন্দ্রধরকে কারারুদ্ধ করিবার মন্ত্রণা	১০৮
তু কর্ত্তৃক চন্দ্রধরের কারাবরোধ	১০৮
ারে চন্দ্রধরের বিলাপ	১০৯
ধরের জন্ম বৃত্তান্ত	১১০
রের রূপের বর্ণনা	১১০
রের নামকরণ	১১১
রের বিদ্যাশিক্ষা এবং রাজ কার্য্য-	১১১
ক কারাবাস হইতে মুক্ত করিবার ুর্গাকর্ত্তৃক চন্দ্রকেতুকে স্বপ্নযোগে া প্রদান	১১২
ার কারাগার হইতে মুক্তি এবং .এ পরীক্ষা	১১২
ন্দ্রকেতুর নারিকেল ভক্ষণ	১১৪
রর দ্রব্যাদির বিনিময়	১১৪
তুর রাজ অভরণ ধারণ	১১৫
রর স্বদেশে যাত্রা	১১৬
কর্ত্তৃক চন্দ্রধরের নৌকা, জলমগ্ন কর বিষহরীকে উপদেশ দান	১১৭
রী কর্ত্তৃক চন্দ্রধরের নৌকা জলে মগ্ন বার চেষ্টা	১১৭
রের রোদন	১১৮
র কর্ত্তৃক ভগবতী স্তব	১১৯
রের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভগবতীর	১১৯
নিকটে হনুমানের দর্পচূর্ণ	১২০
া পরিত্যাগ করিয়া ভগব	১২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনসা কর্ত্তৃক চন্দ্রধরের ডিঙ্গা জলে মগ্ন করিবার জন্য মেঘ ও বায়ুকে আনয়ন	১২১
ডিঙ্গা জলে ডুবাইতে হনুমান এবং যক্ষ গণের আগমন	১২২
চন্দ্রধরের চতুর্দ্দশ ডিঙ্গা জলমগ্ন করণ	১২২
চন্দ্রধরের ক্রন্দন	১২৩
চন্দ্রধরের জীবন রক্ষা	১২৪
চন্দ্রধরের ক্ষুধাতুর হইয়া কদলীর বল্কল ভক্ষণোদ্যোগ	১২৫
চন্দ্রধরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে মণ্ডলের বাটীতে স্থিতি	১২৬
চন্দ্রধর কর্ত্তৃক বিষহরী নিন্দা	১২৭
অপমানান্তে মণ্ডলের বাটী হইতে চন্দ্রধরের প্রস্থান	১২৭
গৃহস্থালয়ে চন্দ্রধরের স্থিতি ও পলায়ন	১২৭
চন্দ্রধরের মৎস্যগণের সর্প হওয়ার বৃত্তান্ত	১২৮
চন্দ্রধরের মস্তক মুণ্ডন	১২৮
চন্দ্রধরের অরণ্যে ভ্রমণ	১৩০
মনসার তপস্বিনীবেশে চন্দ্রধরের নিকট গমন	১৩১
চন্দ্রধরের নিকট হইতে তপস্বিনীর পলায়ন	১৩১
বিষহরীর গণকের বেশধারণ পূর্ব্বক চন্দ্রধরের গৃহে যাওয়ার মন্ত্রণা প্রদান	১৩২
বিষহরীর পূর্ব্বমত দৈবজ্ঞ বেশে, সনকার নিকট গমন ও প্রত্যাগমন	১৩৩
দুর্ব্বলী দাসীর রূপের বর্ণনা	১৩৩
চন্দ্রধরের গৃহে প্রবেশ ও দুর্ব্বলীর হাতে অপমান	১৩৪
চন্দ্রধরের রোদনে সনকার পরিচয়	১৩৫
চন্দ্রধরের বন্ধন মোচন ও পরস্পর বাক্যালাপ	১৩৫
চন্দ্রধরের ক্ষৌর কর্ম্ম,	

বিষয়	পৃষ্ঠা
লক্ষ্মীধরের সহিত চন্দ্রধরের যুদ্ধ এবং পরিচয়	১৩৭
লক্ষ্মীধরের রূপ এবং পরাক্রম দর্শনে চন্দ্রধরের আনন্দ	১৩৮
লক্ষ্মীধরের বিবাহ করাইবার চেষ্টা	১৩৯
বিপুলার রূপের বর্ণনা	১৪০
লক্ষ্মীধরের বিবাহ করিতে গমন	১৪১
মনসাকর্ত্তৃক বিপুলাকে স্বপ্নে দর্শন দান	১৪২
বিপুলার মুক্তেশ্বর তীর্থে যাত্রা ও বিষহরী পূজা	১৪৩
মনসা ব্রাহ্মণীবেশে বিপুলাকে শাপ দান	১৪৪
বিপুলা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীকে ভর্ৎসনা	ঐ
চন্দ্রধরের উজানী নগরে সায়র রাজার নিকট উপস্থিতি	১৪৫
লোহার তণ্ডুল রন্ধন করিবার কথোপকথন	১৪৬
বিপুলা কর্ত্তৃক লোহার তণ্ডুল রন্ধন	১৪৬
লক্ষ্মীধরের বিবাহ নির্দ্ধারণ	১৪৭
পরিবার সহ লক্ষ্মীধরের বিবাহ সজ্জায় উজানী নগরে উপস্থিতি	১৪৮
সায়র রাজা এবং চন্দ্রধরের পরস্পর সম্ভাষণ	১৪৯
বিপুলার বিবাহ সজ্জা	১৫০
লক্ষ্মীধরের সহিত বিপুলার সপ্ত প্রদক্ষিণ ও লক্ষ্মীধরের মোহ	১৫০
বিপুলার রোদন এবং লক্ষ্মীধরের চৈতন্য	১৫১
সায়র রাজার কন্যাদান	১৫২
লক্ষ্মীধরের সহিত তারকার কথোপকথন ও সকলের ভোজন	১৫২
বিপুলার সহিত লক্ষ্মীধরের প্রথম বিহার	১৫৩
লক্ষ্মীধরের বাসী বিবাহ	১৫৪
লক্ষ্মীধরের বিবাহান্তে নিজালয়ে প্রত্যাগমন এবং চন্দ্রধর কর্ত্তৃক লোহার মন্দির প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মকারের প্রতি	

বিষয়
অনুমতি দান
কেশাই কর্ম্মকারের সহিত মনসার কথোপকথন
চন্দ্রধরের প্রতি মনকার ভর্ৎসনা
বিপুলা সহ লক্ষ্মীধরের লৌহাগারে স্থিতি
বিষহরীর আদেশানুসারে ত্রিপুরবাসী সম নাগগণের আগমন
বিপুলার সহিত লক্ষ্মীধরের বিহার; মনসার আনন্দ
লক্ষ্মীধর দংশনার্থে ক্রমে মাধবাদি যত নাগের চম্পকে গমন ও প্রত্যাগমন
বিষহরীর খেদোক্তি
কালীনাগ আনিতে ধামাইর গমন
মনসার নিকট কালী নাগের আগমন
লক্ষ্মীধর দংশনার্থে কালীনাগের গমন; প্রত্যাগমন এবং মনসার কর্ম্মকার ভবনে উপস্থিতি
কেশাইর প্রতি মনসার কোপ
লোহার বাসরে কালীনাগের প্রবেশ
কালীনাগের লক্ষ্মীধরকে সচৈতন্য করিতে চেষ্টা
কালীনাগকর্ত্তৃক লক্ষ্মীধর দংশন
লক্ষ্মীধরের উক্তি গীত
লক্ষ্মীধরের খেদোক্তি
লক্ষ্মীধরের প্রাণত্যাগ
নাগগণের সহিত যমের যুদ্ধ
যমের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও যমালয়ে লক্ষ্মীধরের স্থিতি
নিদ্রা হইতে বিপুলার চৈতন্য এবং রোদন
বিপুলার উক্তি গীত
চন্দ্রধরের ক্রন্দন
সনকার ক্রন্দন
বিপুলার মাতা ও ভ্রাতাদিগের

বিষয়	পৃষ্ঠা
সনকার প্রতি চন্দ্রধরের প্রবোধ বাক্য	১৭৪
চন্দ্রধরের লক্ষ্মীধরকে বাঁচাইবার চেষ্টা	১৭৪
সনকার ক্রন্দন	১৭৫
লক্ষ্মীধরের মৃতদেহ লইয়া দেবালয়ে যাওয়ার মানসে বিপুলার সকলের নিকট হইতে বিদায়	১৭৬
লক্ষ্মীধরের মৃত দেহ লইয়া বিপুলার দেবপুরে গমন	১৭৭
নেতার শৃগালীরূপে বিপুলার নিকট গমন	১৭৮
গোদার বাঁকে বিপুলার আগমন	১৭৯
বিপুলার শাপে গোদার চক্ষুঃ নাশ	১৭৯
বিপুলার ও টেটনের পরস্পর পরিচয়	১৮০
টেটনের বাক্যে তুষ্টা হইয়া বিপুলার অঙ্গুরী প্রদান	১৮১
বিপুলার রূপ দর্শনে ধনামনার মতিচ্ছন্নতা	১৮১
ধনামনার দুরবস্থা	১৮২
বিপুলার রূপ দর্শনে হরাই সাধুর হর্ষ	১৮৩
হরাই সাধুর প্রতি বিপুলার শাপ	১৮৪
নারায়ণ সাধু এবং বিপুলার পরস্পর পরিচয় জিজ্ঞাসা	১৮৫
নারায়ণ সাধুর নিকট হইতে বিপুলার বিদায়	১৮৬
বিপুলার নিকট (ব্যাঘ্র রূপে) নেতা দেবীর গমন	১৮৭
বাঘিনীর সহিত বিপুলার কথোপথন	১৮৭
নেতার ঘাটে বিপুলার আগমন	১৮৮
নেতা সহিত বিপুলার সাক্ষাৎ	১৮৮
নেতা দেবী কর্ত্তৃক বিপুলার পরিচয় জিজ্ঞাসা	১৮৯
বিপুলার আগমন শ্রবণে বিষহরীর মায়াজ্বর	১৮৯
নেতাকর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট বিপুলার পরিচয় দান	১৯১
মহাদেবের নিকট বিপুলার (নৃত্য করিতে) উপস্থিতি	১৯১
বিপুলার নৃত্যারম্ভ	১৯১
নাট্য শালায় দুর্গার আগমন	১৯২
দুর্গা কর্ত্তৃক মহাদেবের ভৎসনা	১৯২
দুর্গা ও বিপুলার পরস্পর কথোপকথন	১৯৩
পুনর্ব্বার নৃত্যারম্ভ	১৯৪
নৃত্য স্থানে বিষহরীকে আনয়ন করিতে নারদ কার্ত্তিক ও গণপতির গমন	১৯৪
কার্ত্তিক, গণেশ, নারদ এবং মনসার পরস্পর কথোপকথন	১৯৫
নৃত্যাগারে পদ্মাবতীর গমন	১৯৫
বিপুলার (পুনর্ব্বার) নৃত্যারম্ভ	১৯৬
বিষহরী কর্ত্তৃক লক্ষ্মীধরের প্রাণ বিনাশ অস্বীকার ও বিপুলা কর্ত্তৃক তৎপ্রমাণপ্রদর্শন	১৯৬
মহাদেব কর্ত্তৃক সর্প লাঙ্গুলের পরীক্ষা	১৯৭
কালীনাগের লেজে পুনরায় খণ্ড লেজ সংযোজন	১৯৮
মনসার খেদোক্তি	১৯৮
লক্ষ্মীধরকে পুনর্জ্জীবিত করণে মনসার সম্মতি	১৯৯
লক্ষ্মীধরের হাঁটুর গিলা না পাওয়ায় রোদন	২০০
লক্ষ্মীধরের পুনর্জ্জীবন	২০০
বিপুলার সহিত লক্ষ্মীধরের কথোপকথন	২০১
শ্রীধর প্রভৃতি চন্দ্রধরের ছয় পুত্র এবং ধন্বন্তরীর পুনর্জ্জীবন	২০১
বিষহরী কর্ত্তৃক কালাদয় হইতে চন্দ্রধরের চতুর্দ্দশ ডিঙ্গা, উত্তোলন ও সৈন্যগণের প্রাণদান	২০১
বিপুলার নিকট বিষহরীর পুনরায় গমন	২০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিপুলার লক্ষীধরসহ সসৈন্যে দেশে যাত্রা করিয়া হরাই সাধুর বাঁকে উপস্থিতি	২০৫
হরাই সাধুর প্রতি বিপুলার ব্যঙ্গোক্তি	২০৭
হরাই সাধুর শাপ মোচন	২০৭
বিপুলার ধনা মনার দেশে প্রত্যাগমন এবং ধনা মনার যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ	২০৮
ধনা মনার উচিত দণ্ড	২০৮
টেটনের রাজ্যপ্রাপ্তি	২১০
গোদাগণের দুরবস্থা	২১১
বিপুলা কর্ত্তৃক ডুমনীরূপে চম্পকে যাওয়ার মন্ত্রণা	২১১
ডুমনীরূপে বিপুলার চম্পক নগরে গমন এবং চন্দ্রধর সনকা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ	২১২
সনকার খেদোক্তি	২১৪
বিপুলার পরিচয় এবং চন্দ্রধরের সহিত কথোপকথন	২১৪
চন্দ্রধর মনসাপূজনে অসম্মতি প্রকাশ করায় বিপুলার পুনরায় নৌকায় গমন	২১৬
মনসা পূজা করিতে চন্দ্রধরের সম্মতি প্রকাশ	২১৬
বিপুলার নিকট প্রজাগণের গমন	২১৮
মনসার সহিত চন্দ্রধরের বিবাদ ভঞ্জন	২১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনসা পূজোপলক্ষে দেশ দেশান্তরের সম্প্রদায় লোকের চম্পক নগরে উপস্থিতি	২২০
মনসা পূজারম্ভ ও সমাপন	২২০
অন্তরীক্ষে মনসার স্থিতি এবং বিপুলার সহিত কথোপকথন	২২২
চন্দ্রধর কর্ত্তৃক বিপুলার পরীক্ষার আদেশ এবং বিপুলার সকলের নিকট হইতে বিদায়	২২২
বিপুলার পরীক্ষা দেখিবার নিমিত্ত ত্রিভুবনবাসী সকলের আগমন	২২৪
বিপুলার পরীক্ষান্তে লক্ষীধরসহ অন্তর্দ্ধান	২২৪
সনকার অচৈতন্য এবং পুত্রবধূসহ পুত্রগণের রোদন	২২৬
সনকার মোহ ত্যাগে বিলাপ	২২৭
বিপুলার উজানী নগর যাইতে মনসার অনুমতি	২২৮
যোগী, যোগিনীর বেশে লক্ষীধর এবং বিপুলার উজানী নগরে গমন ও বিদায়	২২৯
সুমিত্রা প্রভৃতির রোদন	২৩৩
লক্ষীধর এবং বিপুলার স্বর্গারোহণ	২৩৪
গ্রন্থকারের পরিচয়ান্তে পরিতাপ বর্ণনা	

পদ্ম পুরাণ।

সর্ব্বসম্মত স্তোত্র।

নমোব্রহ্মনারায়ণ নিত্য নিরঞ্জন। পরমাত্মা জ্যোতির্ম্ময় সত্য সনাতন॥
পরম পুরুষ তুমি সংসারের সার। উপাসনা ভেদে মূর্ত্তি অনেক আকার॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। অর্কেন্দু ইত্যাদি গ্রহ তুমি পুরন্দর॥
কখন সাকার আভা কভু নিরাকার। সলিল অনিল শূন্য ধরিত্রী আকার॥
পাতাল অম্বর তুমি তুমি চরাচর। তুমি রাত্রি তুমি দিবা ভূচর খেচর॥
উৎপত্তি প্রলয় তুমি তুমি সৃষ্টি স্থিতি। কেহ বলে স্বয়ং ব্রহ্ম তুমি গণপতি॥
ভবনদী পারাপারে আপনি তরণী। কর্ণধার হয়ে পার কর যত প্রাণী॥
মুক্তিদাতা পুরুষ প্রধান নারায়ণ। তুমি বিনে তরিবার না দেখি কারণ॥
কেহ বলে প্রধান প্রকৃতি শিবশক্তি। কেহ বলে শিববিনা কে করিবে মুক্তি॥
এই মতে [illegible] মত। দিনহীন কৃষ্ণ বলে একই সে পথ॥

অথ গণেশ বন্দনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

বন্দ দেবগণপতি, মূষিক বাহনে গতি, বন্দারক নিন্দিত শ্রীচরণ
ভবকর্ত্তা ভবসুত, সর্ব্বঘটে আবির্ভূত, সর্ব্বাগ্রেতে করিহে বন্দন॥
কি জানি তোমার তত্ত্ব, অনন্ত মহিমা যুত, স্বয়ং ব্রহ্ম কুঞ্জর আনন।
প্রধান দেবতা তুমি, শত শত প্রণমামি, কর প্রভু কৃপাবলোকন॥
কুমকুম রঞ্জিত আভা, নখরে শশাঙ্ক শোভা, লম্বোদর মাভিসুগভীর।
চতুর্ভুজ খর্ব্ব কায়, উরুরম্ভা তরু প্রায়, শান্ত মূর্ত্তি দয়াম্বু শরীর॥
কল্পতরু কৃপাময়, অসামান্য গুণ চয়, শিবদাতা শিবের কুমার।
তব নাম উচ্চারণে, বিঘ্ননাশ তত্ক্ষণে, পাপতাপ না রহে কাহার॥

যাত্রাকালে ল——নাম, হঠাৎ সিদ্ধ মনস্কাম, কখনোনা হইবে নিষ্ফল।
কৃষ্ণের মিনতি ধরি, কৃপা সিন্ধু কৃপা করি, শিরে দাও চরণ কমল॥

অথ সরস্বতী বন্দনা।

পয়ার ছন্দ।

বন্দমাতা সরস্বতী শ্বেত পদ্মাসনা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কৃতি রজতবরণা।
পূর্ণেন্দু জিনিয়া হয় অঙ্গের কিরণ। নিন্দি ইন্দীবর অতি মনোজ্ঞ নয়ন॥
ভুরুযুগে ইন্দ্রধনু হয়েছে শোভিত। ফুলবাণ ত্যজে বাম রয়েছে লজ্জিত।
প্রফুল্ল পঙ্কজ আস্য খগেন্দ্র নাসিকা। তাহাতে পিকের ধ্বনি সদা সুপ্রকাশিকা॥
গৃধিনী জিনিয়া শ্রুতি চাঁচর চিকুর। ফণী প্রায় বেণী চারু শোভে পৃষ্ঠোপর।
কম্বুগ্রীবা মুক্তাপাতি দন্তের গঠন। পয়োধর মনোহর দাড়িম্ব যেমন॥
মৃণাল সদৃশ কর করিকর উরু। করি অরি জিনি কটি নিতম্ব সুচারু।
নখর নিকর শোভা যেন দ্বিজরাজ। পদ তলে কোকনদ করেছে বিরাজ॥
সর্ব্বাঙ্গেতে বেশ ভূষা বিবিধ প্রকার। মরাল, বারণ, জিনি গতির সঞ্চার।
অহরহঃ শ্রীকরেতে বীণা যন্ত্রধরা। মা তোমার গান বাদ্যে বিমোহিত ধরা॥
চারি বেদ চৌদ্দশাস্ত্র আঠার পুরাণ। লেখা পড়া বিদ্যা বুদ্ধি তব বিদ্যমান।
ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী তোমা হতে। তোমার মাহাত্ম্য আমি কি জানি বর্ণিতে॥
দয়া করি মূর্খ জনে হইয়া সদয়া। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধকর দিয়া পদ ছায়া।
কৃষ্ণ অতি ভীতমতি করিতে রচনা। রসনা আসনে বসি পুরাও বাসনা॥

অথ নারায়ণ বন্দনা।

লঘু ত্রিপদী।

নমোনারায়ণ, ব্রহ্ম সনাতন, পুরুষ প্রধান তুমি।
সর্ব্ব শক্তিমান, কারুণ্য বিধান, বিশ্বকর্ত্তা অন্তর্যামী॥
শিখী পুচ্ছশিরে, বাঁশরি শ্রীকরে, গলে শোভে বনমালা।
নবঘন শ্যাম, রূপ অবিরাম, নখরেতে শশিকলা॥
নবীন উৎপল—হইতে উজ্জ্বল—নয়ন যুগল তারা।
আজানুলম্বিত—বাহু সুবলিত, কটি আঁটা পীত ধরা॥
ফুলবাণ ভুরু, উরু রম্ভাতরু, কম্বুগ্রীবা বিম্বাধর।
শ্রুতি গৃধ্রবর, নাশা খগেশ্বর—জিনি অতি মনোহর॥

কোকনদ পায়, ভেবে মুখোপায়, পায় কত যোগী ঋষি।
সনক, সনাতন—ভাবে অনুক্ষণ, ভব বিধি অভিলাষী॥
ওহে লক্ষ্মীপতি, কি করিব স্তুতি, অতুল তব মহিমা।
জানিনে বিস্তর, আমি অজ্ঞনর, দিতে নারে বেদে সীমা॥
তথাচ মনন, করিতে বর্ণন, কৃতকার্য্য হওয়া দায়।
কৃষ্ণের বাসনা, অধিক কিছু না, অন্তে স্থান পায় পায়॥

অথ বিসহরী বন্দনা।

পয়ার।

জয় জয় পদ্মাবতী, জয় বিশ্বমাতা। তোমার মাহাত্ম্য যত অগোচর ধাতা।
বিধিবিষ্ণু তবগুণ দিতে নারে সীমা। ত্রিভুবন মাঝারেতে অতুল মহিমা॥
কমলে উৎপত্তি তুমি কমল কামিনী। বিশ্বম্বরী—বিষহরী মরাল বাহিনী।
বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী, বিশ্বনাথ সুতা। বিপদ হারিণী তুমি বিষধর মাতা॥
জয়শীলা জগৎমান্যা কলুষ নাশিকে। ত্রিনয়নী পদ্মাসনী, সবার পালিকে।
জরৎকারু জায়া যশোকীর্ত্তি তিনলোকে। মাতা নাহি সবতব বালক বালিকে॥
তুমি করিলে করুণা জগৎজননী। বন্ধ্যানারী পুত্র পায় দীন হয় ধনী।
রক্ষা নাহিযার প্রতি হইয়া কুপিতা। অন্যের নাহিক কাজ বধেছিলা পিতা॥
কোপনেত্রে হরে করে ছিলা দৃষ্টিপাত। ক্ষণমাত্র পড়িল ভূতলে ভূতনাথ।
মন্দ দেখি মন্দাকিনী মন্দতেজঃ হয়ে। জীবনাশে জীবন্ রূপা গেল পলাইয়ে॥
পতি স্পন্দহীন দেখি পতিত পাবনী। ত্যজে পশুপতি গেল লয়ে নিজপ্রাণী।
ভয়েভীতা শৈলসুতা হয়ে কম্পান্বিতা। রহিল নিকটে মাত্র অতি সশঙ্কিতা॥
দুর্গমে পতিত দুর্গা না স্বরে উত্তর। মরমে বেদনা বাড়ে উত্তর উত্তর।
দেখিয়া মায়ের দুঃখ হয়ে কৃপান্বিতা। মোহিত জনকে পুনঃ করিলাজীবিতা॥
মৃত্যুজয়ী মৃত্যুঞ্জয় বিখ্যাত ভূতলে। তাঁর ঘটে ছিল মৃত্যু তব কোপানলে॥
কেচিনে তোমাকে তুমি সর্ব্বগুণান্বিতা। ক্ষণে মার ক্ষণে পার করিতে জীবিতা।
বিরত বর্ণনে আমি মাহাত্ম্য বিস্তর। মনুষ্যে কি দিবে সীমা বেদে অগোচর॥
তবুও বর্ণিতে কিছু হয়েছে মনন। প্রজাপতি হয়ে যেন পাবক ভক্ষণ।
অজ্ঞ কৃষ্ণগোবিন্দ তোমার হীন দাস। কটাক্ষে করুণা করি পূর্ণ কর আশ॥

গ্রন্থারম্ভ।

সনকের সহিত লোমশের কথোপকথন।

একচিত্তে পুণ্য কথা শুন সাধুগণ। যেইরূপে হইয়াছে সৃষ্টির পত্তন॥
বাল্মীক, বশিষ্ঠ আর মার্কণ্ড কোবেবি। সনক, লোমশ নারদ আদি করি॥
একত্রিত হইয়া সকল ঋষিগণ। নৈমিষারণ্যেতে করে যজ্ঞ আরম্ভন॥
বলেন লোমশ মুনি সনক গোচর। পুরাণ প্রসঙ্গ কিছু কহ মুনিবর॥
স্বর্গ ধরা রসাতল হইল কিমতে। সত্ব রজতম গুণ উৎপত্তি কাহাতে॥
কি জন্য হইল প্রভু সিন্ধুর মন্থন। বিস্তারিয়া কহ শুনি সে সব কথন॥
কি কারণে সতী জন্ম হিমালয় ঘরে। হর কেন অনঙ্গ করেন মদনেরে॥
কেন কমলের বনে গেলেন মহেশ। পদ্মাবতী জন্ম কথা শুনি সবিশেষ॥
বলেন সনক ঋষি শুনিয়া বচন। ভাল হল পুণ্য কথা হইল স্মরণ॥
শুন মুনি অপূর্ব্ব পুরাণ ইতিহাস। যে কথা শুনিলে হয় কলুষ বিনাশ॥
একেং যত কথা জিজ্ঞাসিলা তুমি। ক্রমাগতে আদি অন্ত প্রকাশিব আমি
কোটিং প্রণাম পদ্মাপদারবিন্দে। করিয়া কহেছে কৃষ্ণ ত্রিপদীর ছন্দে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুনিয়া লোমশ বাণি, বলেন সনক মুনি, আদি অন্ত বলি বিবরণ।
ধরণী অনিলানল, স্বর্গ শূন্য রসাতল, কিছুই ছিলনা সেইক্ষণ॥
একমাত্র নিরঞ্জন, নাহি ছিল অন্য জন, ব্রহ্মাণ্ড সকলি নিরাকার।
ভাবে প্রভু নিরন্তর, কি করিবে একেশ্বর, সৃষ্টি সৃজি করিব সাকার॥
নিরঞ্জন করি মায়া, আত্ম হৈতে এক কায়া, বাহির করিল অকস্মাৎ।
নহে স্ত্রী নহে পুরুষ, নাহি হয় নপুংসক, দেখে মনে ভাবেন পশ্চাৎ॥
করেতে ধরিয়া তাঁরে, বসাইয়ে উরুপরে, নখে চিড়ি করে গুপ্ত দ্বার।
অম্নি হল স্ত্রী আকৃতি; নিরঞ্জন হর্ষমতি, হয়ে সদা করেন বিহার॥
করিলে বীজ বপন, তরু উঠে ততক্ষণ, তরু হলে পুনঃ বীজ ধরে।
এইরূপে দুইজনে, সত্ব রজতম ভিনে, উৎপত্তি করেন অতঃপরে॥

সত্ত্ব গুণে পদ্মযোনি, রজ গুণে চিন্তামণি, তমো গুণে হল মৃত্যুঞ্জয়।
সৃষ্টি ব্রহ্মার সৃজন, বিষ্ণুর প্রতিপালন, সংহারের কর্ত্তা শিব হয় ॥
এইমতে হল সৃষ্টি, সতত রাখেন দৃষ্টি, আর কিসে হইবে উন্নতি।
দেখি লীলা চমৎকৃত, কৃষ্ণ হয়ে সশঙ্কিত, করযোড়ে করিছে মিনতি ॥

অথ মধু ও কৈটভ দৈত্যের জন্ম এবং বধ।

বলেন সনক মুনি দেবেশ গোচর। যে মতে হইল ধরা শুন তৎপর ॥
শক্তিসহ নিরঞ্জন ছিলা নিদ্রাবেশে। দ্বিপদের বৃদ্ধাঙ্গুলী জলোপরি ভাসে ॥
দ্বি অঙ্গুল হতে দুই ভীষণ মূরতি। মধু আর কৈটভ হইল উৎপত্তি ॥
জন্মিয়া সম্মুখে দেখিল প্রজাপতি। খাইতে চলিল দোঁহে করিয়া শকতি ॥
অসুরের ভয়েতে কম্পিত পদ্মযোনি। শক্তির নিদ্রাগারেতে চলিলা তখনি ॥
কায়মনোবাক্যে অতি করিয়া ভকতি। নিদ্রারূপা ভবানীকে করিলেন স্তুতি ॥
নিরঞ্জন শক্তি প্রতি অশেষ প্রকারে। করিলেন স্তোত্র ব্রহ্মা যুড়ি দুইকরে ॥
বিরিঞ্চির ভয় দেখি কমল লোচন। নিদ্রা ভঙ্গ করি প্রভু পাইলা চেতন ॥
নেত্র উন্মীলন করি প্রভু নারায়ণ। ভীমাকৃতি দুই বীর দেখেন সদন ॥
ঘূর্ণিত নয়নে অসুর পানে চান। দেখি মধু কৈটভ হইল কম্পমান ॥
মহাকোপে নারায়ণ ধরিয়া অসুরে। কুম্ভকার চাকাপ্রায় ঘূরান দোঁহারে ॥
পাক দিয়া অসুর ফেলেন শূন্যোপর। সভয় অন্তর দোহে হইল ফাঁফর ॥
শূন্য মার্গে দুইজন ঘূরিতে২। সম্বিত পাইয়া পড়ে প্রভুর সাক্ষাতে ॥
বলিষ্ঠ দুর্দ্দান্তাসুর বল নাই টুটে। যুদ্ধ করিবারে যায় প্রভুর নিকটে ॥
মহাকোপে যায় দোহে করিবারে রণ। আগুসার হইলেন প্রভু নারায়ণ ॥
প্রভু বলে শুন ওরে অসুর দুর্জ্জয়। পড়িলি আমার করে মরিবে নিশ্চয় ॥
প্রথমতঃ বাক্‌ছলে হল গালাগালি। বাজিল তুমুল যুদ্ধ সবে মহাবলী ॥
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত হল মহামার। মুণ্ডে২ ভুজে২ করয়ে প্রহার ॥
বুকে২ ঠেকাঠেকি করে জড়াজড়ি। উভয়ে২ মারে দুহাতিয়া বাড়ি ॥
উভয় অসুর যুঝে হরি একেশ্বর। এইরূপে হল যুদ্ধ দ্বাদশ বৎসর ॥
কেহ কারে নাহি জিনে উভয়ে সোসর। দেখি প্রভু হইলেন চিন্তিত অন্তর ॥
মধু কৈটভ বলে শুন দেব দামোদর। আর নাহি তব সনে করিব সমর।
সরল অন্তরে বলি তোমার গোচর। প্রসন্ন হয়েছি লও মনোনীত বর ॥
দৈত্যের শুনিয়া বাণি প্রভু নারায়ণ। এই বর চাই হউক তোদের মরণ ॥

হরির বচন শুনি দৈত্য দুইজন। ভাল২ বলি করে প্রশংসা তখন॥
করিয়াছ আমাদের মৃত্যুর চিন্তন। কিন্তু এক নিবেদন তোমার সদন॥
জল প্রাদুর্ভাব হরি নাই থাকে যথা। আমা দোহাকারে প্রভু বধিবেন তথা॥
হর্ষিত হলেন হরি দোহার বচনে। সযত্নেতে আলিঙ্গন করেন তখনে॥
সুদর্শন চক্র বসাইয়ে ঊরুপরে। উভয় মস্তক ছেদ করেন সত্বরে॥
কোটি২ পর্ব্বত জিনিয়া দুই বীর। হরি হস্তে দোহাকার ত্যজিল শরীর॥
তাহাদের মেদে এই হইল মেদিনী। তাহাতে করিতে সৃষ্টি বসে পদ্মযোনি॥
পামর কৃষ্ণগোবিন্দ মনের আনন্দে। প্রকাশে সৃষ্টি পত্তন ত্রিপদীর ছন্দে॥

— —

অথ সৃষ্টি পত্তন।

ত্রিপদী।

বলেন সনক মুনি, অশেষ পুণ্য কাহিনী, শ্রীলোমশ করেন শ্রবণ।
যেমতে সৃষ্টির স্থিতি, করিলেন প্রজাপতি, আরম্ভিলা সে সব কথন॥
পদ্মযোনি পদ্মাসনে, বসিলেন ধ্যান মনে, সঙ্কল্প করিয়া সৃষ্টিতরে।
নিরমিলা চৌদ্দপুরী, সপ্তসিন্ধু আদি করি, সৃজিলেন সুমেরু ভূধরে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, ক্রমেতে হল সকল, নদ, নদী পর্ব্বত কন্দর।
বৃক্ষ লতা অগণিত, করিলেন সুরচিত, অবশেষে মনুষ্য নিকর॥
বদনে ব্রাহ্মণোৎপত্তি, জানু মূলে ক্ষত্র জাতি, ঊরু হতে বৈশ্যের উদ্ভব।
অতি ধন্য শূদ্র জাতি, আনন্দেতে প্রজাপতি, পদ হতে করেন প্রসব॥
চারি জাতি হল নর, বলি শুন অতঃপর, গ্রহাদি হইল যেই মতে।
মনেতে ইন্দ্রোৎপত্তি, নয়নেতে দিনপতি, পবন জন্মিল শ্রবণেতে॥
সৃজিলেন দিগ দশ, ভূত প্রেত রাক্ষস, পিশাচ কিন্নরাপ্সর আদি।
এই মতে পরিবার, বৃদ্ধি হয় অনিবার, পদ সেবে কৃষ্ণ সে অবধি॥

(পয়ার ছন্দ।)

শুনিয়া লোমশ মুনি পুণ্য ইতিহাস। বলে কহ মহামুনি করিয়া প্রকাশ॥
নদ নদী মনুষ্যাদি হইল সৃজন। কি মতেতে হইল ত্রিদশ দেবগণ॥
বলেন সকল মুনি শুন মহামতি। ব্রহ্মার সৃজিত ছিল দক্ষ প্রজাপতি॥
নৃপতির ছয় কন্যা, সর্ব্ব গুণ ধরে। সয়ম্বরা পাঁচ কন্যা কশ্যপ গোচরে॥
তারিমধ্যে প্রধানা আছিল কন্যা চারি। অদিতি, দ্বিতীয়া, কদ্রু, বিনতা সুন্দরী॥
এই চারি কন্যা হতে দেবের উদ্ভব। দ্বিতীয়া উদরে জন্ম নিলেন বাসব॥

দৈত্যের উদ্ভব হল অদিতি জঠরে। অরুণ গরুড় হল বিনতা উদরে॥
কদ্রুর গর্ভেতে হল যত বিষধর। এই ভাবে পরিবার বাড়িল বিস্তর॥
পুনরপি জিজ্ঞাসে লোমশ মহামুনি। অরুণের অর্দ্ধ অঙ্গ হীন কেন শুনি॥
অরুণ গরুড় জন্ম কহ মুনিবর। কোন শাপে পরাজিত হল পুরন্দর॥
দীন হীন কৃষ্ণ বলে যোড়ি দুই পাণি। অরুণের জন্ম কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥

অথ গরুড়াদি নাগগণের উৎপত্তির বর ও অরুণের জন্ম বৃত্তান্ত।

লঘুত্রিপদী।

লোমশের পাশ, পূর্ব্ব ইতিহাস, বলেন সনক মুনি।
কলুষ বিনাশ, পূর্ণ অভিলাষ, শুনিলে হয় অমনি॥
দক্ষের দুহিতা, কদ্রু যে বিনতা, কশ্যপ মুনির নারী।
স্বামীর গোচর, দোঁহে মাগে বর, অনেক উপস্যা করি॥
তুষ্ট মুনিবর, হয়ে অতঃপর, বলে কোন্ বর দিব।
হয়ে যোড়পাণি, কদ্রু বলে বাণী, নাগের জননী হব॥
সহস্র নন্দন, হবে ফণিগণ, এই বর দান কর।
বরান্য চাহিনা, এমোর বাসনা, পূর্ণ কর মুনিবর॥
শুনি বিনতায়, কশ্যপের পায়, করযোড় করি কয়।
মহাবলবান, দুই পুত্র দান, দিতে হবে মহাশয়॥
কদ্রুর নন্দন, হইতে দুর্জ্জন, মোর দুই পুত্র হবে।
সহস্রেক ফণী, এদোঁহে অমনি, পরাজিত যে করিবে॥
হাসে মুনিবর, করেন উত্তর, মনোনীত পুত্র পাবে।
দোঁহে হর্ষমনে, চলহ ভবনে, অদ্যাবধি গর্ভ রবে॥
এই বর দিয়া, স্বস্থানে চলিয়া, গেলেন কশ্যপ মুনি।
তবে কত দিনে, সপত্নী দুজনে, প্রসব হয় অমনি॥
যেন জলবিম্ব, সহস্রেক ডিম্ব, কদ্রু দেবী প্রসবিল।
দেখে সবাকার, লাগে চমৎকার, হেন কভু না দেখিল॥
বিনতার তখন, গর্ভের বেদন, অকস্মাৎ হল আরম্ভ।
বরের প্রভাবে, প্রসবিল তবে, ভয়ানক দুই ডিম্ব॥
এনে স্বর্ণ পাত্র, করিয়া একত্র, রাখে অণ্ড সমুদায়।
সহস্র বৎসর, হইলে অন্তর, সহস্রেক ফণী হয়॥

তাদেখে বিনতা, হইয়া দুঃখিতা, ক্রন্দন করিছে ধনী।
কিবা মোর গর্ব্ব, এক দিনের গর্ভ, পুত্রবতী হল তিনি॥
সহস্রেক ফণী, প্রসবে সতিনী, মোর পুত্র না জন্মিল।
এত বলি সতী, হয়ে ক্রোধমতি, এক ডিম্ব ভগ্ন কৈল॥
পক্ষীর আকার, প্রসবে কুমার, অর্দ্ধ অঙ্গ হীন হৈল।
ক্রোধেতে সন্ততি, প্রসূতির প্রতি, ভৎসনা বাক্য বলিল॥
পর পুত্র দেখি, মনে হয়ে দুঃখি, কি কার্য্য সাধিলে তুমি।
এ ডিম্ব অকালে, কি জন্য ভাঙ্গিলে, অর্দ্ধাঙ্গ হইনু আমি॥
পুত্রের কারণ, হইলে মগন, এ লাভ ভগিনী হিংসী।
দিলাম এ শাপ, পাবে মনস্তাপ, হইবে তাহারি দাসী॥
আছে এক অণ্ড, তাহাতে প্রকাণ্ড, হবে পুরুষ রতন॥
বলবন্ত বীর, হইবে বাহির, তোমা করিবে মোচন॥
অকালে আবার, আমার আকার, সেই ডিম্ব ভাঙ্গ পাছে।
হৈওনা দুঃখিতা, মহাকায় ভ্রাতা, এই ডিম্ব মাঝে আছে॥
এই মত মায়, প্রবোধ কথায়, সান্ত্বনা করিয়া পরে।
অতি দুঃখ মনে, রহিল অরুণে, আপনার অঙ্গ হেরে॥
দৈবের ঘটন, না হয় খণ্ডন, বলি শুন অতঃপরে।
বিনতা ভবন, কদ্রু আগমন, করিলেন হর্ষান্তরে॥
এমন সময়, উচ্চৈঃশ্রবা হয়, উপনীত সেই স্থলে।
সূর্য্যের কিরণ, নিন্দিত বরণ, নানা অলঙ্কার দোলে॥
সিন্ধুর মন্থন, হইল যখন, তাহাতে জন্মিল হয়।
পাবক সমান, মহা তেজবান, ইন্দ্রের আলয় রয়॥
বলেন লোমশ, শুনি সবিশেষ, বল প্রভু কৃপাকরি।
কিসের কারণ, সিন্ধুর মন্থন, করিলেন শ্রীমুরারি॥
করিল প্রকাশ, পুণ্য ইতিহাস, গোসাঞি সনক ঋষি।
কৃষ্ণ নত শিরে, শুনিবার তরে, যোড় করে আছে বসি॥

অথ সমুদ্র মন্থন।

বলেন সনক মুনি শুনেন লোমশ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ তাপ শেষ॥
বিরিঞ্চিকে বলিলেন দেব দীনবন্ধু। যত দেবাসুর লয়ে মন্থ ক্ষীরসিন্ধু॥

সাগর মন্থনে হবে সুধার উৎপত্তি। হইবে অমর দেবগণ যত ইতি॥
মহৌষধি আছে যত অবনী মণ্ডলে। মন্দর লইয়া ফেল সাগরের জলে॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা দেবতা নিকর। প্রয়াণ করিল যথা পর্ব্বত মন্দর॥
প্রকাণ্ড অচল সেই পরশে গগন। একাদশ সহস্রযোজন নিরুপণ॥
ইহা উল্লঙ্ঘনে শক্তিহীন দেবগণ। সকলে জানায় আসি বিষ্ণুর সদন॥
বিষ্ণুর আদেশে অনন্ত ফণীবর। ভুজবলে উপাড়িল মন্দরভূধর॥
পর্ব্বত লইয়া গেল সমুদ্রের তটে। ধরিতে কহিল সবে বরুণ নিকটে॥
বলেন বরুণ মেরু বড়ই বিস্তার। কি শক্তি আমার সহ্য করিতার ভার॥
কিন্তু কার্য্য সাধনে কহিব সদুপায়। কূর্ম্ম এক দেব জলে আছে মহাকায়॥
পরে কূর্ম্ম আনিল যতেক দেবগণ। মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম আনিল তখন॥
স্থাপন করিল গিরি কূর্ম্ম পৃষ্ঠোপরে। ছান্দনের দড়ি কৈল বাসুকী নাগেরে॥
ধরিল পুচ্ছেতে দেব দৈত্য ধরে মুখে। মন্থন করয়ে সিন্ধু পরম কৌতুকে॥
মেরুর ঘর্ষণে ফণী ছাড়িল নিশ্বাস। উপজিল ধূম তাহে ছাইল আকাশ॥
সে ধূম হইতে হল মেঘের উৎপত্তি। বৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ঘুচিল দুর্গতি॥
ত্রিপুর হইল কম্প অস্থির চীৎকারে। বিষ দাহে বহুতর দৈত্যগণ মরে॥
মন্দরান্দোলনে হল বরুণ চকিত। জলচরগণ যত হারাল সম্বিত॥
মেরুর মরিল তরু বিষ বরিষণে। গিরিবাসিগণ পোড়ে তাহার আগুনে॥
তা দেখি করেন দয়া দেব আখণ্ডল। আজ্ঞায় বর্ষণ করে মেঘের মণ্ডল॥
জল বরিষণে হল বহ্নি নির্ব্বাপণ। ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় মহৌষধি গণ॥
তাহার যতেক রস সিন্ধুতে পশিল। স্রাবেতে জলজগণ জীবিত হইল॥
বহুশ্রমে দেবদৈত্য মথিলেক সিন্ধু। না পাইল তথাচ অমৃত এক বিন্দু॥
শক্তিহীন সমুদায় হইল মন্থনে। এত শুনি বিধি যান বিষ্ণুর সদনে॥
করযোড়ে কহে ব্রহ্মা নারায়ণ প্রতি। তোমা বিনা মন্থে সিন্ধু কাহার শকতি॥
শুনি দামোদর তবে করেন স্বীকার। দেব দৈত্য সহ সিন্ধু মন্থে পুনর্ব্বার॥
এইরূপে দোঁহারে সাগর মন্থিলে। আচম্বিতে শুভক্ষণে সুধাংশু জন্মিলে॥
সে চন্দ্র দর্শনে হয় পুলকিত লোক। যোজন পঞ্চাশ কোটি করেন আলোক॥
পুনরপি মন্থে সিন্ধু দেব দামোদর। ঐরাবত নামে করী উঠিল সত্বর॥
মহাকায় শ্বেতবর্ণ চারিটা দশন। উচ্চৈঃশ্রবাঃ ঘোটক উঠিল ততক্ষণ॥
পারিজাতপুষ্প জন্মে মুনি মনোলোভা। সেই ফুলে করিয়াছে সুরপুরী শোভা।

সুধা ভাণ্ড কক্ষেতে করিয়া ধন্বন্তরি। উঠিলেন আনন্দেতে জয়ধ্বনি করি॥
মুনি রত্ন অপরেতে উঠিল বিস্তর। আনন্দে মন্থেন সিন্ধু দেবের নিকর॥
অচলের আন্দোলন পারাবার মাঝে। না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজে॥
অমাত্য লইয়া যুক্তি করেন বরুণ। কহত কি মতে হবে সাগর মন্থন॥
মন্ত্রিবর বলেন নাহিক অন্যোপায়। শরণ লইতে চল শ্রীপতির পায়॥
কমল কাননে যে হইল কন্যা রত্ন। সেই কন্যা কর দান করি অতি যত্ন॥
হরি প্রিয়াছিল পূর্ব্বে লক্ষ্মী নাম ধরে। মুনিশাপে জলে মগ্ন হন অতঃপরে॥
ইহা শুনি অনতি বিলম্বে জলপতি। চতুর্দ্দোলোপরি কন্যা তুলে শীঘ্রগতি॥
পাত্রের সহিত লয় আপনার স্কন্ধে। নারীগণ চামর ঢুলায় মহানন্দে॥
রত্নময় ছত্র শিরে ধরি অবশেষ। অর্ণব হইতে ত্বরা উঠেন জলেশ॥
লক্ষ্মীর রূপেতে আলো হল ত্রিভুবন। কমল জিনিয়া যাঁর অঙ্গের কিরণ॥
দ্বিভুজ কমল দণ্ড কণ্টক বিহিনে। বিমল কমল শোভা যুগল চরণে॥
সুনীল কমল নিন্দি নয়ন কমল। তড়িতের মত যেন করে ঝলমল॥
ধরণী অনিল, তেজঃ, সলিল আকাশ। লক্ষ্মী দরশনে হৈল সবার উল্লাস॥
অম্বরেতে জয়ধ্বনি নাচে দিব্যাঙ্গনা। তিন পুরে জয়২ হইল ঘোষণা॥
প্রজাপতি, আদি করি দেব আখণ্ডল। যোড় করে প্রণমিল অমর মণ্ডল॥
ঊর্দ্ধ করে ঋষিগণ করেন স্তবন। উত্তরিল দোলা যথা দেব নারায়ণ॥
জলরাজ সাষ্টাঙ্গেতে প্রণাম করিল। পদ রজ করি শিরে উঠি দাঁড়াইল॥
কৃতাঞ্জলি পুটে কয় গদ্ গদ্ ভাষে। করিল অনেক স্তুতি অশেষ বিশেষে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। স্থাবর জঙ্গম আদি তুমি চরাচর॥
আপনার সৃষ্টি প্রভু এ তিন ভুবন। যারে যেই কর্ম্মেতে করিলা নিয়োজন॥
স্বর্গেতে করিলা রাজা তুমি বাসবেরে। শমনের অধিকার সঞ্জীবনী পুরে॥
কৈলাসে কুবের হল ধন অধিকারী। জলে অধিকার মোর দিলেন শ্রীহরি॥
বসতি করিয়ে সবে আপন আজ্ঞায়। অপরাধী কি দোষে হলেম ভব পায়॥
কেন প্রভু এ বিপাকে ঠেকালে আমায়। সমুদ্রমন্থন মম সহ্য করা দায়॥
জীব জন্তু যত ইতি ছিল মোর পুরে। মন্দর ঘর্ষণে সব একে একে মরে॥
ভাঙ্গিল আমার পুর হল লণ্ডভণ্ড। কার অপরাধে প্রভু মোর এত দণ্ড॥
আপনি আমায় প্রভু জলে দিলা ভার। পদচ্যুত কর এবে কি দোষ আমার॥
সকরুণে এত যদি বরুণ বলিল। শুনি দয়াময় মনে দয়া উপজিল॥
প্রভু বলে কেন চিন্তা কর জলেশ্বর। না কর বিষাদভোগ নাহি কিছু ডর॥

ত্রিলোক ছাড়ে লক্ষ্মী দুর্ব্বাসার শাপে। সিন্ধুনীরে প্রবেশেন অতি মনস্তাপে॥
হৃতলক্ষ্মী হয়ে সদা দুঃখিত অন্তরে। এবে কি কাজ মন্থনে লক্ষ্মী এল ঘরে॥
মন্থন হইল সাঙ্গ বল সর্ব্বজনে। শুনি হৃষ্টমতি হল জলেশ তখনে॥
ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ ছিল সর্ব্ব মণি সার। লক্ষ্মীপতি গলে দিলা কৌস্তুভের হার॥
অর্কেন্দু জিনিয়া সেই মণির কিরণ। মণি পেয়ে হৃষ্টঅতি শ্রীমধুসূদন॥
লক্ষ্মীপতি হাতে লক্ষ্মী করি সমর্পণ। বরুণ প্রণাম করি চলে নিকেতন॥
লক্ষ্মীর উৎপত্তি আর সমুদ্র মন্থন। শুনিলে অশেষ পাপ হয় বিমোচন॥
হৃষীকেশ হৃদে ভাবি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দে। রচিল সিন্ধুমন্থন পরম আনন্দে॥

নারদ কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট সমুদ্র মন্থনের সংবাদ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

জিজ্ঞাসে লোমশ মুনি, শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী, কহ হে সনক গোসাঞি।
অপরে কি হল আর, বলেন করি বিস্তার, এর পরে পুণ্য আর নাই॥
তাহা শুনি মুনিবর, কহে লোমশ গোচর, অবশেষে যাহা হয়েছিল।
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর, দেব দৈত্যাদি কিন্নর, ভুজঙ্গাদি সিন্ধুকে মন্থিল॥
কিন্তু নাহি মহেশ্বর, মন্থিলে ক্ষীর সাগর, নারদ হলেন সুচিন্তিত।
দ্বন্দ্ব প্রিয় সেই ঋষি, দ্বন্দ্ব অতি ভালবাসি, কৈলাস পুরীতে উপনীত॥
প্রণমিয়া হরগৌরী, বলে শুন ত্রিপুরারি, গিয়াছিনু ইন্দ্রের ভবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন, আনন্দেতে সর্ব্বজন, ক্ষীর সিন্ধু করিল মন্থন॥
না দেখি আপনি তথা, মরমে হইল ব্যথা, বার্ত্তা দিতে আশা তব স্থান।
যুক্তি করি দেব দৈত্য, তোমাকে না দিল তত্ত্ব, সহা নাহি হয় অপমান॥
বিষ্ণু পায় বহুতর, কৌস্তুভ মণি নিকর, আর পায় কমলা সুন্দরী।
ইন্দ্র পেল যুবরাজি, নিল উচ্চৈঃশ্রবাঃ বাজি, আর এক ঐরাবত করী॥
লোকে পায় নানা মত, জলধর জল যুত, অমৃত অমর বৃন্দ পেল।
আপনি মাত্র বঞ্চিত, ভাগ না পেলে কিঞ্চিত, তাহা দেখি দুঃখ উপজিল॥
তুমি দেবের দেবতা, অন্য জনে কি যোগ্যতা, তোমা বিনা ভাগ বাঁটি লয়।
দেখি তব অমর্য্যাদা, না মানিয়া অন্য বাধা, আসিলাম তোমার আলয়॥
এত শুনি মহেশ্বর, কিছু না দিলা উত্তর, ক্রোধেতে কম্পিতা ত্রিলোচনা।
নারদের শুনি বাণী, নানামতে ভব রাণী, শিব প্রতি করেন র্ভৎসনা॥
কাহাকে এতেক বাণী, বলিলা নারদ মুনি, বৃক্ষে যেন না করে উত্তর।

কণ্ঠে হার বিভূষণ, রত্নের কি প্রয়োজন, ছাই মাখা যাঁর কলেবর ॥
বৃষভ বাহন যাঁর, মাতঙ্গ তুরঙ্গ তাঁর, মনোনীত হইবে কিমতে।
সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি হীন, অমৃত বাসিয়ে ভিন, সদা ইচ্ছা ধুতুরা খাইতে ॥
পট্ট বস্ত্র নহে ভাল, পরিধান বাঘ ছাল, গৃহ বিনা শ্মশানে আলয়।
গলে ফণী শিরে জটা, কর্ণেতে ধুতুরা গোটা, পারিজাতে কত শোভা হয় ॥
কি বলিব মুনিবর, সদা অঙ্গ স্বর স্বর, ভাঙ্গড়ের দেখি আচরণ।
পূর্ব্বে তাঁরে দক্ষরাজ, যজ্ঞ করে দিল লাজ, সেকারণে ত্যজিনু জীবন ॥
শুনিয়া দেবীর বাণী, হাসেন যে শূলপাণি, যথার্থ বলেছ এবচন।
আমার এই বাসনা, না ছুইলে অন্য জনা, তাহা আমি করি যে গ্রহণ ॥
দিব্য অলঙ্কার বাস, সকলের অভিলাষ, বাঘ্রে চর্ম্ম সবে করে ঘৃণা।
তেঁই মোর বাঘাম্বর, হইয়াছে অন্তঃপর, নাহি মাত্র বিষয় বাসনা ॥
নিল অগুরু চন্দনে, কুঙ্কুম কস্তুরী সনে, ভস্ম নাহি নিল কোন জনা।
তেঁই বিভূতি ভূষণ, হল মোর আভরণ, ছাই মাখিয়াছি তৈল বিনা ॥
সবে নিল মণি হারে, মুকুতা প্রবাল আর, হাড়মালা কেহ না ছুইল।
তেঁই মোর অঙ্গীকার, গণ্ডেতে হাড়ের হার, অলঙ্কার আমার হইল ॥
নিল পুষ্প পারিজাত, কার মন ধুতুরাত, কোন ক্রমে নাহি গিয়াছিল।
আমি তাহা পেয়ে পরে, অতি সমাদর করে, করিয়াছি কর্ণের কুণ্ডল ॥
গজবাজি আদি রথ, সকলের মনোমত, বলদ না নিল কোন জন।
তেঁই সে বলদ চড়ি, বাতুলের মত ফিরি, নাই মোর সুখে আকিঞ্চন ॥
চাঁচর চিকুর নিল, জটাভার মোরে দিল, মাথায় রেখেছি যত্ন করি।
নিল মিষ্টান্ন শর্করা, নালয় ভাঙ্গের গোড়া, তেঁই সিদ্ধি সেবন যে করি ॥
বলিলা যে দক্ষরাজ, আমাকে দিয়াছে লাজ, যজ্ঞে নিমন্ত্রণ নাহি দিল।
তাহার উচিত দণ্ড, যজ্ঞ করি লণ্ড ভণ্ড, যেমি কর্ম্ম তেমি ফল পেল ॥
কাটিলাম তাঁর মুণ্ড, মূত্রেতে ভাসিল কুণ্ড, যজ্ঞ নাশ করিয়া অপরে।
হইল ভীষণ কাণ্ড, আনিয়া ছাগের মুণ্ড, জীয়ালাম দক্ষ বরবরে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু হুতাশন, ইন্দ্র শমন পবন, কেবা নাহি করে মোর পূজা।
দেবী বলে হও ক্ষান্ত, জানি তব আদ্যোপান্ত, তুমি যেন মনের রাজা ॥
যেই হয় গৃহিজন, দারা পুত্রের রক্ষণ, সবে করে পরিবার বৃদ্ধি।
আমার মাথায় বাজ, নাহি গৃহ ধর্ম্ম কাজ, সর্ব্বদা ঘুটিয়া মরি সিদ্ধি ॥
সংসারেতে যেই লোক, নাকরে সুখ সম্ভোগ, কাপুরুষ বলি হয় গণ্য।

ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজা করে, সম্মুখেতে গেলে পরে, পরোক্ষেতে বলয়ে অধর্ম্ম ॥
মিলি দেবতা নিকর, মন্থিলেন রত্নাকর, কেন তোমা পূজা না করিল।
সবে নিল রত্ন ধন, তোমাকে করে হেলন, সকল গৌরব তব গেল ॥
শুনিয়া দেবীর বাণী, ক্রোধে জ্বলে শূলপাণি, বলে যাব যথায় সাগর।
কম্পান্বিত কলেবরে, বলে কৃষ্ণ যোড় করে, বৃষভ সাজাও নন্দীবর ॥

মহাদেবের সমুদ্র মন্থনে গমন।

এতেক শুনিয়া তবে চণ্ডীকার ভাষ। মহাক্রোধে আঁটিয়া পরিলা বাঘবাস ॥
বাসুকী নাগের দড়ি কটিতে বন্ধন। শূলপাণি শূল করে করেন তখন।
ভালে শোভে শশিকলা অরুণ নয়নে। গলেতে ফণীর মালা পরেন যতনে ॥
করে হার গলে সর্প আর যে মুকুটে। তরঙ্গিনী তরঙ্গে শোভেন জটাজুটে।
সাজিল শিবের সেনা রক্ষ যক্ষ ভূত। ভূচর খেচর আর কিন্নর অযুত ॥
ডম্বুর বাজায়ে হর বৃষভেতে চড়ি। ভূতগণ করে দন্তে দন্তে কড়্মড়ি।
ময়ূরেতে চড়িয়া চলিলা ষড়ানন। গণপতি চলিলেন মূষিক বাহন ॥
দেখিয়া শিবের সাজ কাঁপে ত্রিভুবন। সিংহনাদ শুনি হয় বধির শ্রবণ।
ক্ষণমাত্র উত্তরিলা সাগরের পারে। দেখি কম্পমান হইলেন সুরাসুরে ॥
বলিছে শ্রীপদে ধরি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দে। ক্ষমা দেহ মহাদেব রাখ দেব বৃন্দে।

দেবগণের স্তব।

ত্রিপদী।

দেবগণ কর যোড়ে, প্রণমেন মহেশ্বরে, ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বজন।
বলেন পার্ব্বতীকান্ত, সিন্ধুর মন্থন ক্ষান্ত, এখন করিলা কি কারণ ॥
কিনেয়েতে ইন্দ্রকয়, শুনহ মহাশয়, সমুদ্র মন্থন করি শেষ।
নিবারিয়া সর্ব্বজনে, আপনার নিকেতনে, এই যে গেলেন হৃষীকেশ ॥
ক্রোধে জ্বলি পশুপতি, বলেন ইন্দ্রের প্রতি, এতগর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমাকে করে হেলন, সিন্ধু মন্থে কোন্ জন, কার এত আছে অধিকার ॥
সবে মন্থি রত্নাকর, যে ছিল রত্ন নিকর, সমভাগে নিয়া গেল বাঁটি।
স্বকার্য্য করি সাধন, সবে গেল নিকেতন, স্মরণ না করিয়া ধূর্জ্জটী ॥
যে করিলা সর্ব্বজনে, তাহা না রাখিয়া মনে, আমি বলিলাম মন্থিবারে।
তাহা করিয়ে হেলন, কর অন্য আচরণ, এদুঃখেতে হৃদয় বিদরে ॥

এত বলি মহেশ্বরে, বলিলা বিরাগ ভরে, ভয়ে ইন্দ্র না দেন উত্তর।
নিঃশব্দ রহিল সবে, না জানি কি করে ভবে, কম্পান্বিত যতেক অমর॥
হেন কালে যোড়ি পাণি, বলেন কশ্যপমুনি, অবধান হৈমবতী কান্ত।
যে জন্য ক্ষীরোদ সিন্ধু, মন্থিলেন দীনবন্ধু, বলি শুন তার আদি অন্ত॥
একদিন সুরপুরে, নৃত্য করে বিদ্যাধরে, তথায় দুর্ব্বাসা উপনীত।
পুষ্প মাল্য গলেছিল, দেবরাজে সমর্পিল, আশীষ করিয়া যথোচিত॥
নৃত্যরসে হয়ে ভোলা, মুনির প্রদত্ত মালা, দেবেন্দ্র না করেন গ্রহণ।
কোপে কম্পিত শরীর, হস্তেতে করিয়া নীর, মুনিরাজ শাপিল তখন॥
রাজ পদ পেয়ে গর্ব্ব, আজি হতে করি খর্ব্ব, অবজ্ঞা করিলে মোরে এত।
মহা ক্রোধী সে দুর্ব্বাসা, বলিল কর্কশ ভাষা, ত্রিভুবনে লক্ষ্মী হোক্ হত॥
পাইয়া মুনির শাপ, মনে পেয়ে মনস্তাপ, লক্ষ্মী মগ্ন হইলেন জলে।
সে অবধি সর্ব্বজন, দুঃখেতে আছে মগন, কষ্ট পায় ত্রৈলোক্য মণ্ডলে॥
ঘুচাতে লোকের দায়, ব্রহ্মা যেয়ে বিষ্ণুপায়, কর যোড়ে করেন স্তবন।
লয়ে কৃষ্ণ অনুমতি, দৈত্যসহ প্রজাপতি, করিলেন সমুদ্র মন্থন॥
শ্রম হইল প্রচুর, ডাকিল বরুণ পুর, বহু ক্লেশ পাইয়া জলেশ—
পরে স্তুতি নতি করি, যাইয়া বৈকুণ্ঠ পুরী, লক্ষ্মী দিল যথা হৃষীকেশ॥
লক্ষ্মী পেয়ে নারায়ণ, করিলেন নিবারণ, আর নাহি মন্থহ সাগর।
পুনঃ বল মন্থিবারে, আপনি কেমন কোরে, তাহা শুনি লাগে বড় ডর॥
বাসুকী ছান্দন দড়ি, তাঁর দুঃখ সৈতে নারি, চর্ম্ম গেল চূর্ণ হল হাড়।
যত আছে দেব দৈত্য, বল বুদ্ধি হল হত, কিরূপে মন্থিবে পুনর্ব্বার॥
কশ্যপ পদারবিন্দে, বলে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দে, শিব আজ্ঞা না কর লঙ্ঘন।
সে বটে বিশ্বের পতি, না প্রকাশ অসম্মতি, প্রাণপণে করহ মন্থন॥

পুনরায় সিন্ধু মন্থন।

শিব বলে যা বলিলা সকলই যথার্থ। শুনিলে চণ্ডিকা পাছে করেন অনর্থ॥
বলিবে আমার আসা হল অকারণ। অবজ্ঞা করিল মোরে যত দেবগণ॥
অতএব মম বাক্যে মন্থ একবার। পুনঃ২ মম কথা না লঙ্ঘিও আর॥
শিবাজ্ঞা অবজ্ঞা করে আছে কোনজন। দেবা সুর মিলি পুনঃ করেন মন্থন॥
পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছিল সর্ব্বজন। নিশ্বাস পতনে হয় বহ্নি বরিষণ॥
বিষম ঘর্ষণ ফণী সহিতে না পারে। সহস্র বদনে তার গরল নিঃসরে॥

অর্কণ কিষাণু আর সর্পের গরল। দেবের নিঃশ্বাস অগ্নি মন্দরতনল॥
এই চারি হুতাশন হইয়া মিশ্রিত। সমুদ্র হইতে নিঃসরিল আচম্বিত॥
প্রভাতের ভানু যেন ক্রমে তেজবাড়ে। শুষ্ক ইন্ধনেতে যেন অগ্নি দিলে পুড়ে॥
সেইরূপে বিষ জ্বলে ছাইল সাগর। ভয়ে ভঙ্গ দিল যত দেবতা নিকর॥
শমন পবন ইন্দ্র সব পলাইল। প্রাণ আশে নিকটেতে কেহ না রহিল॥
দূরে থাকি দেবগণ আরম্ভিল স্তুতি। প্রাণযায় রক্ষাকর অগতির গতি॥
বিষ দাহে ত্রিভুবন হবে ছারখার। কৃপাসিন্ধু কৃপাকরি রাখহ এবার॥
এত শুনি মহেশের দয়া উপজিল। ভাবেন অকালে সৃষ্টি প্রলয় হইল॥
ত্যজিয়া সাগর বিষ চলিল আকাশে। হস্ত প্রসারিয়া হর নিলেন গণ্ডূষে॥
করিলেন বিষ পান এক চুমুকেতে। উদরে না গেল বিষ রহিল কণ্ঠেতে॥
সে অবধি হইয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠ। তেঁই হর বিখ্যাত ভুবনে নীলকণ্ঠ॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য লীলা যত দেবগণ। অশেষ প্রকারে হরে করেন স্তবন॥
এত শুনি অনুমতি করিলেন হরে। যথা স্থানে রাখ লয়ে পর্ব্বত মন্দরে॥
নিবৃত্ত করহ সবে সিন্ধুর মন্থন। এত শুনি আনন্দিত হল দেবগণ।
অমর তেত্রিশ কোটি শিবের আজ্ঞায়। মন্দর রাখিতে সবে মহানন্দে যায়॥
কারশক্তি তুলিতে নারিল গিরিবর। অবশেষে মেরু তুলি নিল বিষধর॥
যথাস্থানে রাখি তবে পর্ব্বত মন্দর। করিল গমন সবে যাঁর যেইঘর॥
জিজ্ঞাসে লোমশ মুনি সনকের ঠাঁই। কহ কহ পুণ্য কথা শুনিব গোসাঞিঃ॥
দেবাসুর একত্রেতে সমুদ্র মথিল। রত্নের বিভাগ কেন অসুরে না পেল।
মিনতি করিয়া বলে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দে। কহিব অপূর্ব্ব কথা ত্রিপদীর ছন্দে॥

শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী বেশ ধারণ।

বলেন সনকমুনি, পুরাণে পুণ্য কাহিনী, যেরূপে মোহিনী হয় হরি।
মিলিদেব দৈত্যগণ, সিন্ধু করিল মন্থন, রত্নধন দেবে নিল হরি॥
প্রবালমণি মুকুতা, লক্ষ্মী চন্দ্র আদি যথা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ আর ঐরাবত।
যেন শিশুগণে ভাণ্ডি, আনিল সুধার হাণ্ডি, রাখিলেন দেবগণ যত॥
এত দেখি দৈত্যগণ, কহিলেক সর্ব্বজন, বলে সুধা লইল কাড়িয়া।
দ্বন্দ্ব দেখি পশুপতি, বলে দৈত্যগণ প্রতি, আমি দিব বিভাগ করিয়া॥
সবার অর্জ্জিত ধন, কেন দ্বন্দ্ব অকারণ, কর সবে কিসের লাগিয়া।
শুনি শিবের বচন, কলহ হল ভঞ্জন, বলে সবে দেহত বাঁটিয়া॥

হেন কালে লক্ষ্মীপতি, হয়ে দিব্য স্ত্রী আকৃতি, গজেন্দ্র গমনে উপনীত।
দেখিয়া রূপ লাবণ্য, বাহ্য জ্ঞান হয়ে শূন্য, সমুদায় হইল মোহিত॥
সুবর্ণ জিনি সুবর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ, কম্বুগ্রীবা পক্ক বিম্বাধর।
নিন্দি তিলফুলনাসা, গরুড়ের দর্পনাশা, শরদিন্দু জিনিয়া অধর॥
কামধনু নিন্দি ভূরু, করিকর কি রম্ভাতরু, হইল সুচারু উরুদ্বয়।
ইন্দীবর কোন ছার, নয়ন দেখিলে তাঁর, কুচকুম্ভ পীনোন্নত হয়॥
নিরখিয়ে নাভিপদ্ম, জলে লুকাইল পদ্ম, মৃগনাথ জিনি মধ্যদেশ।
হস্ত পদের অঙ্গুলী যেন চম্পকের কলি, ফণী নিন্দি শোভিয়াছে কেশ॥
যেন রক্ত কোকনদ, শোভা পায় দুই পদ, নখেতে শোভিছে দ্বিজরাজ।
যখন প্রকাশি আস্য, অমনি করয়ে হাস্য, চপলা পলায়ে পেয়ে লাজ॥
করকমল সুযুতা, দশন মুকুতা গাঁথা, তাহে মিশি অতি চমৎকার।
পড়িছে পীত বসন, অগণিত আভরণ, সম্পূর্ণ বর্ণিতে সাধ্য কার॥
হয়ে অপূর্ব্ব মোহিনী, বসিয়াছে চিন্তামণি, মূর্চ্ছাগত দেব দৈত্যগণ।
ক্ষণ পরে শূলপাণি, চৈতন্য পেয়ে অমনি, করে মোহিনীকে নিরীক্ষণ॥
বলে কি প্রসন্ন বিধি, মিলাইল হেন নিধি, ধরিতে বাসনা মেলি কর।
কন্যা বলে রাম২, একি তপস্বীর কাম, কি কর কি কর যোগীবর॥
বুদ্ধি গেল হয়ে বুড়া, যেন সুধাংশুকে ধরা, বামন হইয়ে মেলা কর।
এত বলি নারায়ণ, করেন দ্রুতগমন, পাছে২ যান দিগম্বর॥
হর বলে হরিণাক্ষি, মুহূর্ত্ত দাঁড়াও দেখি, নয়ন ভরিয়া হেরি রূপ।
কি করিয়া পদ্মযোনি, সৃজিল তোমায় ধনি, সর্ব্বাঙ্গেতে দিয়া রসকূপ॥
কে তুমি কাহার নারী, বাসকর কোন পুরী, নাহি দেখি হেন রূপবতী।
ত্রৈলোক্য ভ্রমিয়া চাই, তোমার সমাননাই, পদনখে হতসর্ব্ব জ্যোতিঃ॥
শচী, অরুন্ধতী, রমা, রম্ভা আর তিলোত্তমা, উর্ব্বশী মেনকা আদি করি।
দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী, নারী আছে যত ইতি, তবসমা নাহিক সুন্দরী॥
দেবী মানুষী নাগিনী, যত ত্রিপুর বাসিনী, কারো নাহি হেন রূপ দেখি।
সত্য বল পরিচয়, শীতল কর হৃদয়, কি নাম তোমার শশিমুখি॥
শুনিয়া শিবের বাণি, হাসিয়া বলিছে ধনী, বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
তৈল বিনা মাথ ছাই, বুদ্ধি তব কিছু নাই, মম পরিচয়ে কিবা কাজ॥
পিঙ্গল জটা মাথায়, দশন স্ফটিক প্রায়, হইয়াছে তাম্বুল বিহনে।
দীর্ঘ নখ দাড়িপাকা, বাঘছালে অঙ্গ ঢাকা, বাতুলের প্রায় বস্ত্র বিনে॥

দেখি অতি কদাকার, পাগলের ব্যবহার, সর্ব্বাঙ্গেতে বিভূতি ভূষণ।
ছুঁইলে তোমার কায়, বুঝিবা পরাণ যায়, গন্ধে উঠে মুখেতে বমন॥
শুনিয়া এতেক বাণী, ভোলা বলে বরাননি, কেন এত বলিছ নিষ্ঠুর।
প্রাণিগণ আছে যত, কেনা মম অনুগত, আমি বটী সবারই ঠাকুর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম, অরুণ বরুণ সম, কুবের পবন হুতাশন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিগ দশ, সকলই আমার বশ, স্তুতি করে সদাসর্ব্বক্ষণ॥
মৃত্যুকে করেছি জয়, তেঁই নাম মৃত্যুঞ্জয়, নাই মোর শমনের ভয়।
আমার কপালে বিক, কি আর কব অধিক, মম কোপে কাম ভস্ম হয়॥
মহামায়া বল যাঁরে, দাসী হয়ে মোর ঘরে, সদা করে চরণ সেবন।
গঙ্গা ত্রিপথগামিনী, পতিত জন তারিণী, যোড় করে করয়ে স্তবন॥
আমি চতুর্ব্বর্গকারী, আমাকে ভজ সুন্দরী, সিদ্ধ তব হবে অভিলাষ।
শুনিয়া হরের বাণী, বলেন ছদ্মমোহিনী, বুড়া তোর বাক্যে উঠে হাস॥
জানিলাম ব্যর্থ যোগী, ভণ্ড কাম অনুরাগী, ব্যর্থ তব রাম নাম গান।
ব্যর্থ তব যোগ ধ্যান, ভণ্ডতায় মূর্ত্তিমান, জানিলাম কিছু নাহি জ্ঞান॥
জটা ভস্ম মাখা ব্যর্থ, শ্মশানে থাকা অনর্থ, বৃথা ভস্ম করেছিলা কাম।
কভু নাহি দেখি শুনি, এইমত যোগী জ্ঞানী, ছিছি বিষ্ণু রাম রাম রাম॥
হর বলে মনোহরা, আর না বলিও বাপা, তোমা হেরি জ্ঞান গেল দূরে।
চক্ষুঃ কোণে কোটি কাম, মরি মরি রাম রাম, রাম নাম মুখে নাহি স্মরে॥
তপঃ জপ তুমি ধ্যান, তুমি দেহ তুমি প্রাণ, তোমা বিনা নাহি অন্য মন।
কৃপা করি চন্দ্রাননি, শুনহ আমার বাণী, রাখ প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন॥
নতু এই শূল ধরি, দেখ আত্ম হত্যা করি, বধভাগী হইবা আপনি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, প্রাণ রাখ পাইবা মোহিনী॥

হরিহর উভয়ের একাঙ্গ হওয়ার বৃত্তান্ত।

দেখিয়া শিবের ভাব বলেন মোহিনী। বুঝিলাম গঙ্গাধর তুমি বড় জ্ঞানী॥
কামে মত্ত হয়ে ত্যজিবারে চাও প্রাণ। ক্ষান্ত হও দিব আমি আলিঙ্গন দান॥
এত বলি লক্ষ্মীপতি দেন আলিঙ্গন। আম বলি দুই কর প্রসারি তখন॥
আলিঙ্গন মাত্রে দোহে একাঙ্গ হইল। আধা ঘনশ্যাম আর অর্দ্ধেক ধবল॥
আধা ভস্ম ভূষা আধা শোভিছে কস্তুরি। আধা জটাজুট আধা চিকুরে কবরী॥

আধা বনমালা আর আধা হাড়মালা। কস্তুরীতিলক আধা আধা শশিকলা॥
আধা শোভিয়াছে শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া। আধা শিরে রহিয়াছে ফণিগণ বেড়া॥
আধা পীতবাস আর আধা বাঘাম্বর। আধা শঙ্খ চক্র আধা ত্রিশূল ডুম্বর॥
এক কর্ণে কুণ্ডল অন্য কর্ণেতে ধুতুরা। হল কিরূপ মাধুরী মুনি মনোচোরা॥
দেব দৈত্য দ্বন্দ্ব ভঞ্জিবারে ভগবান। সবা মাঝে পুনরপি করেন প্রয়াণ॥
এখানেতে দেবাসুর চৈতন্য পাইয়া। উন্মত্ত হয়েছে সবে কন্যা অন্বেষিয়া॥
হেনকালে সম্মুখে গেলেন নারায়ণ। কন্যা এলো২ বলি ধায় সর্ব্বজন॥
দেবাসুরগণ সবে জিজ্ঞাসে কন্যায়। কি নাম কোথায় ধাম কিহেতু হেথায়॥
বলেন মোহিনী মোর ক্ষীরোদে বসতি। মোহিনী আমার নাম হয়েছে সংপ্রতি॥
শুনিয়াছি অদ্য সিন্ধু হইল মন্থন। হতেছে অনেক দ্বন্দ্ব সুধার কারণ॥
করিতে এলেম আমি কলহ ভঞ্জন। স্থির হও আমি সুধা করিব বন্টন॥
এত শুনি সমুদায় করেন স্বীকার। বুঝিবে তাঁহার মায়া সাধ্য আছে কার॥
দুই পঁক্তি করিয়া বসায় সর্ব্বজন। এক দিকে দেব আরদিকে দৈত্যগণ॥
মধ্যস্থ মোহিনী তবে হইয়া তখন। আপন হস্তেতে সুধা করেন বন্টন॥
দেবে পাবে জ্যেষ্ঠভাগ বলেন মোহিনী। অপর কনিষ্ঠ ভাগ দৈত্যগণে জানি॥
করিলেন অঙ্গীকার দেব দৈত্যগণ। নিষ্কণ্টকে বন্টন করেন নারায়ণ॥
বন্টন করিয়া সাঙ্গ শ্রীমধুসূদন। অবশিষ্ট ভাগ পান করেন তখন॥
হেনকালে রবিশশী বলেন ডাকিয়া। দেখ সুধা রাহু দৈত্য খাইল আসিয়া॥
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন ভগবান। রাহুকে কাটিয়া তবে করে দুইখান॥
না মরিল রাহু দৈত্য সুধাপান হেতু। অর্দ্ধ খণ্ড হল রাহু অর্দ্ধ খণ্ড কেতু॥
পরে দৈত্যভাণ্ড সুধা লয়ে ভগবান। দেবসহকারে হইলেন অন্তর্দ্ধান॥
সাজিল যে দৈত্যগণ যুদ্ধ করিবারে। হইল অনেক যুদ্ধ কে বর্ণিতে পারে॥
সুধা পানে বলবান অমর নিকর। রণ ত্যজি দৈত্যগণ পলায় সত্বর॥
যার যেই নিকেতনে গেল দেববৃন্দ। সুধা পানেতে বঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ॥

কদ্রুর নিকটে বিনতার দাসীত্ব স্বীকার।

ত্রিপদী।

লোমশের অভিলাষ, জিজ্ঞাসে সনক পাশ, অপূর্ব্ব পুরাণ ইতিহাস।
কদ্রু বিনতা দুজন, কিরূপে করিল পণ, কহ প্রভু করিয়া প্রকাশ॥
কহেন সনক ঋষি, যে ভাবে কদ্রুর দাসী, বিনতা হইল হারি পণে।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ তুরঙ্গম, সুলক্ষণ মনোরম, থাকে দেবেন্দ্রের নিকেতনে॥
শ্বেত বর্ণেতে রঞ্জিত, দৈবযোগে উপনীত, হল কদ্রু বিনতা আলয়।
দেখি কদ্রু হয়বরে, বলিয়াছে বিনতারে, কোন বর্ণ হয় গোটা হয়॥
বিনতা কয় অশ্ববরে, সুশ্বেত বরণ ধরে, তুমি কোন্ বরণ বলিবে।
কদ্রু বলে রাখ বাজি, শ্বেত বর্ণ নহে বাজি, অবশ্যই কৃষ্ণ বর্ণ হবে॥
এইরূপ দুই জন, বলাবলি কতক্ষণ, করি পরে কদ্রু বলে হাসি।
করিলাম এই পণ, হইলে শ্বেত বরণ, আমি তব হইব যে দাসী॥
কৃষ্ণবর্ণ হলে পরে, বল সত্য অঙ্গীকারে, তুমি দাসী হইবা নিশ্চয়।
অমনি বলে বিনতা, ইথে না হবে অন্যথা, যদি কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া হয়॥
আছে দোহে বাক্‌ছলে, দিনমণি অস্তাচলে, গেল রাত্রি হইল তখন।
কোন্ বর্ণ অশ্ব হয়, করিতে নারে নির্ণয়, বলে হবে কল্য নির্দ্ধারণ॥
পণেতে বদ্ধ উভয়, চলি গেল নিজালয়, বিভাবরী হইলেক অস্ত।
ডাকি কদ্রু সব সুত, হয়ে অতি হর্ষযুত, আদি অন্ত কহিল বৃত্তান্ত॥
পুত্রগণ বলে মাতা, খাইলে সবার মাথা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ শ্বেতবর্ণ হয়।
করেছ দুরন্ত পণ, না হলে কৃষ্ণ বরণ, দাসী তুমি হইবা নিশ্চয়॥
পুত্রের বচন শুনি, কদ্রু যে বলিছে বাণী, ইহার করহ প্রতীকার।
কোনরূপে এ তুরঙ্গ, করিতে পার কৃষ্ণাঙ্গ, তবে মান রহেত আমার॥
এত শুনি ফণিগণ, হয়ে বিরস বদন, যোড় করে বলে শুন মাতা।
যেমন তুমি জননী, বিনতা তেমন গণি, দুঃখ দেওয়া ভাল নয় কথা॥
ক্রোধে কদ্রু বলে সাপ, এই আমি দেই শাপ, মনস্তাপ পাইবা অবশ্য।
জন্মিবেক জন্মেজয়, তাঁর যজ্ঞে হবে ক্ষয়, নাগচয় করিবে সে ভস্ম।
শুনি এই শাপ বাণী, আনন্দিত পদ্মযোনি, শচীসহ সহস্রলোচন।
মরিবে এ শাপে সাপ, সবার খণ্ডিবে তাপ, পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥
শুনিয়া মাতৃ বচন, সভয়েতে ফণিগণ, গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবাঃ হয়।
ছিল যে শ্বেত বরণ, নিশ্বাসেতে নাগগণ, বিষ জ্বালে কৃষ্ণাঙ্গ করয়॥
পরেতে কদ্রু বিনতা, চলিলেন অশ্ব যথা, দেখে ঘোড়া সুনীল বরণ।
অশ্বকে দেখি বিনতা, করিলেন হেট মাথা, ক্ষুণ্ণ মনে করেন ক্রন্দন॥
প্রতিবন্ধ বিধাতার, করে দাসীত্ব স্বীকার, ফলিল যে অরুণের শাপ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, বলেছে কৃষ্ণগোবিন্দ, মনে কিছু না কর সন্তাপ॥

গরুড়ের জন্ম কথা।

অদ্যাবধি কদ্রু দাসী হইল বিনতা। শুন বলি গরুড়ের জনমের কথা॥
সম্পূর্ণ হইল যদি সহস্র বৎসর। অণ্ড ভাঙ্গি বাহির হইল বীরবর॥
প্রাতঃ হইতে বাড়ে যেন ভানুর কিরণ। অল্পক্ষণ মধ্যে বীর হইল ভীষণ॥
মহাবীর বিহঙ্গম কালরূপধারী। লোহিত বরণ দেহ বিক্রমে কেশরী॥
চাহিতেং অঙ্গ পরশে গগণ। পক্ষিরাজ দেখি অতি ভীত দেবগণ॥
বৈশ্বানর জানি সবে যোড়ি দুই কর। হুতাশন জ্ঞানে স্তুতি করেন বিস্তর॥
অগ্নি বলে আমা স্তুতি কর অকারণ। ভয় নাই এই বীর বিনতা নন্দন॥
এতেক বহ্নির বাণী শুনিয়া অমর। স্তুতি করে গরুড়েরে যুড়ি দুই কর॥
ভীমরূপ খগেশ্বর দেখিয়া তোমায়। কম্পান্বিত কলেবর হইল সবায়॥
নিজ দেহ সম্বরহ বিনতানন্দন। শুনি তব ধ্বনি হৈল বধির শ্রবণ॥
নেত্র না মেলিতে পারি অঙ্গের কিরণে। দয়া করি ভীমাঙ্গ সম্বর এইক্ষণে॥
শুনিয়া দেবের স্তুতি দয়া উপজিল। প্রকাণ্ড শরীর ছাড়ি খর্ব্বাঙ্গ হইল॥
অরুণে লইয়া তবে পক্ষীর ঈশ্বর। স্থাপন করিল লয়ে সূর্য্য রথোপর॥
তপনের তাপে পোড়ে ত্রিভুবন। পক্ষ আচ্ছাদনে তাপ হল নিবারণ॥
লোমশ বলেন শুন ইহার কারণ। কেন ভানু তেজে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন॥
সনক বলেন যবে অমৃত বাঁটিল। হেনকালে রাহু কিছু ভক্ষণ করিল॥
সূর্য্য বাক্যে বিষ্ণু তারে করেন ছেদন। ভানু প্রতি রাহুগ্রহ কুপিল তখন॥
মহাবেগে আসে করি বদন ব্যাদন। দিনকরে ধরিয়া গিলিতে তার মন॥
সূর্য্য বলে সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ। দেখিছ কৌতুক সবে মোরে করে গ্রাস॥
নিজ তেজে ত্রিভুবন করিব প্রলয়। এত বলি দিনপতি তেজোময় হয়॥
বিরিঞ্চি বলেন ভয় না কর অমর। এই তেজ নিবারিবে বিনতা কুঙর॥
কিছু দিন সহ্য করি থাক সর্ব্বজন। নত শিরে বন্দে কৃষ্ণ সবার চরণ॥

সূর্য্যের রথে অরুণের স্থিতি।

খগেশ্বর মহানন্দে, অরুণে লইয়া স্কন্ধে, সূর্য্য মণ্ডলেতে উপনীত।
অরুণে সারথি করি, করে দিয়া অশ্বদড়ি, নিকেতনে চলিল ত্বরিত॥
বিনতা আছেন যথা, গরুড় যাইয়া তথা, প্রণমিল মায়ের চরণ।
হায় অতি দুঃখান্বিতা, বসে রয়েছে বিনতা, হেনকালে দেখেন নন্দন॥

পুত্রে করে আশীর্ব্বাদ, ভাবে খণ্ডিল বিষাদ, কদ্রু এলো এমন সময়ে।
বলে গো চল ত্বরিতে, যাইব রম্যদ্বীপেতে, মোরে লও স্কন্ধেতে করিয়ে॥
শুনি বিনতা সুন্দরী, লইলেক স্কন্ধে করি, ফনিগণ লইয়ে গরুড়ে।
চক্ষের নিমেষে চলে, গেলেন সূর্য্যমণ্ডলে, সূর্য্যতেজে নাগবৃন্দ পোড়ে॥
দেখে কদ্রু দুখী হন, পোড়ে আপন নন্দন, ভাবিয়া হইল নিরুপায়।
ব্যাকুল হইয়ে পরে, ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে, মোরে রক্ষা কর দেবরায়॥
বহুবিধ স্তুতিনতি, করে বলে শচীপতি, পুড়ি মরে আমার কুমার।
দয়া করি পুরন্দর, ডাকি সব জলধর, বলে কর বারির সঞ্চার॥
আজ্ঞা পেয়ে ততক্ষণ, বরষিয়া মেঘগণ, রক্ষা করে অহির জীবন।
লয়ে সব ফনিগণ, রম্য বনেতে তখন, পক্ষিরাজ করেন গমন॥
যেন চন্দ্র সুপ্রকাশ, ভুজঙ্গগণ নিবাস, মণি মুক্তা প্রবাল প্রস্তর।
দিব্য অট্টালিকাময়, যেন ইন্দ্রের আলয়, শতে শতে শোভে সরোবর॥
পুষ্পোদ্যান মনোহর, শোভা করেছে বিস্তর, সুগন্ধি পবন বহে তায়।
মিলিয়া মধুপ বৃন্দে, ধাইতেছে অরবিন্দে, মকরন্দ পানের আশায়॥
নিজালয় ফনিগণ, সম্মুখে দেখি তখন, সবে চায় গরুড়ের পানে।
অতি শক্তি উড়িবার, অতএব একবার, স্কন্ধে চড়ি ভ্রমিবার মনে॥
তবে সব বিষধর, বলে শুন খগেশ্বর, স্কন্ধে কর যাব অন্য দ্বীপে।
শুনিয়া নাগের বাণী, খগেন্দ্র বিস্ময় মানি, মাতাকে জিজ্ঞাসে অতি কোপে॥
বলে শুনগো জননি, কহিবা যথার্থ বাণী, মিথ্যা না বলিবা কদাচন।
কদ্রু এল তোমা চড়ি, আমি ফনী স্কন্ধে করি, বহিয়া আনি যে সর্ব্বজন॥
পুনঃ বলে নাগগণ, স্কন্ধে করি সর্ব্বজন, লইয়া যাইতে অন্য দ্বীপে।
একি দেখি ব্যবহার, ভৃত্য মত বারংবার, খাটি কেন বল মা স্বরূপে॥
এতেক শুনি বিনতা, কহিল দুঃখ বারতা, যেভাবে করিয়াছিল পণ।
শুনিয়া দুঃখিত মনে, খগেশ্বর কদ্রু স্থানে, দ্রুতবেগে করিল গমন॥
যেয়ে কদ্রু সন্নিকটে, গরুড় কয় করপুটে, শুন মাতা মোর নিবেদন।
ধরিগো পদে তোমার, কিরূপে আমার মার, দাসীত্ব হইবে বিমোচন॥
কদ্রু বলে খগপতি, মুক্ত করিতে প্রসূতি, বহুশ্রম হইবে তোমার॥
আনিয়া দিলে অমৃত, তবে সে হইবে মুক্ত, কৃষ্ণ বলে অসাধ্য কি তার॥

গজ এবং কূর্ম্মের যুদ্ধ ও বধ এবং গরুড়ের অমৃত আনিতে গমন।

শুনিয়া কদ্রুর বাণী খগের ঈশ্বর। সহর্ষেতে উত্তরিল মায়ের গোচর॥
বিনতা নিকটে কয় যুড়ি দুই পাণি। দুঃখ অবসান হল শুনগো জননী॥
সুধা আনি দিলে হবে দাসীত্ব মোচন। কি সংশয় অবিলম্বে আনিব এখন॥
কিন্তু মাতা ক্ষুধানলে দহিছে জীবন। উদর পূরিয়া মোরে করাও ভোজন॥
শুনিয়া বিনতা বলে পুত্রের বচন। সাগরের তীরে যাও করিতে অশন॥
জলচর বনচর আছে বহুতর। মনানন্দে ভক্ষ যেয়ে পূরিয়া উদর॥
কিন্তু বাছা তথাকারে এক দ্বিজ আছে। ক্ষুধায় অধীর হয়ে তাঁরে খাও পাছে॥
সূর্য্যের কিরণ হতে জিনিয়া তেজস্বী। পক্ষী বলে কিবা চিহ্ন ধরে সেই ঋষি॥
বিনতা কহিল তাঁর এ চিহ্ন জানিবে। খাইতে তোমার যবে কষ্ট উপজিবে॥
তখনি জানিবা বাপু সেই দ্বিজরাজ। যাহাতে না মরে বিপ্র করো সেই কাজ॥
এত শুনি খগবর করিল উঠানি। গভীর গর্জ্জনে যায় বন্দিয়া জননী॥
হস্ত তুলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ। অমৃত আনিয়া বাছা ঘুচাও বিষাদ॥
পাখ শাট মারি যায় পবনের বেগে। দেখিয়া কম্পিত হন যত দেব ভাগে॥
গরুড়ের ভয়েতে কাঁপিছে ত্রিভুবন। মন্দতেজ হয়ে তবে রহিল তপন॥
সম্মুখে দেখিয়া বীর কৈবর্ত্ত ভবন। গ্রামসহ জীব জন্তু করিল ভক্ষণ॥
বিনতা বর্ণিত বিপ্র তথায় আছিল। সর্ব্বশুদ্ধ খগেশ্বর তাঁহারে খাইল॥
গরুড় উদরে যবে পশিল ব্রাহ্মণ। হইল তাঁহার অঙ্গে ভানুর কিরণ॥
অনুমানে বুঝিল গরুড় মহাশয়। মাতার বর্ণিত দ্বিজ বুঝি এই হয়॥
গরুড় বলিল তবে নিঃসর ব্রাহ্মণ। বিপ্র বলে সঙ্গে মোর ভার্য্যা পুত্রগণ॥
কৈবর্ত্তানী ভার্য্যাসহ করেছ ভক্ষণ। এবে বাহিরিব আমি এ আর কেমন॥
বীর বলে ভার্য্যাসহ নিঃসর ত্বরায়। অবধ্য ব্রাহ্মণ হবে আছে বটে দায়॥
তাহা শুনি ধৈরে দ্বিজ কৈবর্ত্তানী করে। গরুড় উদর হইতে আসিল বাহিরে॥
দ্বিজে মুক্ত করি তবে বিনতা নন্দন। দ্রুতবেগে অন্তরীক্ষে করিল গমন॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
বলিল গরুড় আছি সর্ব্বত্র কুশলে। কিন্তু মোর কলেবর দহে ক্ষুধানলে॥
জীব জন্তু আদি আমি খেয়েছি বিস্তর। তবু নহে ক্ষুধা শান্তি দহিছে উদর॥
বলেন কশ্যপ মুনি শুন খগবর। এথায় আছে যে এক দিব্য সরোবর॥

তার তটে গজ কূর্ম্ম করিতেছে রণ। মন দিয়া শুন কহি সেই বিবরণ॥
মুনি পুত্র দুইজন মহা ধনবান। বিশ্বাবসু সুপ্রতীক দোঁহার আখ্যান॥
শত্রুবর্গ পরামর্শে পৃথক হইল। ধন বন্টকেতে দোঁহে বাদ আরম্ভিল॥
জ্যেষ্ঠ বিশ্বাবসু ছিল অতিশয় দুষ্ট। ভাগ নাহি দিয়া ভিন্ন করিল কনিষ্ঠ॥
নিত্য আসে সুপ্রতীক বিভাগের তরে। ধনের জন্যেতে দোঁহে ঘোর দ্বন্দ্ব করে॥
ক্রোধে শাপে বিশ্বাবসু কনিষ্ঠের প্রতি। অরণ্যেতে পশু তুমি হইয়া যে হাতী॥
সুপ্রতীক বলে মোরে নাহি দিলা ধন। বিনা দোষে শাপ দাও না বুঝি কারণ॥
মোরে শাপ দিয়া দাদা করিলা কুকর্ম্ম। মোর শাপে তুমি জলে যেয়ে হও কূর্ম্ম॥
এইরূপে দুইজনে বিসম্বাদ হল। গজ অরণ্যেতে সে কচ্ছপ জলে গেল॥
ভাইসহ পরবাক্যে যেই করে দ্বন্দ্ব। নিশ্চয় হইবে তাঁর এইরূপ মন্দ॥
দশ যোজন পরিমাণ কচ্ছপ শরীর। বিংশতি যোজন অঙ্গ হইল হাতীর॥
এই দুইজন নিত্য করে মহারণ। তুমি যেয়ে খগেশ্বর করহ ভক্ষণ॥
শুনিয়া কশ্যপ বাণী বিনতা নন্দন। খাইবারে গজ কূর্ম্ম করিল গমন॥
পাখ শাট মারি তবে উঠিল আকাশে। সরোবরে উত্তরিল চক্ষুর নিমেষে॥
দেখে মহা যুদ্ধ করে কূর্ম্ম আর করী। ঝাঁপ দিয়া উঠাইল দোঁহে নখে করি॥
গজ কচ্ছপেরে লয়ে খগের ঈশ্বর। অন্তরীক্ষে মহাবীর চলিল সত্বর॥
খাইবে কোথায় রাখি না দেখে উপায়। রোহিণী নামেতে বৃক্ষ দেখিবারে পায়॥
অতি উচ্চ তরু গোটা পরশে গগণ। তাহার ডালেতে বসে বিনতা নন্দন॥
কি সাধ্য সহিতে বৃক্ষ গরুড়ের ভার। শাখাবৃন্দ ভাঙ্গিয়া হইল চূরমার॥
সেই ডালে তপ করে সহস্র ব্রাহ্মণ। বালখিল্ল নামেতে বিখ্যাত ত্রিভুবন॥
অতি খর্ব্বকায় সবে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। শাখা ধরি অধোমুখে করিতেছে ধ্যান॥
দেখিয়া গরুড় হল কম্পান্বিত কায়। মরে যদি মুনিগণ কি হবে উপায়॥
নখে গজ কূর্ম্ম আর শাখা লয় ঠোঁটে। সভয়েতে খগরায় অন্তরীক্ষে উঠে॥
এইমতে বহুদিন শূন্য পথে ঘুরে। শাখা নাহি ছাড়ে পাছে মুনিগণ মরে॥
একদিন দেখিয়া কশ্যপ মুনিবরে। পিতার নিকটে বীর বলে যোড় করে॥
সুতের দুর্দ্দশা দেখি কশ্যপ তখন। বালখিল্ল মুনিগণে করেন স্তবন॥
ধ্যান ভঙ্গ হলে পরে যত মুনিগণ। হিমালয়া.লে সবে করেন গমন॥
তবে খগেশ্বর বলে পিতার সদন। এই ডাল কোথাকারে করিব অর্পণ॥
কশ্যপ বলেন ফেল ত্রিপুরুষ গিরি। পিতৃবাক্যে খগেশ্বর চলে ত্বরা করি॥
শাখা ফেলি গজ কূর্ম্ম খাইল তথায়। অমৃত আনিতে বীর আনন্দেতে যায়॥

মহা বেগে আকাশে উঠিল খগেশ্বর। দেখিয়া ত্রাসিত হল যতেক অমর॥
শচীপতি বৃহস্পতি স্থানেতে জিজ্ঞাসে। কি জন্যে গরুড় এত দ্রুতবেগে আসে॥
বৃহস্পতি বলে শুন ইন্দ্র মহাশয়। মুনি শাপে তোমাকে করিবে পরাজয়॥
আইসে গরুড় পক্ষী সুধার কারণে। তোমাকে জিনিয়া সুধা লইবে এখনে॥
লোমশ বলেন তবে সনক গোচর। কি হেতু ইন্দ্রের শাপ কহ মুনিবর॥
বিপ্র শ্রেষ্ঠ কশ্যপ সে বিখ্যাত ভুবন। পক্ষিরূপধারী কেন তাঁহার নন্দন॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ মুনিবর। শুনিতে বসেছে কৃষ্ণ যোড়ি দুইকর॥
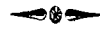
ইন্দ্রপ্রতি বালখিল্য মুনিগণের শাপ।

বলেন সনক মুনি, শুন অপূর্ব্ব কাহিনী, যজ্ঞ করে কশ্যপ যখন।
যত দেবতা নিকর, হয়ে তাঁর অনুচর, যজ্ঞ কাষ্ঠ করে আহরণ॥
শমন বায়ু পবন, নবগ্রহ আদি গণ, অর্কেন্দু বাসব জল নাথ।
কতেক বর্ণিব আর, কাষ্ঠ আনে ভারে ভার, সবলে মিলিয়া এক সাত॥
বালখিল্য মুনিগণ, পলাশ পত্র সৃজন, আতপত্র ধরিয়া মাথায়।
যথা সব দেবগণ, কাষ্ঠ করে আহরণ, সেই পথে ধীরেং যায়॥
যাইয়ে অনতি দূরে, পাইলেন দেখিবারে, পথি মধ্যে গোক্ষুরের জল।
না পারে হইতে পার, করে নানা প্রতিকার, তাহা দেখি হাসে আখণ্ডল॥
ক্রোধে জ্বলে মুনিগণ, যেন জ্বলন্ত অনল, ইন্দ্রের দেখিয়া পরিহাস।
এত তোর অহঙ্কার, ওরে মত্ত দুরাচার, এখনি করিব সর্ব্বনাশ॥
রাজভোগে হয়ে ভোলা, ব্রাহ্মণ করিলি হেলা, হত ইন্দ্র করিব তোমায়॥
এত বলি করে যজ্ঞ, ইন্দ্র হইতে সুবিজ্ঞ, আর ইন্দ্র সৃজিবারে চায়॥
ইহা শুনি সুর রায়, কশ্যপ নিকটে যায়, আদি অন্ত করে নিবেদন।
পরেতে কশ্যপ মুনি, মনেতে প্রমাদ গনি, গেল যথা সেই মুনিগণ॥
কশ্যপ করিল স্তুতি, বালখিল্য মুনি প্রতি, বলে নষ্ট না কর বাসবে।
পাইয়া ব্রহ্মার বর, ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর, কেন আর ইন্দ্র কর সবে॥
রাখ বিধির বচন, আমার এ নিবেদন, আর না সৃজিও আখণ্ডল।
হয়ে পরে স্তবে তুষ্ট, বলে পাই বহু কষ্ট, বালখিল্য মুনির মণ্ডল॥
সবে আরম্ভিয়া যজ্ঞ, হইলাম অনভিজ্ঞ, সিদ্ধ না হইল কোন কাজ।
কশ্যপ বলেন স্পষ্ট, কেন বৃথা পাবে কষ্ট, বিজ্ঞ এক হবে পক্ষিরাজ॥
জিনিবে শতেক ইন্দ্র, জন্ম লইলে পক্ষীন্দ্র, এত বলি হলেন বিদায়।

বলেন ইন্দ্রের প্রতি, ব্রাহ্মণেরে অসম্প্রীতি, কভু না করিও দেবরায়॥
ক্রুদ্ধ হলে বিপ্রগণ, ক্ষণমধ্যে ত্রিভুবন, অবহেলে নাশিবারে পারে।
অধম কৃষ্ণগোবিন্দে, ব্রাহ্মণ চরণারবিন্দে, শতং প্রণিপাত করে॥

অর্থ গরুড়ের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও চন্দ্র হরণ।

হেন মতে পক্ষী হল কশ্যপ নন্দন। অপরেতে বলি শুন চন্দ্রের হরণ॥
মহাবীর খগেশ্বর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। সুধা আনিবারে যায় অমর নগর॥
দেখি দেবগণ যায় করিবারে রণ। গরুড় উপরেতে প্রহারে প্রহরণ॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর। অসংখ্য এরেন বাণ বর্ণিতে বিস্তর॥
মহাবীর্য্যশালী বীর বিনতানন্দন। দেবতার যুদ্ধ দেখি হাসেন তখন॥
জ্বলন্ত কৃশানু যেন হবিঃ দিলে বাড়ে। সেইরূপ তেজঃ বৃদ্ধি যত অস্ত্র পড়ে॥
কাদম্বিনী নাদ জিনি গরুড় গর্জ্জন। অমরগণের প্রতি বলিছে তখন॥
জানিলাম দেবগণ সকলই নির্ব্বোধ। পরাজিত হবে পাছে বাড়াও বিরোধ॥
চক্ষুর নিমেষে পারি নাশিতে সংসার। কে যুঝিবে মম সনে সাধ্য আছে কার॥
এতেক বলিয়া তবে বিনতা কুমার। পাখশাট মারি যুদ্ধে হল আগুসার॥
হইল তুমুল যুদ্ধ বর্ণিতে বিস্তর। ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক অমর॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন। অশ্বিনী কুমার আদি শশাঙ্ক তপন॥
ছুটাছুটী করে সবে না চায় ফিরিয়া। চন্দ্র লোকে খগেশ্বর উত্তরিল গিয়া॥
চন্দ্রের চৌদিকে দেখে জ্বলন্ত পাবক। বেগবন্ত হইয়া করিছে ধক্ং॥
অগ্নির তরঙ্গ তবে দেখি খগরায়। স্বর্ণ দেহ ধরি বীর পার হয়ে যায়॥
অগ্নি উত্তরিয়া তবে গেল কত দূর। দেখে চক্র ভ্রমিতেছে যেন তীক্ষ্ণ ক্ষুর॥
অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র এক ছিল চক্রমাঝ। পিপীলিকা হয়ে পার হল পক্ষীরাজ॥
পার হয়ে চক্র বীর আনন্দিত মন। ভুজ প্রসারিয়া ইন্দু ধরিল তখন॥
পক্ষেতে ঢাকিয়া চন্দ্র চলিল সত্বর। পূর্ব্বমত চক্র অগ্নি লঙ্ঘে খগেশ্বর॥
চক্র লঙ্ঘি গেল বীর দেখি চক্রপাণি। বলেন পক্ষীর আজি বধিব পরাণী॥
চারি করে চারি অস্ত্র লয়ে হৃষীকেশ। যুদ্ধ করিবার তরে করেন প্রবেশ॥
মহারণ দুইজনে হল শূন্যোপরে। নারায়ণ পরাভূত করে খগেশ্বরে॥
রণে পরাভূত হয়ে দেব দামোদর। বলে তব বলে তুষ্ট হইলাম খেচর॥

মনোনীত বর মাগ কশ্যপ কুমার। গরুড় বলেন প্রভু কৃপা আপনার॥
প্রসন্ন হইয়া যদি মোরে দিবা বর। সংসারে করহ মোরে অজয় অমর॥
আর এক বর চাহি দেব গদাধর। তোমা হতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর॥
তথাস্তু বলিয়া দেব করেন স্বীকার। ত্রিভুবনে বীর নাহি সমান তোমার॥
শুনি খগরায় হল অতি হৃষ্টমন। আমি আপনাকে বর দিব জনার্দ্দন॥
প্রভু বলে বর যদি দিবা খগপতি। আমার বাহন হয়ে থাকিবা সংহতি॥
স্বীকার করেন তবে বিনতানন্দন। আজি হতে হইলাম তোমার বাহন॥
কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছ উচ্চে বসিবারে। বিষ্ণু বলে বস মোর রথের উপরে॥
দোঁহাকারে এইমত দোঁহে দিয়া বর। দ্রুতবেগে চন্দ্র লয়ে চলে খগেশ্বর॥
পুনরপি গরুড়ে দেখিয়া দেবগণ। সাজিয়া আইল সবে করিবারে রণ॥
বজ্র হস্তে করিয়া আসিল বজ্রপাণি। মহাকোপে খগেশ্বরে প্রহারে অশনি॥
অব্যর্থ জানিয়া তবে দেবেন্দ্রের বাজ। এক গুটী পক্ষ ছিঁড়ি দিল পক্ষিরাজ॥
বাহিরিয়া গেল বজ্র বাসবের করে। হাসিয়া ইন্দ্রের প্রতি বলে খগেশ্বরে॥
কোটি বজ্রে কি করিবে হইয়া বিপক্ষ। ব্রহ্ম বাক্য রক্ষা হেতু দিনু একপক্ষ॥
দেখিয়া লজ্জিত হল যতেক অমর। বিনয় করিয়া বলে দেব পুরন্দর॥
তোমার বিক্রমে মোর বাড়িল আহ্লাদ। মিত্রতা করিতে চাহি ত্যজে বিসম্বাদ॥
খগেন্দ্র বলেন তবে দেবেন্দ্রের প্রতি। আজি হতে সখ্য ভাব তোমার সংহতি॥
বাসব বলেন শুন মিত্র মহাশয়। তোমার বিক্রমে বড় হতেছে বিস্ময়॥
কত বল ধর সখা শুনি বিবরণ। স্বরূপে কহিবা মোরে না করো বঞ্চন॥
শুনিয়া এতেক বাণি বলে খগরায়। আপনার গুণ ব্যক্ত করা নাহি যায়॥
সুহৃদের নিকটে বলিতে নাহি লাজ। অতএব যৎকিঞ্চিৎ বলি দেবরাজ॥
সিন্ধুর সহিত মহী করি এক পক্ষে। তোমা সহ সুরপুরী রাখি আর কক্ষে॥
উড়িবারে পারি শূন্যে অযুত বৎসর। কিছু মাত্র ক্লেশ নাহি হবে পুরন্দর॥
শুনিয়া খগের কথা বিস্ময় বাসব। যে কিছু বলিলা সখা সকলই সম্ভব॥
কিন্তু এক নিবেদন তোমার গোচর। কিসের কারণে লয়ে যাও শশধর॥
খগরাজ বলে চন্দ্র নিব একারণে। বিমাতা নিকটে দাসী মাতা আছে পণে॥
অমৃত লইয়া দিলে যথা ফণিগণ। তবে সে হইবে মার দাসীত্ব মোচন॥
এতেক শুনিয়া কহে সহস্রলোচন। শত্রুবর্গে সুধা দিবা না বুঝি কারণ॥
সৃষ্টি নাশ করে মহা দুষ্ট দুরাশয়। তা সবে সুধাংশু দিতে যুক্তিযুক্ত নয়॥

অন্যোপায় করি মায়ে করাহ মোচন। মম বাক্যে ইন্দু ছাড় জগতজীবন॥
খগেন্দ্র বলিল মিত্র উচিত না হয়। মাতাকে বলেছি চন্দ্র লইব নিশ্চয়॥
কিন্তু এক সদুপায় আছে বজ্রপাণি। চন্দ্রকে করিব মুক্ত ভুলাইয়া ফণী॥
গুপ্তবেশে মম সঙ্গে চল দেবরাজ। তব মায়াবলে সিদ্ধ করিব একাজ॥
দ্বিজরাজ লয়ে নাগে করিয়া অর্পণ। সবাকে পাঠায়ে দিব স্নানের কারণ॥
তথা হতে তাকে তুমি লয়ে ততক্ষণ। নাগগণ অগোচরে করিবা গমন॥
এত শুনি সহর্ষেতে কন পুরন্দর। ইচ্ছা অনুরূপ বর মাগ খগেশ্বর॥
খগ বলে ত্রিভুবনে মোর কি অসাধ্য। তবু তব অনুরোধে হইলাম বাধ্য॥
আমার মাতারে কষ্ট দিল দুষ্টগণ। বর দাও ফণী হৌক্ আমার ভক্ষণ॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র স্বীকার করিল। ছদ্মবেশে গরুড়ের সঙ্গেতে চলিল॥
চক্ষুর নিমিষে গেলা নাগের ভবন। ডাক দিয়া আনিল যতেক ফণিগণ॥
এই চন্দ্র লও বলি করিল অর্পণ। স্নান করি সবে সুধা করহ ভক্ষণ॥
দাসীত্ব মোচন কর আমার মাতার। ফণিগণ বলে মুক্তি হইল তাঁহার॥
এত বলি আনন্দিত হয়ে অহিগণ। স্নান করিবারে সবে করিল গমন॥
কুশের উপরে চন্দ্র রাখিয়া সত্বর। তথা হতে প্রস্থান করেন খগেশ্বর॥
অবগাহন করিতে গেলে ফণিগণ। ইন্দু লয়ে ইন্দ্র তবে করেন গমন॥
স্নান করি ঘরে এল ভুজঙ্গ নিকর। না দেখি সুধাংশু হল বিরস অন্তর॥
অন্তরে জানিল চন্দ্র নিল দেবরাজ। চাটিতে লাগিল কুশ নাগের সমাজ॥
কুশের ধারেতে জিহ্বা হইলেক চিড়। এইহেতু দুইজিহ্বা সকল ফণীর॥
চন্দ্রের পরশে কুশ পবিত্র হইল। সেই হেতু কুশবিনা শ্রাদ্ধাদি নিষ্ফল॥
যেই জন শুনে এই পুণ্য ইতিহাস। কৃষ্ণ কহে হয় তার কলুষবিনাশ॥

শেষ নাগের তপস্যা।

ত্রিপদী।

শুনিয়া সনক বাণী, বলেন লোমশ মুনি, গরুড়ের অদ্ভুত কথন॥
সহস্রেক নাগগণ, কদ্রু দেবীর নন্দন, কি কর্ম্ম করিল কোন জন॥
শুনে কন ঋষিবর, সহস্রেক বিষধর, যে কার্য্য করিল অতঃপরে॥
জ্যেষ্ঠ শেষ নাগবর, সর্ব্ব গুণে গুণাকর, আর যত দুষ্ট ভাব ধরে॥
অধিক বর্ণিব কত, বাসুকী ও ঐরাবত, বলি যত অহি শ্রেষ্ঠ হয়।

পিঙ্গলাক্ষি আর হল, প্রাক্ষ কর্কট অনিল, বামন তক্ষক ধনঞ্জয় ॥
পনস অজয় পূর্ণ, শঙ্খচূড় অসিবর্ণ, বালির মৰ্জ্জাক যে উশক।
নহুস আর ধৃতরাষ্ট্র, রুদ্র পোতকাদি দুষ্ট, স্বর্গ নিৰ্দ্ধর যে বিতক ॥
ইত্যাদি নাগ নিচয়, সব হয় দুরাশয়, কিন্তু জ্যেষ্ঠ শেষ বিষধর।
জিনিয়া সহস্র জন, সুপণ্ডিত বিচক্ষণ, জিতেন্দ্রিয় ধৰ্ম্মেতে তৎপর ॥
ভাই সব দুষ্টমতি, দেখিয়া নাগের পতি, পরিতাপ ভাবি নিজ মনে।
ত্যাগ করি সৰ্ব্বজন, কাননে করে গমন, নাগরাজ তপস্যা কারণে ॥
যেয়ে গিরি হিমালয়, করি তপঃসমাশ্রয়, মহা তপঃ করে নিরন্তর।
তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি, আসিলেন দ্রুতগতি, যথায় বসেছে ফণিবর ॥
ব্রহ্মা বলে অহিরাজ, সাধিবারে কোন্ কাজ, এত তপঃ করিছ আমায়।
লইয়া বাঞ্ছিত বর, গৃহেতে চল সত্বর, আর নাহি থাকহ হেথায় ॥
চক্ষু মেলি নাগ রায়, বিরিঞ্চি দেখিতে পায়, বলে প্রভু দেহ মৃত্যু বর।
ভাই সব দুরাচার, ইচ্ছা না হয় আমার, বাহুরিয়া যাইবারে ঘর ॥
গরুড় বৈমাত্র ভাই, তার কিছু দোষ নাই, মোর সব ভাই অভাজন।
নিষেধ না শুনে কেহ; দ্বন্দ্ব করে তাঁরসহ, দুষ্ট ফণী সদাসৰ্ব্বক্ষণ ॥
বলেতে তাহার সনে, নাহি পারে কোন জনে, কাপট্যেতে করয়ে হিংসন।
আর আছে যত প্রাণী, করে তা সবার হানি, এই দুঃখে ত্যজিব জীবন ॥
বলিলেন প্রজাপতি, শুন২ ফণিপতি, দুষ্টের সংসর্গ দূর হবে।
তুমি বলে বলবান, শিরে ধর মহীখান, তোমা বিনা অন্যে না সম্ভবে ॥
শুনি ব্রহ্মার বচন, অহিরাজ ততক্ষণ, মহী ধরি রহিল পাতালে।
হইল নাগের রাজা, সৰ্ব্ব জীবে করে পূজা, যক্ষ রক্ষ দেবতামণ্ডলে ॥
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, অধম কৃষ্ণ গোবিন্দে, করযোড়ে করিছে প্রণাম।
ভুজঙ্গরাজ চরিত্র, শুনিলে দেহ পবিত্র, আর পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥

পয়ার ছন্দ।

একাকী পাতালে গেল শেষ ফণিবর। শুনিয়া বাসুকি হল দুঃখিত অন্তর ॥
মাতৃ শাপ স্মরিয়া হইল দুঃখমতি। কি হবে উপায় কিছু না দেখি নিষ্কৃতি ॥
পরীক্ষিত ঔরসে জন্মিবে জন্মেজয়। তাঁহার যজ্ঞেতে সব ফণী হবে ক্ষয় ॥
ভাবিয়া ভুজঙ্গগণ হল নিরুপায়। এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায় ॥
পরেতে হইল যবে সমুদ্র মন্থন। সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলেন তখন ॥

বাসুকি হইয়াছিল মন্থনের দড়ি। দেবের কারণে নাগ দুঃখ পেল ভারী॥
সেই জন্য অভয় দিলেন চতুর্ম্মুখ। খণ্ডিবে আস্তিক হতে তোমবার দুঃখ॥
জরৎকারু নামে তব ভগিনী জন্মিবে। তাঁর সুত আস্তিক যজ্ঞেতে প্রবেশিবে॥
জন্মেজয় হইতে নাগে ভিক্ষা মাগি লবে। তেঁই সে নাগের কুল পরিত্রাণ পাবে॥
ব্রহ্মা যদি কহিলেন এতেক বচন। কৃষ্ণ বলে নাগরাজ করো না চিন্তন॥

দক্ষ যজ্ঞে সতীর আগমন।

বলেন সনক মুনি, সতীর জন্ম কাহিনী, শ্রোতা হইলেন শ্রীলোমশ।
ছিল দক্ষ প্রজাপতি, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সতী, বিয়ে করে ছিলেন মহেশ॥
পরে দক্ষ যজ্ঞ করে, নিমন্ত্রিল ত্রিসংসারে, শিবে নাহি দিল নিমন্ত্রণ।
লাগাতে দ্বন্দ্বের ঘটা, কোন্দলী নারদ বেটা, উত্তরিল সতীর ভবন॥
বলে মামী ধিক্২, লজ্জা কি আছে অধিক, তোর পিতা যে কর্ম্ম করিল॥
আরম্ভিয়া মহাযজ্ঞ, নিমন্ত্রিল যোগ্য২, কাশীনাথে অযোগ্য ভাবিল॥
আমি গিয়াছিনু তথা, মাতুল না দেখি যথা, মণিহারা ফণী প্রায় হয়ে।
বার্ত্তা দিতে তব স্থানে, আইলাম অপমানে, দেখি তুমি কিপ্রকার মেয়ে॥
শুনি নারদের কথা, সতী পেয়ে মর্ম্ম ব্যথা, বলে মুনি না বল অধিক।
আমি যাব যজ্ঞ স্থলে, যদি বাপে মন্দ বলে, প্রতিফল পাবে সমধিক॥
এত বলি মত্তাসতী, বলিছে নন্দীর প্রতি, চল শীঘ্র আমার সহিতে।
তাহা শুনি দিগবাস, বলেন করিয়া হাস, ক্ষান্ত হও যেওনা যজ্ঞেতে॥
না শুনি পতির বাণী, যজ্ঞে চলেন ভবানী, নন্দীকে লইয়া সহকারে।
দ্রুতবেগে সতী যায়, পাছে না ফিরিয়া চায়, উপনীতা দক্ষের আগারে॥
যজ্ঞে সমাগতা সতী, দেখি দক্ষ প্রজাপতি, রহিলেন পালটী নয়ন।
প্রণাম করিয়া সতী, বলে পিতা মম প্রতি, এত নিদারুণ কি কারণ॥
দক্ষ বলে এস মাতা, কব কি সে সব কথা, নীচ জাতি সেইযে জামাই।
নাহি করি সে কারণ, মহেশেরে নিমন্ত্রণ, তোমা দেখে বড় লজ্জা পাই॥
আমি সবাকার মান্য, মম জামাতা জঘন্য, ঘর বিনা শ্মশানে বসতি।
মরি একি সর্ব্বনাশ, বস্ত্র বিনা দিগবাস, ক্রীড়া তার ভূতের সংহতি॥
তৈল বিনা মাখে ছাই, সে বেটার বুদ্ধি নাই, সিদ্ধি খেয়ে হয়ে থাকে ভোর।
গলে সর্প শিরে জটা, কর্ণেতে ধুতুরা গোটা, বাক্য নাই বাজায়ে ডম্বুর॥

বুড়া এক বৃষে চড়ি, ফিরে কুচনীর বাড়ী, ভিক্ষা করি উদর পোষায়।
ক্ষান্ত হও বৃক্ষ বলে, অধিক আরো বলিলে, মান থাকা হইবেক দায়॥

সতীর দেহ ত্যাগ ও দুর্গারূপে হিমালয়ের ঘরে জন্ম।

শুনিয়া পতির নিন্দা পতি প্রাণাসতী। যজ্ঞের অনল মাঝে প্রবেশিলা সতী॥
দক্ষের সম্মুখে সতী পরাণ ত্যজিল। মহা বেগে নন্দী আসি শিবে জানাইল॥
কাঁদিয়া২ নন্দী করে নিবেদন। যজ্ঞেতে পশিয়া সতী ত্যজিল জীবন॥
শুনি মহা কোপান্বিত হয়ে দিগবাস। সজোরেতে আঁটিয়া পরেন বাঘ বাস॥
ঘূর্ণিতলোচনে আজ্ঞা করেন নন্দীরে। বলদ সাজাও যজ্ঞে যাইব সত্বরে॥
সেনাগণ সংগ্রহ করহ ত্বরা করি। দেখিব কেমন আজি দক্ষ অধিকারী॥
এত শুনি নন্দী রণবাদ্য বাজাইল। ভুত প্রেত যক্ষ রক্ষ সাজিয়া চলিল॥
অসংখ্য কটক ঠাট বর্ণিতে বিস্তর। চক্ষের নিমেষে গেল দক্ষের গোচর॥
যজ্ঞেতে প্রবেশ করি দেব মৃত্যুঞ্জয়। লিঙ্গ বাড়ী দিয়া যজ্ঞ করিলেন ক্ষয়॥
কুণ্ডের মাঝারে যত ভুতগণ ছিল। যতেক সামগ্রী সব স্রোতে ভাসি গেল॥
এইরূপে করিলেন যজ্ঞ বিনাশন। তৎপরে দক্ষের মুণ্ড করেন ছেদন॥
তাহা দেখি একত্রিত হয়ে দেবগণ। ক্রোধ সম্বরিতে করে অনেক স্তবন॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে পরে দেব পশুপতি। যুদ্ধ নিবারিয়া বসে হয়ে দুঃখমতি॥
করযোড়ে বলে সবে বিনয় করিয়া। তোমার শ্বশুর দক্ষ দাও জীয়াইয়া॥
শিব বলে দক্ষের উচিত এই দণ্ড। স্কন্ধেতে বসাও আনি ছাগলের মুণ্ড॥
অজা মুণ্ড কাটিয়া আনিল দেবগণ। জীয়াইয়া দক্ষ রাজে দিলেন তখন॥
পরে সতী মৃত দেহ আনিয়া সত্বর। যত্ন করি রাখে হর কণ্ঠের উপর॥
দক্ষরাজ লণ্ড ভণ্ড করি মহেশ্বর। মৃত সতী দেহ লয়ে ভ্রমে দেশান্তর॥
এতেক দেখিয়া সব দেবতা চিন্তিত। পবনেরে ডাক দিয়া আনিল ত্বরিত॥
বায়ুর নিকটেতে বলেন দেবগণ। শিব কণ্ঠ হতে সতী করহ হরণ॥
পাইয়া সবার আজ্ঞা পবন সত্বর। চলিলেন হরিতে সতীর কলেবর।
ক্রমে খণ্ড২ করি সতীর মৃতাঙ্গ। বহু দিন হরিয়া করিল বায়ু সাঙ্গ॥
কণ্ঠ পানে ভব করিলেন নিরীক্ষণ। সতী না দেখিয়া হন বিষাদিত মন॥
সতী হারা হইয়ে করেন যোগাশ্রয়। ধ্যানে বসিলেন করি গোপনে আলয়॥
শিব বিনা নাহি বাঁচে দেবের জীবন। সদা অপমান করে অসুর দুর্জ্জন॥
ইন্দ্রের সহিত যুক্তি করি দেবগণে। কহিল সকল কথা ব্রহ্মার সদনে॥

বিরিঞ্চি বলেন মোর না হইবে শক্তি। লিখিয়াছি অসুর নাশিবে শিবশক্তি॥
যোগ ভঙ্গ যে রূপে করিতে পার তাঁর। ক্ষীরোদে যাইয়া স্তব কর চণ্ডীকার॥
অনেক তপস্যা করে মিলি দেবগণ। সমুদ্র হইতে চণ্ডী দেন দরশন॥
কর যোড়ে বলে সবে বন্দিয়া চরণ। অসুরে নাশিল মাতা যত দেবগণ॥
অতএব তুমি বিনা নাহি অব্যাহতি। হিমালয় ঘরে জন্ম লইবা পার্ব্বতি॥
মহাদেব হইবেন আপনার বর। শক্তিরূপ ধরি বধ অসুর নিকর॥
এত শুনি মহামায়া স্বীকার করিলা। আনন্দেতে দেবগণ স্বস্থানে চলিলা॥
হিমালয় স্থানে যেয়ে দেব পুরন্দর। কহিতে লাগিলা তবে যত অবান্তর॥
মহামায়া আসি জন্ম লবে তব ঘরে। শুনি হিমালয় ভাসে আনন্দ সাগরে॥
এত বলি দেবেন্দ্র চলিলা সুরপুরী। ঋতুমতী হইলেন মেনকা সুন্দরী॥
সখীগণ সহ রাণী ঋতুস্নান করি। আপন ভবনে গেল শুদ্ধ বেশধরি॥
ইন্দ্রের বচন তবে স্মরি হিমালয়। মহানন্দে চলিলেন মেনকা আলয়॥
দ্বাদশ দিবস পূর্ণ হইল যখন। সেই দিন করিলেন ঋতুর রক্ষণ॥
গর্ব্ভবতী হইলেন মেনকা সুন্দরী। কাল পূর্ণে শুভক্ষণে জন্মেন শঙ্করী॥
ক্রমেতে প্রসব পরে হন সাত কন্যা। রূপে গুণে সবাই হইল ধরাধন্যা॥
হিমালয় হইলেন আনন্দে মগন। নানা দানে তোষিলেন দীন দুঃখিগণ॥
শুনি হরষিত হন দেব পুরন্দর। পুষ্প বৃষ্টি নৃত্যবাদ্য করেন বিস্তর॥
ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি মঙ্গল আচার। দেবের যত আনন্দ বর্ণিতে অপার॥
পার্ব্বতীর রূপে আলো হল চরাচর। অতীত হইল ক্রমে পঞ্চম বৎসর॥
মনোব্রত পার্ব্বতী করেন নিরন্তর। কতদিনে পশু পতি হইবেন বর॥
শুক্লপক্ষ সুধাকর সমক্রমে বাড়ে। দেবগণ ভাবে শিব তপোভঙ্গ তরে॥
মিলিয়া সকল দেব যুক্তি স্থির করি। পাঠালেন কাম দেবে যথা ত্রিপুরারী॥
কামের নিকটে বলে যত দেবগণ। যোগ ভঙ্গ যাহাতে দিবেন পঞ্চানন॥
শীঘ্র যেয়ে কর তুমি তাঁহার উপায়। শুনি কাম দেব হন অতিভীত কায়॥
শিব তপ ভঙ্গ করে কাহার শকতি। পাছে যদি মোরে ভস্ম করে সতীপতি॥
ইন্দ্র বলে চিন্তা নাই শুনহ মদন। আমরা থাকিতে এতভয় কি কারণ॥
তবে চলিলেন কাম সশঙ্কিত হয়ে। মলয় পবন সাতে ফুলবাণ লয়ে॥
নানা জাতি পুষ্পেতে করিল আমোদিত। অকালে বসন্ত আসি হইল উদিত॥
মদন যাইয়া তবে শিবের গোচরে। কামানল আদি পঞ্চ গোটাবাণ মারে॥
কামবাণ পশিলেক শিবের অন্তরে। যোগ ভঙ্গ করি চক্ষুঃ মেলেন সত্বরে॥

পরস্পর শিবে কামে হল দরশন। ভস্ম হয়ে কাম দেব উড়িল তখন॥
কামে ভস্ম দেখি তবে তার পত্নীরতি। অশেষ বিলাপে স্তব আরম্ভিল সতী॥
কাঁদিয়া লুটায় ধনী মহেশের পায়। কার সাধ্য প্রবোধিয়া রতিকে বুঝায়॥
যতেক কাঁদিল রতি বর্ণনে বিস্তর। দেবগণ মিলি এল হরের গোচর॥
কর যোড়ে বলে সবে শিবের চরণে। মদনে জীয়াও প্রভু কৃপা বিতরণে॥
এই তো মদন সবাকার হিতকারী। কাম দেব বিহনে আঁধার তিনপুরী॥
বসন্ত কোকিল ভৃঙ্গ তাঁর অনুগত। তাঁহার পরশে বৃক্ষ পুষ্পিত ফলিত॥
কাম দেব সর্ব্বজীব সন্তোষদায়ক। দয়া করি রক্ষাকর পার্ব্বতীনায়ক॥
একেত দেবের স্তুতি রতির ক্রন্দন। উভয় সঙ্কটে ভব পড়িলা তখন॥
শিব বলে ক্রন্দন সম্বর রসবতী। দ্বাপর যোগেতে পাবে আপনার পতি॥
দৈবকী উদরে জন্ম লবেন শ্রীহরি। তাঁর পত্নী হইবেন রুক্মিণী সুন্দরী॥
তাঁর গর্ভে হইবেক কামের উৎপত্তি। পুনরায় সে তোমার হইবেক পতি॥
তুমি তথা যেয়ে তারে পালন করিবা। হইলে যৌবন প্রাপ্ত পরিচয় দিবা॥
এতেক শুনিয়া রতি সংবরি ক্রন্দন। মনো দুঃখে চলিলেন আপন ভবন॥
হৃদেতে বিন্ধিয়া আছে মদনের শর। কামেতে অবশ শিব না স্বরে উত্তর॥
হেন কালে ইন্দ্র বলে শিবের গোচরে। সতী লয়েছেন জন্ম হিমালয় ঘরে॥
পার্ব্বতী নামেতে খ্যাত হইল এখন। নারদে পাঠায়ে বার্ত্তা দেহ ত্রিলোচন॥
এত শুনি মহাদেব নামানে আটক। শীঘ্র গতি নারদেরে পাঠান ঘটক॥
হিমালয় সমীপে যাইয়া মুনিবর। বিবাহ স্থধার্য্য করি আসিলেন ঘর॥
সুস্থির হইল বলি শিবে জানাইল। কৃষ্ণ বলে মহাদেব অবিলম্বে চল॥

মহাদেবের বরবেশ ধারণ।

এত শুনি দিগম্বর, বলে আন বাঘাম্বর, বর বেশ করিব ধারণ।
বিলম্ব আর কত সব, সাজায়ে আন বৃষভ, যাইব শ্বশুর নিকেতন॥
ত্বরিতে আনহ ছাই, চন্দনাদি নাহি চাই, জামাই সাজিব মনোহর।
কোথায় ধুতুরা গোটা, না হইল সিদ্ধি ঘোঁটা, তাহা খেয়ে পূরিব উদর॥
আনি সব বিষধর, মস্তক উপরে ধর, ফণা ধরি হইবে মুকুট।
গলে তুলি দাও হাড়, এই মোরচন্দ্র হাড়, কণ্ঠ হাড় আছে কালকূট॥
নাহি চাহি গজবাজি, নৃত্যগীত বাদ্যবাজি, বাদ্যভাণ্ড সকলই ডম্বুর।

পিশাচ ভূত বেতাল, তারা বাজাইবে তাল, আপনি ধরিব তান স্বর ॥
কৃষ্ণ বলে যোড় করে, যাত্রাকর ত্বরা করে, যথা হিমালয় ধরাধর ।
অবাধেতে পশুপতি, হইবা দুর্গার পতি, সাজি আছ কি আশ্চর্য্যবর ॥

মহাদেবের বিবাহ করিতে গমন ।

এইরূপে বরবেশ ধরি মহেশ্বর । বিবাহ করিতে যাত্রা করেন সত্বর ॥
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ করে বৃষভবাহন । এমন জামাই আর না দেখি কখন ॥
সঙ্গেতে চলিল ভূত পিশাচ বেতাল । রামগুণ গান হর বাজাইয়া গাল ॥
বর দেখি দেবগণ হয়ে এক ভিতে । সাজিয়া চলিল সবে কৌতুক দেখিতে ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন । পবন তপন শশী নবগ্রহগণ ।
অনেক দেবতা যান বর্ণিতে বিস্তর । বিধি বিষ্ণু আদি করি যতেক অমর ॥
তথা হিমালয় নানা সুসজ্জিত করি । নৃত্য গীতে বিমোহিত করিয়াছে পুরী ॥
মঙ্গল আচার করে যত দেব নারী । স্থানেহ বাদ্য ভাণ্ড অতি মনোহারী ॥
হেনকালে বরসহ যত দেবগণ । উত্তরিলা গিয়া হিমালয়ের ভবন ॥
দেখি হিমালয় অতি সম্ভ্রমে উঠিয়া । যথাযোগ্য বসাইল পাদ্য অর্ঘ দিয়া ॥
নারীগণ আসিলেন বর দেখিবারে । ভূত প্রেত দেখিয়া পলায় উভরড়ে ॥
মেনকার গোচরে যাইয়া সখীগণ । করিল বরের যত সৌন্দর্য্য বীর্ত্তন ॥
শুনিয়া মেনকা এল করি ছুটাছুটী । জামাই দেখিয়া রাণী পড়িছে হুঁচুটী ॥
উলঙ্গ উন্মত্ত প্রায় দেখিতে ভীষণ । অনুমানে বুঝি নাই বদনে দশন ॥
বরের দেখিয়া যত বিভূতি ভূষণ । হিমালয় প্রতি বলে করিয়া ভৎর্সন ॥
বুঝি মহারাজ তুমি চক্ষুঃ আছ খেয়ে । হেন জনে সমর্পিব স্বর্ণলতা মেয়ে ॥
গৌরী আসি এই বরে দেখিবে যখন । অভিমানে ততক্ষণে ত্যজিবে জীবন ॥
এইরূপে অনেক ভৎর্সনা করি পরে । মনোদুঃখে রাণী চলিলেন অন্তঃপুরে ॥
গৌরীর নিকটেতে জানায় সমাচার । এই কি লিখেছে বিধি কপালে তোমার ॥
বিকৃতআকার বর অতি বৃদ্ধ সেটা । মুখে দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি মাথে ধরে জটা ॥
পরিধান বস্ত্র নাহি উন্মত্ত উলঙ্গ । গলে বেড়া ফণাধর ভীষণ ভুজঙ্গ ॥
কর্ণেতে দিয়াছে ছুটা ধুতুরার ফুল । সর্ব্বাঙ্গেতে ছাই মাখা করেতে ত্রিশূল ॥
মুনি বেটা হদ্দ ঠেঁটা কোন্দলীর সার । ভাল বর জুটাইয়া দিল চণ্ডিকার ॥
দ্বন্দ্ব প্রিয় ঋষি যদি আসে আরবার । সমুচিত শাস্তি দিব যে হয় বিচার ॥

যদি গৌরী লৈয়া যায় রাজাকে ভাঁড়িয়া। নিশ্চয় মরিব আমি গরল খাইয়া॥
শুনিয়া এতেক বাণী বলেন তারিণী। শোক সংবরিয়া মাতা শুন মোর বাণী॥
মহেশ্বরে বৃদ্ধ মাতা বল অকারণ। মৃত্যুঞ্জয় নাম তাঁর নাহিক মরণ॥
বিভূতি ভূষণ তাঁর নানা কদাকার। যোগ সিদ্ধা এসকল যোগের আচার॥
দেব দৈত্য ভূত প্রেত ভূচর খেচর। যত সব প্রাণী দেখ সবার ঈশ্বর॥
না জানিয়া মন্দ তাঁরে বলো না জননী। কৃষ্ণ বলে যথা বর তেমন গৃহিণী॥

পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ।

হেনকালে হিমালয়, যেয়ে মেনকা আলয়, বলে কেন এত খেদান্বিতা।
আসিয়াছে যে জামাই, তাহা হতে শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি সর্ব্ব দেবের দেবতা॥
শুনহ আমার বাণী, দুঃখ না ভাবিও রাণী, গৌরীকে সাজাও ত্বরা করি।
শুভ লগ্ন হলে গত, সকলই হইবে হত, শান্ত হও শোক পরিহরি॥
তবে মেনকা সুন্দরী, লয়ে সব দেশ নারী, সাজাইতে গেলেন পার্ব্বতী।
নানাবিধ অলঙ্কারে, কন্যারে ভূষিত করে, আর করে যত রীতিনীতি॥
হইলেক সাজ সারা, সবাতে পড়িল সারা, বাহির হইলা হৈমবতী।
কি লাবণ্য চমৎকার, বর্ণিবারে সাধ্য কার, জিনিয়া শশাঙ্ক দিনপতি॥
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী, তিলোত্তমা অরুন্ধতী, উর্ব্বশী মেনকা চন্দ্র কলা।
ত্রিভুবনে যত নারী, যদ্যপি একত্র করি, তবু না হইবে এক কলা॥
আনি তবে কন্যাবরে, বরণ বাক্যের তরে, বসাইলা সবার সাক্ষাতে।
বিধি কন বেদ মন্ত্র, হিমাদ্রি হয়ে স্বতন্ত্র, বসিলেন কুশ লয়ে হাতে॥
তবে কন হিমালয়, পিতামহ কেবা হয়, পিতা কেবা বলহ সত্বরে।
শুনিয়া এতেক বাণী, লজ্জা পেয়ে শূলপাণি, বসিয়া রহেন অধঃ শিরে॥
অযোনি সম্ভব ভব, পিতামহ কারে কব, পিতা মাতা ভ্রাতা কেহ নাই।
তবে কন পদ্মযোনি, সর্ব্ব নাম আমি জানি, মন্ত্র পড় ক্রমেতে পড়াই॥
জামাই হন নীলকণ্ঠ, পিতৃ নাম উগ্রকণ্ঠ, পিতামহ শ্রীকণ্ঠ আখ্যান।
এবলি হাসিয়া বিধি, যথাযোগ্য বেদ বিধি, যজ্ঞ ক্রিয়া কৈলা সমাধান॥
আনি তবে কন্যাবরে, সপ্ত প্রদক্ষিণ তরে, বসালেন স্বর্ণ খট্টোপরি।
আগত মহেন্দ্র ক্ষণ, হয়ে অতি হৃষ্টমন, শঙ্করে বরিলা সে শঙ্করী॥
বিয়ে অন্তে পঞ্চানন, শ্বশুরের নিকেতন, এক রাত্রি সুখেতে বঞ্চিয়া।
হয়ে অতি হর্ষমতি, সঙ্গে লৈয়ে হৈমবতী, কৈলাসেতে গেলেন চলিয়া॥

দেবর্ষি আছিল যত, চলিলেন ক্রমাগত, আনন্দেতে যার যেই বাসে।
ভব আসি নিজালয়ে, সতত ভবানী লয়ে, সুখেতে ভাসেন ক্রীড়া রসে॥
বহু দিনে পেয়ে শক্তি, শিবের সম্পূর্ণ শক্তি, আসক্তি বাড়িল চমৎকার।
অন্য দিকে নাহি মতি, এই ধ্যান এই স্তুতি, কৃষ্ণ বলে কাজ কিবা আর॥

কার্ত্তিক এবং গণেশের জন্ম বিবরণ।

এইমতে রস কেলি করেন বিস্তর। বিগত হইল ষাটি সহস্র বৎসর॥
কালক্রমে হৈমবতী ঋতুমতী হল। সে সময়ে শিববীর্য্য উদরে রহিল॥
বীর্য্যের বিষম তেজ সহিতে না পারে। গঙ্গাকে দিলেন বীর্য্য তিন মাস পরে॥
গঙ্গা দেবী তিন মাস করিয়া বহন। আর তিন মাস গর্ভে ধরে হুতাশন॥
পাবকের তিন মাস বিগত হইলে। আর তিন মাস নিয়া রাখে শত দলে॥
এরূপে দ্বাদশ মাস সম্পূর্ণ হইল। ষড়ানন শুভক্ষণে জনম লভিল॥
কার্ত্তিকের জন্ম হল কমলের বন। গণেশের জন্ম কথা শুন দিয়া মন॥
একদিন মিলিয়া সকল সখীগণ। করিতেছে চণ্ডীকার শরীর মার্জ্জন॥
শরীরের মলা তুলে করিয়া যতন। হস্ত পদ দিয়া করে পুত্তলি সৃজন॥
চতুর্ভুজ ত্রিনয়ন সুন্দর বদন। এইমতে হন এক পুরুষ রতন॥
অকস্মাৎ সেই স্থলে গেলেন মহেশ। পুত্তলি দেখিয়া বলে হউক গণেশ॥
শিব বরে জীবমান হন গণপতি। শুনিয়া দেখিতে সবে ধায় শীঘ্রগতি॥
বিধি বিষ্ণু বাসবাদি শমন পবন। রবি শশী অশ্বিনী কুমার হুতাশন॥
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী অরুন্ধতী রমা। সাবিত্রী মেনকা আর রম্ভা তিলোত্তমা॥
ত্রিভুবনে ছিল যত পুরুষ রমণী। সকলে আসেন মাত্র না আসেন শনি॥
সকল আগত তবে দেখিয়া ভবানী। পাঠালেন দূত এক আনাইতে শনি॥
শনির নিকটে দূত কহিল সংবাদ। শনি বলে আমি গেলে ঘটিবে প্রমাদ॥
যখন করিব আমি দৃষ্টি সঞ্চালন। অবিলম্বে হবে তাঁর মস্তকচ্ছেদন॥
অতএব আমি না দেখিব গণপতি। দূত আসি জানাইল যথায় পার্ব্বতী॥
শুনিয়া চণ্ডিকা অতি হলেন কুপিতা। আমা অবহেলা করে এতেক যোগ্যতা॥
মহেশের বরে মম হইল সন্ততি। তাঁরে মারে শনির কি আছুয়ে শকতি॥
অহঙ্কারে মত্ত শনি আমা করে ঘৃণা। এখনই করিব ভস্ম রাখে কোনজনা॥
দুর্গার দেখিয়া কোপ পবন সত্বরে। কহিল সকল কথা শনির গোচরে॥
শনি দেব সর্ব্ব দেব সাক্ষী করি পরে। যাত্রা করিলেন গণপতি দেখিবারে॥

নিমিষেতে উত্তরিল চণ্ডীর গোচরে। দৃষ্টি মাত্র গণেশের মুণ্ডগেল উড়ে ॥
কোথায় উড়িল মাথা নাহিক নির্ণয়। দেখি বিষাদিত হল চণ্ডীর হৃদয় ॥
অনেক চিন্তিয়া পরে ধ্যানেতে বসিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল বিচারি দেখিল ॥
কোথায় আছয় মুণ্ড নাহি নিরূপণ। দুঃখিতা হইয়া চণ্ডী করেন ক্রন্দন ॥
পুত্র শোকে মহামায়া কাতরা হইয়া। শনিকে র্ভৎসনা করে কাঁদিয়া২ ॥
এই কি উচিত তোমার শনিগ্রহ। কি দোষেতে মম সুতে হইলা নিগ্রহ ॥
শনি দেব বলে বৃথা না করিও রোষ। ইহাতে নাহিক মোর কিছু মাত্র দোষ ॥
পূর্ব্বে দুতে বলিয়াছি যত বিবরণ। তথাপি আমারে দুর্গে র্ভৎস কি কারণ ॥
দেবগণ সাক্ষী করি আসিয়াছি হেথা। মিছে কেন এখন হৃদয়ে ভাব ব্যথা ॥
কিরূপে জীবিত হইবেন গণপতি। মিলিয়া সকল দেবে করেন যুকতি ॥
বলেন দেবতাগণ পবনের প্রতি। প্রতিকার কর যাতে বাঁচে গণপতি ॥
বলেন অমর বৃন্দ বায়ুর গোচরে। নিদ্রিত আছয়ে যেই উত্তর শিয়রে ॥
তাঁহার মস্তক আন করিয়া ছেদন। অচিরে জীবিত হবে শিবের নন্দন ॥
দেবের আজ্ঞায় বায়ু করেন গমন। একে২ ভ্রমিয়া দেখিল ত্রিভুবন ॥
উত্তর শিয়রে নাহি পান কোনজন। বিষাদিত হইলেন দেবতা পবন ॥
দুঃখিত হইয়া বায়ু গেল সুরপুরে। দেখে ঐরাবত আছে উত্তর শিয়রে ॥
খড়্গাঘাতে তাঁর মুণ্ড করিয়া ছেদন। গণেশের স্কন্ধে আনি করেন স্থাপন ॥
দেবতার বরে হল জীবন সঞ্চার। উঠিয়া বশিল পরে শিবের কুমার ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন। গণেশের হইলেক গজের আনন।
গণেশেরে জীয়াইল মারি ঐরাবত। দেখি ইন্দ্র হইলেন অতি দুঃখ যুত ॥
বিধির নিকটে যেয়ে বলেন বাসব। আজি হতে রাজ্য খণ্ড ত্যজিলাম সব ॥
পারি জাত ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবাঃ বাজি। এসব সম্বলে আমি করি মহারাজি ॥
মম ঐরাবত যদি নিধন হইল। কি ফল রাজত্বে আর জীবনে কি ফল ॥
বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র না ভাব বিস্তর। এখনই জীয়াব ঐরাবত করীবর ॥
পদ্ম হস্ত বুলাইলা ঐরাবত স্কন্ধে। উঠি দাঁড়াইল হস্তী পরম আনন্দে ॥
ঐরাবত পেয়ে ইন্দ্র হরষিতমন। পৃষ্ঠে আরোহিয়া তবে করেন গমন ॥
যাঁর যেই নিকেতনে গেল দেবগণ। কার্ত্তিকের কথা কহি করহ শ্রবণ ॥
গৌর বর্ণ দ্বিভুজ সুন্দর ষড়ানন। জন্মিয়া আছেন তিনি কমল কানন ॥
শত দলে ষড়ানন আছেন নির্জ্জনে। জন্মেছে কার্ত্তিক ইহা চণ্ডী নাহি জানে ॥
অকস্মাৎ শুনিলেন দেব ত্রিপুরারি। দুগ্ধপান হেতু পাঠালেন বিদ্যাধরী ॥

যুগল কুমার পেয়ে হৃষ্ট ত্রিলোচন। আরম্ভিলা অশেষ মঙ্গল আচরণ ॥
নৃত্য করে বিদ্যাধরী গন্ধর্ব্বে সংগীত। বাদ্য ভাণ্ড শব্দে হল ত্রিপুর কম্পিত ॥
পরিবার সহভব নাচেন আনন্দে। ঊর্দ্ধ করে নাচে হীন শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দে ॥

কার্ত্তিকের তারকাখ্যের সঙ্গে যুদ্ধে গমন।

বলেন সনক মুনি, অশেষ পূণ্য কাহিনী, শ্রোতা বসিলেন শ্রীলোমশ।
যতেক অমরগণ, ভীতচিত অনুক্ষণ, সৈতে নারে অসুরের দ্বেষ ॥
মিলিয়া দেবতাচয়, কার্ত্তিক নিকটে কয়, তারকাখ্য অসুর কথন।
মহা দুষ্ট তারকাখ্য, ভয়ে কাঁপে যক্ষ রক্ষ, তুমি তাঁর বধহ জীবন ॥
এত শুনি ষড়ানন, যুদ্ধে করেন গমন, শিখী পৃষ্ঠে আরোহণ করি।
সংবাদ দিবার তরে, পাঠালেন অনুচরে, তারকাখ্য অসুরের পুরী ॥
রক্তপদ নামে দূত, হয়ে অতি হর্ষ যুত, তারকাখ্যে সংবাদ পুছিল।
শিব সুত ষড়ানন, যুদ্ধ করিবারে মন, তোমার আলয়েতে আসিল ॥
শুনিয়া দূতের বাণী, রোষে অসুর অমনি, কার্ত্তিকের সনে যুঝিবারে।
কুবের করিয়া জয়, এনেছিল রথ হয়, সেই রথ আনিল সত্বরে ॥
তারকাখ্য মহাবল, ভয়ে কাঁপে ভূমণ্ডল, রণেতে চলিল কোপভরে।
যাত্রাকালে অমঙ্গল, দেখে হইল চঞ্চল, নাজানি কি হইবে সমরে ॥
বসন খসিয়া পড়ে, পুষ্প মাল্য গেল ছিঁড়ে, শিরের মুকুট ভগ্নহল।
ভগ্নহল পূর্ণ কুম্ভ, শোণিত বর্ষণারম্ভ, উল্কাপাত আদি অমঙ্গল ॥
যেতে পথে রণ ক্ষেত্র, দিবাতে দেখে নক্ষত্র, শিবা সর্প দেখেন দক্ষিণে।
রথের ধ্বজ উপরে, গৃধিনী উড়িয়া পড়ে, পূরী পরিপূর্ণ হুতাশনে ॥
ধরণী কম্পিতা হয়, কাঁদিছে মাতঙ্গ হয়, পশ্চাতে চলিছে কৃকলাশ।
কতদূর যেয়ে পরে, পাইলেন দেখিবারে, খণ্ড২ অসুরের মাস ॥
তৃণ কাষ্ঠ প্রজ্বলিত, দেখিলেন আচম্বিত, নপুংসক সম্মুখে আগত।
বন্দরে যাইয়া পরে, মিলিয়া তেলিনিকরে, পশার সাজায়ে যুথ২ ॥
অমঙ্গলের নাহি পার, তবু বলে মার মার, অহঙ্কারে গ্রাহ্য না করিল।
সঙ্গে সৈন্য সেনাপতি, যায়ে বীর দ্রুতগতি, রথ ক্ষেত্র মাঝে উত্তরিল ॥
ডাকি বলে তারকাখ্য, অবহেলে যক্ষ রক্ষ, জিনিয়াছি অমর কিন্নর।
কি ছার কার্ত্তিক হয়, বীর মধ্যে গণ্য নয়, তার সনে করিব সমর ॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, ডাকি বলে কার্ত্তিকেরে, রণে আসি হও আগুয়ান।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, বলিছে কৃষ্ণ গোবিন্দে, তারকের নাহি পরিত্রাণ ॥

অথ তারকাখ্য বধ।

অসুরের কথা শুনি কন যড়ানন। পড়িলে আমার হাতে বধিব জীবন ॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ফির দুরাচার। চিনিস্না কেমন আমি শিবের কুমার ॥
মম বাণে ত্রিভুবন হয় কম্পমান। এক অস্ত্র প্রহারিয়া লইব পরাণ ॥
অবশ্যই আজি তুমি যাবি যম ঘরে। অজাকি বাঁচিতে পারে সিংহের প্রহারে ॥
প্রজাপতি বৈশ্বানরে পশিলে কখন। কোন্ প্রাণী যেতে পারে লইয়া জীবন ॥
অদ্য যদি রণে তোরে বধিতে না পারি। কার্ত্তিক আমার নাম অকারণে ধরি ॥
এতেক বচন শুনি অসুর সত্বর। হাসিয়া কার্ত্তিক প্রতি করিছে উত্তর ॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু তুমি কতধরশক্তি। কি সাধ্য আমাকে জিনে আসি শিবশক্তি ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন। পবন তপন শশী অশ্বিনী নন্দন ॥
দেব দৈত্য নাগ ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ। ত্রিভুবন যদি আসে হয়ে একপক্ষ ॥
অনিবার বাণবৃষ্টি করে মাস পক্ষ। তবুনা জিনিতে শক্তি হবে তারকাখ্য ॥
আজিকার রণে সব দেব দৈত্য মারি। অসুরে বিলাব যত তাসবার নারী ॥
কার্ত্তিক বলেন ওরে দুষ্ট বুদ্ধি পশু। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আমায় বলিস্ শিশু ॥
এত যদি দুই দলে হল গালাগালি। দুই বীরে যুদ্ধ বাঝে দোঁহে মহাবলী ॥
ঝাঠাঝাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গার। কেহ ধনুর্ব্বাণ কেহ পর্ব্বত প্রস্তর।
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত গদার প্রহার। লক্ষ লক্ষ অসুরের চূর্ণ হল হাড় ॥
মাতঙ্গে মাতঙ্গে রণ তুরঙ্গে তুরঙ্গে। রণ ত্যজিয়া অসুর পলায় আতঙ্গে ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে শুণ্ডে শুণ্ডে দশনে দশন ॥ এইরূপে গজে গজে বাধে মহারণ ॥
কার্ত্তিক বলেন অরে অসুর দুর্ম্মতি। আজি রণে বুঝিলাম সবার শকতি ॥
শিশু বলি অহঙ্কার করিলে আসিয়া। এখন সমর ত্যজি যাও পলাইয়া ॥
শুনিয়া অসুরগণ এতেক বচন। পুনঃ আগুসার হল করিবারে রণ ॥
কোটি কোটি অসুরেরা মিলিল তখন। কার্ত্তিক উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
খাণ্ডা ঝাঠি মুষল ঝঘড়া শেল পাট। বাণ ধূমে অন্ধকার নাহি দেখে বাট ॥
কেহ বাণবৃষ্টি কেহ গদা যুদ্ধ করে। মুণ্ডে২ ভুজে২ বুকে চাপি ধরে ॥
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ বর্ণিতে বিস্তর। অসুরের শোণিতে হইল সরোবর ॥
কার গেল হস্ত পদ নাসিকা শ্রবণ। গদার প্রহারে কারো ভাঙ্গিল দশন ॥
সৈন্যে২ মহাযুদ্ধ হইল ভীষণ। পরে তারকাখ্য সনে যুঝে যড়ানন ॥

ঐন্দ্র পড়ি পঞ্চবাণ যুড়িয়া ধনুকে। প্রহারেন ষড়ানন তারকাখ্য বুকে॥
বাণ খেয়ে মুর্চ্ছাগত হল তারকাখ্য। ভয়ে অসুর পলাইয়া গেল লক্ষ২॥
সূচীমুখ হংসমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ। অসুর উপরে মারে পুড়িয়া সন্ধান॥
বাণে২ কাটাকাটি ছাইল গগণ। কতক্ষণে তারকাখ্য পাইল চেতন॥
বাহুবলে আনিল পর্ব্বত এক খান। কার্ত্তিক উপরে হানে পুড়িয়া সন্ধান॥
বজ্রবাণ কার্ত্তিক নিলেন ত্বরাকরি। পর্ব্বত কাটিয়া বাণ আসিল বাহুরি॥
ব্যর্থগেল পর্ব্বত হাসেন ষড়ানন। কুপিয়া অসুর করে বাণ বরিষণ॥
সূচীমুখ বাণ মারে শিবের কুমার। বহুবাণে নিবারিল অসুর দুর্ব্বার॥
সর্পবাণ ষড়ানন করেন প্রহার। গড়ুর বাণেতে পরে করিল সংহার॥
মৃগবাণ তারকাখ্য পুড়িল সন্ধান। নিবারেন ষড়ানন মারি ব্যাঘ্র বাণ॥
তারকাখ্য বরুণাস্ত্র করিল ক্ষেপণ। বায়ু বাণে নিবারেন পার্ব্বতী নন্দন॥
যম বাণ তারকাখ্য করিল প্রহার। কাল বাণে শক্তিসুত করেন সংহার॥
অসুর গন্ধর্ব্ব বাণ যুড়িল ধনুকে। ইন্দ্রবাণে খণ্ড২ করেন কার্ত্তিকে॥
তিমির বাণেতে ত্রিভুবন অন্ধকার। তারকাখ্য সেই বাণ করিল প্রহার॥
অনেক চিন্তিয়া তবে শিবের কুমার। চিকুর বাণেতে নিবারিল অন্ধকার॥
ক্রোধে তারকাখ্য শেল করিল প্রহার। ব্রহ্ম অস্ত্রে ষড়ানন করেন সংহার॥
অগ্নিবাণে অসুর করিল অগ্নিময়। বরুণাস্ত্রে ষড়ানন করিলেন ক্ষয়॥
মাহেন্দ্র দেবেন্দ্র বাণ বাণব্রহ্মজাল। বিষ্ণু বাণ শক্তিবাণ আর মহাকাল॥
ইত্যাদি অনেক বাণ করে বরিষণ। কার শক্তি সমুদায় করিবে লিখন॥
অবশেষে ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়িয়া ধনুকে। প্রহারেন শক্তিপুত্র তারকাখ্য বুকে॥
মরমেতে ব্রহ্মাস্ত্র পশিল যখন। পড়িলেন তারকাখ্য ত্যজিয়া জীবন॥
তারকাখ্য মহাবীর হইল পতন। আনন্দেতে নৃত্যকরে যত দেবগণ॥
ধন্য২ ষড়ানন করেন প্রশংসা। কৃষ্ণ চায় চরমেতে শ্রীচরণে বাসা॥

তারকাখ্যের মরণান্তে দেবগণের আনন্দ।

তারকাখ্য হলক্ষয়, মিলিয়া দেবতাচয়, আরম্ভিল মঙ্গলাচারণ।
করে পুষ্প বরিষণ, জয়২ ষড়ানন, জয়ধ্বনি করে ঘন২॥
নৃত্যকরে বিদ্যাধরী, লয় তান রাগ ধরি, বাদ্য ভাণ্ড প্রতি ঘরে২।
নানা রঙ্গে নানা সাজে, সাজাইয়া বাজি গজে, রম্ভা আরোপিল দ্বারে২॥
সকল দেবতাগণ, প্রত্যেকেই প্রহরণ, কার্ত্তিকেরে করেন প্রদান।

তুষ্ট হয়ে দেবরাজ, প্রদান করেন বাজ, শমনে দিলেন শক্তি বাণ ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র প্রজাপতি, শূল দেন পশুপতি, শক্তি দেন অগ্নী পুরস্কার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, বরুণে বরুণ বাণ, প্রদান করেন চমৎকার ॥
নানাবিধ রত্ন ধন, দিব্য বস্ত্র আভরণ, বহুতর পান ষড়ানন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, বলিছে কৃষ্ণ গোবিন্দে, মোরে কেন করিলা বঞ্চন ॥

মহাদেবের কমলারণ্যে যাত্রা।

এইরূপে তারকাখ্যে হইল নিধন। বিষহরি জন্ম কথা করহ শ্রবণ ॥
একদিন নারদের সহ মহেশ্বর। বাক্যালাপে বসেছেন কৈলাস শিখর।
হরবলে শুনহে নারদ তপোধন। ভ্রমণেতে যাব আজি কমলের বন ॥
ত্বরা করি বৃষভ সাজাও মুনিবর। শুনিয়া নারদ ঋষি চলেন সত্বর।
নানারত্ন অলঙ্কারে বিভূষিত করি। বৃষভ আনিয়া দিলে চড়ে ত্রিপুরারি ॥
দ্বন্দ্ব প্রিয় মুনিবর বিখ্যাত ভুবনে। দ্বন্দ্ব লাগাইতে যান পার্ব্বতী সদনে।
বলে মামী একা তুমি কি কর বসিয়া। মামার বৃত্তান্ত কিছু দেখ না আসিয়া ॥
মনোহর বরবেশ ধরি পঞ্চানন। তোমা উপেক্ষিয়া জান কমলের বন ॥
নারদের বচনেতে কম্পিতা ভবানী। কেশরী বাহনে দেবী চলেন তখনি ॥
জিজ্ঞাসেন হর প্রতি আরক্ত লোচনে। শুনিয়াছি যাইবেন কমলের বনে ॥
হর বলে হরিণাক্ষি কি জন্য কুপিতা। তব আজ্ঞা ব্যতিরেকে যাব আমি কোথা ॥
কোপ সম্বরিয়া গৃহে চলহ সত্বর। যামিনী আগত হল অস্ত দিবাকর ॥
এত বলি হরগৌরী আবাসে চলিল। রতিবিসবাক্যচ্ছলে অর্দ্ধ নিশি গেল ॥
নারদ বচনে দুর্গা নিদ্রা নাহি যান। পলাইতে মৃত্যুঞ্জয় ছিদ্র নাহি পান ॥
পরে নিদ্রা মায়াবিনী করেন স্মরণ। অবিলম্বে নিদ্রা আসি বন্দিল চরণ ॥
শিব বলে নিদ্রা শুন আমার বচন। অচিরে চণ্ডিকা তুমি কর অচেতন ॥
মহেশের বাক্যে নিদ্রা যাইয়া সত্বর। স্থিত হইলেন চণ্ডিকার নেত্রোপর ॥
নিদ্রাকর্ষণেতে মহামায়া অচেতন। পলাইয়া যান শিব কমলের বন ॥
কতক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গে উঠেন ভবানী। ব্যাকুলা হলেন না দেখিয়া শূলপাণি ॥
উচ্চৈঃস্বরে মুক্তকণ্ঠে কাঁদেন শঙ্করী। কৃষ্ণ বলে পদ্ম বনে গেলা ত্রিপুরারি ॥

শিবের অন্বেষণে শিবার গমন।

ত্রিপদী ছন্দ।

না দেখিয়া ব্যোমকেশ, হয়ে পাগলিনী বেশ, ক্রন্দন করেন হৈমবতী।

শিব হয়ে মোরে বাম, তেঁই হারাইনু বাম, কপালে কি এতেক দুর্গতি ॥
কোথা লক্ষ্মী সরস্বতী, দেখেছ কি প্রাণপতি, এই পথে করিতে গমন ॥
আমাকে নিরাশ করি, কে রহিল ত্রিপুবারি, প্রাণ ধরিআছি কি কারণ ॥
ইতস্ততঃকি করিব, গরল আনি খাইব, বিশ্বনাথ বিনে প্রাণ দিব।
কি কর জয়া বিজয়া, আর কি হব বিজয়া, বিজয়া করিয়া গেল শিব ॥
হেনকালে দ্বন্দ্বী মুনি, করিয়া বীণার ধ্বনি, চণ্ডিকা সম্মুখেতে উদয়।
দেখি তবে মুনিবরে, গৌরী কন সমাদরে, বল কোথা গেল মৃত্যুঞ্জয় ॥
নারদ বলেন মামী, সব তত্ত্ব জানি আমি, মম অগোচর কিবা আছে।
রূপে গুণে ধরাধন্যা, জন্মেছে পদ্মিনী কন্যা, পদ্মারণ্যে একাকী রয়েছে ॥
করিবারে পরিণয়, তথা গেল মৃত্যুঞ্জয়, পালাইয়া তোমা পরিহরি।
শুনিয়া মুনির বাণী, যেন প্রসূতা বাঘিনী, দন্তে দন্তে করে করমড়ি ॥
কুপিতা হয়ে শঙ্করী, সাজাইয়া করিঅরি, অবিলম্বে করি আরোহণ।
বায়ুর গমনে যায়, পাছেতে না ফিরে চায়, কৃষ্ণ বলে ব্যস্ত কি কারণ ॥

দুর্গা কর্ত্তৃক ডোমনীর বেশ ধারণ।

পয়ার ছন্দ।

মহা মায়া উত্তরিলা সেই নদী তীরে। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিছে পাটনীরে ॥
যেই ঘাটে খেওয়া দেয় নামে স্বরস্বতী। চণ্ডী বলে দেখেছ কি যেতে পশুপতি ॥
পাটনী বলিছে মাগো নিবেদি চরণে। আজি পার করি নাই দেব পঞ্চাননে ॥
চণ্ডী বলে সরস্বতী মোর বাক্য ধর। তুমি গো আমার বস্ত্র অলঙ্কার পর ॥
তব তাম্র অলঙ্কার দেহতো আমারে। পাটনীর বেশ ধরি থাকি নৌকাপরে ॥
খেয়া দিব এই ঘাটে লইয়া তরণী। ঘরে বসি থাক তুমি হয়ে ঠাকুরাণী ॥
চণ্ডীর বচন শুনি ডোমের কুমারী। ঘরেতে চলিল বেশ পরিবর্ত্ত করি ॥
যেই নামে পার হয় ভবপারাবার। স্বকার্য্য সাধিতে তিনি হৈলা কর্ণধার ॥
তরণী বাইয়া পার করেন মানবে। তটিনীর তীরে হর উত্তরেন তবে ॥
শিব বলে স্বরস্বতী ত্বরা কর পার। কি জানি পার্ব্বতী আসি পান দেখিবার।
এত শুনি পাটনীরে বলিছে হাসিয়া। আপন গৃহিণী ভয়ে যান পালাইয়া ॥
যদ্যপি চণ্ডীর এত ভয় থাকে মনে। বাহির হইলা কেন অনুমতি বিনে ॥
অথবা তোমার যদি এত হয় ভয়। সর্ব্বদা সঙ্গেতে রাখা যুক্তিযুক্ত হয় ॥

ডোমনীর কথা শুনি কন মৃত্যুঞ্জয়। স্ত্রী লয়ে ভ্রমণ করা উচিত না হয়॥
আমি বৃদ্ধ ভার্য্যা হন যুবতী আমার। ভয়ে কাঁপি পাছে কেহ করে বলাৎকার।
ডোমনী বলিছে তুমি ত্রিদশ ঈশ্বর। বনিতা রক্ষণে এত হইলা কাতর॥
হর কন শুন ওগো ডোমের কুমারী। বিশ্বেশ্বর নাহি আমি বিশ্বের ভিখারি॥
সর্ব্বদা করিয়ে ভিক্ষা নগরে নগরে। কত কষ্ট পাই তাহা কি কব তোমারে॥
ভিক্ষা করি যে কিছু করিগো আয়োজন। দশ ভুজা দশ ভুজে করেন ভক্ষণ॥
তথাচ ভার্য্যারে তৃপ্ত করিতে না পারি। বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ তাই ভয় করি॥
অবশিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য কিছু নাহি পাই। ক্ষুধায় আকুল হয়ে হরিতকী খাই॥
এই দেখ হরিতকী আম্লকী বয়েরা। অধিকন্তু আছে মাত্র এ ভাঙের গোড়া॥
এত শুনি মহেশ্বরী হাসিয়া উন্মত্তা। কৃষ্ণ বলে মেয়ের কি এত চতুরতা॥

ডোমনীর সহিত মহাদেবের কথোপকথন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শিব কন স্বরস্বতী, শীঘ্র এই স্রোতস্বতী, পার কর বিলম্ব না সয়।
যাইব কমল বন, পুষ্প করিতে চয়ন, সময় অতীত পাছে হয়॥
ডোমনী কয় ত্রিপুরারি, দিতে পারি পার করি, কড়ি কত দিবা আগে বল।
ভর্ত্তা আজি নাহি ঘরে, ছেলে গুলা অন্ন তরে, হইতেছে কাঁদিয়া বিকল॥
দেখ এই জীর্ণ তরী, টানে না ঘনায় পারি, তবু খেওয়া না দিলে না হয়।
হইয়া ডোমের নারী, জীবিকা কাটাতে নারি, ক্ষুধানলে দহিছে হৃদয়॥
অগ্রে যদি দাও কড়ি, তবে দেই পার করি, নতু ফিরে যাও ত্রিপুরারি।
হর বলেন সুন্দরী, সঙ্গে মোর নাহি কড়ি, দিব কড়ি যবে যাব ফিরি॥
পাটনী বলিছে হাসি, শুনহে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, মম বাক্য না হয় অন্যথা।
যদ্যপি হইবা পার, কর তার প্রতিকার, বান্ধা দিয়া যাও ঝুলি কাঁথা॥
শুনিয়া এতেক বাণী, মানিলেন শূলপাণি, তরী আন বলিছে ত্বরিতে।
অরুণী তরণী ঝটে, আনিল তট নিকটে, উঠে ভব সেলগ্ন তরিতে॥
করি তরি আরোহণ, পাটনীকে নিরীক্ষণ, করে মহেশ্বর অনিমেষে।
দেখি পাটনীর রূপ, উথলিল রস কূপ, অবশ হলেন কামবশে॥
হর কন হরিণাক্ষি, ত্রিভুবনে নাহি দেখি, তোমার সমান রূপবতী।
বট তুমি অগ্র গণ্যা, ভব গুণে ধরা ধন্যা, ধন্য সেই যেই তব পতি॥
ভাব বুঝিয়া অভয়া, প্রকাশ করিয়া মায়া, ধরিলেন মনোহরা বেশ।

কে জানে এত মোহিনী, ইঙ্গিত করে মোহিনী, হেরি তারে অবশ মহেশ ॥
বাসে ঢাকা কুচকুম্ভ, সুন্দর জিনি দাড়িম্ব, ক্ষণে মুক্ত করেন হাসিয়া ॥
ক্ষণেং বায়ুভরে, অম্বর খসিয়া পরে, পুনরপি ধরেন চাপিয়া ॥
এইরূপে মহামায়া, আরম্ভিলা মহামায়া, ভুলাইতে ভোলার মানস।
অনঙ্গে গঠিত অঙ্গ, করে কত রঙ্গ ভঙ্গ, কৃষ্ণ বলে এ হদ্দ সাহস ॥

ডোমনীর সহিত মহাদেবের বিহার।

পয়ারচ্ছন্দ।

দেখি পাটনীর রূপ কামে মত্ত হর। হাসিয়াং তবে বলেন সত্বর ॥
শিব বলে শুন ওগো কুরঙ্গনয়নী। তোমাকে দেখিয়া মম স্থির নহে প্রাণী ॥
গঙ্গা দুর্গা ভার্য্যা মোর জিনি ত্রিভুবন। তা হইতে মনোহারি তোমার বদন ॥
অধৈর্য্য হয়েছি তব দেখিয়া যৌবন। আলিঙ্গন দিয়া মোর রাখহ জীবন ॥
ডোমনী বলিছে বুড়া হলে হতজ্ঞান। যোগ সিদ্ধা বলে তোমা কোন অভাজন ॥
ব্যর্থ তব জপতপঃ রাম নাম গান। ডোমনী দেখিয়া তুমি হইলা অজ্ঞান ॥
অকারণে ধরিয়াছ শিরে জটা ভার। অকারণে গোঁপদাড়ি হল দীর্ঘাকার ॥
অকারণে নাম তুমি ধর বিশ্বেশ্বর। কে আছে তোমার মত এমন ইতর ॥
সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি হীন হয়েছে তোমার। পর স্ত্রী হরিতে চাও একি ব্যবহার ॥
তুমি যে বিষম বুড়া আমিতো তরুণী। ভাল উপপতি বিধি মিলাইল আনি ॥
বায়সের মুখে যেন সুপক্ক শ্রীফল। বানরে কি খেতে পারে নারিকেল ফল ॥
সুবর্ণের তরীতে বানর কর্ণধার। এইমতে হবে শোভা তোমার আমার ॥
এত হেলা কেন,ডোমনীকে হরকন। আদ্রক শুকালে ঝাল কমেকি কখন ॥
বৃদ্ধ বলি অবজ্ঞা করেছ বার বার। পরীক্ষা করিয়া গুণ বুঝহ আমার ॥
চারি যুগে বুড়া আমি নাহি করো ব্যঙ্গ। রমণে জিনিতে পারি প্রমত্ত মাতঙ্গ ॥
পাটনী বলিছে তুমি কড়ার ভিখারী। কি সাহসে বিহার করিবা পর নারী ॥
খেওয়ার বেতন দিতে দেখি অনাটন। রমণ করিলে বল কিবা দিবাধন ॥
শিব কন কল্য যাব কুচনী নগরে। যে কিছু পাইব ভিক্ষা দিব যে তোমারে ॥
হাসিয়া ডোমনী বলে এই সে ভরসা। না পাইলে ভিক্ষা পরে হইবে কি দশা ॥
ডোমনী বলিছে শুন দেব পঞ্চানন। বলদ বিক্রয় করি পাইবা যে ধন ॥
তাহা দিলে তব বাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে। নতু নাবলিও কথা ফিরে যাও ঘরে ॥
হর বলে এ কথা নাবল বরাননী। বৃষভ বেচিতে নারি থাকিতে এপ্রাণী ॥

যদি ভবনার আমি শোধিতে না পারি। ছয় মাস তব ঘরে করিব চাকুরী॥
অদ্যাবধি ভৃত্যভাবে থাকি তব ঘরে। সম্পন্ন করিব কার্য্য আজ্ঞা অনুসারে।
শিবের বচনেতে চণ্ডীর হল হাস। একদিন বিহারে খাটিবা ছয় মাস॥
এমন কামুক আমি না দেখি সংসারে। ডোমনীর ভৃত্য হবে রমণের তরে॥
এইরূপ হইতেছে কথোপকথন। তটিনীর তটে তরী লাগিল তখন॥
তটে উত্তরিল তরী দেখিয়া শঙ্কর। বলেতে ধরিলা তবে ডোমনীর কর॥
প্রবেশ করেন গিয়া ডোমনীর ঘরে। ভূমেতে পাড়িয়া তারে আলিঙ্গন করে॥
তরুণী বলে তবে কৃত্রিম কোপভরে। কি করি এখন মোর ডোম নাহি ঘরে॥
কোথা হে ডোমনা মোর আসহ সত্বরে। নির্জ্জন পাইয়া তোর নারী হরে হরে॥
কেন বিধি বামাজাতি করিলা আমারে। নাহিকসম্বল তেঁই ধর্ম্মনাশে পরে॥
জনশূন্য অরণ্যেতে সাক্ষী করিকারে। অদৃষ্টের ফল এই কি কব বিধিরে॥
কামেতে পীড়িত শিব উত্তর না করে। রতি সুখ ভুঞ্জিলেন অশেষ প্রকারে॥
রম্ভাবন দলয়ে যেমত বায়ুভরে। মাতঙ্গে কমলারণ্য যেরূপ বিদারে॥
তদাকার পার্ব্বতী পতিতা ধরা পরে। রমণেতে অতি ক্লান্তা সহিতে না পারে॥
কোথা গেল আভরণ বাস কোথাকারে। বিগলিত কুন্তল সর্ব্বাঙ্গে স্বেদক্ষরে॥
মনোনীত রস কেলী সাঙ্গকরি পরে। ভাসমান হল হর আনন্দ সাগরে॥
হেন কালে হৈমবতী ভাবেন অন্তরে। হরিষে বিষাদ এবে করিব শঙ্করে॥
ডোমনীর বেশ ছাড়ি নিজমূর্ত্তি ধরে। দেখিয়া লজ্জিত হল দেব মহেশ্বরে॥
সম্মুখে ডোমনী নাহি দেখে অম্বিকারে। স্তব্ধ হয়ে হর বসিলেন নত শিরে॥
কৃষ্ণ বলে লজ্জাতে কি হবে মৃত্যুঞ্জয়। কুকর্ম্ম করিলে কভু ছাপা নাহি রয়॥

নেতার জন্ম এবং কৈলাসে স্থিতা।

চণ্ডী বলে বৃদ্ধ হইয়াছ অকারণ। নাহি দেখি ত্রিভুবনে হেন অভাজন॥
শাস্ত্রমতে তুল্য বটে রমণ ভোজন। কি বলে করিলা তুমি ডোমনী রমণ॥
একথা বলিব যেয়ে বিধির গোচরে। জাতি নাশ হবে তব বিধি অনুসারে॥
তর্জ্জন করেন গৌরী আরক্ত লোচন। কোপ দেখি যোড় করে কন পঞ্চানন॥
করিলাম না মেনে কুৎসিত ব্যবহার। কৃপা করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
পতির বিনয় দেখি পতি পরায়ণা। কোপ সংবরিয়া তবে করেন ভৎর্সনা॥
ভাগ্যে আমি আসিলাম হইয়ে ডোমনী। তেঁই আজি জাতিরক্ষা হল শূলপাণি॥
ভব কন ভবানীকে যোড়ি দুই কর। মম অপরাধ ক্ষমি ত্বরা চলঘর॥

আমার সহিত নাহি আসহ কানন। দিন দুই চারি গৃহে করোগ বঞ্চন॥
এতশুনি চণ্ডিকা চলিলা নিজালয়। পথে আসি মহামায়া মায়া প্রকাশয়॥
তটিনীর তীরে তারা ত্বরা উত্তরিয়া। মায়া করিবন এক বিল্ব বৃক্ষ হৈয়া॥
দৈব যোগে মহাদেব যান সেই পথে। দেখিলেন বিল্ব তরু সহসা সাক্ষাতে॥
তপনের তাপে ক্লান্ত হয়ে উমাকান্ত। সেই তরু মূলে বসি হলেন বিশ্রান্ত॥
বৃক্ষোপরে শিব করিলেন নিরীক্ষণ। শ্রীফল ধরেছে যেন চণ্ডিকার স্তন॥
বিল্ব দেখি পয়োধর হইল স্মরণ। মদনের পঞ্চশরে দগ্ধ ত্রিলোচন॥
অম্বিকার স্তনভ্রমে করেন দলিত। দলিত মাত্রেতে বীর্য হইল স্খলিত॥
সেই বীর্য আচ্ছাদিয়া কমলের দলে। স্নান করিবারে হর যান সিন্ধু জলে॥
স্নান করি পুনঃ যান বৃক্ষের তলায়। ক্রমে সব পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ সাজায়॥
কটি আঁটি ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করে। ভস্মের লেপন করে আদরে অধরে॥
হাড় মালা সযত্নে তুলিয়া দেন গলে। শ্রবণে কুণ্ডল সাজে ধুতুরার ফুলে॥
জটাজুটে বিনাইয়া বাঁধিলেন বেণী। শোভিত হইল গলে দিব্য পৈতাফণী॥
বসে বেশ বেশ করি পার্ব্বতী নায়ক। ত্রিনেত্রে শোভিছে ভাল অর্কেন্দু পাবক॥
সাজ সারা করিয়া ভাবেন মৃত্যুঞ্জয়। কি করিব অশন ক্ষুধায় দেহ দয়॥
সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধি ঝুলি খুলিয়া তখন। সিদ্ধিবাঁটি পূরি বাটী করেন সেবন॥
উদর পূরিয়া পান করি হলাহল। সদানন্দ মহানন্দে হইলা অটল॥
উদর তোষিয়া তবে দেব পঞ্চানন। চিত্তানন্দে করিলেন নৃত্য আরম্ভন॥
পঞ্চমুখে পঞ্চতান ধরিলেন বাম। উচ্চৈঃস্বরে গান করে বলে রাম রাম॥
নৃত্যগীতে শ্রমান্বিত হইলেন হর। ভাসমান ঘর্ম্মেতে হইল কলেবর॥
নেতের আঁচলে স্বেদ মুছিয়া সত্বর। নিক্ষেপ করেন হর ধরণী উপর॥
সেই ঘর্ম্ম হতে এক জন্মিলেন কন্যা। পরমা সুন্দরী হইল রূপে ধরা ধন্যা॥
আচম্বিতে সেই কন্যা দেখি ত্রিপুরারি। বলেন কি নাম তব কাহার কুমারী॥
কন্যা বলে নাম ধাম কিছুই না জানি। আপনি জনকমোর এই মাত্র চিনি॥
ধ্যান করি ত্রিপুরারি জানিলা কারণ। নিজ কন্যা স্বেদেতে জন্মিল এইক্ষণ॥
নেতে ঘর্ম্মে উৎপন্ন হইল কন্যা রত্ন। নেতা নাম রাখিলেন করি অতি যত্ন॥
শিব বলিলেন তবে নেতা দেবী ঠাঁই। হেথায় থাকিয়া তব কোন কার্য্য নাই॥
কৈলাস শিখরে মোর পুরী মনোহর। তথায় গমন নেতা করহ সত্বর॥
দুর্গা নামে মম জায়া তোমার জননী। তাঁহার নিকটে মাতা করহ উঠানী॥
পিতার বচনে নেতা করেন উত্তর। একা আমি কি প্রকারে যাই বিশ্বেশ্বর॥

এক্ষণে হইল জন্ম বহুদিন নয়। কোথায় কৈলাস গিরি নাহি পরিচয়॥
তবে নীলকণ্ঠ ভাবি আপনার মনে। মায়া করি রথ এক সৃজেন তখনে॥
সেই রথে নেতা দেবী আরোহণ করি। জনকে প্রণাম করি চলেন সুন্দরী॥
দৈবের ঘটনা কভু না হয় খণ্ডন। পথে অষ্টাবক্র সনে হলো দরশন॥
অষ্টাবক্র ঋষি অষ্টবক্র কলেবর। কৌতুকেতে নেতা দেবী বলেন উত্তর॥
নেতা বলে পুরুষ হে তুমি কোন্ জন। এমন সুন্দর মূর্ত্তি না দেখি কখন॥
কত জন্ম মহাপাপ করেছ অশেষ। তেকারণে হইয়াছে তোমার এবেশ॥
মনুষ্য জনম তব হল অকারণ। সুখেতে বঞ্চিত যেই বিফল জীবন॥
চলিতে চরণ তাঁর কাঁপে থরথরি। তোমাকে বরিল কোন্ অভাগিনী নারী॥
এত শুনি মুনিবর আঁখি পালটিল। রথোপরে কন্যা এক দেখিতে পাইল॥
সর্ব্বজ্ঞ আছিল সেই অষ্টাবক্র মুনি। ধ্যানেতে জানিল এই শিবের নন্দিনী॥
হর অনুরোধে কন্যা ভস্ম না করিল। ক্রোধভরে মুনিরাজ সাঁপিতে লাগিল॥
কুৎসিত পুরুষ দেখি মোরে কর ঘৃণা। কোন কালে তোর কাছে পুরুষ রবে না॥
চির অনাথিনী হয়ে থাক যেয়ে ঘরে। এ জনমে তোমার না মিলিবেক বর॥
কনিষ্ঠ ভগ্নীর দাসী হইবা সুন্দরী। তাঁহাকে রাখিবা সদা মাথার উপরি॥
এতেক বলিয়া মুনি স্বস্থানে চলিল। অহঙ্কার ভরে নেতা গ্রাহ্য না করিল॥
রথ চালাইয়া দিল বায়ুর গমন। নিমিষেতে উত্তরিল কৈলাস ভবন॥
গঙ্গা দুর্গা বসিয়া আছেন দুই জন। হেনকালে নেতা যেয়ে বন্দিল চরণ॥
বিমাতার নিকটে জানায় পরিচয়। ধ্যানেতে বৃত্তান্ত যত অবগত হয়॥
তবে দুর্গা মন্দাকিনী আনন্দিতা হয়ে। সমাদরে কোল দেন বদন চুম্বিয়ে॥
নানাবিধ ধন নেতা পান পুরস্কার। বিমাতাগণের হল আহ্লাদ অপার॥
বিরচিয়া হীন কৃষ্ণ পয়ার প্রবন্ধে। মনসা জনম কহে ত্রিপদীর ছন্দে॥

মনসার জন্ম বৃত্তান্ত।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কৈলাসে রৈলেন নেতা, মনসার জন্ম হেথা, শুন বলি হল যেই মতে।
পূর্ব্বেতে আছে বর্ণিত, শিবের বীর্য্য পতিত, ঢাকা ছিল পদ্ম পল্লবেতে॥
দৈবেতে এক খেচরে, তাঁহার নিকটে চরে, সেই বীর্য্য দেখিল সাক্ষাতে।
পক্ষী করি সুধা জ্ঞান, বীর্য্য করিলেক পান, গর্ভিণী হইল আচম্বিতে॥
ভক্ষণ করিবামাত্র, দহে পক্ষিণীর গাত্র, বলে একি হল অকস্মাতে।

করিলাম সুধা পান, কেন মোর দহে প্রাণ, দেহ মোর ব্যাপিল বিষেতে ॥
হয়ে পক্ষী হতজ্ঞান, মহেশের বিদ্যমান, ধরা পরে করে ছটফটী।
করিয়াছে বীর্য্য পান, তেঁই পক্ষিণী অজ্ঞান, ধ্যানে জানিলেন শ্রীধূর্জটী ॥
বলিলেন শূলপাণি, শুন বলি হে পক্ষিণী, মম বীর্য্য করিয়াছ পান।
যদি চাও বাঁচিবার, ত্বরা কর প্রতিকার, বীর্য্য লয়ে রাখ যথাস্থান।
পক্ষিণী ত্বরায় চলে, যেয়ে সে কমলদলে, পুনঃ বীর্য্য করিল স্থাপন ॥
বিমুক্ত হৈয়ে পক্ষিণী, প্রণমিয়া শূলপাণি, স্বস্থানেতে করিল গমন ॥
হইল অদ্ভুতকার্য্য, ভূমিষ্ঠ হইয়া বীর্য্য, অচিরে পাতাল গামী হয়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, কহিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, গেল বীর্য্য বাসুকি আলয় ॥

পয়ার ছন্দ।

বাসুকি বসিয়া আছে আপন ভবন। হেনকালে বীর্য্য তথা হইল পতন ॥
স্ফটিকের জল তুল্য করে ঝিকমিকি। ধ্যানেতে শিবের বীর্য্য জানিল বাসুকি ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জানে ফণিপতি। এই বীর্য্য হৈতে হবে মনসা উৎপত্তি ॥
তবে নাগরাজ অতি করি সমাদর। ত্বরান্বিত আনয়ন করে কারিকর ॥
বলে শুন ওহে কারু আমার বচন। এই বীর্য্যে কন্যা এক করহ সৃজন ॥
গৌরবর্ণ চতুর্ভুজা শিবের আকৃতি। ত্রিনেত্রা পবিত্রা অতি সুন্দর মূরতি ॥
আজ্ঞা মত কারিকর করিল গঠন। মন্ত্র পড়ি জীবন সঞ্চারে ততক্ষণ ॥
এইমতে জন্মিলেন শিবের কুমারী। বাসুকি রাখিল নাম জয় বিষহরি ॥
আনন্দিত নাগচয় দেখি পদ্মাবতী। কৃষ্ণ বলে ওপদে মজুক্ মোর মতি।

মনসার রূপের বর্ণনা।

জন্মিলেন বিষহরি, সানন্দে নাগের পুরী, গীত বাদ্য করে মহোৎসব।
মিলিয়া নাগের নারী, মঙ্গল আচার করি, রূপ হেরী ভুলিলেক সব।
জিনি প্রভাতের ভানু, কোমল বিমল তনু, সুকষিত কাঞ্চনবরণী।
দেখে তৃতীয় নয়ন, হয়ে অতি ক্ষুন্ন মন, কাননে লুকায় কুরঙ্গিনী ॥
হেরি ভুরুর গঠন, ত্যজে কাম শরাসন, নেত্র তারা জিনি ইন্দীবর।
অতি মনোহর নাসা, গরুড়ের দর্পনাশা, স্তন চঞ্চু হবে না শোসর ॥
শ্রবণের কি মাধুরী, গৃধিনী পলায় হেরি, ওষ্ঠ যেন পক্ক বিম্বফল ॥
চাচর চিকুরে বেণী, নিন্দি কাল ভুজঙ্গিনী, কুচ জিনে দাড়িম্ব শ্রীফল।
নিরখিয়া মধ্যদেশ, বিপিনে করে প্রবেশ, মৃগঈশ হইয়া দুঃখিত।
নিতম্ব অত্যন্ত চারু, করিকর রম্ভা তরু, উরু হেরি হয়েছে লজ্জিত ॥

কর কণ্টক বৰ্জ্জিত, যেন মৃণাল শোভিত, অঙ্গুলী যেমন চাঁপাকাল।
তাহে নখর নিকর, যেন পূর্ণ শশধর, সারি২ করে ঝিলিমিলি ॥
জিনি রক্ত কোকনদ, শোভিছে যুগল পদ, দেখে ভৃঙ্গ ধায় মধু আশে।
যখন প্রকাশি আস্য, মনসা করেন হাস্য, বিদ্যুৎ যেমন পড়ে খোসে ॥
করিলে মুখ ব্যাদন, নিরখি চারু দশন, মুকুতা নিকর মনে হয়।
ভাষা শুনি পিকচয়- মুক তুল্য হয়ে রয়, অমিয় যেমন বরিষয় ॥
পদব্রজে পদ্মাবতী, যখন করেন গতি, মরালের গতি ভঙ্গ হয়।
গজ করিতে চরণ, হল শঙ্কাম্বিত মন, কৃষ্ণ বলে হারিবা নিশ্চয় ॥

নাগগন কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট বিষহরিকে আনয়ন ও মহাদেবের মোহ পরে চেতন হইয়া দেশে গমন এবং পথি মধ্যে বচ্ছাইর সহিত সাক্ষাত্ এবং বচ্ছাইর মোহ।

বিষহরি হেরি আনন্দিত নাগগণ। নাগমাতা বলি সবে বন্দিল চরণ ॥
মহেশের দত্ত বিষ বাসুকির স্থানে। সে বিষ আনিয়া দিল পদ্মার সদনে ॥
বাসুকি বলিল শুন আমার বচন। তোমার এ বিষ তুমি কর সম্বরণ ॥
হাসি বিষহরী বিষ করিল ভক্ষণ। দেখি বিষধরগণ আনন্দিত মন ॥
মিলিয়া সকল নাগ দোলা করি স্কন্ধে। শিবের নিকটে লয়ে চলিল আনন্দে।
রয়েছেন মহাদেব কমলের বনে। বিষহরি উত্তরিলা পিতার সদনে ॥
আচম্বিতে মহাদেব মেলিয়া নয়ন। বাম পার্শ্বে বিষহরী করে নিরীক্ষণ ॥
হর বলে বিধি আজি প্রসন্ন হইল। বিনা যত্নে কন্যাবিধি মিলাইয়া দিল ॥
হর কন হরিণাক্ষি তুমি কার কন্যা। রূপেতে হয়েছ তুমি ত্রিজগৎ ধন্যা ॥
নিরীক্ষণ করিয়া তোমার চারু অঙ্গ। হৃদয়ে সঞ্চার মম হইল অনঙ্গ ॥
পরিচয় পশ্চাতে করিব চন্দ্রাননী। আলিঙ্গন দিয়া অগ্রে রাখ মোর প্রাণী ॥
শুনি পদ্মাবতী বলিলেন রাম রাম। হেন অনুচিত কেন বলিলেন বাম ॥
আমি তব আত্মজা তুমি যে মোর পিতা। কেমন বিচারে হর বল হেন কথা ॥
হর কন নাহি হবে আমার দুহিতা। ভাণ্ডাইয়া যাইবারে বল হেন কথা ॥
এত শুনি পদ্মাবতী কোপ দৃষ্টে চান। ঢলিয়া পড়িল হর হয়ে হতজ্ঞান ॥
দেখিয়া আসিল হেথা যত দেবগণ। শমন পবন শশী বাসব তপন ॥
সবে মিলি কর যোড়ে করিলেন স্তুতি। তোমার জনকে মাগো করহ নিষ্কৃতি ॥
অকালেতে সৃষ্টি নাশ করিলা আপনি। ধরি তব চরণে জীয়াও শূলপাণি ॥
দেবতার বাণেতে দয়া উপজিল। কোপ সম্বরিয়া পদ্মা সুদৃষ্টে চাহিল ॥

অমৃত নয়নেতে করিলা দৃষ্টিপাত। মোহ ত্যজিসত্বরে উঠিলা ভূতনাথ॥
দেবগণ বলে অবধান ত্রিপুরারি। না কর অন্যায়াচার এ ভব কুমারী॥
জন্মিল নাগের পুরে জয় বিষহরী। কন্যা লয়ে চল ত্বরা আপনার পুরী।
এত বলি দেবগণ করিলা গমন। শিব বলে শুন মাতা আমার বচন॥
তোমা লয়ে যাই যদি কৈলাস শিখর। কোন্দল করিবে চণ্ডী এইমাত্র ডর॥
অতএব শুন মাতা জয় বিষহরী। হেথা থাক নির্ম্মাইয়া দেই এক পুরী॥
কাঁদিয়া বলেন দেবী বাপের চরণে। একাকিনী কিমতে থাকিব এই বনে॥
পদ্মা কন নাহি মোর চণ্ডিকার ডর। নির্ভয়ে আমাকে পিতঃ লয়ে যাও ঘর॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব পঞ্চানন। বিশ্বকর্ম্মা বলি তবে করেন স্মরণ॥
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা করি আগমন। শিবের নিকটে আসি বন্দিল চরণ॥
বিশ্বনাথ কন বিশ্বকর্ম্মার সদন। করিয়া দেহ একটা করণ্ড সৃজন॥
আজ্ঞামাত্র বিশ্বকর্ম্মা বিলম্ব না করে। করণ্ড সৃজন করি দিলেন সত্বরে॥
করণ্ডেতে বিশ্বকর্ম্মা করিল সন্ধান। আপনি গমন করে মানস সমান॥
পদ্মাবতী বসিলেন করণ্ড ভিতরে। বিশ্বেশ্বর আরোহণ করি বৃষোপরে॥
উভয়ে সানন্দ মনে করেন গমন। পথেতে বছাইর সনে হল দরশন॥
হাল চাষ করিতেছে হালুয়া বছাই। হেন কালে পদ্মাবতী গেল সেই ঠাঁই॥
বিষহরী রূপেতে মজিল তার মন। হল কাঁদে করি তবে বলিছে বচন॥
কি নাম কোথায় বাস বল রসবতী। কি জন্যে চলিছ তুমি বুড়ার সংহতি।
তব রূপ দেখি মোর স্থির নহে মন। বুড়াকে ত্যজিয়ে কর আমাকে ভজন॥
কি করিবে দেখ এই সর্পের বাদিয়া। আজি তাঁর ঝুলি কাঁথা লইব কাড়িয়া॥
বৃদ্ধের সহিত যাওয়া উচিত না হয়। চেয়ে দেখ চন্দ্রাননী মোর তুল্য নয়॥
যেমন রূপসী তুমি আমি তব যোগ্য। এ বৃদ্ধের সঙ্গে যাওয়া নিতান্ত অযোগ্য॥
পাকা গোঁপ দাড়ি মুখে শিরে দীর্ঘ জটা। বস্ত্র নাই কোমরেতে বাঘাম্বর আঁটা॥
ইহার সঙ্গিনী থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। আমাকে ভজিলে কন্যা হবে সুখোদয়॥
ঘরে মোর এক ভার্য্যা আছয়ে রূপসী। সে করিবে তব সেবা হয়ে নিজ দাসী॥
এইরূপে বছাই বলিছে যে বচন। ধ্যানেতে আছেন শিব না করে শ্রবণ॥
কোপ দৃষ্টে মনসা বছাই পানে চান। ঢলি পড়িল বছাই হয়ে হতজ্ঞান॥
বছাই হইল যবে ভূতলে পতিত। আকাশেতে দৈববাণী হল আচম্বিত॥

গৃহেতে বসিয়া আছে বছাইর জননী। মরিল বছাই মাত্র এই কথা শুনি ॥
কৃষ্ণ বলে ত্বরা চল বিলম্ব বৃথায়। বাঁচিবে বছাই ভজ শিবসুতা পায় ॥

বছাইর মাতা কর্ত্তৃক বিষহরী পূজা ও বছাইর চৈতন্য লাভ।

শুনিয়া এতেক বাণী, শিরে করাঘাত হানি, দ্রুত চলে বছাইর মাতা।
দাবদগ্ধা মৃগী প্রায়, পাছে না ফিরিয়া চায়, বছাই চলিয়া আছে যথা ॥
দেখে বছাই হতশ্বাস, কেঁদে হয়ে নিরাশ্বাস, যেন বাতাবিহতা কদলী।
বিলাপিয়া পরে ধরা, নেত্র জলে সিক্ত ধরা, অধীরা হইল শোকে জ্বলি ॥
অন্তরীক্ষে বিষহরী, রথে আরোহণ করি, কন বছাইর জননীরে।
কেন হয়েছ কাতরা, শোক ত্যজি উঠ ত্বরা, পুত্র বধূ লয়ে চল ঘরে ॥
শুনি এতেক বচন, হয়ে রামা সচেতন, স্তবন করিছে কর যোড়ে।
জগৎকর্ত্রী তুমি মাতা, পদ্মাবতী শিব সুতা, কৃপা নেত্রে হেরমা আমারে ॥
অজ্ঞান বছাই মোর, নাহি জানে আত্ম পর, অপরাধী হয়েছে ওপায়।
করি করুণা বিস্তার, এবারে কর নিস্তার, তুমি বিনা না দেখি উপায় ॥
তবে কন বিষহরী, বছাই জীয়াতে পারি, যদি কর তার প্রতিকার।
কায়মনে হয়ে দৃঢ়, যদি মোর পূজাকর, তবে বাঁচে তোমার কুমার।
শুনি মনসার কথা, বিনয়ে বছাই মাতা, বলে পূজা করিব তোমার।
কিরূপে পূজিতে হবে, বল মাতা শুনি তবে, আয়োজন করিব অপার ॥
পদ্মা কন শুন শুন, পূজার যেই বিধান, ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করি।
নানা পুষ্প বিল্ব দলে, তুলসী গঙ্গার জলে, পূজিবেক শুদ্ধ বেশ ধরি ॥
মেষ, মহিষ, ছাগাদি, হংস কবুতরাদি, দিতে হবে লক্ষ বলিদান।
ঘৃত দুগ্ধ ভারে ভার, আর যত উপচার, জপ যজ্ঞ বিবিধ বিধান ॥
প্রতিবর্ষে এপ্রকারে, পূজা করিবা আমারে, শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে।
তবে সুমঙ্গল হবে, কমলা অচলা ভাবে, থাকিবেন সর্ব্বদা গৃহেতে ॥
খণ্ডিবেক ঘোরাপদ, ধন পুত্র জন পদ, দিনে দিনে বাড়িবে অপার।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, অধীন কৃষ্ণগোবিন্দে, কোটিং করে নমস্কার ॥

পয়ার।

এতেক শুনিয়া তবে বছাইর মাতা। বিষহরী পাদ পদ্মে নোয়াইল মাথা ॥
বলে দেবী মম গৃহে চলহ সত্বরে। করিব তোমার পূজা সাধ্য অনুসারে ॥

মৃতা পুত্র কোলে করি লইল তখন। পদ্মাবতী সহিত চলিল নিকেতন॥
বছাইর মাতা সতী মালতী সুন্দরী। বিবিধ প্রকারে পূজে জয়বিষহরী॥
নিয়মের অধিক করিল আয়োজন। নানাযজ্ঞ মহোৎসবে পূজিল তখন॥
পূজা পেয়ে বিষহরী আনন্দিত হৈয়া। অবিলম্বে বছাইরে দেন জীয়াইয়া॥
নিদ্রা ভঙ্গে যেমন হইল জাগরণ। চতুর্দ্দিকে বছাই করিছে নিরীক্ষণ॥
ক্ষেত্র চষিবার তরে মাঠেতে আছিল। গীত বাদ্য মহোৎসবে আশ্চর্য্য মানিল॥
বলে মাতা অদ্য পুরে কি আনন্দ হেরি। মালতী বলিছে পুত্রভজ বিষহরী॥
বছাই জননীসহ ধরণী লোটায়। মনোনীত বরদান দেন মনসায়॥
সবাকার নিকটেতে বিদায় হইয়া। চলিলেন বিষহরী পিতাকে লইয়া॥
প্রথম পাইয়া পূজা বছাইর ঘর। ভবসহ যান দেবী সানন্দ অন্তর॥
নিমিষেতে উত্তরিলা কৈলাস শিখরে। পশ্চাতে চলিল কৃষ্ণ পদ সেবা তরে॥

বিষহরীর কোপ দুর্গার মোহ।

সনক বচন শুনি, বলেন লোমশ মুনি, কি ভাবে রহিলা বিষহরী।
মনসার ইতিহাস, শুনিলে পাতক নাশ, কহ মহামুনি সুবিস্তারি॥
সনক বলেন শুন, তথা হতে পঞ্চানন, আসিলেন আপন আলয়।
সঙ্গে কন্যা পদ্মাবতী, ভয়ান্বিত পশুপতি, না জানি চণ্ডিকা কিবা কয়॥
তবে ভাবিয়া অন্তরে, আবাসের অভ্যন্তরে, হিঙ্গুল মন্দিরেতে যাইয়া।
তথা রাখি বিষহরী, প্রবেশ করেন পুরী, ত্রিপুরারি শঙ্কিত হইয়া॥
বহুতর কালান্তরে, হর আসিলেন ঘরে, সম্ভাষিতে এল দেবগণ।
বসিলেন সভা করি, দেবসহ ত্রিপুরারি, করে নানামিষ্ট আলাপন॥
এমন কালে নারদ, হর্ষে লাগাতে বিরোধ, চণ্ডীর সমীপে উপনীত।
বলে স্বামী কিবা কর, তোমা উপেক্ষিয়া হর, সুখে আছে পদ্মার সহিত॥
শুনিয়া এতেক বাণী, কোপে কম্পিতা ভবানী, মন্দাকিনীলয়েসহকারে।
দ্রুত বেগে চলিযায়, দাবদগ্ধা মৃগী প্রায়, পশ্চাতে না নিরীক্ষণ করে॥
যেয়ে বাটী অভ্যন্তরে, পাইলেন দেখিবারে, সম্মুখেতে হিঙ্গুল বাসর।
গবাক্ষেতে দৃষ্টি করি, দেখিলেন বিষহরী, বসিয়াছে করণ্ড ভিতর॥
তবে সপত্নী দুজনে, যুক্তি স্থির করি মনে, দ্বার ভাঙ্গি গৃহে প্রবেশিল।
করণ্ড করি ভঞ্জন, করি কেশ আকর্ষণ, সযোড়েতে ভূতলে ফেলিল॥
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত, ক্ষণে করে দণ্ডাঘাত, পুনশ্চ মারিল অগণন।

পদ্মাকন যোড় করে, কেন বিমাতা আমারে, বিনা দোষে করিছ তাড়ন ॥
চণ্ডী কন কোপে জ্বলি, সপত্নী হইয়া আলি, কি কারণ বলিস বিমাতা।
ক্রোধ ভরে অতঃপরে, কুশ ত্বরা করি করে, নেত্রে আঘাতিয়া দিলা ব্যথা ॥
তৎপরেতে বিষহরী, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি, সর্পরূপ করিয়া ধারণ।
না করিয়া বিবেচনা, ধরিয়া ভীষণ ফণা, চণ্ডিকারে করিলা দংশন।
বিষানলে জ্বর জ্বর, কম্পান্বিত কলেবর, ঢলিয়া পরেন হৈমবতী।
দেখে ভয়ে শঙ্কান্বিত, কৃষ্ণ হয়ে পদাশ্রিত, যোড় করে করেন মিনতি ॥

দুর্গার চৈতন্য লাভ।

ঢলিয়া পতিতা চণ্ডী ভূতল উপর। ভয়েতে গঙ্গার আস্যে না স্বরে উত্তর ॥
দেখিয়া নারদ মুনি যাইয়া সত্বর। কহিল সকল কথা হরের গোচর ॥
কি কর মাতুল তুমি নিশ্চিন্তে বসিয়া। ঘরে যেয়ে দেখ মামী পড়েছে ঢলিয়া ॥
এত শুনি ত্বরা করি উঠি শূলপাণি। চলিলেন অন্তঃপুরে যথায় ভবানী ॥
দেখি চণ্ডিকার দশা দেব পঞ্চানন। বাষ্পাকুল লোচনেতে বলেন তখন ॥
কেন কৈলা পদ্মাবতী হেন সর্ব্বনাশ। কি দোষেতে দোষী চণ্ডী হল তব পাশ ॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম না করিলে গ্রহ। কিজন্য আসিতে হেথা করিলা আগ্রহ ॥
তখনই জেনেছি আমি হইবে কুগ্রহ। আমার অদৃষ্টে হল স্বগ্রহনিগ্রহ ॥
মনসা বলেন তাত না বল বিস্তর। যেই অপমান চণ্ডী করিয়াছে মোর ॥
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত নাযায় গণনা। কুশের আঘাতে এক চক্ষুঃ কৈল কানা ॥
বৃথা কেন কাতরোক্তি কর শূলপাণি। যুগল বনিতা তব উভয় পাপিনী ॥
ধৈর্য্য ধর না কাঁদ ও রাক্ষসী লাগিয়া। উত্তমা রমণী তোমারে দিব বিয়া ॥
হরকন শুন মাতা আমার বচন। মাতৃহত্যা পাতকিনী হও কি কারণ ॥
বিশেষতঃ অপযশ ঘোষিবে সংসারে। সপত্নী তনয়া তেঁই বিমাতাকে মারে ॥
অতএব পদ্মাবতী ক্রোধ সংবরিয়া। কৃপান্বিতা হয়ে চণ্ডী দাও জীয়াইয়া ॥
আমার মাথার দিব্য না কর অন্যথা। চণ্ডিকা বিহনে হৃদে পাইতেছি ব্যথা ॥
যদি মাতা কর তুমি অন্যথাচরণ। নিশ্চয় এখনই আমি ত্যজিব জীবন ॥
পিতার ক্রন্দন দেখি করুণা জন্মিল। মুক্তকণ্ঠে পদ্মাবতী ঝাড়িতে লাগিল ॥
মন্ত্রবলে হলাহল পাতালে নামিল। সম্বিত পাইয়া দুর্গা উঠিয়া বসিল ॥
চক্ষুঃ মেলি সম্মুখে দেখিয়া বিষহরী। সপত্নী বলিয়া করে দন্ত করমড়ি ॥
পদ্মাবতী বলে পিতা করুন শ্রবণ। এখনই বিমাতা বলে কুৎসিত বচন ॥

হরকন হৈমবতী না জান কারণ। আপন দুহিতা পদ্মা শুন বিবরণ ॥
যবে আমি পদ্ম বনে করি বিচরণ। তখন আমার বীর্য্য হইল পতন ॥
পদ্ম পল্লবেতে আমি রাখিয়া যতনে। সরোবরে চলিলাম স্নানের কারণে ॥
দৈবে এক পক্ষী তারে করিল ভক্ষণ। অষ্টৈক প্রহর মাত্র করিল ধারণ ॥
সহ্য না করিতে পারি উদ্গার করিল। সহস্র নালেতে বীর্য্য পাতালে পশিল ॥
ধ্যানে জানি ফণিগণ রাখিল যতনে। তবে নাগ মাতা জন্মিলেন শুভক্ষণে ॥
আপনি উৎপত্তি কন্যা দেখিয়া সহসা। এজন্য ইহার নাম হইল মনসা ॥
লজ্জিত হইলা গৌরী মহেশের বোলে। বদন চুম্বিয়া পদ্মা লইলেন কোলে ॥
পদ্মার একটী চক্ষুঃ হয়েছিল ক্ষত। পদ্ম হস্তে চণ্ডিকা করেন পূর্ব্বমত ॥
দুর্গার ক্রোড়েতে পদ্মা শোভে হেমগিরি। গঙ্গাদেবী আসিকোল দেন ত্বরাকরি ॥
উভয়ে ভাবিয়া পরে আনন্দ অপার। বিষহরী লয়ে গেল আপন আগার ॥
পুনরপি মহাদেব সহদেবগণ। সভা করি বসিলেন আনন্দিত মন ॥
কন্যাকে দেখিয়া তবে দেব দিগম্বর। সতত চিন্তেন চিত্তে কে হইবে বর ॥
বিষহরী চরণ পঙ্কজ মকরন্দ। ভৃঙ্গ হয়ে পান করে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ॥

বিষহরীর বিবাহের কথোপকথন।

লয়ে সব দেবগণ, সভা করি পঞ্চানন, বসিলেন বাহির দেওয়ানে।
বিষহরী যোগ্যবর, না দেখি সচরাচর, জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মার সদনে ॥
ব্রহ্মা কন বিশ্বেশ্বর, বিষহরী যোগ্যবর, আছে এক সর্ব্ব গুণে গুণী।
কুলে শীলে মাহামান্য, রূপে সর্ব্ব অগ্রগণ্য, নাম তাঁর জরৎকারু মুনি ॥
শুনি বিরিঞ্চির বাণী, তবে কন শূলপাণি, সে মুনি কাহার পুত্র হয়।
আদ্যোপান্ত তাঁর শুনি, কেমন ধার্ম্মিক মুনি, কোথা হয় তাঁহার আলয় ॥
এত শুনি পদ্মযোনি, বলে শুন শূলপাণি, ভুবন বিখ্যাত গুণগ্রাম।
রূপে গুণে ধরা পূজ্য, চরিত্রে অতি গাম্ভীর্য্য, মহাবর মুনি তাঁর নাম ॥
সে মুনি কুমার হয়, গুণে মানে অতিশয়, জরৎকারু পরম পণ্ডিত।
কাম ক্রোধ লোভ ত্যাগী, যোগ সিদ্ধা মহাযোগী, দার পরিগ্রহে নাহি চিত ॥
বিবাহেতে অসম্মত, নাহি তাঁর দারাসুত, পরম সন্ন্যাসী সেইজন।
ইহা দেখে পিতৃগণ, হয়ে অতি ক্ষুণ্ণ মন, বলিলেন বিবাহ কারণ ॥
সবে অন্তরীক্ষে থাকি, কাতরে কহিল ডাকি, শুন বাছা মোদের বচন।
তুমি নৈলে যোগাচার, বংশে কেহ নাহি আর, এ দুঃখেতে দহিছে জীবন ॥
বেদ শাস্ত্রে এই বলে, বংশ বৃদ্ধি না করিলে, নরকেতে নিশ্চয় বসতি।

পুত্র বিনা মুক্তি নাই, স্পষ্ট বলি তব ঠাঁই, বিয়ে করে বাড়াও সন্ততি ॥
মোসবার এই কথা, যদ্যপি কর অন্যথা, শাপ দিয়া যাইব নিশ্চয় ।
শুনিয়া এতেক বাণী, তবে জরৎকারু মুনি, উত্তর করিছে সবিনয় ॥
পরিণয় করিবারে, ছিলনা মম অন্তরে, তথাচ বলেন বারবার ।
নাহি দেখি অন্যোপায়, হইল বিষম দায়, তেঁই করিলাম অঙ্গীকার ॥
কিন্তু এক নিবেদন, শুন বলি পিতৃগণ, মনোনীত পাত্রী যদি হয় ।
পতিব্রতা ধরাধন্যা, অযোনি সম্ভবা কন্যা, রূপে গুণে মান্যা অতিশয় ॥
অন্যে মোর নাহি কাম, মমতুল্য হলে নাম, পারি তবে বিয়ে করিবারে ।
হর বীর্য্যে হইলে জাত, তবে মোর মনোরত, সম্পূর্ণই হইবারে পারে ॥
এত শুনি পিতৃগণ, হয়ে আনন্দিত মন, দিলেন তখনি বর দান ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, তথাস্তু বলিয়া সবে, স্বস্থানেতে করেন প্রস্থান ॥
শুনি পিতৃলোক বাণী, তবে জরৎকারু মুনি, যাত্রা করে গন্ধমাদনেতে ।
বদরিকাশ্রমে যেয়ে, যোগাচার আচরিয়ে, অদ্যাবধি আছে সেখানেতে ॥
বিলম্ব উচিত নয়, অভিপ্রায় যদি হয়, ঘটক পাঠাও তথাকারে ।
কৃষ্ণ বলে হয়ে নত, কি ভাবেন ইতস্ততঃ, আমি যাব আজ্ঞা কর মোরে ॥

পদ্মাবতীর বিবাহ ।

এতেক ব্রহ্মার মুখে পঞ্চানন । ভাল এই বর বলি বলেন তখন ॥
বর অভিপ্রায় মত সকলি মিলিল । কিন্তু উভয়ের নামে বিভিন্ন হইল ॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ত্রিলোচন । নামের কিঞ্চিৎ মাত্র নাহি বৈলক্ষণ ।
জরৎকারু মুনি যবে করেছিল পণ । স্বনামে হইলে ভার্য্যা করিবে গ্রহণ ॥
অনেক বিচারি আমি মনেতে তখন । করেছি পদ্মার জরৎকারু নাম করণ ॥
উভয়ের নাম হইল একই সমান । চিন্তা নাই উভয়ের তুল্য যে আখ্যান ॥
এত শুনি শূলপাণি সহর্ষ হইয়া । জামাতা দেখিতে যান ব্রহ্মাকে লইয়া ॥
সঙ্গেতে চলিল আর যত দেবগণ । বদরিকাশ্রমে সবে করেন গমন ॥
নিমিষ মধ্যেতে যেয়ে উত্তরেন তথা । ধ্যানে জরৎকারু মুনি বসেছেন যথা ॥
নিকটে যাইয়া সবে করে নিরীক্ষণ । বৈশ্বানর জিনি তাঁর অঙ্গের কিরণ ॥
পরিধান বল্কল শিরেতে দীর্ঘ জটা । বালার্কের রশ্মি যেন ভালে শোভে ফোঁটা ॥
স্ফটিকের মালা করে অতি বিলক্ষণ । ধ্যানস্থ আছেন মুনি মুদিয়া নয়ন ॥
মুনি নিরীক্ষণ করি যত দেবগণ । ধন্য বলি প্রশংসা করেন সর্ব্বজন ॥
অচিরে ব্রহ্মার বরে যোগ ভঙ্গ হল । দেবগণ দেখি পাদ্য অর্ঘ আনি দিল ॥

মুনি কন কোন কার্য্যে হেথা আগমন। অনুগ্রহ করি কহ শুনি বিবরণ॥
মুনির বচন শুনি কন মহেশ্বর। পরমাসুন্দরী কন্যা আছে মোর ঘর।
সেই কন্যা তোমাকে অর্পিতে অভিলাষ। ইথে অভিপ্রায় কিবা করহ প্রকাশ॥
হাসিয়া বলেন তবে জরৎকারু মুনি। ইহাতে সঙ্কট কিছু আছে শূলপাণি॥
আমার প্রতিজ্ঞা আছে শুন পঞ্চানন। মম নামে ভার্য্যা যদি হয় কোন জন॥
অযোনিসম্ভবা হবে সর্ব্বগুণান্বিতা। বশীভূতা হয়ে পাশে থাকিবে সর্ব্বথা॥
সুখ ভঙ্গ আমার করিবে যেইক্ষণ। পরিত্যাগ করিয়া যাইব ততক্ষণ॥
শিব কন কন্যা মোর সর্ব্বগুণান্বিতা। রূপে গুণে নামে কিছু নাহি বিভিন্নতা॥
যেই দিন সুখ ভঙ্গ করিবে তোমার। করিবেন পরিত্যাগ মম অঙ্গীকার॥
এত শুনি সহর্ষে বলেন তপোধন। পরিণয় করিব হউক আয়োজন॥
শুনি আনন্দিত হয়ে যত দেবগণ। জামাতা লয়ে আসিলা কৈলাস ভুবন॥
বিবাহের দিন ধার্য্য করি পঞ্চানন। নিমন্ত্রণ পাঠালেন এতিন ভুবন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আসিল ফণী মুনি। ত্রিপুর বাসিনী যত দেবের রমণী॥
নানাবিধ মহোৎসব মঙ্গল আচার। নাগিনী মানুষী দেবী আসিল অপার॥
শচী অরুন্ধতী আর রম্ভা তিলোত্তমা। সাবিত্রী কদ্রু বিনতা আদি উমারমা॥
লক্ষ্মী সরস্বতী মন্দাকিনী ভগবতী। সম্পূর্ণ বর্ণিতে পারে কাহার শকতি॥
নৃত্যকরে অপ্সরা গন্ধর্ব্বে গায়গীত। বাদ্যকরে বাদ্য করে শোভা অপ্রমিত॥
রম্ভাতরু আরোপণ প্রতি গৃহ দ্বারে। নানা ফল ফুল গন্ধে মুনি মনহরে॥
বেদাচার মতে করি ক্রিয়া সমাপন। স্ত্রী আচার আদি করে মঙ্গলাচরণ॥
গঙ্গা দুর্গা দুই জনে আনি বিষহরী। সুবেশা করেন কত পরিপাটী করি॥
করেতে করিয়া করিদশনচিরুণী। আঁচড়ি চিকুর বাঁধে বিনাইয়া বেণী॥
তারপরে আরো কত করে সুসজ্জিত। মল্লিকা মালতী ফুলে করিয়া বেষ্টিত॥
সীমন্তেতে স্বর্ণ সঁিথি অতি মনোহর। কপালে সিন্দূর বিন্দু জিনিয়া ভাস্কর॥
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভেগলে গজমতি। নাসাতে বেশর যেন বালার্কের জ্যোতিঃ॥
করেতে হেম কঙ্কণ করে ঝলমল। অলক্তে রঞ্জিত করে চরণ কমল॥
দিব্য পট্ট বস্ত্র করাইলা পরিধান। বিষহরী রূপে নিন্দে কোটি২ চাঁদ॥
ভুবন মোহন রূপ ধরে পদ্মাবতী। দেখিয়া মোহিত দেব ঋষি যত ইতি॥
মনসা চরণ বন্দি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দে। প্রকাশ করিতে ইচ্ছা ত্রিপদীর ছন্দে॥

—

দীর্ঘ ত্রিপদী।

হইলেক সাজ সারা, জরৎকারু মনোহরা, সভাতে হইলা উপনীত।
নানা বাদ্য জয়ধ্বনি, করে দেবের রমণী, যেইরূপ বিধান নিশ্চিত॥
বর কন্যা সম্মিলনে, উভয় আনন্দ মনে, উভয়েকে করে নিরীক্ষণ।
পুষ্প মাল্য সচন্দনে, গলে অর্পিয়া যতনে, বিষহরী বন্দেন চরণ॥
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি, স্ববর্ণের খাটোপরি, উপবিষ্ট হইল দুজনে।
বরণ বাক্যের তরে, বিধিসহ মহেশ্বরে, বসিলেন সভা বিদ্যমানে॥
ব্রহ্মা করে বেদধ্বনি, আনন্দেতে শূলপাণি, উৎসর্গ করিয়া সমাপন।
দীন দুঃখি দ্বিজ যত, সবার প্রার্থনা মত, তোষিলেন দিয়া বহু ধন॥
দাস দাসী ধন জন, গজ বাজি অগণন, যৌতুক পাইলা পদ্মাবতী।
মুনি শাপ নয় অন্যথা, সহচরী হয়ে নেতা, রহিলেন ভগ্নীর সংহতি॥
ক্রিয়া করি সমাপন, যাঁর যেই নিকেতন, আনন্দেতে করিলেন গতি।
জয়২ ত্রিভুবন, পুষ্প বৃষ্টি অগণন, হর্ষেতে বরেন সুরপতি॥
বিয়া অন্তে কন্যা বরে, আগুলিয়া আনে ঘরে, ভোজনাদি হল সমাপন।
স্ববর্ণের খাটোপরে, শুইলেন কন্যা বরে, হয়ে অতি আনন্দিত মন॥
পর দিন সুপ্রভাতে, বাসি বিয়া রীতি মতে, হইলেক বিধির বিধানে।
দিব্য রথ আরোহিয়ে, ভার্য্যাসহকারে লয়ে, চলে মুনি আপন ভবনে॥
যেয়ে বদরিকাশ্রমে, সবে উত্তরিলা ক্রমে, বিশ্বকর্ম্মা আনি ততক্ষণ।
জিনিয়া অমর পুরী, অতিশয় মনোহারী, এক পুরী করেন সৃজন॥
রাজলক্ষ্মী করে স্থিতি, মুনিসহ পদ্মাবতী, অতি সুখে বঞ্চেন তথায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, মনসা পদার বিন্দে, অন্তে কৃষ্ণ স্থান দান চায়॥

উগ্রতপা মুনির সহিত মনসার সাক্ষাৎ।

শুনিয়া সনক বাণী লোমশের হাস। কহ কহ বলি মুনি করেন প্রকাশ॥
সনক বলেন শুন মুনি মহাশয়। সুখেতে আছেন পদ্মা স্বামীর আলয়॥
এক দিন সখীগণ লইয়া সংহতি। গঙ্গা স্নান করিবারে যান পদ্মাবতী॥
উগ্রতপা নামে এক মুনিবর ছিল। সহসা মনসা সনে সাক্ষাৎ হইল॥
বিষহরী রূপ হেরি সেই ঋষিবর। মদনের পঞ্চশরে হইল কাতর॥
মুনি বলে কহ কন্যা নিজ পরিচয়। কি নাম কাহার নারী কোথায় আলয়॥
এমন রূপসী আমি না দেখি কখন। তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে মন॥

দৃষ্টি মাত্র প্রাণ মম করেছ হরণ। শান্ত কর বরাননি দিয়া আলিঙ্গন॥
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন। রামরং বলি হল বিনম্র বদন॥
পদ্মাবতী কন আমি হরের নন্দিনী। পদ্মাবতী নাম জরৎকারুর গৃহিণী॥
পতিব্রতা সতী আমি অধর্ম্ম না জানি। কেন মহামুনি বল অনুচিত বাণী॥
মুনির উচিত কর্ম্ম সদা যোগাচার। প্রাণান্তেও কভু নাহি করে পরদার॥
ইহলোক অপযশ অন্তে গতি নাই। বোল না এমন কথা মনে ভয় পাই॥
প্রবোধ না মানে মুনি পদ্মার বচনে। বলে চন্দ্রাননি প্রাণ রাখ রতিদানে॥
তবে যদি নাহি রক্ষ আমার বচন। শাপ দিয়া ভস্ম তোরে করিব এক্ষণ॥
বিপ্রের বিক্রম নাহি জান সুবদনী। ব্রহ্ম শাপে ভগাঙ্গ হইল বজ্রপাণি॥
ব্রহ্ম শাপে ইন্দু অঙ্গে কলঙ্ক হইল। ব্রহ্ম শাপে অহল্যার কি দশা ঘটিল॥
অতএব ব্রহ্ম শাপে ভয় যদি থাকে। কপটতা পরিহরি ভজহ আমাকে॥
মুনি বাক্য শ্রবণেতে জয় বিষহরী। অধীরা হইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥
কতক্ষণে সম্বিত পাইয়া পদ্মাবতী। কর যোড়ে বলিলেন মুনি রাজ প্রতি॥
সঙ্গেতে সঙ্গিনী চয় আছয়ে আমার। জিজ্ঞাসি তাদের ঠাঁই আসিব আবার॥
মুনি বলে ত্বরা সম্ভাষিয়া আস সখি। বিলম্ব না সহে আর শুন শশি-মুখি॥
তবে বিষহরী সখীসমাজে যাইয়া। নেতার নিকটে কহে কাঁদিয়া২॥
আদ্যোপান্ত বলিলেন নেতার গোচর। তোমা বিনা হিতৈষিণী কেবা আছে মোর॥
সুবুদ্ধি তোমার মত ত্রিভুবনে নাই। বল সখি এ বিপদে কিসে রক্ষা পাই॥
ধর্ম্মরক্ষা ব্রহ্ম শাপ উভয়ই দুষ্কর। কিরূপে উত্তীর্ণ হব বল গো সত্বর॥
কৃষ্ণ কহে পদ্মাবতী করোনা চিন্তন। ইহার উপায় শুন করি নিবেদন।

উগ্রতপা মুনির সহিত নেতার বিবাহ।

নেতা কন বিষহরী, শুন শোক পরিহরি, ইহার আছয়ে সদুপায়।
একজন সহচরী, সাজায়ে সুবেশা করি, পাঠাও সে মহর্ষি যথায়॥
কামেমত্ত মুনি রাজ, না বুঝিবে ছদ্মসাজ, তোমা জ্ঞানে সম্ভাষা করিবে।
করিলে মায়া প্রকাশ, না হইবে জাতি নাশ, উভয় সঙ্কটেতে তরিবে॥
এত শুনি পদ্মাবতী, বিনয়ে নেতার প্রতি, বলিলেন কাতর বচনে।
দিলা সখী যে মন্ত্রণা, তুমি বিনে অন্যজনা, সাধ্য কি ভুলাবে সেই জনে॥
শুন গো প্রাণপ্রেয়সি, আমার সম রূপসী, হও তুমি করিনু বিচার।
অতএব কৃপা করি, যেয়ে মম বেশ ধরি, সঙ্কটেতে করহ উদ্ধার॥

বিশেষ অসূঢ়া তুমি, মিলেছে মনোজ্ঞ স্বামী, ইথে নেতা নাভাবিও আন।
শুনিয়া এতেক কথা, স্বীকার করেন নেতা, যাইতে মুনির বিদ্যমান॥
তবে জয়বিষহরী, অত্যন্ত সুবেশা করি, পরালেন নানা আভরণ।
আগে পাছে সব সখী, মধ্যে নেতাচন্দ্র মুখী, উপনীত মুনির সদন॥
সহসা দেখেন ঋষি, যেমন চন্দ্রমা খসি, ভূতলেতে হইল পতন।
তুল্যরূপ সর্ব্বজনে, দেখিয়া মুনির মনে, উথলিয়া উঠিল মদন॥
যত ছিল সখীগণ, মুনি করি নিরীক্ষণ, বলে ধন্য পুরুষরতন।
যদ্যপি বিবাহ করে, সবাই তাঁহার ঘরে, দাসী হয়ে সেবিব চরণ॥
তবে নেতা বরাননী, সচন্দন মাল্য আনি, অর্পণ করেন মুনি গলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, নিয়মে শিব কুমারী, পড়িলেন স্বামী পদতলে॥
বিয়ে অন্তে শিব সুতা, রহিল মুনির হেথা, ঘরে পদ্মা করেন গমন।
সঙ্গে সব সহচরী, চলিয়া আপন পুরী, হৃষ্ট হল সহর্ষ বদন॥

জরৎকারু মুনির জরৎকারু ত্যাগ।

হেথা হতে বিষহরী করিয়া গমন। উপনীতা হইলেন আপন ভবন॥
হেন কালে খগেন্দ্রের সমরে হারিয়া। কালীনাগ অম্বরেতে যায় পলাইয়া॥
কালীদহ মহাবেগে যায় ফণী রায়। ভাস্কর কিরণ ঢাকে যাহার ফণায়॥
নিদ্রান্বিত জরৎকারু এমন সময়। পদ্মাবতী ভাবে বুঝি সন্ধ্যাগত হয়॥
সন্ধ্যাগতে মহা পাপ হইবে নিশ্চয়। পশ্চাতে কুপিত হবে মুনি মহাশয়॥
কি হইবে ইতস্ততঃ ভাবি বিষহরী। চৈতন্য করেন মুনি চরণেতে ধরি॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন। অভাগ্যের শাপ বুঝি ফলিবে এখন॥
পূর্ব্বে জরৎকারু মুনি করেছিল পণ। সুখভঙ্গ হলে ত্যাগ করিবে তখন॥
মুনি বলে পদ্মাবতী করিলা কি কর্ম্ম। মোর সুখ ভঙ্গে তব হইল অধর্ম্ম॥
কি জন্যে অকালে মোর করিলা চেতন। পূর্ব্বের যতেক কথা নাহিক স্মরণ॥
বিষহরী কন সন্ধ্যা গত হয়ে যায়। পাপ ভয়ে জাগায়েছি ধরিয়া দুপায়॥
হেন কালে কালীনাগ গেল কালীদয়। গগণে ভানুর জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়॥
মুনি বলে দিবা আছে সন্ধ্যা নাহি হয়। উপহাস করিয়াছ বুঝি সুনিশ্চয়॥
আমাকে করিলে ব্যঙ্গ না হইল ভাল। এই হেতু মনস্তাপ পাবে চিরকাল॥
সুখে থাক বিষহরী আপন আলয়। তোমা ত্যজে অরণ্যেতে পশিব নিশ্চয়॥
আর না হইবে দেখা তোমার আমার। যথা ইচ্ছা আমি সুখে করহ বিহার॥
এতেক মুনির শুনি নিঠুর বচন। মস্তকে হইল যেন অশনিপতন॥

অধীরা হইয়ে পড়ে লোটাইয়া ধরা ॥ নেত্রাম্বুতে বহে যেন স্রোতস্বতী ধারা ॥
মুনির চরণে ধরি করেন ক্রন্দন। লঘু পাপে গুরু দণ্ড কেন তপোধন ॥
তুমি বিনা না রাখিব এপাপ জীবন। আত্মহত্যা করি গিয়া পশিয়া জীবন ॥
আমার কর্ম্মেতে কি লিখিল চতুর্ম্মুখে। এক নিশি পতিসহ বঞ্চি নাই সুখে ॥
পুণ্যবতী নারী যেই হয় ধরাতলে। নানা সুখে পতি সঙ্গে বঞ্চে কৌতূহলে ॥
অকালে আমার কি ঘটল সর্ব্বনাশ। মনেতে রহিল যত ছিল অভিলাষ ॥
শুন প্রভু অধর্ম্ম না করো কদাচিত। পিতৃগণ আজ্ঞা লঙ্ঘ না হয় উচিত ॥
যোগাচারে ছিলা যবে অরণ্য মাঝারে। বলিলেন পিতৃবর্গ বিবাহের তরে ॥
দ্বারপরিগ্রহ করি বাড়াও সন্ততি। পুত্র বিনা চরমেতে নাহি অব্যাহতি ॥
সে কথা অন্যথা প্রভু করিলা আপনি। নিশ্চয় তোমার আগে ত্যজিব পরাণী ॥
এতেক করুণা বাণী শুনি মহামুনি। বলে পিতৃ আজ্ঞা রক্ষা করিব এখনি ॥
করে করি আনিলেন সরোবর বারি। পান করিবারে দেন মহা মন্ত্র পড়ি ॥
বিষহরী জঠরেতে হস্ত বুলাইল। দেখিতে২ এক সন্ততি জন্মিল ॥
পরম সুন্দর হল মুনির কুমার। আস্তিক বলিয়া নাম রাখেন তাঁহার ॥
পরে জরৎকারু মুনি বিদায় হইয়া। যাত্রা করিলেন ভার্য্যা পুত্র উপেক্ষিয়া ॥
বদরিকাশ্রমে যান গন্ধমাদনেতে। যোগাচারী ধ্যানে বসিলেন পূর্ব্ব মতে ॥
সুতসহ পদ্মাবতী রহিলা হেথায়। নিয়োজিত হল কৃষ্ণ চরণ সেবায় ॥

উষ্ণতপা মুনি নেতাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় গমন
এবং নেতা ও পদ্মাবতীর নাগগণ সহকারে কালীদয়
তীরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি।

বলেন লোমশ মুনি, বিস্তারি পুণ্য কাহিনী, আদ্যোপান্ত করহ প্রচার।
পদ্মা রহিলেন হেথা, তথা কি ভাবেতে নেতা, রহিলেন কেমন আঁকার ॥
সনক বলেন নেতা, হয়ে অতি হর্ষান্বিতা, পতিসহ আছেন সুখেতে।
একদিন কন মুনি, শুন নেতা সুবদনী, যাব আমি তপস্যা করিতে ॥
শুনিয়া স্বামীর কথা, সকাতরে ভবসুতা, বলিছিল পুত্র দান তরে।
তবেত ভার্য্যার বাণী, শুনিয়া বলেন মুনি, পুত্র এক হইবে অচিরে ॥
বর দিয়া ঋষি বর, চলিলেন বনান্তর, যোগীবেশ করিয়া ধারণ।
পরে সুচতুরা নেতা, পদ্মাবতী আছে যথা, মিলিলেন করিয়া গমন ॥
সহসা নেতাকে হেরি, আনন্দেতে বিষহরী, উভয়েতে যুক্তি স্থির করি।
যেয়ে কালীদয় তটে, কেলীকদম্ব নিকটে, রহিলেন নিরমিয়া পুরী ॥

শুনি যত ফণিগণ, হইয়া সহর্ষ মন, সকলে হইয়া একত্রিত।
যাত্রা করিলেন ঝটে, বিষহরী সন্নিকটে, আসি কালীদয়ে উপনীত॥
পদ্মাবতী সহকারে, মিলি সব বিষধরে, আনন্দেতে করিছে বসতি।
ছিল গরুড়ের ভয়, এখন সর্ব্বত্র জয়, পদ্মার কৃপায় অব্যাহতি॥
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, অধম কৃষ্ণ গোবিন্দে, সাষ্টাঙ্গেতে মনসার পায়।
নাহি অন্য অভিলাষ, এমাত্র মনের আশ, চরণেতে স্থান দান চায়॥

অথ চন্দ্রধরের জন্ম বৃত্তান্ত।

শুনিয়া সনক মুখে মধুর ভারতী। সহর্ষে লোমশ কন কহ মহামতি॥
নাগসহ হেথায় রহিলা বিষহরী। চাঁদের জনম কথা কহ সুবিস্তারি॥
পদ্মা চন্দ্রধরে দ্বন্দ্ব কেন উপজিল। সেসব পুরাণ কথা প্রকাশিয়া বল॥
সনক বলেন তবে কর অবধান। পদ্মশঙ্ক নামে ছিল শূদ্রের প্রধান॥
বহুকাল তপস্যা করিল সেইজন। মহাকষ্টে পূজে সদা গৌরী পঞ্চানন॥
কভু অনাহারী কভু ফল মূলাহারী। বাতাহারে কভু স্তব করে হরগৌরী॥
একদিন সে তপস্বী স্নান করিবারে। যেয়ে নামিলেন পরে সাগরের নীরে॥
দুইপাখী ছানা তবে দেখেন সাক্ষাতে। ভাসিয়া চলিয়া যায় স্রোতস্বতীস্রোতে॥
সাঁতারিয়া পাখিদ্বয় কাতর হইল। দেখি তপস্বীর মনে দয়া উপজিল॥
অবিলম্বে অম্বুতে নামিয়া তত্ক্ষণ। লৈয়ে গেল ছানা গুলি আপন ভবন॥
কোঠরের অভ্যন্তরে বাসা নিরমিয়া। বহু যত্নে পক্ষিগণে রাখেন পোষিয়া॥
একরূপেতে কতকাল গত হয়ে গেল। ক্রমেতে পাখীর পরিবার বৃদ্ধি হল॥
লক্ষ২ পক্ষী হল এ দুই পক্ষীতে। বৃক্ষশাখা পরে তারা চরে আনন্দেতে॥
খণ্ডাতে না পারে কেহ দৈব নিবন্ধন। তথায় আসিল মনসার ফণিগণ॥
পাখী দেখি ভুজঙ্গ নিকর আনন্দিত। উদর পুরিয়া মাংস খায় অপ্রমিত॥
একে একে সমুদায় ভক্ষণ করিল। একটীও পক্ষীনাহি বাহুরিয়া গেল॥
পক্ষিগণ বিহনেতে দুঃখিত তপস্বী। ব্যাকুল হইয়া কাঁদে কোঠরেতে বসি॥
মনস্তাপ পেয়ে সেই তপস্বী সত্বর। উপনীত হইলেন কামনা সাগর॥
মানসে কামনা দৃঢ় করিল তখন। জীবনে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন॥
সাক্ষী করে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু হুতাশন॥ জন্মান্তরে হব আমি ফণীর শমন॥
আমা দরশন মাত্রে পলাইবে সাপ। এ বলি তপস্বী দিল সলিলেতে ঝাঁপ॥
ধনঞ্জয় পুত্র ছিল রাজা কোটীশ্বর। সে গন্ধ বণিক জাতি চম্পকেতে ঘর॥
মহা ধর্ম্মশালী শান্ত চম্পকের রাজা। পুত্রের সমান ভাবে পালে সব প্রজা॥

সুখেতে ভূপতি করে সময় যাপন। পাপ তাপ দুঃখ শোক নাহি বদনে॥
কিন্তু সদা মানসেতে চিন্তেন ভূপতি। ধন জনে কি করিবে নাহিক সন্তুতি॥
ভবানী শঙ্কর পূজে পুত্রের কারণ। ভক্তি ভাবে বহু স্তব করিল রাজন॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে গৌরী পঞ্চানন। চম্পক নগরে আসি দিলা দরশন॥
যোড় করে তখনে বলিছে নরেশ্বর। অন্য নাহি চাহি প্রভু দাও পুত্র বর॥
তথাস্তু বলিলে পার্ব্বতী মহেশ্বর। জন্মিবে তোমার এক উত্তম কুঙর॥
সর্ব্ব গুণাধার হবে আমাদের বরে। নারিবে জিনিতে তারে এ তিন সংসারে॥
এই বলে স্বস্থানে গেলেন মহেশ্বর। বর পায়ে আনন্দিত রাজা কোটীশ্বর।
হরবরে অচিরেতে হইল নন্দন। শুনি আনন্দপ্রবাহে ভাসেন রাজন॥
নৃত্য গীত বাদ্য ভাণ্ড না জায় বর্ণন। নানা দান মহোৎসব বিতরেন ধন॥
ষষ্ঠীপূজা করিলেন সানন্দ অন্তর। কুমারের নাম রাখিলেন চন্দ্রধর।
সেইত তপস্বী আসি লইল জনম। ভব বরে দিনে২ বাড়িছে বিক্রম॥
পিতা হতে জ্ঞানবান হইল নন্দন। সতত তপস্যা করে গৌরী ত্রিলোচন॥
অনেক কঠোর স্তব করে চন্দ্রধর। করিল ভীষণ কাণ্ড বর্ণিতে বিস্তর॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে পাবক জ্বালিয়া। তপস্যা করিছে চাঁদ মধ্যেতে বসিয়া॥
শীতকালে উদকে নামিয়া চন্দ্রধর। কায়মনে ধ্যান করে পার্ব্বতী শঙ্কর॥
অনাহারে স্তব করে শতেক বৎসর। তথাপি না দেন দেখা শঙ্করী শঙ্কর॥
বিষাদিত হইয়ে তবে সাধুর নন্দন। খড়্গাঘাতে নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন॥
শোণিতাক্ত মাংসাদিপূরিয়া স্বর্ণপাত্রে। অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছেনামগোত্রে॥
চন্দ্রধর স্তবে তুষ্ট হয়ে শূলপাণি। দরশন দেন সঙ্গে করিয়া ভবানী॥
শিব দুর্গা কন শুন রাজা চন্দ্রধর। তুষ্ট হইলাম মাগ মনোনীত বর॥
যোড় করে সকাতরে বলে চন্দ্রধর। মহাজ্ঞানমন্ত্র মোরে দেও মহেশ্বর॥
তথাস্তু বলিয়া তবে কন ব্যোমকেশ। মহাজ্ঞান কথা বাছা শুন সবিশেষ॥
এই মহামন্ত্র তোরে করি সমর্পণ। দেখ কোন ক্রমে পাছে লয় অন্য জন॥
তবেত তোমার শ্রম বিফল হইবে। তৎক্ষণাৎ অন্তরেতে ভুলিয়া যাইবে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান ভবানী শঙ্কর। ঘরে এল চন্দ্রধর সানন্দ অন্তর॥
মনসা চরণ বন্দি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দে। চাঁদের জনম শুন মনের আনন্দে॥

চন্দ্রধরের বিবাহ করিতে যাত্রা।

বর পেয়ে চন্দ্রধর, হয়ে অতি হর্ষান্তর, উপনীত আপন ভবন।
পুত্র দেখি কোটীশ্বর, করে কত সমাদর, চন্দ্রধরে বন্দিল চরণ॥

পরে কিছু দিনান্তরে, চাঁদের বিবাহতরে, ঘটক পাঠান নানা স্থানে।
অন্বেষি অনেক দেশ, বলি শুন সবিশেষ, পরে গেল শঙ্খ নিকেতনে॥
নামে সাধু শঙ্খপতি, তাঁর ঘরে রূপবতী, কন্যা এক আছয়ে পদ্মিনী।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা, রূপে গুণেতে সমতা, দেখি নাই এরূপ রমণী॥
অতি প্রস্ফুটিত পদ্ম, জিনি তাঁর মুখ পদ্ম, নিন্দি ইন্দীবর আঁখিদ্বয়।
তিল ফুল জিনি নাসা, পিকের কাকুলী নাশা, অমিয় জিনিয়া কথা কয়॥
গৃধিনী নিন্দিত শ্রুতি, দশন মুকুতা পাতি, কম্বুগ্রীবা বিম্ব ওষ্ঠাধর।
ভুজঙ্গের প্রায় বেণী, ভুরু কামধনু জিনি, হেরি মোহে মুনির অন্তর॥
পীনোন্নত পয়োধরে, কি সুচারু শোভা ধরে, করে ধরে কমল বরণ।
কটি হেরি করিঅরি, বিনম্র বদন করি, মহারণ্যে করে পলায়ন॥
নখ দেখি দ্বিজরাজ, বাহুরিল পেয়ে লাজ, উরু চেয়ে মাতঙ্গ মোহিত।
নিন্দিরক্ত কোকনদ, যেন তপ্ত অষ্টাপদ, পদদ্বয় হয়েছে শোভিত॥
ধনী করিলে গমন, মরাল মাতঙ্গগণ, গতিভঙ্গ দেয় মনোদুঃখে।
জৃম্ভন করিয়া আস্য, যখনে সে করে হাস্য, সৌদামিনী রহে অধোমুখে॥
তাঁর রূপে ধরাধন্যা, শঙ্খপতি সাধু কন্যা, নাম বটে সনকা সুন্দরী।
চাঁদের এশুভযোগ, হেন কন্যা সহযোগ, বিধি মিলাইবে যত্ন করি॥
শুভকার্য্য ধার্য্য করি, ঘটক আসিল ফিরি, সংবাদ জানায় কোটীশ্বরে।
কন্যা যেমন রূপসী, বর্ণিল সে রূপরাশি, শুনে ভাসে হর্ষ পারাবারে॥
তবে চম্পকের পতি, পদাতিক রথরথী, হয় হাতী সংগ্রহ করিয়া।
সমারোহ করে যত, তাহা বা বর্ণিব কত, যাত্রা করে চন্দ্রধর লৈয়া॥
বহুধন বিতরণ, ভূপতি করে তখন, যার যেই প্রার্থনা স্বরূপে।
মনসা পদারবিন্দে, ভ্রমর কৃষ্ণ গোবিন্দে, মজে রল মকরন্দ কূপে॥

সনকার সহিত চন্দ্রধরের বিবাহ।

এখানেতে শঙ্খপতি আনন্দিত মন। নানা দেশে করালেন শুভ নিমন্ত্রণ॥
মুনি ঋষি নরপতি এল বহুতর। শোভা দেখে জ্ঞান হয় অমর নগর॥
হেনকালে জামাতা হইল উপনীত। উপবিষ্ট হইলেন যেমত বিহিত॥
রামাগণ করিতেছে মঙ্গল আচার। গীতবাদ্য মহোৎসব অশেষ প্রকার॥
স্নান করাইয়া তবে সনকা সুন্দরী। নারীগণ পরাইল দিব্য পটশাড়ী।
অলক তিলক দিল নাসার উপরে। নয়নে কজ্জল শোভে নিন্দি ইন্দীবরে॥
ভালেতে সিন্দুর বিন্দু বালার্ক যেমন। নাসাতে বেশর হয় অতি সুশোভন॥

করি দশন চিরুণী আনি করে করি। আঁচড়ি চারু চিকুর বাঁধিল কবরী ॥
তদুপরি শোভা করে নানাজাতি ফুল। মকরন্দ আশে পাশে আসে অলিকুল ॥
সীমন্তেতে স্বর্ণ সিঁতি করে ঝলমল। শ্রবণে কুণ্ডল যেন তড়িত মণ্ডল ॥
গ্রীবা ভূষা চন্দ্রহার নয়ন রঞ্জন। যুগল করেতে শোভে হেমের কঙ্কণ ॥
ঝাঁবকে চরণদ্বয় করে ধক্ ধক্। হইল আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ জিনিয়া পাবক ॥
কতরঙ্গে সাজাইল কে বর্ণিতে পারে। বাহিরিল চন্দ্রাননী পুষ্প মাল্য করে ॥
রূপ হেরি সভাজন হইল মোহিত। চন্দ্রধরের আনন্দ বাড়ে অপ্রমিত ॥
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি গজেন্দ্র গমনী। বরমাল্যগলে দিয়া প্রণমে তখনি ॥
জয়২ মহাশব্দ হইল ঘোষণ। কন্যা দান করে সাধু বিধান যেমন ॥
বিবাহান্তে কন্যাবর আনিয়া আবাসে। অশনাদি সমাপিল অশেষ বিশেষে ॥
সুখেতে রজনী বঞ্চে শ্বশুর আলয়। পর দিন বাসিবিয়া সেখানেই হয় ॥
ভোজনান্তে চন্দ্রধর দেশেতে চলিল। ধন জন গজবাজি যৌতুক পাইল ॥
সনকা সুন্দরীসহ আনন্দিত মনে। আসিলেন চন্দ্রধর আপন ভবনে ॥
মহাসুখে কালক্ষেপ করে চন্দ্রধর। সনকাকে ভালবাসে প্রাণের শোশর ॥
দম্পত্য প্রেমেতে সদা সহর্ষ অন্তর। উভয়ে উভয় হেরি সুখী পরস্পর ॥
শচীসুরপতি সনে যেরূপ মিলন। কৃষ্ণ বলে চন্দ্রধর সনকা তেমন ॥

চন্দ্রধরের সর্প হিংসারম্ভ।

এইরূপে চন্দ্রধর, রতিরসে হর্ষান্তর, বহুকাল অতীত হইল।
বার্দ্ধক্যেতে কোটীশ্বর, সুতে করি রাজ্যেশ্বর, দেহ ত্যাগে বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
পিতৃ লোকান্তর পরে, যথা শাস্ত্র অনুসারে, শ্রাদ্ধাদি করিল চন্দ্রধর।
করি নানা আয়োজন, প্রার্থনা অতীত ধন, দীনে দান করে বহুতর ॥
তক্তে বসে চন্দ্রধর, ধর্ম্ম বিচার তৎপর, পুত্রসম পালে প্রজাগণ।
রাজার স্নেহ বশতঃ, জন পদ গণ যত, আনন্দেতে আছে সর্ব্বজন ॥
কিন্তু এক দুষ্টাচার, সহসা হল রাজার, পূর্ব্ব কথা করিয়া স্মরণ।
করে হেমতাল করি, চণ্ডীকের অধিকারী, ফণিগণ করিছে নিধন ॥
প্রচণ্ড ভীষণ কায়, যথা যেই সর্প পায়, দৃষ্টি মাত্র করয়ে সংহার।
ভুজঙ্গ দংশন ভয়, অন্তরেতে নাহি হয়, মহাজ্ঞান আছে অধিকার ॥
চন্দ্রধর নাম শুনি, সতত অস্থির ফণী, স্থানত্যজি পলায়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ বলে অহিগণ, ভজ মনসা চরণ, তবে দুঃখ খণ্ডিবারে পারে ॥

রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্ম শাপ।

সনকের কথা শুনি লোমশ সত্বর। সবিনয়ে মুনিবর করেন উত্তর॥
অহরহঃ চন্দ্রধরে সর্প হিংসা করে। পরীক্ষিত দংশে অগ্নি না দংশিয়া তারে॥
ইহার বৃত্তান্ত শুনিবারে অভিলাষ। বিস্তারিয়া মহামুনি করহ প্রকাশ॥
সনক বলেন তবে লোমশ গোচর॥ পরীক্ষিত বধের বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর॥
একদিন মৃগয়া করিতে নরবর। সৈন্য সহ পশিলেন অরণ্য ভিতর॥
কাননেতে ভ্রমে পরীক্ষিত রায়। বহু অন্বেষণেতে কুরঙ্গ নাহি পায়॥
ক্লান্ত হয়ে মহারাজ কানন ভ্রমণে। উপনীত হইল মুনির তপোবনে॥
মুনি প্রণমিয়া তবে পুছে সমাচার। ধ্যানে আছে মুনি কিছু না জানে ইহার॥
ভূপতির অর্চ্চনেতে না দিল উত্তর। নয়ন মুদিয়া ভাবে প্রভু পরাৎপর॥
উত্তরে বিরত দেখি রাজা পরীক্ষিত। দেখে এক মৃতা ফণী নিকটে পতিত॥
পরিহাসচ্ছলে তাকে ধনুকেতে তুলে। কৌতুক দেখিলে অর্পিলেন মুনি গলে॥
মুনিকে বিদ্রুপ তবে করি নরবর। সসৈন্যেতে উত্তরিল হস্তিনা নগর॥
পরে ক্ষণকালাতীতে মুনির নন্দন। কুটীরে আসিয়া দেখে এরূপ ঘটন॥
কোপে হল মুনি সুত জ্বলন্ত পাবক। শাপ বাণীদিতে করে করেতে উদক।
ক্রোধভরে মুনি পুত্র করে অতি শাপ। যেই দুষ্টে মম পিতৃ গলেদিল শাপ॥
যদি মোর অঙ্গেতে ব্রহ্মত্ব কিছু থাকে। সপ্তদিবা মধ্যেতে তক্ষকে খাবে তাবে॥
এতশুনি তপস্বীর শিহরিল অঙ্গ। চেতন পাইল মুনি যোগ করি ভঙ্গ॥
মুনি বলে শিশু কি করিলা সর্ব্বনাশ। অকালে ভূপালে তুমি করিলা বিনাশ॥
রাজার নিধনে হবে অরাজক দেশ। পরস্পর দেশে দেশে উপজিবে দ্বেষ॥
ইত্যাদি র্ভৎসনা বাক্য বলি নিজসুতে। ভূপতি নিকটে যায় সমাচার দিতে॥
প্রজাপুঞ্জে বেষ্টিত আছেন নরনাথ। হেন কালে মুনি রাজ দেখি অকস্মাৎ॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা বন্দিল চরণ। জিজ্ঞাসেন কোন কাজে হেথা আগমন।
মুনি বলে সে কথা কহিতে নাহি যায়। শুভেতে অশুভ যে ঘটিল পাছে॥
অজ্ঞান বালক মোর নাহি বুদ্ধি লেশ। সে দিয়াছে ব্রহ্মশাপ বলি সবিশেষ॥
মমগলে সাপ দিয়া আসিলে রাজন। ইহা দেখি শাপ দিল আমার নন্দন॥
সপ্তাহের মধ্যে তোমা দংশিবেতক্ষকে। তেঁই সমাচার দিতে আসিনু তোমাকে॥
তরিবার তরে রাজা কর সদুপায়। এতবলি মুনিবর হইলা বিদায়॥
শুনি নরপতি হল কম্পান্বিত কায়। অম্বর ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়॥
পাত্রমিত্র সবে মিলিকরে হাহাকার। কিসে বাঁচে মহীপাল নাহি প্রতিকার॥

ধর্ম্ম নামে দ্বিজ ছিল রাজ পুরোহিত। বলে বাঁচিবারে আছে উপায় বিহিত।
কেন এতব্যস্ত হইয়াছে পুরজন। ধন্বন্তরি নামে বৈদ্য আছে একজন॥
দূত পাঠাইয়া দাও তাঁহার গোচর। সে আসিলে কি করিবে শতবিষধর॥
এত শুনি নরপতি ত্বরান্বিত হয়ে। অনতিবিলম্বে দূত দেন পাঠাইয়ে॥
ধন্বন্তরি উপবিষ্ট সিংহাসনোপরি। হেনকালে দূত যেয়ে প্রবেশিল পুরী॥
প্রণমিয়া দূতবর করে নিবেদন। পরীক্ষিত নরপতি হস্তিনা ভবন॥
মুনিশাপে সপ্তাহেতে দংশিবে তক্ষকে। অতএব পাঠালেন নিতে আপনাকে॥
ধন্বন্তরি বলে দূত চিন্তা কি ইহাতে। বল যেয়ে ভূপতিকে কল্য যাব প্রাতে॥
দূরে থাক্ তক্ষক দংশিলে বিষহরী। চক্ষুর নিমিষে আমি জীয়াইতে পারি॥
কি জন্যে চিন্তিত এত হইয়া বিভ্রম। কৃষ্ণ বলে বৈদ্যরাজ দেখিব বিক্রম॥

তক্ষকের বিপ্রবেশধারণ ও ধন্বন্তরির সহিত কথোপকথন।

দূত বিদায় হইয়ে, ভূপতি নিকটে যেযে, আদ্যোপান্ত সব জানাইল।
শুনিয়া দূতের বাণী, আনন্দিত নৃপমণি, মনে ভাবে শাপে মুক্ত হল॥
ব্রহ্মশাপ পারাবার, তরিবারে সাধ্য কার, ভ্রমে শান্ত ভূপতি হৃদয়।
অপরে তক্ষক সাপ, হৃদে ভাবি ব্রহ্মশাপ, মায়া করি দ্বিজরূপী হয়॥
চলিল রাজা দংশিতে, বিষপূরি বদরিতে, পথে ক্লান্ত হয়ে ভানু তাপে।
দেখে এক তরুবর, বসিলেন বিষধর, তথা ছদ্ম ব্রাহ্মণের রূপে।
অতঃপরে ধন্বন্তরি, শার্দ্দূল পৃষ্ঠেতে চড়ি, চলিলেন হস্তিনা ভবন।
এসে বৃক্ষ সন্নিধানে, ছদ্মবেশী দ্বিজ সনে, সহসা পাইল দরশন॥
কত কব পরিপাটী, সঙ্গে শিষ্য ছয় কোটি, সহ বসে বটতরুমূলে।
দেখিয়া তক্ষক কয়, বল দেখি মহাশয়, কি কার্য্যে গমন কোন স্থলে॥
দ্বিজ দেখি ধন্বন্তরি, বলিছে প্রণাম করি, যাব আমি হস্তিনা নগরে।
পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপে, দংশিবে তক্ষক সাপে, তেঁই চলিয়াছি জীয়াবারে॥
হাসিয়া তক্ষক বলে, বৈদ্যরাজ কি বলিলে, অসম্ভব তোমার বচন।
তক্ষকে দংশিলে পরে, কার সাধ্য রাখে তারে, স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ত্রিভুবন॥
শুধু মনোভ্রমে যাবে, তাঁর বিক্রম কি জানিবে, নিশ্বাসেতে ধরাধর ভস্ম।
ইন্দ্র যম হুতাশন, যাঁর ভয়ে ক্ষুণ্ণ মন, তাঁর কাছে ধন্বন্তরি কস্য॥
বলি তোরে বৈদ্যরাজ, অবশ্য পাইবে লাজ, অতএব ফিরে যাও ঘর।
এতেক বচন শুনি, সক্রোধে বৈদ্য তখনি, বিপ্র প্রতি করিছে উত্তর॥

দ্বিজ হইলে অকর্ম্মণ্য, শূদ্র কাছে অগ্রগণ্য, তেঁই সব ক্ষমিবারে হয়।
যদি হত অন্য জাতি, না পাইত অব্যাহতি, পাঠাতেম কৃতান্ত আলয়॥
ধন্বন্তরি কোপ ভরে, অশেষ ভৎর্সনা করে, কটু বাণী কহে বহুতর।
অপরেতে ফণিবর, উত্তরের প্রত্যুত্তর, দেন ক্রোধে উত্তরোত্তর॥
উভয়েই বাক্‌ছলে, উভয়েকে মন্দ বলে, পরে ঘোর দ্বন্দ্ব উপজিল।
কৃষ্ণ বলে ফণিবর, ধর নিজ কলেবর, ছদ্মবেশ রাখা নয় ভাল॥

ধন্বন্তরির গৃহে প্রত্যাগমন।

চঞ্চল ভুজঙ্গ ক্রোধ সংবরিতে নারি। নিজ মূর্ত্তি ধরিলেক দ্বিজবেশ ছাড়ি॥
আমি সে তক্ষক বলে করিয়া গর্জ্জন। না জানিয়া মন্দ মোরে বল কি কারণ॥
তুমি যেই বৈদ্য তাহা ব্যক্ত চরাচরে। দর্প করিবারে এলে তক্ষক গোচরে॥
এই বট বৃক্ষ আমি করি ভস্মরাশি। যদ্যপি জীয়াতে পার তবে সে প্রশংসি॥
এত বলি অহিবর ক্রোধ কম্পমান। পঞ্চশত ফণা ধরে পর্ব্বত সমান॥
নিশ্বাসে নিঃসরে যেন কৃশানুর কণা। চীৎকারে অশনিপাত হয় বিবেচনা॥
মহাশব্দ করিয়া দংশিল বৃক্ষমূলে। ভস্ম হয়ে উড়ে বৃক্ষ গগনমণ্ডলে॥
শতেক যোজন তরু অতি ভয়ঙ্কর। শাখাতে আছিল নানা খেচরনিকর॥
এক সূত্রধর ছিল পাদপ উপরে। তক্ষক দংশনে সব ভস্ম হয়ে উড়ে॥
ভস্ম করি বৃক্ষ গোটা বলে নাগেশ্বর। দেখি পূর্ব্ব অনুরূপ কর তরুবর॥
পরে বাম হাতে এক মুষ্টি ভস্ম ধরি। মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন ধন্বন্তরি॥
কমণ্ডলু হতে বৈদ্য করে করি বারি। মহামন্ত্র জপি ছিটা দেন ভস্মোপরি॥
মন্ত্রের প্রভাবে ভস্মে অঙ্কুর জন্মিল। ক্রমে শাখা পল্লবাদি বাহির হইল॥
পূর্ব্ব প্রায় হৈল তরু দেখিতে২। বিহঙ্গম আদি হৈল ছুতার সহিতে॥
দেখিয়া বিস্ময় হল ভুজঙ্গঈশ্বর। লাজে ম্রিয়মাণ আস্যে না সরে উত্তর॥
শিষ্যগণসহ আনন্দিত ধন্বন্তরি। ছয় কোটি সঙ্গী নাচে তক্ষকেরে ঘেরি॥
ধন্বন্তরি বলে ফণী কেন হেট মাথা। অগ্রে কি কারণেতে বলিলা উচ্চ কথা॥
তক্ষক বলেন তবে শুন বৈদ্যরাজ। না বল অধিক বড় পাইলাম লাজ॥
তোমার নিকটে মানিলাম পরাজয়। শরণ লইনু তব শুন মহাশয়॥
যদ্যপি হস্তিনা যাও রাজা জীয়াইতে। ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ আজি হইবে নিশ্চিতে॥
চিকিৎসা করিলে যে পাইবা বহু ধন। ততোধিক আমি দিতে পারি এইক্ষণ॥
সবিনয়ে তোমাকে বলিহে ধন্বন্তরি। না যেও হস্তিনা গৃহে চলহ বাহুরি॥
এই বৃক্ষ মূলে সপ্ত রাজার যে ধন। প্রবাল প্রস্তর আদি মাণিক্য রতন॥

রজত কাঞ্চন হীরা বর্ণিতে অপার। শুনি ধন্বন্তরি বৈদ্য করিল স্বীকার॥
ছয় কোটি শিষ্য বহে পুঞ্জ২ ধন। চলিলেন ধন্বন্তরি আনন্দিত মন॥
ধন লোভে বৈদ্যরাজ বাহুরিয়া যায়। কৃষ্ণ বলে হল ইহা অত্যন্ত অন্যায়॥

অথ পরীক্ষিত রাজার মৃত্যু।

ধন পেয়ে ধন্বন্তরি, ঘরেতে গেলেন ফিরি, হয়ে অতি সানন্দ অন্তর।
তক্ষক নাগের ভূপ, পুনঃ হয়ে বিপ্র রূপ, উপনীত রাজার গোচর॥
বলে ভূপতির জয়, শক্রর হউক ক্ষয়, চির মোর এই যে প্রার্থনা।
শুনে কিঞ্চিৎ অমঙ্গল, এনেছি অমৃত ফল, পেয়ে অতি মরমে বেদনা॥
বহু দিবাবিভাবরী, অশেষ তপস্যা করি, দেখা পেয়েছিলাম শঙ্কর।
সকাতরে পায়ে ধরি, বলিলাম ত্রিপুরারি, চাহি আমি মৃত্যুঞ্জয় বর।
মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়, আমাকে হয়ে সদয়, এই ফল করেন প্রদান।
এ ফল কর ভক্ষণ, কভু না হবে মরণ, এ বলিয়া হন অন্তর্দ্ধান॥
ফল করিতে ভক্ষণ, যবে করেছি মনন, সহসা শুনি যে দূত মুখে।
হইয়াছে শাপ বাণী, সপ্তাহেতে নৃপমণি, দংশিবেক আসিয়া তক্ষকে।
অতএব ফল লৈয়া, আসি ত্বরান্বিত হৈয়া, এই মহারাজ সেই ফল।
বিধাতার নির্ব্বন্ধন, খণ্ডাইবে কোন জন, এ ফলের দেখ প্রতিফল॥
ব্রাহ্মণের মিষ্ট বাণী, শ্রবণেতে নৃপমণি, অন্তরেতে বিশ্বাস জন্মিল।
মনে গণি সুমঙ্গল, স্বকরেতে বিষ ফল, বিপ্র বাক্যে ভক্ষণ করিল॥
ভক্ষণ করিবামাত্র, অধীর হইল গাত্র, ভূতলেতে পতিত রাজন।
জীবনান্তে নরপতি, বৈকুণ্ঠে করেন গতি, নরলীলা করে সমাপন॥
স্বকার্য্য সাধন করি, আপনার মূর্ত্তি ধরি, অন্তর্দ্ধান হল ফণিবর।
রাজা গেল পরলোকে, হস্তিনার সর্ব্বলোকে, ক্রন্দন করিছে ঘরে ঘর॥
শুন হে লোমশ মুনি, এরূপে তক্ষক ফণী, দংশিলেক রাজা পরীক্ষিতে।
বর পেয়ে চন্দ্রধর, হন নির্ভয় অন্তর, ভুজঙ্গ নাযায় নিকটেতে॥
কৃষ্ণ বলে মুনিবর, কহ শুনি পূর্ব্বাপর, সর্প হিংসা করে চন্দ্রধরে।
কি করিল ফণিগণ, শুনি তার বিবরণ, কোথাকারে গেল অতঃপরে॥

বিষহরীর ছদ্মবেশে চন্দ্রধর হইতে মহাজ্ঞানহরণ।

সনক বলেন তবে পুণ্য ইতিহাস। শুনিলে কলুষ নাশ পূর্ণ অভিলাষ॥
চন্দ্রধর ভয়ে ভীত ভুজঙ্গনিকর। কহিল সকল কথা মনসা গোচর॥
মনসা চরণে ধরি যত ফণিগণ। অনেক মিনতি করি করিছে ক্রন্দন॥

ফণিচয় বলে মাতা না দেখি উপায়। রক্ষা কর মোসবারে নিবেদি ও পায়॥
নাগের ক্রন্দন তবে শুনি নাগমাতা। দুর্দ্দশা হেরিয়া মনে উপজিল ব্যথা॥
বিষহরী কন তবে শুন নাগগণ। নিগূঢ় পর্ব্বতে যেয়ে রহ সর্ব্বজন॥
স্মরণ করিব যবে আসিবে সকল। যুক্তিস্থির করি চাঁদে দিব প্রতিফল॥
এত বলি ফণিগণে বিদায় করিয়া। যুক্তি করে বিষহরী নেতাকে লইয়া॥
পদ্মাবতী কন নেতা বলহ যুকতি। কিরূপে জিনিব আমি চম্পকেরপতি॥
মোরে পূজা নাহি করে রাজা চন্দ্রধর। বিশেষ নাশিল মোর ভুজঙ্গনিকর॥
মন্ত্রণা করিয়া ফণী দাও পাঠাইয়া। কৌশলেতে চন্দ্রধরে আসিবে দংশিয়া॥
নেতা বলে এই কথা যুক্তিযুক্ত নয়। ফণী দ্বারা কিছুই না হবে ফলোদয়॥
শিব বরে চন্দ্রধর মহাজ্ঞান জানে। ভুজঙ্গে দংশিবে বল তাঁহারে কেমনে॥
বিশেষতঃ না মারিব চন্দ্রধরে প্রাণে। কে করিবে পূজা তব সে মরিলে প্রাণে॥
কিন্তু তাঁর সবংশেতে করিব নিধন। ভয়েতে তোমার পূজা করিবে রাজন॥
সুমন্ত্রণা ইহার আছয়ে বিষহরী। চলহ তাঁহার পুরে ছদ্মবেশ ধরি॥
কৌশলেতে মহাজ্ঞান হরণ করিবে। তবে চন্দ্রধরে তুমি বিজয়ী হইবে॥
সনকার কনিষ্ঠা কণকা নাম ধরে। তাঁর রূপ ধরি যাও চম্পক নগরে॥
আমি রব গোপনেতে কৌতুক দেখিতে। ছলেতে ভুলাতে হবে চম্পকেরনাথে॥
এত শুনি প্রশংসা করেন পদ্মাবতী। ত্রিভুবনে নাহি বটে হেন বুদ্ধিমতী॥
তবে নেতা স্বকরেতে জয় বিষহরী। অবিকল সাজাইল কণকাসুন্দরী॥
দোহে যুক্তি করি গেল চম্পক নগর। উপনীত হন যেয়ে সনকা গোচর॥
অন্তরালে নেতাদেবী ছাপিয়া রহিল। কণকা রূপেতে পদ্মা গৃহে প্রবেশিল॥
সহসা কণকা দেখি সনকা সুন্দরী। ক্রোড়েতে লইল তবে দুকর প্রসারি॥
বলে ভগ্নি অদ্য কোথা হতে আগমন। অনেক দিবসাধি নাহি দরশন॥
আজি মোর ভাগ্যোদয় তব আগমনে। সতত তোমার দরশন চিন্তা মনে॥
উভয়ে উভয় হেরি আনন্দ অপার। দোহে শিব সমাচার পুছয়ে দোঁহার॥
তবে আস্তে ব্যস্তে উঠি সনকা সুন্দরী। আহারীয় দ্রব্যজাত আয়োজন করি॥
কণকাকে ভোজন করায় অতঃপরে। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহারে॥
অশনান্তে স্বসাদ্বয় সানন্দ হইয়া। স্বর্ণ খাটে নিদ্রা যায় উভয়ে যাইয়া॥
হর্ষামোদে বিভাবরী কাঁরিয়া যাপন। রীতি মতে প্রভাতে উঠেন দুই জন॥
স্নানাহ্নিক প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন। নানাবিধ উপহারে করেন ভোজন॥
এ প্রকার আমোদ প্রমোদে দিন যায়। অন্দরেতে আসিলেন চন্দ্রধর রায়॥

গৃহেতে প্রবেশ করি করে নিরীক্ষণ। অচলা চপলা প্রায় হল দরশন।
অঙ্গের কিরণ যেন পাবকের কণা। মূর্চ্ছিত হইল সাধু পাসরে আপনা।
কতক্ষণে সম্বিত পাইয়া চন্দ্রধর। জিজ্ঞাসা করেন তবে সনকা গোচর॥
কাহার মহিষী মোর ঘরে উপনীতা। দেবী কি মানবী হয় বল সত্য কথা॥
হেন রূপবতী নারী নাহি ক্ষিতি তলে। গগণের শশী নিন্দি উদয় এস্থলে॥
রূপের সমতা আমি দিব কার সনে। ত্রিভুবনে কার সাধ্য এই ধনী জিনে॥
রম্ভা তিলোত্তমা রমা রতি অরুন্ধতী। উর্ব্বশী মেনকা শচী লক্ষ্মী সরস্বতী॥
ত্রিপুরবাসিনী যত মানুষী নাগিনী। বিদ্যাধরী, অপ্সরাদি গন্ধর্ব্ব রমণী॥
সমুদায় মিলি যদি একাকার হয়। এ ধনীর এক কলা সমতুল্য নয়॥
কটাক্ষেতে মম প্রাণ করেছে হরণ। পরিচয় দিয়া প্রিয়ে রাখহ জীবন।
হাসিয়া সনকা বলে শুন প্রাণেশ্বর। শান্ত হও বলি শুন আমার উত্তর॥
অপ্সরা কিন্নরী নয় দেবী ভুজঙ্গিনী। এ ধনী মানবী মম কনিষ্ঠা ভগিনী॥
নাম হয় উহার যে কণকাসুন্দরী। তোমা সম্ভাষিতে হেথা এল অধিকারি!
শুনি হর্ষ পারাবারে নিমগ্ন রাজন। বলে অদ্য হল মোর সফল জীবন॥
চিত্তানন্দে নৃত্য করে ভাবে মনে মনে। সদয় হইয়া বিধি দিল এই ধনে॥
অনঙ্গ প্রভাবে অঙ্গ করি ভাসমান। কণকার নিকটেতে ধীরেং যান॥
বলে প্রিয়ংবদা শুন আমার বচন। তবরূপ দেখি মোর স্থির নয় মন॥
কৃপা কর বরাননি আমি চিরদাস। আলিঙ্গন দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥
শুনি কণকাসুন্দরী বলে রাম রাম। না জেনে এপাপ পথে কেন আসিলাম॥
অনুচিত কথা কেন বল মহারাজ। তব বাক্যে মরমেতে পাই বড় লাজ॥
পতিব্রতাধর্ম্মরক্ষা রমণীর কাজ। অসতী ঘৃণিত হয় লোকের সমাজ।
জীবনান্তে অধর্ম্মে না যাব মহারাজ। কুবাক্য শ্রবণে শিরে পড়ে যেন বাজ॥
ছিছি ও কথাতে ভাই নাহি প্রয়োজন। শান্ত হও মহাশয় বিচারিয়া মন॥
সাধু বলে যে বলিলা মিথ্যা কিছু নহে। কিন্তু মম কন্দর্প অনলে অঙ্গ দহে॥
সাধ্য কি ক্ষমিব আমি থাকিতে জীবন। তব প্রতিকূলে দিব জীবনে জীবন॥
অধীর চম্পকেশ্বর করিয়া ক্রন্দন। অনুরাগে ধরিলেন কণকা চরণ॥
পায়ে পড়ে অধিকারী হয়ে নিরুপায়। বলে চন্দ্রাননি দাসে রাখহ ওপায়॥
এমন অমূল্য নিধি কেবা কোথা পায়। দৈবে বিধি অনুকূল হল পায় পায়॥
তুমি জলধর আমি চাতকের প্রায়। কিসে থাকে প্রাণ যদি সুধা নাহি পায়॥
ইত্যাদি বহু কাকুতি করে চন্দ্রধর। মৃদুস্বরে কণকা যে করিছে উত্তর॥

কি করিব রোতে নারি হয়ে নিরুত্তর। বিনয়েতে স্নেহ বাড়ে উত্তর উত্তর ॥
ক্ষান্ত হও আর নাহি বল বহুতর। পূরিবে তোমার আশা সত্বর সত্বর ॥
কিন্তু দিবা ভাগেতে হইবে কিপ্রকার। লোকেতে দেখিলে হবে অযশঃ অপার ॥
বিশেষতঃ দিদী যদি শুনে সমাচার। পরিণামে কি হইবে দেখহ তোমার ॥
অতএব বলি শুন সুযুক্তি ইহার। নিশিযোগে গোপনেতে করিবে বিহার ॥
তবে কেহ সারমর্ম্ম জানিতে নারিবে। নিরাপদে পদে পদে সুসার হইবে ॥
ধৈরয ধরিয়া সাধু চলহ আগার। অবিলম্বে আসিবেন করিয়া আহার ॥
এত শুনি চন্দ্রধর বলেন আবার। একক্ষণে সুধিতে নারিব তব ধার ॥
বাক্য সুধাপানে প্রাণ স্নিগ্ধ যে প্রকার। নাক্কানি পশাতে সুখ হবে কিপ্রকার ॥
তবে চলি যায় পরে সাধুর কুমার। মনে ভাবে বাঞ্ছাপূর্ণ হইল আমার ॥
দিনমণি পানে দৃষ্টি করে বারবার। কতক্ষণে নিশাকর হবে আগুসার ॥
দেখিতে দেখিতে ভানু যান অস্তাচলে। অম্বর শোভিত হল তারকামণ্ডলে ॥
কুমুদিনীকান্ত আসি হলেন উদিত। দেখি চন্দ্রধর অতি হল আনন্দিত ॥
বিধাতা বিমুখ হলে বল বুদ্ধি টুটে। কামে মত্ত হয়ে গেল কণকা নিকটে ॥
কণকা নিকটে সাধু কহে করপুটে। হুজুরে হাজির দাস হুকুম কর ঝটে ॥
কামবাণে বিহ্বল যে আহ্লাদে না আঁটে। আপনার অনিষ্ট সে আপনিই রটে ॥
উপবিষ্টা কণকা সুন্দরী স্বর্ণখাটে। কৃত্রিম আদরে ধনী অতি ত্রস্তে উঠে ॥
করে ধরি সাধুকে বসায় হেমপাটে। প্রিয় সম্ভাষণ করে যখন যা খাটে ॥
চন্দ্রধর বলে কার্য্য নাহি আটে সাটে। অনঙ্গ তরঙ্গ হৃদে উথলিয়া উঠে ॥
ধনী বলে কার্য্য সিদ্ধ হইবেক বটে। কিন্তু বদ্ধ আছি এক বিষম সঙ্কটে ॥
চন্দ্রধর বলে একি বল চন্দ্রাননি। তুমি হও সকলের সঙ্কটহারিণী ॥
ইতিমধ্যে কি সঙ্কট হইল তোমার। বল দেখি প্রিয়ংবদে করিয়া বিস্তার ॥
কণকা বলেন শুন চম্পক ঈশ্বর। যেই মহাজ্ঞান আছে তোমার গোচর ॥
সেই মন্ত্র দান যদি কর মহাশয়। তবে ত সঙ্কট হতে তরিব নিশ্চয় ॥
এত শুনি চন্দ্রধর করিছে উত্তর। ক্ষুদ্র এবিষয়ে কেন হইবা কাতর ॥
তুমি যদি কৃপান্বিতা হও চন্দ্রাননি। শত মহাজ্ঞান আমি তুচ্ছ হেন গণি ॥
এত বলি মহাজ্ঞান করিল অর্পণ। মন্ত্র পেয়ে কণকার আনন্দিত মন ॥
পরীক্ষার্থে এক গোটা মক্ষিকাকে ধরি। পুনর্জ্জীবী করিলেন মহাজ্ঞান পড়ি ॥
তবে ধনী বলে শুন চম্পকেরপতি। বাহির হইতে আমি আসি শীঘ্রগতি ॥
এত বলি করে করি সুবর্ণ ভৃঙ্গার। বহিষ্কৃত হইলেন মুক্ত করি দ্বার ॥
অন্তরালে আসি তবে জয় বিষহরী। নেতাসহ রথে উঠে নিজ মূর্ত্তি ধরি ॥

অন্তরীক্ষে মন সুখে পদ্মাবতী রয়। সাধুকে জানায়ে যাবে নিজ পরিচয়॥
মৃত তুরা মনসার চরণ সরোজে। ভৃঙ্গরূপ ধরি কৃষ্ণ রহিলেক মজে।

চন্দ্রধরের নিকট মনসার পরিচয়।

অন্তরীক্ষে বিষহরী, রথে আরোহণ করি, পাত্রী নেত লইয়া সংহতি।
আশার তরু নিষ্ফল, যেমি কর্ম্ম তেমি ফল, ডাকি কন চন্দ্রধরে প্রতি॥
আমাকে করে হেলন, করিস্ যে সর্প নিধন, অহঙ্কারে মত্ত দুরাচার।
আমি বলিহে স্বরূপে, সেকারণে ছদ্মরূপে, মহাজ্ঞান নিলাম তোমার॥
আর কি করিবে বাদ, পূর্ণ হল মনঃসাধ, আজি হতে জীবনাশা ছাড়।
আমার যে এই পণ, নাশিব তোর স্বগণ, যদি সাধু পূজা নাহি কর॥
আমি জয় বিষহরী, জয়২ বিশ্ব পূরি, তোর কাছে মোর পরাজয়।
অবাক সে চন্দ্রধর, আস্যে না আসে উত্তর, মৌনে নিরুত্তর হয়ে রয়॥
নেতা কন পদ্মাবতী, বিষনেত্রে শীঘ্রগতি, ভস্মরাশি করহ উদ্যান।
মহাজ্ঞান নাহি তাঁর, কিসে হবে প্রতিকার, ইহাতে হইবে অপমান॥
তবে দেবী বিষহরী, বিষনেত্রপাত করি, ভস্ম করি চাঁদের বাগান।
সাধুকে নিরাশ করি, শিবসুতা ত্বরা করি, নিজালয়ে করেন প্রয়াণ॥
দেখে সাধু বিপরীত, শোকে হয়ে বিমোহিত, আপনাকে করিছে ভৎর্সন।
কামেতে হইয়ে ভ্রান্ত, হারালেম মহাতন্ত্র, মমসম নাহি অভাজন॥
হরিষে হল বিষাদ, কপটে সাধিল বাদ, হায় হায় না দেখি উপায়।
যদি হত পরিচিত, দণ্ডিতাম সমুচিত, চুরি করে এড়াইল দায়॥
এইরূপে চন্দ্রধর, হয়ে দুঃখিত অন্তর, ক্লান্ত হয়ে করিল শয়ন।
বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, মনসা পদারবিন্দে, সদা সাধু থাকে যেন মন॥

সনকার খেদোক্তি।

শুনি সনকা সুন্দরী, ভগ্নীরূপে বিষহরী, হরিয়া লইল মহাজ্ঞান।
পতি পেল মহালাজ, শিরেতে পড়িল বাজ, শোকে রামা হল হতজ্ঞান॥
চৈতন্য পেয়ে সুন্দরী, বলে চাঁদ অধিকারী, পূজা না করিবে মনসার।
বুঝালে না বুঝে রায়, হইল বিষম দায়, সবংশেতে হইবে সংহার॥
আর না বলিব তাঁরে, গোপনেতে মনসারে, ভক্তিভাবে করিব পূজন।
পড়িব তাঁহার পায়, এড়াইব ঘোর দায়, সুমঙ্গলে রবে পুরজন॥
বিশেষ আমি কামিনী, অত্যন্ত হতভাগিনী, পুত্র কন্যা নাহি একজন।
বন্ধ্যা মধ্যেতে গণন, এ দুঃখে দহে জীবন, গতিমাত্র মনসাচরণ॥

এরূপে সনকা সতী, ক্রন্দন করিছে অতি, অন্তরে ভাবিয়া নিরুপায়।
কৃষ্ণ কহে রাজরাণী, শুনহ আমার বাণী, রত হও মনসা পূজায়॥

সনকার মনসাপূজা ও পুত্র বর প্রাপ্তি।

অতঃপরে ভক্তিভাবে সনকা সুন্দরী। আয়োজন করিল পূজিতে বিষহরী॥
নানা উপচার রামা করিয়া সংগ্রহ। অগুরু চন্দন বিল্বদল সরোরুহ॥
ধুপ দীপ নৈবেদ্যাদি তাম্বুল কর্পূর। ঘৃত দুগ্ধ শর্করাদি বর্ণিতে প্রচুর॥
চন্দ্রধর ভয়ে অতি সংগোপন স্থানে। পূজা আরম্ভিল ধনী ভক্তি করি মনে॥
কায় মনঃ সংযোগেতে করে বহু ধ্যান। তুষ্ট হয়ে পদ্মা আসিলেন বিদ্যমান॥
পদ্মাবতী হেরি তবে সাষ্টাঙ্গ হইয়া। প্রণিপাত করে ধনী ধরা লোটাইয়া॥
বিষহরী কন শুন আমার উত্তর। কৃতার্থ হয়েছি লও মনোনীত বর॥
সনকাকে করযোড়ে করি নমস্কার। পুত্রংদেহি পুত্রংদেহি কন ছয়বার॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী করেন স্বীকার। শুনি সনকার হল আনন্দ অপার॥
বর দিয়া অন্তর্দ্ধান হন বিষহরী। প্রণাম করিল কৃষ্ণ ভূমিতলে পড়ি॥

বিষহরীর বরে সনকার ক্রমে ষট্‌পুত্রোৎপত্তি।

অনতিবিলম্বেতে সনকা সুবদনী। বিষহরী বরে তবে হলেন গর্ব্ভিণী॥
কালক্রমে হইলেক প্রসব সময়। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এক জন্মিল তনয়॥
শুনি সাধু হইলেন সানন্দ অন্তর। দীন জনে দানাদি করেন বহুতর॥
নানা যজ্ঞ মহোৎসবে হল আমোদিত। নানা বাদ্য অগণন সহিত সংগীত॥
জননীর আদরেতে পুত্র প্রিয়তম। দিনে২ বাড়ে যেন সুধাকর সম॥
তপ্তহেমকান্তি সুত রূপ অভিরাম। সাদরে রাখিল তাঁর রাজ্যধর নাম॥
ক্রমে দিনে২ জন্মে পঞ্চম কোঙর। পৃথক বর্ণিতে কথা হয় বহুতর।
প্রথমেতে রাজ্যধর দ্বিতীয়ে শ্রীধর। গদাধর তৃতীয়ে চতুর্থে চক্রধর॥
পঞ্চমেতে জটাধর ষষ্ঠে গঙ্গাধর। এই ছয় পুত্র হৈল চাঁদের সুন্দর॥
রূপে গুণে তুল্য হয় ছটী সন্তান। বিষহরী বরেতে তাহাতে নহে আন॥
বিধি মতে ক্রিয়াদি করিল চন্দ্রধর। ছয় পুত্র হেরি হল সানন্দ অন্তর॥
দিনে২ পুত্রগণ প্রবর্দ্ধিত হয়। পড়িবার তরে পাঠাইল বিদ্যালয়॥
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ছয় জন। বিদ্যা বুদ্ধি পরাক্রম বিখ্যাত ভুবন।
পরিবারসহ সাধু আছেন আনন্দে। পয়ার প্রবন্ধে ভণে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দে॥

চন্দ্রধরের ছয় পুত্রের বিবাহ।

সুখে চম্পকের পতি, করিছেন অবস্থিতি, সন্ততিনিকর সহকারে।

উপযুক্ত পুত্রগণ, দেখে অতি হৃষ্ট মন, ভাবিছেন বিবাহের তরে॥
পাঠায়ে ঘটকগণ, করি কন্যা অন্বেষণ, সুসম্বন্ধ সুস্থির করিল।
বেদগর্ভ নৃপতি, কাঞ্চিপুরেতে বসতি, তার কন্যা শিবা নাম ছিল॥
বটে অতি অগ্রগণ্যা, রূপে গুণে ধরা ধন্যা, হইলেন রাজ্যধর নারী।
মঙ্গলকোট নামে গ্রাম, নরপতি গুণধাম, তাঁর কন্যা মদনমঞ্জরী॥
মোহিনী মনমোহিনী, ভ্রূভঙ্গেতে সেই ধনী, নির্ধনি করিতে পারে ধনী।
নিন্দি স্থির সৌদামিনী, বারণগতি নিন্দিনী, শ্রীধরের হইল গৃহিণী॥
লক্ষ্মীপুরেতে বসতি, নাম সাধু শ্রীশ্রীপতি, বটে তাঁর সুতা লীলাবতী।
রূপে গুণে অপ্রমিত, হেরে রতি সশঙ্কিত, বরে হারে শশঙ্কারে জ্যোতিঃ॥
পেয়ে অতি শুভ যোগ, সে কন্যা করে উদ্যোগ, জটাধরে করিল গ্রহণ।
শ্রীকাঞ্চিপুর নগর, নামে সাধু সুধাকর, কুলে শীলে বটে মান্য জন॥
তাঁর কন্যা চন্দ্র ভানু, চন্দ্রিমা জিনিয়া তনু, চক্রধরে বিবাহ করিল।
নারায়ণ ধরাপতি, কনক রাজ্যে বসতি, তাঁর কন্যা ইন্দুমতী ছিল॥
মুখ যেন শরদিন্দু, নামে ইন্দু কাজে ইন্দু, নখে হারে ইন্দুর নিকর।
না দেখি হেন যুবতী, সর্ব্ব গুণান্বিতা সতী, বিবাহ করিল গদাধর॥
তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী, জ্যোতিতে জ্বলন্ত অগ্নি, সয়ম্বরে পেল গঙ্গাধর।
হল ছয় পুত্রের বিয়ে, যাচ্ঞাতীত ধন দিয়ে, দীনজনে তোষে অধিকারী।
নানা মহোৎসব করে, বাদ্য করে বাদ্য করে, আনন্দেতে পরিপূর্ণ পুরী॥
মহা সুখে চন্দ্রধর, বঞ্চে চম্পক নগর, পরিবার লইয়া সংহতি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, মনসা পদার বিন্দে, হীন কৃষ্ণ করিছে প্রণতি॥

চন্দ্রধরের ছয় পুত্রের সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ।

সুখে আছে চন্দ্রধর চম্পক নগরী। হিতে বিপরীত ঘটে নিন্দি বিষহরী॥
ধনে জনে পরিপূর্ণ রাজা চন্দ্রধর। দিনের অহঙ্কারে বাড়ে পরস্পর॥
সাধু বলে যদি থাকে শঙ্কর ভবানী। কি করিতে পারে মোরে হীনবুদ্ধি কাণী॥
ছলনাতে মহাজ্ঞান হরিল আমার। বিবাদ সাধিবে মনে ভরসা অপার॥
কি করিবে বিবাদে থাকিতে ধন্বন্তরি। ভুজঙ্গ দংশন আমি কিছুই না ডরি॥
নগরেতে চন্দ্রধর দিলেক ঘোষণা। মনসা মুণ্ডন করি দিবে সর্ব্বজনা॥
বলেচাঁদঅধিকারী আনিয়াকোটালে। যেখানে যেফণী পাবি দিবিআনি শালে॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া তবে প্রজাপুঞ্জ যত। সর্প হিংসা করিতে সবাই হল রত॥

মগরপাল নগরেতে করিছে ভ্রমণ। ফণী পেলে শালে আনি দেয় ততক্ষণ ॥
চন্দ্রধর ভয়েতে শঙ্কিত বিষধর। জানাইল সমাচার মনসাগোচর ॥
শুনি বিষহরী হল জ্বলন্ত অনল। অবশ্য ইহার দিতে হবে প্রতি ফল ॥
নেতার সহিত যুক্তি করি নাগমাতা। চম্পক নগরেতে হলেন উপনীতা ॥
ফণী ছয় গোট তবে নিলেন সঙ্গেতে। চাঁদের ছয়টী সুতে দংশন করিতে ॥
পদ্মা কন নাগগণ শুনহ বচন। দংশ যেয়ে চন্দ্রধরপুত্র ছয় জন ॥
নেতাসহ মনসা রহিলা রথোপরে। চলিল ভুজঙ্গচয় দংশিবার তরে ॥
প্রথমেতে রাজ্যধর পেয়ে দরশন। পথেতে কর্কট নাগে করিল দংশন ॥
তুরঙ্গ বাহনে সুখে আছেন শ্রীধর। দেখিয়া কমল নাগে দংশিল সত্বর ॥
জটাধর জলকেলী করিতেছে রঙ্গে। শঙ্খচূড় নাগে দংশিলেক তার অঙ্গে ॥
গঙ্গাধর শুইয়ে নিদ্রা যায় নিজাবাসে। ধনঞ্জয় নাগ যেয়ে তার অঙ্গে দংশে ॥
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করয়ে চক্রধরে। শঙ্খপাল মহানাগে দংশিল তাঁহারে ॥
গদাধর গিয়াছিল মৃগয়া করিতে। উৎপল নাগে দংশিল পেয়ে অরণ্যেতে ॥
লোক মুখে চন্দ্রধর এই বার্ত্তা শুনি। সহসা মুণ্ডেতে যেন পড়িল অশনি ॥
অতি ত্রস্তে উঠিলেন রাজা চন্দ্রধর। মৃত পুত্র ছয় জন আনিলেন ঘর ॥
ক্রন্দন করিছে সাধু ভাবিয়া বিষাদ। কৃষ্ণ বলে কেন কর পদ্মাসনে বাদ ॥

পুত্র শোকে সনকার বিলাপ।

পুত্র বধূগণ সঙ্গে, সনকা আছেন রঙ্গে, মহা সুখে রাজঅন্তঃপুরে।
হরিষে হল বিষাদ, দৈবে ঘটাল প্রমাদ, সংবাদ বলিল যেয়ে চরে ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণী, মূর্চ্ছিতা হইলা রাণী, ভূতলেতে হইল পতন।
পরে অনেক সঙ্কটে, সনকা সুন্দরী উঠে, হাহাকার করিয়া তখন ॥
নাহি সম্বরে অম্বর, মস্তকে যেন অম্বর, ভাঙ্গিয়া পড়িল লয় মনে।
হইয়াছে মুক্তকেশ, ধরে উন্মাদিনী বেশ, চলে পুত্রগণ বিদ্যমানে ॥
দেখে ছয় পুত্র মরা, লুণ্ঠিত হয়েছে ধরা, অধীরা হইল রাজরাণী।
যেন স্রোতস্বতী ধারা, নেত্রনীরে ভাসে ধরা, আস্যেতে নিঃসরে নাহি বাণী ॥
ক্ষণে হয়ে বিচেতন, ক্ষণেং সচেতন, হয়ে রামা করিছে রোদন।
মস্তকে আঘাত করে, আর্ত্তনাদ উচ্চৈঃস্বরে, ছুটিয়া পড়িছে কখন ॥
ক্ষণে বলে হায় হায়, প্রাণ কেন না বেরায়, আছে কষ্টে দেহ অভ্যন্তরে।
আহা রে দারুণ বিধি, করিলি কি বিধির বিধি, এবিধি কে শিখাল তোমারে ॥
করে ছিলাম কি পাপ, দিলে এতেক সন্তাপ, বেঁচে মোর নাহি প্রয়োজন।

কে সহিবে এত দুখ, বিদরিয়া যায় বুক, জীবনেতে ত্যজিব জীবন ॥
কেন দেবী বিষহরী, হইয়ে আমার অরি, হরি নিলে বক্ষের রতন।
হরি হরি কিবা করি, কিরূপে পরাণ ধরি, মরি করিগরল ভক্ষণ ॥
কোথা রৈলে বিষহরী, আর না সহিতে পারি, বধ দিব তোমার উপর।
ছয় পুত্র একি দিনে, মরে ভুজঙ্গ দংশনে, সে শোকেতে দহে কলেবর ॥
একরূপে সনকা সতী, কাঁদে লোটাইয়া ক্ষিতি, দুঃখ যত বর্ণনা যায়।
পুরী পূরি নারী নরে, কোলাহল ঘরে ঘরে, সবাই করিছে হায় হায় ॥
সবে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে, রোষিলেক চন্দ্রধরে, হেমতাল করেতে করিয়া।
মজিয়া মায়ার ফাঁদে, অধম কৃষ্ণ গোবিন্দে, ভীত হল সাধুকে দেখিয়া ॥

ধন্বন্তরির চম্পক নগরে আগমন।

সনকার ক্রন্দনেতে প্রস্তর বিদরে। হাহাকার চম্পকের প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শুনি চন্দ্রধর হয়ে আরক্ত লোচন। কোপে করে দশনেতে দশন ঘর্ষণ ॥
ধেয়ে চম্পক ঈশ্বর উঠিয়া সত্বর। তুলি নিল হেমতাল স্কন্ধের উপর ॥
বাতুলের প্রায় হল পুত্র শোকে জ্বলি। ডাকি মনসার তরে দেয় গালাগালি ॥
করে করি হেমতাল ঘন দেয় পাক। বায়ুবেগে ঘূরে যেন কুম্ভকার চাক ॥
বলে কাণী পলাইয়া গেল কোথাকার। দেখাপেলে এখনই শোধিতে পারিধার ॥
বিমাতার বাদে হল এক চক্ষুঃ কাণ। আমাসহ বাদে সুনিশ্চয় যাবে প্রাণ ॥
উন্মত্ত হইয়া তবে রাজা চন্দ্রধর। যত কহে কটুবাণী বর্ণিতে বিস্তর ॥
বিষহরী নিন্দি হল অধীর একান্ত। হেমতাল ত্যজি বসে হয়ে অতি ক্লান্ত ॥
পাত্রমিত্রগণ আসি করিতেছে শান্ত। কি ফল মনসাকে নিন্দিলে অধিকান্ত ॥
অকারণে কেন রাজা হইয়াছ ভ্রান্ত। পুত্রগণ বাঁচে যাতে কর সে তদন্ত ॥
ধন্বন্তরি বিনে আর নাহি উপায়ান্ত। যার মন্ত্রতেজে ভীত সতত কৃতান্ত ॥
পত্রিকাতে সমুদায় লিখিয়া বৃত্তান্ত। দূত এক প্রেরণ করহ বুদ্ধিমন্ত ॥
বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি জানি আদ্যোপান্ত। আসিবে অচিরে নিয়ে স্বসৈন্যসামন্ত ॥
তবে সে বাঁচিবে তব কুমার নিকর। বিলম্ব না কর দূত পাঠাও সত্বর ॥
এতেক শুনিয়া পরে সাধুর নন্দন। শীঘ্রগতি পাঠালেন সোমাই ব্রাহ্মণ ॥
হেথা হতে যাত্রা করি সোমাই পণ্ডিত। ধন্বন্তরি ভবনে হইল উপনীত ॥
সম্মুখে দাণ্ডায়ে বিপ্র আশীর্ব্বাদ করি। করপুটে প্রণাম করিল ধন্বন্তরি ॥
বলে কোন কার্য্যে তব হেথা আগমন। সোমাই বলিল তবে যত বিবরণ ॥
এত শুনি অবিলম্বে উঠি বৈদ্যবর। শিষ্যগণ সহ চলে চম্পক নগর ॥

সুবর্ণের চতুর্দ্দোলে চড়িয়া সত্বর। উপনীত হল যথা চম্পক ঈশ্বর॥
পূর্ব্বাবধি চন্দ্রধর সহিত মিতালি। সম্ভ্রমে উঠিয়া দোঁহে করে কোলাকোলি॥
সিংহাসনে বসিলেন মিত্র দুইজন। পুত্রশোকে চন্দ্রধর করিছে ক্রন্দন॥
ধন্বন্তরি বলে মিত্র শোক পরিহর। কেন মিছে ভেবে ভস্মবর জড়সর॥
আমি বর্ত্তমানে কিছু নাহিক সংশয়। অবহেলে জীবিত করিব পুত্রছয়॥
প্রশংসিয়া কৃষ্ণ বলে বৈদ্য মহাশয়। জানি আমি অসামান্য তব গুণচয়॥

চন্দ্রধরের পুত্রগণের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি।

বৈদ্যবর শুভক্ষণে, শব সব আনয়নে, সদাগর প্রতি আদেশিল।
তবে উঠি চন্দ্রধর, ছয় মৃত কলেবর, বৈদ্যবর সম্মুখে আনিল॥
মনে ইষ্ট ভক্তি করি, মহৌষধি করে ধরি, ধন্বন্তরি মন্ত্র আরম্ভিল।
করি অপরে স্বতন্ত্র, সমাপিয়া মূল মন্ত্র, পুত্রবর্গোপরে ছড়াইল॥
পেয়ে মহৌষধি স্রাণ, মৃতদেহে পুনঃ প্রাণ, সবাকার আগত হইল।
বিষ গেল রসাতলে, ছয় জনে কুতূহলে, নিদ্রা ভঙ্গে যেমন জাগিল॥
শুনি বহু জনরব, উঠি ভ্রাতৃগণ সব, আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসা করিল।
জীবিত দেখিয়া মরা, সাধুসহ সাধু দারা, আনন্দের প্রবাহে ভাসিল॥
হর্ষান্বিত পুরজন, নৃত্য করে কোন জন, কোন জন গীত আরম্ভিল।
মনে নাহি অবসাদ, জয়২ সিংহনাদ, পদ্মাবতী বাদেতে ভরিল॥
ঘরেং সর্ব্বজন, হয়ে আনন্দিত মন, মঙ্গলার্থে রম্ভা আরোপিল।
বিপদ যে গেল খণ্ডি, মঙ্গলে মঙ্গলচণ্ডী, পূজে দিয়া পুষ্প নিরমল॥
তবে চম্পকের পতি, হর্ষেতে বিহ্বল অতি, স্বকরেতে ভাণ্ডার খুলিল।
দেখিয়া দীন নিকর, কল্পলতিকা সোশর, নানা দানে সবাকে তোষিল॥
বহুল বিনয় করি, বিজ্ঞবর ধন্বন্তরি, বিজ্ঞতার প্রশংসা করিল।
না দেখি এমন গুণী, বৈদ্য কুলশিরোমণি, তব যশে ব্রহ্মাণ্ড পূরিল॥
প্রশংসিয়া বারবার, ধন রত্ন মণি হার, বৈদ্যবরে পুরস্কার দিল।
তুষ্ট হয়ে বৈদ্যবর, বলে রাজা চন্দ্রধর, ভুজঙ্গের ভয় যে ঘুচিল॥
যদি থাকে ধন্বন্তরী, সর্প থাক্ বিষহরী, বাদ কৈরে কি করিবে বল।
এত বলি বৈদ্যবরে, স্বস্থানে প্রস্থান করে, মিত্র কাছে বিদায় লইল॥
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, অধম কৃষ্ণগোবিন্দে, পদ্মাবতী পায় প্রণমিল।
খেদে বলে হর সুতা, হর মাতা অজ্ঞানতা, এই মাত্র প্রার্থনা রহিল॥

বিষহরীর মালিনীরূপে ধন্বন্তরির নিকট গমন ।

বাঁচিলেক পুত্রগণ সানন্দ অন্তর । সুখেতে করেন রাজ্য রাজা চন্দ্রধর ॥
বিষহরী নিন্দা ভিন্ন মুখে নাহি আন । মনে ভাবে মনসা পাইল অপমান ॥
পূর্ব্বমত ফণীপেলে শালে দেয় আনি । কি করিবে বাদে আর হীনবুদ্ধি কাণী ॥
চাঁদের সম্পদ হেরি জয় বিষহরী । দুঃখান্বিতা হইলেন অমর্য্যাদা স্মরি ॥
বলেন বিশেষে আমি সেধে ছিনু বাদ । এবে ধন্বন্তরি আসি করিল প্রমাদ ।
অকারণে চন্দ্রধর সনে বাদ করি । আজি হতে ধন্বন্তরি হল মোর অরি ॥
পরামর্শ জিজ্ঞাসেন নেতা দেবী ঠাঁই । নারী মধ্যে তব সম বুদ্ধিমতী নাই ॥
কি সন্ধানে বিনাশিব ধন্বন্তরি বেজে । প্রিয়সখি সুমন্ত্রণা বল গো অব্যাজে ॥
নেতা কন বিষহরী শুনহ বচন । ছলনায় ধন্বন্তরি করহ নিধন ॥
মালিনীর রূপ ধরি চলহ সত্বর । পুষ্প আহরিয়ে মালা গাঁথ মনোহর ॥
নানাবর্ণ ফুলে মাল্য সুসজ্জিত করি । সঙ্কেতেতে হলাহল তাহে দও পূরি ॥
পরমা সুন্দরী রূপ করিবা ধারণ । রসিকতা বাক্য ছলে ভুলাইবা মন ॥
এতেক নেতার বাণী শুনিয়া তখন । আনিলেন নানা পুষ্প করিয়া চয়ন ॥
অতি মনোহর মালা গাঁথে বিষহরী । সন্ধানেতে রাখিলেন কালকূট পূরি ॥
অপূর্ব্ব মালিনীবেশ ধরে পদ্মাবতী । কিরণে নিন্দিত যেন বালার্কের জ্যোতিঃ ॥
কোমল বিমলতনু পঙ্কজ নয়নী । কটাক্ষে করিতে পারে মোহিত মোহিনী ॥
যোজনেক ব্যাপিত যে অঙ্গের সুগন্ধে । মধু আশে আসে পাশে মকরন্দ বৃন্দে ॥
মরাল বারণ হতে গমন সুন্দর । উপনীত ধন্বন্তরি বৈদ্যের গোচর ॥
বৈদ্যবর নেত্রপাত করিল তখনি । দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন স্থির সৌদামিনী ॥
সংগতি হইল যবে নয়নে নয়ন । অমনি বৈদ্যের মন করিল হরণ ॥
কন্দর্পের অনলে বিদগ্ধ কলেবর । পরিচয় জিজ্ঞাসে করিয়া সমাদর ॥
কোথা নিবসতি তব বল চন্দ্রাননি । কি নাম কি জাতি বট কাহার গৃহিণী ॥
কভু নাহি হেরি হেন রূপসী বনিতে । পবিত্র করিতে কারে আসা অবনীতে ॥
আজি মম সুপ্রভাত তব আগমনে । স্নিগ্ধ কর প্রাণ আত্ম পরিচয় দানে ॥
ভাব বুঝি মালিনী যে করিছে উত্তর । পুষ্প জীবী বংশে জাত পুষ্পোদ্যানে ঘর ॥
বাতুল নামেতে পিতা, মাতা উলঙ্গিনী । নির্দ্দয় স্বামীর নাম আমি কুহকিনী ॥
পুষ্প আহরণ ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই । পুষ্প মাল্য বেচিতে এসেছি এই ঠাঁই ।
আপনার যশঃকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া । আনিয়াছি মনোহর মাল্য যে গাঁথিয়া ॥
প্রকারান্তে পরিচয় দেন বিষহরী । কামে কপটতা না বুঝিল ধন্বন্তরি ॥

বৈদ্যরাজ বলে মালা দেখি সুবদনী। আদরে গলেতে মাল্য দিলেন মালিনী॥
বিষম বিষের মালা পরিল গলায়। অচিরে আচ্ছন্ন করে বৈদ্যবর কায়॥
ধন্বন্তরি বলে কি বিষম দায় হল। না দেখি উপায় অঙ্গ বিষেতে ব্যাপিল॥
পুষ্প মাল্য স্পর্শ মাত্র কম্পিত হৃদয়। কভু নাহি দেখি হেন আশ্চর্য্য বিষয়॥
বল দেখি বিধুমুখি বৃত্তান্ত ইহার। সর্ব্বাঙ্গ দহিছে সর্প বিষের আকার॥
শুনিয়া মালিনী কয় বৈদ্য বিদ্যমান। এরূপ আমার চিত্তে হইতেছে জ্ঞান।
কুসুমের মালঞ্চেতে ভুজঙ্গ বিবর। তন্মধ্যেতে থাকিবারে পারে বিষধর॥
ভুজঙ্গ নিকর নিশ্বাস বিষাগ্নিতে। পুষ্প পুঞ্জ বিষময় হল চতুর্ভিতে॥
ভুলিলেন ইন্দ্র জালে বৈদ্য মহাশয়। মনসা কপটবাক্যে হইল প্রত্যয়॥
পরে ধন্বন্তরি তবে মহৌষধি আনি। চিকিৎসা করিয়া রাখে আপনার প্রাণী॥
দেখি বিষহরী অতি হইয়া দুঃখিতা। নিজালয়ে নেতার নিকটে উপনীতা॥
বিমর্ষ অন্তরেতে জানায় সমাচার। না হইল কার্য্য সিদ্ধ শ্রমমাত্র সার॥
মাল্য মাঝে হলাহল জানি ধন্বন্তরি। মহৌষধি গুণে বিষরাশি ভস্ম করি॥
আনন্দে বিরাজ করে আপন ভবন। কি করি উপায় নেতা বল গো এখন॥
করযোড়ে বলে কৃষ্ণ মনসা উদ্দেশে। পুনরপি যাও মাতা গোয়ালিনী বেশে॥

নেতার গোয়ালিনীরূপে সারদার নিকটে গমন।

শুনি মনসার কথা, মানসে বিচারে নেতা, ধন্বন্তরি নাশিবার তরে।
সে যে বটে মহাদৈব্য, ভুজঙ্গের নহে বধ্য, মরিবে সে অপর প্রকারে॥
নেতা কন বিষহরী, গোয়ালিনী বেশ ধরি, থাক গিয়া ধন্বন্তরি ঘরে।
করিয়ে অপূর্ব্ব মায়া, ভুলায়ে তাঁহার জায়া, সৈয়ালী করিবা অতঃপরে॥
বুঝিয়া নারীর মন, কৈরে মিষ্ট আলাপন, জিজ্ঞাসিবা অনুরাগ ভরে।
প্রণয়ে বা কি না হয়, বলিবেক সমুদয়, পতির মরণ যে প্রকারে॥
ধন্বন্তরি বৈদ্য নারী, নামে সারদাসুন্দরী, রূপে গুণে স্নেহেতে তৎপর।
তব নাম জিজ্ঞাসিলে, বলিও সারদা বলে, নামেং হইবে সোসর॥
শুনি নেতার যুকতি, বলিলেন পদ্মাবতী, তুমি সাজ গোয়ালিনী বেশ।
মন প্রাণ লুটিপাটি, কথা কবে পরিপাটী, আঁটি সাটি জান সবিশেষ॥
তবে নেতা সুচতুরা, গোয়ালিনী বেশে ত্বরা, যাত্রা করে ধন্বন্তরি পুরে।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর, ভাণ্ডে পূরিয়ে বিস্তর, উত্তরিল সারদা গোচরে॥
তবে সারদাসুন্দরী, গোয়ালিনী দৃষ্টি করি, পরিচয় করিছে জিজ্ঞাসা।
কি নাম বটে তোমার, মাথে কিসের পসার, নিয়ে তব এস্থানেতে আসা॥

গোয়ালিনী বলে বটে, বসতি মঙ্গল ঘটে, নাম বটে সারদা সুন্দরী।
জাতিতে বটি গোপিনী, ক্ষীর সর দধি আনি, নগরেতে বিক্রয় যে করি॥
সহর্ষে সারদা কয়, মোর নাম ঐ হয়, নামে নামে মিলিছে সমান।
সম্বন্ধ হইল সই, হইলা আমার সই, ইথে কিছু না বলিব আন।
বিনয়ে গোপিনী কয়, আজি মম ভাগ্যোদয়, ধন্যবাদ দেই বিধাতারে।
বুঝি হল শুভ গ্রহ, তাতে এই অনুগ্রহ, করিলেন আপনি আমারে॥
এইরূপে দুইজন, করে মিষ্ট আলাপন, অনুরাগ বাড়ে ক্রমে২।
কৃষ্ণ কয় মনঃ খেদে, পড়িলা ঘোর বিপদে, সারদে কি মজিয়াছ ভ্রমে॥

নেতা কর্ত্তৃক মনসার গোচর ধন্বন্তরির মৃত্যূপদেশ প্রদান।

ছলনাতে নেতাদেবী সারদার মন। করিলেন গোয়ালিনী বেশেতে হরণ॥
সারদা বলেন শুন ওগো প্রাণ সখি। তোমা আগমনে বড় হইলাম সুখী॥
নিত্য দধি বেচি তুমি নগরে নগরে। যে কিছু পাইবা ধন বহু শ্রমাহরে॥
কার্য্য নাই ওসবার করহ বারণ। আমিই করিতে পারি ভরণপোষণ॥
অতএব অন্য ঠাঁই যাওয়া যুক্ত নয়। প্রত্যহ এস্থানে যেন আসা তব হয়।
প্রার্থনা অতীত ধন অর্পিব তোমায়। স্থানান্তরে ভ্রমিয়া নাহিক ফলোদয়।
গোয়ালিনী বলে তব যে বংশে উদ্ভব। যে বলিলা কোন অংশে নহে অসম্ভব॥
দুই সখী কথোপকথন বহুতর। গগণে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর॥
তবে দুইজনে করি স্নানাবগাহন। নানা উপহারে করে অপ্রমিতাশন॥
ভোজনান্তে রত্নাসনে বসে দুইজন। তাম্বুল কর্পূর আদি করিল ভক্ষণ।
নানা বাক্যচ্ছলে বেলা হল অবসান। গোপিনী বিদায় হয়ে করিল প্রয়াণ॥
পর দিন প্রাতে পূর্ব্ব দিনের প্রকার। দধি দুগ্ধ ক্ষীর সরে সাজায়ে পসার॥
সারদার ভবনে হলেন উপনীত। উভয়ে উভয় হেরে হল আনন্দিত॥
এপ্রকার নেতাদেবী ছদ্মবেশ ধরি। সদা করে আসা যাওয়া সারদার পুরী॥
অভিন্ন হৃদয় প্রায় হইল দোঁহার। আমোদে প্রমোদে করে আহার বিহার॥
বিনাশ কালেতে বুদ্ধি হয় বিপরীত। অমৃত ত্যজিয়া করে গরল বাঞ্ছিত॥
নিকটে মরণ যার কি করে ঔষধে। মনুষ্য কি-তদ্বিবেক দেবতার বাদে॥
একদিন সারদার সহ বসি নেতা। বাক্চ্ছলে জিজ্ঞাসিল গোপনীয় কথা॥
গোয়ালিনী বলে সই জিজ্ঞাসি তোমায়। শুনিতে বাসনা মোর কহ সমুদায়॥
নাগসহ বাদ তব স্বামীর সহিতে। এসব দেখিয়া বড় ভীত হই চিতে॥
হাসিয়া সারদা বলে না করিও ভয়। সর্পে কি করিতে পারে ধন্বন্তরি জয়॥

সর্পের শোণিতে স্নান করে নিরন্তর। হলাহল পান করে পূরিয়া উদর ॥
বিষ স্বাদে কিছু নাহি হয় তার মন্দ। বিষ পানে হয় আরো বিশেষ আনন্দ ॥
চন্দ্রধর পুত্রগণ সর্পে দংশে ছিল। নিমিষেতে সে সবারে জীবিত করিল ॥
গোয়ালিনী বলে বড় পাইলাম প্রীত। ধন্বন্তরি বৈদ্যরাজ বড়ই পণ্ডিত।
তথাচ তোমাকে বলি প্রাণ সহচরি। চেতন থাকিলে গৃহে নাহি হয় চুরি ॥
তোমার উচিত কার্য্য জিজ্ঞাসি তাঁহারে। কিরূপে মরণ তাঁর হয় জানিবারে ॥
পুরুষের বিপদ যে ঘটে পায় পায়। সমর্ম্ম জানিলে পাছে হয় ফল্লোদয় ॥
সারদা বলিছে ভাল করিলা স্মরণ। জিজ্ঞাসিয়া জানিব মরণ বিবরণ ॥
এই মতে দুই সই করে আলাপন। হেন কালে অস্তাচলে গেলেন তপন ॥
দিবান্তে শর্ব্বরী আসি হল অগ্রসর। হিমাংশু উদিত সহ তারকা নিকর ॥
সারদা বলে স্বজনি রজনী হইল। হেথা রহ নিজালয়ে যেয়ে কিবা ফল ॥
রন্ধনাদি করিলেক সারদা সুন্দরী। পরে অন্তঃপুরেতে আসেন ধন্বন্তরি ॥
পরমানন্দেতে বৈদ্য করিয়া ভোজন। কাঞ্চন পালঙ্গোপরি করেন শয়ন ॥
অপরে ভোজন কৈরে সই দুইজনা। নিদ্রিতা হলেন যেয়ে স্বতন্ত্র বিছানা ॥
সারদা সুন্দরী অতি সুবেশা হইয়ে। ধন্বন্তরি বাম পার্শ্বে শুইলেন যেয়ে ॥
গল্প চ্ছলে রসালাপ করি দুইজনে। প্রবৃত্ত হলেন পরে মদন শাসনে ॥
পরিশ্রমে কলেবর ক্লমান্বিত হয়ে। বসিলেন কামদেব সমর ত্যাগিয়ে ॥
তাম্বুল কর্পূর আদি করেন ভক্ষণ। রসিক রসিকা করে রস আলাপন ॥
সারদা বলয়ে জানি তোমার মমতা। অন্তরেতে হলাহল মুখে মধুরতা ॥
তুমি শঠরাজ কমলিনী বন্ধু প্রায়। মধু মাত্র খাইয়া পলাও উভরায় ॥
বৈদ্য বলে করিয়াছি কিবা অপরাধ। কি কারণে দাও প্রিয়ে এত অপবাদ ॥
প্রাণাধিক ভাল বাসা সতত আমার। ইতিমধ্যে উপজিল কি দুঃখ তোমার ॥
যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে পায়। প্রকাশ করিয়া ক্ষমা করহ আমায় ॥
এত বলি কোলেতে লইল কামিনীরে। বিনয়ে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন মধুস্বরে ॥
কহ কহ সুধা মুখি কি ভব মানসে। কি দোষে দূষিত করিয়াছ নিজ দাসে ॥
সারদা বলেন কোন অপরাধী নহ। কিন্তু এক কথা মোরে সুনিশ্চয় কহ ॥
বাদ বিসংবাদ সদা ফণিগণ সনে। সর্ব্বদা ভ্রমণ কর কাননে কাননে ॥
কত অমঙ্গল হৃদে জাগে নিশিদিবা। অরণ্য মাঝারে তোমা দংশে আসি কেবা ॥
অতএব শুনিবারে বাসনা নিশ্চয়। কিরূপে মরণ তব কহ মহাশয় ॥
শুনিলে জীবন মোর যুড়াবে নিশ্চয়। মোর দিব্য মিথ্যা নাহি কৈহ মহাশয় ॥

বিধাতা বিমুখ হলে বল বুদ্ধি টুটে। কি করিবে ঔষধেতে মরণ নিকটে ॥
বিশেষতঃ দেবসনে বিবাদ করিয়া। কিবা সাধ্য মনুষ্যের যাবে এড়াইয়া ॥
সারদার বচন শুনিয়া ধন্বন্তরি। বল শুন যেরূপেতে মরণ সুন্দরি ॥
পূর্ব্বে আমি এক দিন সর্প অন্বেষণে। যেয়ে অতি ভয়ানক নির্জ্জন কাননে ॥
উদয় কালের সনে হল দরশন। ভয় পেয়ে নিল ভৃগু মুনির স্মরণ ॥
তথাপি ধরিতে সর্প যাই কোপ ভরে। সে কালেতে মুনিবর শাপিল আমারে ॥
আমাকে অবজ্ঞা কর মত্তে অহঙ্কারে ॥ অবশ্যই এই ফণী দংশিবে তোমারে ॥
এত শুনি পায়ে ধরি করিনু বিনয়। প্রসন্ন হইয়ে পরে মুনিরাজ কয় ॥
আমার এ শাপ কভু হবেনা মোচন। প্রকারান্তে রক্ষা পাবে তোমার জীবন ॥
মম ঘরে হরশিরে থাকিবেক ফণী। ইচ্ছামতে আনিতে না পারিবে কখনি ॥
যদি কোন মহাজন করিয়া সাহস। আনিবারে পারে ফণী হবে বরি বশ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে নিশাভাগে করিলে দংশন। দেহ ত্যাগ হবে হৈলে উদয় তপন ॥
কহিলাম বিবরিয়া সব বিবরণ। আমার জন্যেতে আর না কর চিন্তন ॥
উদয়নাগ যে আছে হর জটাপরে। ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে আনিতে পারে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যাবে। এত দিনে ব্রহ্মশাপ অবশ্য ফলিবে ॥
কপট নিদ্রায় নেতা আছেন তখন। আদ্যোপান্ত জানিলেন সব বিবরণ ॥
পরদিন প্রভাতেতে নেতা বুদ্ধিমতী। বিদায় হইয়া গেল যথা পদ্মাবতী ॥
কহিল সকল কথা মনসা গোচর। যে রূপেতে ধন্বন্তরি হবে লোকান্তর ॥
শিবশিরে বাস করে উদয় কালফণী। ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশে যদি থাকিতে যামিনী ॥
সূর্য্যোদয়ে অবশ্যই বাহিরাবে প্রাণ। শুনি পদ্মা হর্ষার্ণবে হল ভাসমান ॥
দরিদ্রে অমূল্য নিধি পাইলে যেমন। সহসা বন্ধ্যার গর্ভে জন্মিলে নন্দন ॥
অজ্ঞ যদি বিজ্ঞবর হয় কদাচন। সাধকের সিদ্ধি হৈলে যেরূপ লক্ষণ ॥
ততোধিক আহ্লাদিতা মনসা তখনে। নেতাকে প্রশংসা করে যত আসে মনে ॥
তোমাসমা বুদ্ধিমতী নাহি ক্ষিতিতলে। তোমার মোহিনীতে মোহিনীমনঃভুলে ॥
শুন বলি উপদেশ নেতা সুচতুরে। পুনরপি সখি ভাবে যাও তথাকারে ॥
আমি যেয়ে পিতৃ স্থানে প্রার্থনা করিয়া। অচিরেতে আসিব ভুজঙ্গ বর নিয়া ॥
এত শুন নেতা দেবী বিলম্ব না করে। পূর্ব্বমত রহে যেয়ে সারদা গোচরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দে কয় করিয়ে প্রণতি। পিতার নিকটে মাতা চল শীঘ্রগতি।

[১১]

বিষহরীকর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট হইতে উদয়কালনাগ আনয়ন।

নেতাকে বিদায় করি, তবে জয় বিষহরী, দিব্য রথ করি আরোহণ।
উদয় কাল আনিবারে, মহেশ্বরের গোচরে, যাত্রা করে কৈলাস ভবন॥
উত্তরি কৈলাস গিরি, পিতাকে প্রণাম করি, করযোড়ে করে নিবেদন।
পেয়ে অতি মর্ম্মব্যথা, আসিয়াছি দুঃখান্বিতা, উদয় কাল ফণীর কারণ॥
শুন পিতা মহাশয়, বিলম্ব নাহিক সয়, অচিরেতে করিব গমন।
স্বকার্য্য সাধন করি, ক্ষণ মধ্যে ত্রিপুরারি, ফণিবর আনিব এক্ষণ॥
শুনি মনসার ভাষ, জিজ্ঞাসেন দিগবাস, উদয়কালের প্রয়োজন।
কি পাইলা মর্ম্ম ব্যথা, বলহ উচিত কথা, কিছু নাহি করিও গোপন।
তবে কন বিষহরী, বৈদ্য শঙ্খ ধন্বন্তরি, সর্প হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ।
উদয়কাল পেয়ে ভয়, ভৃগু মুনি পদাশ্রয়, লয়েছিল রাখিতে জীবন॥
তথাপি সে ধন্বন্তরি, মুনি অবহেলা করি, যায় ধৃত করিতে তখন।
ক্রোধে ঋষি দিল শাপ, নিতে এলে যেই সাপ, এই সাপে করিতে দংশন॥
বর্ষা অন্তে নিশাভাগে, অবশ্য দংশিবে নাগে, প্রাণ যাবে দেখিলে তপন।
পরে আসি অহিবর, হয়ে নির্ভয় অন্তর, লইয়াছে তোমার শরণ॥
বলিলাম পূর্ব্বাপর, লয়ে গেলে বিষধর, আজি তাঁর হইবে মরণ।
এপ্রকারে বিষহরী, জনক চরণে ধরি, কহিছেন কাতর বচনে॥
চাহিলা কাতর হেরি, জটা হতে ত্রিপুরারি, ফণিবর করে নিঃসারণ।
অতি সমাদর করে, মনসার করে করে, স্বকরেতে করেন অর্পণ॥
নাগ পেয়ে নাগ মাতা, হয়ে অতি হর্ষান্বিতা, চলিলেন বন্দিয়া চরণ।
ফণী বলে বিষহরী, মহা দুষ্ট ধন্বন্তরি, ভয়ে অঙ্গ করিছে কম্পন॥
পদ্মা কন অহিবর, কিছুমাত্র নাহি ডর, বৃথা কেন করিছ চিন্তন।
আমি যেয়ে ছদ্মবেশে, রব তাহার আবাসে, কি করিতে পারে কোন জন॥
নাগে শান্ত করি পরে, ধন্বন্তরি বৈদ্য পুরে, প্রবেশেন আনন্দিত মন।
মনসা পদার বিন্দে, অধম কৃষ্ণগোবিন্দে, প্রণাম করিছে অগণন॥

উদয়কাল নাগের দংশনে ধন্বন্তরির খেদ।

মায়া করি বিষহরী সুকন্যার বেশে। উপনীত হইলেন ধন্বন্তরি দেশে॥
রাখিল উদয়কাল কেশে লুকাইয়া। অন্তঃপুরে প্রবেশেন সানন্দা হইয়া॥
শারদার কনিষ্ঠা ভগিনী যে সুকন্যা। রূপে গুণে সে কামিনী বটে মহাধন্যা॥

ভগ্নীর সমীপে যেয়ে দিল দরশন। দেখিয়া সারদা হল আনন্দিত মন ॥
পরস্পর কোলাকোলী করি দুই জন। রীতিমত কুশলাদি করে জিজ্ঞাসন ॥
সারদা বলেন অদ্য হল সুশর্ব্বরী। তেঁই দেখা পাইলাম সুরূপা সুন্দরী ॥
বহুদিনে ভগিনী আসিল নিকেতন। নানা উপহারে তাঁরে করান ভোজন ॥
নেতা দেবী আছে ধরি গোয়ালিনী বেশ। সুরূপার পরিচয় জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥
সারদা বলিল প্রিয় সখী হন উনি। গোপ কুলোদ্ভবা বটে সর্ব্ব সুলক্ষণী ॥
উভয়ে উভয় হেরি সানন্দ অন্তর। কৃত্রিম প্রণয় বৃদ্ধি উত্তর উত্তর ॥
বাক্‌ছলে বিভাবরী বিস্তর হইল। শয়ন করিতে তবে সকলে চলিল ॥
সুরূপা সুন্দরী তবে গোয়ালিনী সঙ্গে। আনন্দেতে শুইলেন রতন পালঙ্গে।
ধন্বন্তরিসহ যেয়ে সারদা তখন। শুয়ে নিদ্রান্বিত ধনী হয়ে বিচেতন ॥
তবে জয় বিষহরী উঠিয়া সত্বরে। বসিলেন যেয়ে ধন্বন্তরি শিয়রে ॥
অনিমেষ লোচনে করেন নিরীক্ষণ। মস্তকেতে ব্রহ্ম রন্ধ্র হল দরশন ॥
চিকুর হইতে মুক্ত করি ফণিবর। রাখিলেন ধন্বন্তরি শিরের উপর ॥
তবেত উদয়কাল সে ছিদ্র দেখিল। মনসা করেতে থাকি দংশন করিল ॥
ত্বরান্বিত বিষহরী নেতা সহকারে। দ্বার উদ্ঘাটন করি আসেন বাহিরে ॥
অন্তরীক্ষে রহিলেন দেখিতে কৌতুক। হর্ষার্ণবে ভাসমান প্রফুল্লিত মুখ ॥
হেথা ধন্বন্তরি সর্প বিষের জ্বালায়। অচিরাতে নিদ্রান্তেতে চেতন যে পায় ॥
উচ্চৈঃস্বরে বৈদ্যরাজ করে হাহাকার। মহামন্ত্র পঢ়িয়া ঝাড়িল তিনবার ॥
অশেষ ঝাড়িল বৈদ্য বিষ না নামিল। নিকটে মরণ অনুমানেতে বুঝিল ॥
চতুর্দ্দিকে ধন্বন্তরি করে নিরীক্ষণ। দ্বার মুক্ত হইয়াছে দেখিল তখন ॥
গোয়ালিনী সুরূপা নাহিক দুই জন। মনসা সাধিল বাদ জানিল কারণ ॥
সজোরেতে সারদারে ডাকে ততক্ষণ। সুমুখী চমকি উঠে পাইয়া চেতন ॥
অতঃপর বৈদ্যবর বলে চন্দ্রাননি। প্রিয় সই এবে কই কোথায় ভগিনী ॥
জ্ঞানহয় সমুদয় ছদ্মবেশ ধারি। ছলনাতে নিকটেতে ছিল বিষহরী ॥
হায় হায় সারদায় করিছে অমনি। আপন মরণ পথ বরেছি আপনি ॥
বৈদ্যবর পরম্পর কাতর হইল। বিষানল সুপ্রবল হইতে লাগিল ॥
শিষ্যগণ ততক্ষণ ডাকিয়া আনিল। সর্ব্বজন ত্রস্তমনঃ অমনি হইল ॥
মন্ত্রাদি সমাধি সমুদয় প্রায় হল। কি জঞ্জাল বিষজাল নাহিক নামিল ॥
মহৌষধ সভাসদ অমনি আনিল। হলাহল রসাতল করিতে নারিল ॥
ভাবে সব অসম্ভব প্রমাদ পড়িল। কোলাহল গণ্ডগোল ক্রমেতে বাড়িল ॥

বৈদ্যকয় প্রাণে যায় বিষেতে ব্যাপিল। কেন আর প্রতিকার করিছ নিষ্ফল॥
হত যশঃ নারী বশ হইয়ে ঘটিল। গুপ্ত কথা প্রকাশিতা কৈরে এই ফল॥
স্ত্রীগোচর পূর্ব্বাপর করেছি প্রচার। যাবে প্রাণ নাহি ত্রাণ হইবে আমার॥
দুর্ম্মতি যুবতী মোর হইল শমন। নাশিতে পোষিতে এনেছিল দুইজন॥
বিপরীত নারীচিত বুঝা অতি ভার। দেবগণ জ্ঞাতনন মনুষ্য কি ছার॥
সুকৌশল নানা ছল ধরে মায়া ভরে। মুখে কয় সুধাময় গরল অন্তরে॥
বৈদ্যবর বহুতর নিন্দে কামিনীকে। কলেবর জড়সর মরমের দুঃখে॥
ঠেকে দায় নিরুপায় হয়েছে তখনে। সুললিত এ ললিত দীন কৃষ্ণ ভণে॥

ধন্বন্তরীর শিষ্যগণ ঔষধ আনিতে সাঁতাইল পর্ব্বতে গমন।

বিষানলে জ্বর জ্বর, কাঁপে অঙ্গ থর থর, অধীর হইল ধন্বন্তরি।
আদেশিল শিষ্যগণে, মহৌষধ আনয়নে, যেতে হবে সাঁতাইল গিরি॥
শাল পিলা কঙ্কধরা, লত জীব বিষহরা, কাল উঝা আভুক চুয়ার।
এই অষ্ট মহৌষধি, ত্বরিতে আনহ যদি, তবে সে হইবে প্রতীকার॥
পূর্ব্ব দিকে হিমালয়, পশ্চিমেতে সমুদ্র হয়, যজ্ঞ ভাগ উত্তর দক্ষিণে।
তন্মধ্যে মগধ দেশ, বলিলাম সবিশেষ, সাঁতাইল গিরি সন্নিধানে॥
সে ভূধর শৃঙ্গোপরে, আছে এক তরুবরে, শিংশপা নামেতে যে বিখ্যাত॥
তাহার অনতিদূরে, মহৌষধি শোভাকরে, কিরণেতে চন্দ্রিমা যেমত॥
পীতবর্ণ বৃক্ষ হয়, সুনীল পল্লব চয়, পুষ্প হরিতালের বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ ফল ধরে, যেন নব জলধরে, অপূর্ব্ব হয়েছে সুশোভন॥
হিংস্র জন্তু স্থানে স্থান, দেখে ভয়ে কাঁপে প্রাণ, ভূত প্রেত পিশাচাগণন।
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর, বহু গন্ধর্ব্ব নিকর, সাবধানে করিবা চরণ॥
যক্ষ আছে একজন, করে ওষধি রক্ষণ, তাঁর সঙ্গে প্রণয় করিবে।
অন্নদানে তুষ্টমন, তাঁরে করিবা যখন, মহৌষধি দেখাইয়া দিবে॥
চল তথা পঞ্চজন, বিলম্বের প্রয়োজন, নাহি আর নিশি গত হবে।
থাকিতে এ বিভাবরী, পুনঃ আসিবেক ফিরি, ভানু তেজে প্রাণ বাহিরাবে॥
এত শুনি শিষ্যগণ, দ্রুত বেগেতে তখন, যাত্রা করে গুরু প্রণমিয়া।
যেন অনিলের প্রায়, চক্ষুর নিমিষে যায়, গিরিবরে উত্তরিল গিয়া॥
অচলের শৃঙ্গোপরে, পাইলেন দেখিবারে, শিংশপা নামেতে তরুবর।
যক্ষ এক ভয়ঙ্কর, দেখে মনে লাগে ডর, ভ্রমিতে আছয় নিরন্তর॥
গুরুবাক্য মনে স্মরি, তণ্ডুল রন্ধন করি, ডালি দিয়া করে প্রণিপাত।

পাইয়া অন্নের গন্ধ, যক্ষ হইয়ে সানন্দ, আসি তবে করিল সাক্ষাৎ ॥
অন্নাদি করে ভোজন, জিজ্ঞাসিছে বিবরণ, কে তোমরা বল পরিচয় ।
এ মহা ঘোর অরণ্যে, নিশিযোগেতে কি জন্যে, আশা হল বল মহাশয় ॥
যোড় করে পঞ্চজন, বলে শুন বিবরণ, ধন্বন্তরি শিষ্য মোরা হই ।
আজিকার নিশিযোগে, গুরুকে দংশিল নাগে, কল পাব মহৌষধি কৈ ॥
থাকিতে এ বিভাবরী, যাইতে হইবে ফিরি, ভানূদয়ে হবে অমঙ্গল ।
পরে তুষ্ট হয়ে যক্ষ, মহা ঔষধের বৃক্ষ, ত্বরা যেয়ে দেখাইল দিল ॥
গুরুর বর্ণিত মতে, ভেষজ পেল দেখিতে, পঞ্চজনে করে আহরণ ।
নিশ্চয় পরীক্ষা তরে, এক মক্ষিকাকে ধরে, বধিলেক তাহার জীবন ॥
ঔষধ লাগায় গায়ে, মক্ষিকা জীবিত হয়ে, উড়িয়া চলিল ততক্ষণ ।
দেখে মহিমা বিস্তর, সবে করে যোড়কর, ওষধিকে করেছে স্তবন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি হর, সর্ব্বত্র মঙ্গলা কর, তুমি বট স্বয়ং নারায়ণ ।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া, মো সবে করিয়ে দয়া, রক্ষা কর গুরুর জীবন ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করি পরে শিষ্য সব, যাত্রা করে আনন্দিত মনে ।
কৃষ্ণ বলে বিষহরী, তুমি যেয়ে ত্বরা করি, মহৌষধি হরগো এখনে ॥

বিষহরীর মহৌষধ হরণ ।

মহৌষধি লৈয়ে তবে যায় পঞ্চজন । দূরে থাকি নেতা দেবী করে নিরীক্ষণ ।
নেতা বলে শুন পদ্মা আমার বচন । ঔষধ লইয়া যায় বৈদ্যশিষ্যগণ ॥
ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া তা সবার মন । ত্বরা যেয়ে মহৌষধি করহ হরণ ॥
নেতার বচন শুনি মনসা তখন । সারদার রূপ তবে করেন ধারণ ॥
মায়া বলে ধন্বন্তরি করিয়া সৃজন । চলিলেন নদী তীরে করিতে দাহন ॥
মায়াতে হইল বন্ধু বর্গ যত জন । শ্মশানেতে নিয়া মরা তুলিল তখন ॥
উচ্চৈঃস্বরেতে সারদা করিছে ক্রন্দন । কৃত্রিমানুরাগে হন ভূমিতে পতন ॥
আহা প্রভু ! আমা ছাড়ি ত্যজিলা জীবন । তব শোকাবেগে মম স্থির নহে মন ॥
ঔষধ আনিতে পাঠাইলা শিষ্যগণ । এ যাবৎ বাহুরি না এল একজন ॥
এপ্রকারে ধরা পরে করেন রোদন । হেনকালে শিষ্যবর্গ দিল দরশন ॥
সারদা ক্রন্দন ধ্বনি করিয়া শ্রবণ । হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে সর্ব্বজন ॥
ধন্বন্তরি চিতা ধূম পরশে গগন । দেখি শিষ্যগণ হল শোকে বিচেতন ॥
ঝঞ্ঝাৎখাতে যেইরূপ কমল কানন । মহাবাতে পড়ে যথা হেম রম্ভাবন ॥

তদাকার ভূপতিত শিষ্য পঞ্চজন। ঔষধ ফেলিয়া দূরে করিছে ক্রন্দন॥
তবে বিষহরী করি ঔষধ হরণ। মায়াভঙ্গ করিলেন নেতার সদন॥
কতক্ষণে সজ্ঞান হইয়ে শিষ্যগণ। ধন্বন্তরি চিতা পানে করে নিরীক্ষণ॥
দেখে নাহি চিতা ধুম পরিবার জন। অবাক্ হইল আস্যে না সরে বচন॥
মানসে করিছে সবে অনেক চিন্তন। ঔষধ খুজিল কিন্তু না পেল তখন॥
নিরুপায় ভাবি হল দুঃখেতে মগন। আপন ভবনে গেল বিমর্ষ বদন॥
কৃষ্ণ বলে ভেবে আর নাহি প্রয়োজন। জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥

ধন্বন্তরির প্রাণত্যাগ।

হেথা বৈদ্য ধন্বন্তরি, যায় ভূমে গড়াগড়ী, বিষ জ্বালে দহে কলেবর।
আছে অত্যল্প যামিনী, প্রকাশিলে দিনমণি, জীবন হইবে দেহান্তর॥
শিষ্যগণ প্রতীক্ষায়, আছে চাতকের প্রায়, ঔষধ আনিবে কতক্ষণে।
হেনকালে অকস্মাৎ, শিরে করি করাঘাত, পঞ্চ শিষ্য আসিল সদনে॥
জিজ্ঞাসেন বৈদ্যবর, কহ শুনি অবান্তর, ক্রন্দন করিছ কি কারণ।
বিষে তনু কম্পমান, মহৌষধি কৈরে দান, অচিরাতে বাঁচাও জীবন॥
সরোদনে শিষ্যগণ, বলে শুন বিবরণ, ঔষধ আনিনু বহু শ্রমে।
কত বন উপবন, যেয়ে করিয়ে লঙ্ঘন, দেশে আসি মজিলাম ভ্রমে॥
দেখিলাম নদীতীরে, তব মৃত কলেবরে, সারদায়ে করিছে দাহন।
দৃষ্টিমাত্র সবাকারে, ঔষধ ফেলিয়া দুরে, শোকেতে হলেম বিচেতন॥
কতক্ষণে সচেতন, হয়ে করি নিরীক্ষণ, কিছু নাহি দেখিতে পাইয়া।
মহৌষধি অন্বেষণে, না পাইয়ে পঞ্চজনে, বিষাদেতে এলেম কাঁদিয়া॥
শুনি এতেক কাহিনী, বৈদ্যবর অনুমানি, জানিলেন মনসার মায়া।
জীবনে হয়ে নিরাশ, নিঃসারে দীর্ঘ নিশ্বাস, ভূতলেতে পতিত হইয়া॥
তবে কন ধন্বন্তরি, যাও শিষ্য ত্বরা করি, সে স্থানের মাটি আনগিয়া।
শুনি এতেক বচন, ছুটাছুটী পঞ্চজন, যথা স্থানে চলিল ধাইয়া॥
অন্তরীক্ষে বিষহরী, মায়ার প্রবন্ধ করি, তথায় সৃজেন সরোবর।
হেরে ধন্দ শিষ্যচয়, সে স্থান যে দ্রবময়, এসে বলে বৈদ্যের গোচর॥
তবে কন বৈদ্য রায়, যেতে হবে পুনরায়, সরোবর ফেণার কারণ।
হংসরূপে পদ্মাবতী, ফেণা ছিল যত ইতি, সমুদায় করেন ভক্ষণ॥
শিষ্য যেয়ে পুনর্ব্বারে, অন্বেষিয়া সরোবরে, ফেণা নাহি পাইল কিঞ্চিৎ।

দিলেক এসে সংবাদ, মানসে গণি প্রমাদ, বৈদ্যবর হইল মূর্চ্ছিত ॥
কাঁদে বৈদ্য ধন্বন্তরি, জীবনাশা পরিহরি, খেদে হয় প্রস্তুত বিদায় ।
পূর্ব্ব যশঃমনে স্মরি, নারবে নয়নে বারি, যেন বহে স্রোতস্বতীধার ॥
বিলাপ করে প্রচুর, ক্রমেতে রজনী ভোর, কুমুদিনী মুদ্রিত হইল ।
নিশান্তে ভাস্করোদয়ে, বৈদ্য অতিক্রান্ত হয়ে, প্রভা হেরি জীবন ছাড়িল ॥
মরিলেন ধন্বন্তরি, হাহাকার শব্দ করি, সারদা সুন্দরী পড়ে ধরা ।
ছিন্নমূলালতাপ্রায়, আঁখি নাহি পালটায়, পতিশোকে হইয়া অধীরা ॥
অগণিত শিষ্যচয়ে, পুরবাসি সমুদয়ে, ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ।
করে মহা কোলাহল, ভয়ানক গণ্ডগোল, সম্পূর্ণ বর্ণিতে বা কে পারে ॥
ক্ষণ পরে সর্ব্বজন, ক্রমে হৈয়ে সচেতন, বিষাদেতে করিছে রোদন ।
বলে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দে, বিষহরী কৈবে নিন্দে, প্রতিফল হইল কেমন ॥

ধন্বন্তরির মৃতদেহ জলে ভাসা করার বিবরণ ।

ধন্বন্তরি শোকেতে কাঁদিছে পুরজন । পুরোহিত আসিকন সান্ত্বনাবচন ॥
বুঝাকেন সমুদয়ে কর হাহাকার । শোকত্যজি বৈদ্য রাজে করহ সৎকার ॥
এতশুনি সকলে হইল অগ্রসর । অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর ॥
শিষ্যগণ স্কন্ধেতে করিয়া বৈদ্যবরে । অগ্নিকার্য্য তরেনিল গঙ্গাতীর তীরে ॥
পঞ্চতীর্থোদক আনিস্নান করাইল । অগুরু চন্দনে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ লেপিল ॥
নানাপুষ্পে সুসজ্জিত করিল তখন । চিতার নিকটে করে তুলসী রোপণ ॥
শ্মশানেতে ধন্বন্তরি তুলিবে যখন । মনসার প্রতি নেতা বলিছে তখন ॥
নেতাকন বিষহরী শুনহ বচন । মহেশের আজ্ঞা কি হয়েছ বিস্মরণ ॥
পূর্ব্বে তব স্থানে বলেছেন শূলপাণি । শাস্তি দিবা প্রাণে না মারিও ধন্বন্তরি ॥
এবে তাঁর দেহ যদি হয় দগ্ধীভূত । কি বলিবা যবে জিজ্ঞাসিবে ভূত নাথ ॥
অতএব যাও তুমি সন্ন্যাসিনী বেশে । পরামর্শ দিয়া জলে ভাসাইবা শেষে ॥
নদী হতে মৃতদেহ আনিয়া যতনে । লুকায়ে রাখিব অতি সংগোপন স্থানে ॥
এতশুনি পদ্মাবতী হয়ে ত্বরান্বিতা । সন্ন্যাসিনী বেশে যান মৃত আছে যথা ॥
শ্মশান নিকটে যেয়ে জিজ্ঞাসে কারণ । কি হেতু হইল অদ্য বাহার মরণ ॥
অগ্নি কার্য্যকারকেরা বলিল তখন । সর্পাঘাতে ধন্বন্তরি ত্যজিল জীবন ॥
শুনি সন্ন্যাসিনী বলে দুঃখিত অন্তরে । এমন সর্ব্বজ্ঞ না হইবে মহীপরে ॥
কৃত্রিম প্রণয়ে পদ্মা কহে আঁটে সাটে । জ্ঞান হয় এযাবৎ নাহি প্রাণ টুটে ॥

বিশেষতঃ সর্পাঘাতে মৃত যত হয়। দাহ না করিয়ে জলে অর্পে সমুদয়॥
অতএব বলি শুন আমার বচন। জলে ভাসমান কর জলধিনন্দন॥
সহসা পাইলে দেখা কোন গুণিজন। মন্ত্রের প্রভাবে জীয়াইবে ততক্ষণ॥
এতেক শুনিয়া ধন্বন্তরি শিষ্যগণ। রম্ভাতক ভেলা বাঁধি ভাসায় তখন॥
দুঃখিত হইয়া তবে গেল নিকেতন। তেরাত্রিতে শ্রাদ্ধাদি করিল সমাপন॥
বৈদ্যের বিহনে যত আত্মীয় স্বগণ। শোকেতে করিছে সবে দিবস যাপন॥
কৃষ্ণ বলে বৃথা চিন্তা কর কিকারণ। জন্মিলে নিশ্চয় আছে অবশ্য মরণ॥

ধন্বন্তরির মৃতদেহ জরারাক্ষসীর গৃহে স্থাপন।

ভাসাইয়া ধন্বন্তরি, সন্ন্যাসিনী বেশ ছাড়ি, বিষহরী যান নিকেতন।
মিলিয়া নেতার সনে, চলেন সানন্দ মনে, মৃতকে করিতে আনয়ন॥
গুঞ্জরী সাগর তটে, দোহে উত্তরিয়া ঝটে, চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
দেখে সরসীর স্রোতে, ভাসে ভেলা আচম্বিতে, সহমৃত জলধিনন্দন॥
তখন দুই ভগিনী, নিকটেতে ভেলা আনি, মৃতকে করিয়া উত্তোলন।
জ্ঞান হয় অসম্ভব, নিজ স্কন্ধে করি শব, যান জরারাক্ষসী ভবন॥
বলিলেন বিষহরী, শুন জরা নিশাচরী, রাখ শব করিয়া যতন।
লুকায়ে রাখিতে হয়, নাহি হয় অপচয়, দিতে হবে যবে প্রয়োজন॥
হেথা রাখি বৈদ্যবরে, গেলেন আপনপুরে, হয়ে অতি আনন্দিত মন।
মনসা পদারবিন্দে, অধম কৃষ্ণগোবিন্দে, উদ্দেশেতে করিছে বন্দন।

সর্পদংশনে চন্দ্রধরের পুত্রগণের প্রাণত্যাগ ও সনকার ভর্ৎসনা।

ধন্বন্তরি বৈদ্য রাজ করিয়া সংহার। নেতাসহ বিষহরী সানন্দ অপার॥
বিবাদ সাধিব এবে চন্দ্রধর সনে। অচিরাতে ছয় পুত্র বধিব পরাণে॥
ধন্বন্তরি মৈল আর হতব্রহ্মজ্ঞান। পুত্রবর্গ বাঁচাইবে কৈরে কে সন্ধান॥
এপ্রকারে যুক্তি স্থির করি দুইজন। পাণ্ডু নামে ফণিবরে ডাকেন তখন॥
পদ্মার আদেশে নাগ ত্বরান্বিত হয়ে। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসে করপুটে প্রণমিয়ে॥
মনসা বলেন যেয়ে চম্পক নগর। দংশিবা চাঁদের সেই ছয়টী কুঙর॥
নত শিরে পাণ্ডু নাগ করিছে উত্তর। ভয়ে অঙ্গ কাঁপে যেতে চম্পক নগর॥
অনুগ্রহ করি ক্ষমা করগো আমায়। অন্য কোন ভুজঙ্গেরে পাঠাও তথায়॥
এত শুনি পদ্মাবতী হাসিয়া তখন। আদেশিয়া ছয় ফণী করে আনয়ন॥
পদ্মাসন শঙ্খপাল অনন্ত কর্কট। ব্রহ্মজাল চন্দ্রজাল দশন বিকট॥

এই ছয় বিষধর পাঠান চম্পকে। দংশিতে চাঁদের সুতে অত্যন্ত পুলকে॥
এখানে চম্পকপতি সহ পরিবার। আনন্দেতে নির্ব্বাহ করেন রাজ্যভার॥
নগরে নগরে চাঁদ দিয়াছে ঘোষণা। ভুজঙ্গকে ধৃত করি আনিবে যেজনা॥
লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা তারে দিবে পুরস্কার। সম্মানিত হইবে সে অশেষ প্রকার॥
হেন কালে ছয় ফণী গুঞ্জরীর তীরে। এসব বৃত্তান্ত পাইলেক জানিবারে॥
মনে ভাবে ফণিগণ কি হবে উপায়। নিজ বেশে যাওয়া ভার হইবে তথায়॥
ছলনাতে মায়ারূপ করিয়া ধারণ। চাঁদের তনয়চয় করিব দংশন॥
এ প্রকার যুক্তি স্থির করি ছয় জন। পক্ষী পতঙ্গাদিরূপ করিছে ধারণ॥
পদ্মাসন নাগ তবে হয়ে মধুকর। প্রথমেতে দংশিল কুমার রাজ্যধর॥
শঙ্খপাল মক্ষিকা হইল ততক্ষণ। শ্রীধরের শিরোদেশে করিল দংশন॥
অনন্ত সঞ্চানবেশে উড়িয়া সত্বর। তৃতীয়েতে দংশিলেক সুত গদাধর॥
কর্কট ভীমরুলরূপ করিয়া ধারণ। চতুর্থেতে চক্রধরে দংশিল তখন॥
ব্রহ্মজাল নাগ তবে বলাকরূপ ধরে। পঞ্চমেতে দংশন করিল গঙ্গাধরে॥
চন্দ্রহাস ফণী হয়ে মশার আকার। ষষ্ঠে দংশে মনে তার আনন্দ অপার॥
ফণিগণ ছয় জন করিয়া দংশন। নিজমূর্ত্তি ধরি গেল মনসা সদন॥
হেথা বিষ জ্বালাতে কুমার নিকর। হাহাকার করি প্রাণ হল দেহান্তর॥
ছয় পুত্র নাগে খায় শূন্য হল ঘর। সনকা সহিত বার্ত্তা পেল চন্দ্রধর॥
বেগে চন্দ্রধর অগ্রে বাহির হইল। মৃত পুত্রগণ হেরি শোকেতে বিহ্বল॥
ছয় জন একত্র করিয়া নরপতি। মনোদুঃখে অধোমুখে নখে লেখে ক্ষিতি॥
উন্মাদিনী প্রায় রাণী চলিল সত্বরে। অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
হতপ্রাণ পুত্রগণ সম্মুখে দেখিয়া। ছিন্নমূলা লতা যথা পড়ে ছুটিয়া॥
মাতঙ্গ দলনে যেন কমল কানন। ঝঞ্ঝাবাতে বিহস্ত যেমন রম্ভাবন॥
তন[illegible] সনকা কাঁদেন সর্ব্বগতা। নাসিকে নিশ্বাস অস্পষ্ট নাহি কয় কথা॥
আশে পাশে সখীবৃন্দ সনকাকে ধরি। কর্ণে ফুক দেয় কেহ শিরে ঢালে বারি॥
এ প্রকারে বহুবিধ করিয়া যতন। অনেক কষ্টান্তে সেযে হল সচেতন॥
প্রচুর বিলাপ করে বর্ব্বিতা কত। সনকার ক্রন্দনে প্রস্তর দ্রবীভূত॥
সবে মিলে কহিতেছে সান্ত্বনা বচন। ধৈর্য্যধর রাজেশ্বরি না কর রোদন॥
বহু কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ ধৈরয ধরিয়া। বুঝাইছে চন্দ্রধরে ভৎর্সনা করিয়া॥
সনকা বলেন শুন রাজা চন্দ্রধর। তব সম দুর্ম্মতি কে অবনী ভিতর॥

অহঙ্কারে মত্ত সদা নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান। নাহি চিন শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সমান॥
মনুষ্য হইয়া দেবতার সনে বাদ। তেঁই অদ্য উপস্থিত এতেক প্রমাদ॥
ছয় পুত্র এক দিনে হইল নিধন। কিরূপে রাখিতে পারি এপাপ জীবন॥
কামে মত্ত হয়ে হারায়েছ মহাজ্ঞান। মনসার ছলনে অশেষ অপমান॥
একবার ধন্বন্তরি করে পরিত্রাণ। সে মরিল এখন কে রাখে আর প্রাণ॥
অতএব বলি শুন আমার বচন। ভক্তিভাবে বিষহরী করহ পূজন॥
তবে সে কল্যাণ হবে যে আছে তোমার। মনসা চরণ ভিন্ন গতি নাহি আর॥
সনকার শুনি সাধু প্রবোধ বচন। হেমতাল লয়ে উঠে করিয়া গর্জ্জন॥
ছিছি বলি রামনাম জপে তিনবার। হেন কথা কভু আস্যে না নিঃসার আর॥
তব বাক্যে পূজিব কি হীনজাতি কাণী। যায় যাবে ছয় পুত্র লইয়ে নিছনি॥
প্রতি নগর মাঝারে পাঠাব ঘোষণ। গাইতে হইবে সবার মনসামুণ্ডন॥
তবে অপমান কাণী পাইবে বিস্তর। আর না আসিবে মোর চম্পক নগর॥
অন্তরীক্ষে মনসা আছেন রথোপরে। ডাকি অর্ক ইন্দুকে তখনে সাক্ষ্য করে॥
বিষহরী কন শুন হিমাংশু তপন। নিজ দোষে কষ্ট পায় চম্পক রাজন॥
যোড়পাণি করি কয় শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দে। শুনিতে কিহয় মাতা পরোক্ষের নিন্দে॥

পুত্রগণের চিকিৎসা।

এইরূপে চন্দ্রধর, মন্দ বলে বহুতর, মনসারে উদ্দেশ করিয়া।
আসি পাত্র মিত্রগণ, বলে প্রবোধ বচন, বসাইল করেতে ধরিয়া॥
মন্ত্রী কন মহারাজ, এনহে উচিত কাজ, সদুপায় চিন্তহ আপন।
যাতে হবে প্রতিকার, কর সেই ব্যবহার, যেরূপে বাঁচিবে পুত্রগণ॥
নাহি তব মহাজ্ঞান, কে করিবে পরিত্রাণ, নাহি ধন্বন্তরি সে সুবিজ্ঞ।
অপরাপর বৈদ্য সব, আন তবে যদি শব, দেখ পায় নাপায় আরোগ্য॥
এত শুনি চন্দ্রধর, দেশের বৈদ্যনিকর, অচিরে করিল সমানীত।
যার যেই পরাক্রমে, ঝাড়িলেন ক্রমেং, বিষ জ্বালা না হইল হত॥
সবে হৈল নিরাশ্বাস, দুঃখে বহে ঘনশ্বাস, পুরীশুদ্ধ করে হাহাকার।
বধূদের দুঃখ যত, তাহা বা বর্ণিব কত, নেত্র নীরে হইছে পাথার॥
পরে সব পরিজন, অগ্নি কার্য্যের কারণ, সব শব নিল সিন্ধু তীরে।
কৃষ্ণ বলে বিষহরী, পুনঃ ছদ্মবেশ ধরি, শ্মশানেতে আসহ অচিরে॥

চন্দ্রধরের পুত্রগণকে জরারাক্ষসীর গৃহে স্থাপন।

চিকিৎসায় না বাঁচিল কুমারনিকর। অগ্নিকার্য্য হেতু তুলে চিতার উপর॥

নেতা কন শুন ভগ্নি জয় বিষহরী। শ্মশানেতে যাও তপস্বিনী বেশ ধরি॥
চাঁদের কুমারগণ হলে ভস্মরাশি। কে আর তোমার পূজা করিবে রূপসি॥
অতএব মায়ারূপে চলহ সত্বরে। মন্ত্রণা করিয়া শব ভাসাও সাগরে॥
ধন্বন্তরি রাখিয়াছি রাক্ষসীর ঘরে। ওসবারে রাখিতে হইবে সে প্রকারে॥
এতশুনি পদ্মাবতী হইয়া সাহসী। শ্মশানেতে উপনীত সাজিয়া তাপসী॥
তপস্বিনী বলে কেন দগ্ধ কর শব। পদ্মার ছলনে ভ্রান্ত হয়েছ কি সব॥
সর্পাঘাতি শব দগ্ধ করা যুক্তি নয়। সলিলেতে মগ্ন করা উপযুক্ত হয়॥
সহসা দেখিলে কোন বিজ্ঞ বৈদ্যবর। মন্ত্রবলে জীয়াইয়া দিবেক সত্বর॥
একথা শুনিয়া তবে বলে চন্দ্রধরে। ফণীর উচ্ছিষ্ট মৃত ভাসাও সাগরে॥
তবে প্রজাগণ রম্ভাতরু যে আনিয়া। ছয়খানা বাঁধে ভেলা উত্তম করিয়া॥
ছয় মৃতে তুলিলেক উডুব উপরে। ভাসমান করিলেন গুঞ্জরী সাগরে॥
তার পরে পদ্মাবতী নিজমূর্ত্তি ধরি। নেতা সন্নিধানেতে আসেন ত্বরা করি॥
ভাসিযায় ভেলা সব জলধীর নীরে। নেতাসহ বিষহরী যান তথাকারে॥
মৃতগণ ভেলা হতে করি উত্তোলন। আনিলেন জরারাক্ষসীর নিকেতন॥
আতপের তাপে শুষ্ক করি ছয জন। নিশাচরী গৃহে তবে করেন স্থাপন॥
চন্দ্রধর বংশ ধ্বংস করি পদ্মাবতী। আনন্দেতে যান বাসে নেতার সংহতি॥
মনসার কোপে রক্ষা নাহিক কাহার। কৃষ্ণ বলে চরমেতে কি গতি আমার॥

চন্দ্রধরের নৌকা গঠনের মন্ত্রণা ও মন্‌পবন কাষ্ঠ
আনয়নার্থ সূত্রধরের পর্ব্বতে গমন।

শুনি পুণ্য ইতিহাস, লোমশ ঋষির হাস, বলে কহ কহ মহামুনি।
ছয় পুত্র মলে পরে, কি করিল চন্দ্রধরে, প্রকাশ করহ সে কাহিনী॥
সৈতি কন মুনিবর, সন্ততি মরণান্তর, সদা কাঁদে সনকা সুন্দরী।
নাহি তাঁর বাহ্যজ্ঞান, চলিতে না শক্তি পান, সন্ততিবিয়োগশোক স্মরি॥
নানা বাক্যে চন্দ্রধর, প্রবোধিছে নিরন্তর, কামিনীকে শান্ত করিবারে।
ভাবিয়া অনিত্য দেহ, পুত্রশোক মায়া মোহ, ক্রমেঽ সনকা নিবারে॥
নিয়ে পুত্রবধুগণ, আর যত পরিজন, সহ করে সময় যাপন।
কিছু দিন এপ্রকারে, হরিষ বিষাদান্তরে, আছে সবে চম্পক ভুবন॥
একদিন চন্দ্রধর, লয়ে পঞ্চ মন্ত্রিবর, পাটনের করিছে মন্ত্রণা।
আছে তেরখানা তরী, কিন্তু মনে ভয় করি, পদ্মা পাছে করে কুমন্ত্রণা॥
ভয়ানক কালীদয়, ঢেউ তার অতিশয়, এতরী তরিতে হবে দায়।

অতএব হয় জ্ঞান, সৃজিব অর্ণবজান, যাহাতে নির্ভয়ে যাওয়া যায় ॥
সপ্ততাল পরিমিত, বারি সেই সন্নমীত, তরী হবে চতুর্দ্দশ তাল ।
সানন্দে করিব গতি, কি করিবে পদ্মাবতী, কোনক্রমে না হবে জঞ্জাল ॥
এযুক্তি সার করিয়া, সূত্রধরে আদেশিয়া, কহিল সকল বিবরণ ।
শুন শুন সূত্রধর, আরনা বিলম্ব কর, ত্বরা কর পর্ব্বতে গমন ॥
আন মন-পবন কাষ্ঠ, সে সর্ব্ব কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট, অন্য কাষ্ঠে নাহি প্রয়োজন ॥
কার্য্যসিদ্ধি করি পরে, ত্বরিতে আসহ ঘরে, তবে হবে তরণী গঠন ॥
এত শুনি সূত্রধরে, অচিরে গমন করে, প্রণমিয়া চম্পকেরপতি ।
কৃষ্ণ বলে সদাগর, কুবুদ্ধি ঘটিল তোর, শেষে হবে অশেষ দুর্গতি ॥

সূত্রধরের প্রত্যাগমন ।

মন পবন বৃক্ষ আনিবার তরে । শ্রীদুর্গা স্মরিয়া যাত্রাকরে সূত্রধরে ॥
প্রথমেতে নীলাচলে উপনীত হল । বহু অন্বেষণে মহীরুহ না পাইল ॥
তথা হতে বিন্ধ্যগিরি করিল গমন । তথায়ও প্রাপ্ত না হইল মনপবন ॥
তার পর হিমালয় গিরি উত্তরিল । অনেক তদন্তে কাষ্ঠ তত্রাপি না পেল ॥
বিষাদিত হয়ে তবে চলে সূত্রধর । ত্বরান্বিত হইয়ে মন্দর ধরাধর ॥
এখানেও সে মনপবন নাহি পায় । দুঃখিত হইয়া বসে ভেবে নিরুপায় ॥
আর্ত্তনাদে সূত্রধর করে হাহাকার । কি করিব কোথা যাব কি গতি আমার ॥
এত অন্বেষণেও না পাইলাম কাষ্ঠ । বুঝি গ্রহ নিগ্রহ হইয়া দিল কষ্ট ॥
কাষ্ঠ না পাইলে মোর নাহি পরিত্রাণ । ফিরে গেলে চন্দ্রধর বধিবেক প্রাণ ॥
ক্রূর বিধি কেন বাদ হল মোর প্রতি । কি দোষেতে ঘটাইল এতেক দুর্গতি ॥
এ প্রকারে সূত্রধরে করিছে ক্রন্দন ॥ হেনকালে এল এক বৃদ্ধ তপোধন ॥
মুনিবর কন তবে কোথায় বসতি । কি নাম কাহার পুত্র বট কোন জাতি ॥
কি হেতু আসিলা হেথা বল বিবরণ । কি সন্তাপে মনস্তাপে করিছ রোদন ॥
মুনি দেখি সূত্রধর প্রণাম করিল । আত্ম পরিচয় পরে কহিতে লাগিল ॥
বলে মোর চম্পক নগরে নিবসতি । গিরিধর মোর নাম সূত্রধর জাতি ॥
এথা পাঠাইয়া দিল রাজা চন্দ্রধর । মনপবন বৃক্ষ লইতে সত্বর ॥
চারিটী গিরি বিচারি কাষ্ঠ নাহি পাই । কি করি উপায় তবে বলুন গোসাঞিও ॥
ছুতারের বাণী শুনি কন তপোধন । অদ্ভুত ভূধর ভিন্ন নাহি অন্য বন ॥
সমুদ্র তটেতে আছে সে মন পবন । অশীতি যোজন দীর্ঘ দেখিতে ভীষণ ॥
কিন্তু ছিন্ন করিতে হইবে সাবধান । বৃক্ষোপরে বহু দেবতার অধিষ্ঠান ॥

পূর্ব্বের শাখাতে বাস করে ভগবতী। পশ্চিম শাখায় ধ্যান করে পশুপতি॥
উত্তর শাখাতে গণপতি ষড়ানন। দক্ষিণ শাখায় নাহিক কোন জন॥
বার অক্ষৌহিনী ফণী বৃক্ষের রক্ষক। শত সহস্রাদি ফণী অতি ভয়ানক॥
সে বৃক্ষ কাটিতে না পারিবা সূত্রধর। মনুষ্যের কি শক্তি দেবের লাগে ডর॥
অতএব তথা যাওয়া যুক্তি যুক্ত নয়। বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
শুনিয়া মুনির বাক্য দুঃখিত ছুতার। ইতস্ততঃ ভাবে কত বর্ণিতে বিস্তার॥
অনেক চিন্তিয়া তবে স্থির কৈল মন। যায় যাবেপ্রাণ তরু দেখিব কেমন॥
হরিষ বিষাদে যাত্রা করে সূত্রধর। উপনীত হইল অদ্ভুত গিরিবর॥
বৃক্ষের নিকটে যেয়ে হইল ফাঁফর। দংশিবারে আসে বেগে যত বিষধর॥
প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিছে সত্বর। দ্রুত আসি উত্তরিল চম্পক নগর॥
ছুতার দেখিয়া বার্ত্তা পুছে চন্দ্রধর। কৃষ্ণ বলে শুন যে হইল পূর্ব্বাপর॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

দেখে সূত্রধরাগত, চন্দ্রধর ক্রমাগত, বৃত্তান্ত করিছে জিজ্ঞাসন।
গিয়াছিলা কোথাকার, করেছ কি প্রতীকার, পাইয়াছ কি মন পবন॥
ছুতার প্রণাম কৈরে, চলিতেছে যোড় করে, শুন রাজা সেই বিবরণ।
ক্রমে চারিটী অচল, করিলাম চলাচল, বাকি নাহি বন উপবন॥
শ্রমের নাহিক পার, কতেক কহিব আর, ওষ্ঠাগত হইল জীবন।
না পেলেম সেই কাষ্ঠ, পাইনু বহুল কষ্ট, আসিয়াছি হয়ে ক্ষুণ্নমন॥
হেন কালে একজন, সমাগত তপোধন, উপদেশ কহিল আমারে।
অদ্ভুত নামেতে মরু, তথা ভিন্ন সেই তরু, পাওয়া নাহি যায় স্থানান্তরে॥
তাঁর বাক্য শিরে ধরি, যাইয়া অদ্ভুত গিরি, দেখিলাম মহীরুহ বর।
নানা দেব স্থানে স্থান, করিয়াছে অবস্থান, সহকারে পার্ব্বতী শঙ্কর॥
অগণিত বিষধর, বৃক্ষ প্রহরিনিকর, ফণা ধরি আসে দংশিবারে।
ভয়ে দেহ ম্রিয়মাণ, লইয়ে আপন প্রাণ, উপস্থিত হয়েছি হুজুরে॥
যদি হয় মন্দ কাজ, শাস্তি দাও মহারাজ, যেবা হয় উচিত বিচারে।
কৃষ্ণ কয় পূর আশ, ভজ শক্তি দিগবাস, পূজা কর ষোড়শোপচারে॥

চন্দ্রধরের হরগৌরী আরাধনা।

এতশুনি চন্দ্রধর ছুতারের ভাষ। উদ্দেশেতে আরাধনা করে দিগবাস॥
শিবদাতা ভব তুমি ভব কর্ণধার। অগতির গতি তুমি সংসারের সার॥
মহা প্রভু মহেশ্বর করুণা নিধান। তুমি এ ত্রিলোকেশ্বর দেবের প্রধান॥

শ্বেতাম্বুজ নিন্দিত শ্রীঅঙ্গের কিরণ। ত্রিনয়ন সুধাংশু ভাস্কর হুতাশন॥
জটাজুট ত্রিশূল ডুম্বর ফণী মণি। গলে অস্থি হার শোভে মুক্তাহার জিনি॥
বিশ্বনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যু ভয়াতীত। কল্পতরু কৃপাময় জগত বিদিত॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মহেশ্বরে। অম্বিকাকে আরাধনা করে অতঃপরে॥
অভয়ে সভয়ান্তরে করি নিবেদন। কটাক্ষে করুণা কর জেনে অভাজন॥
চণ্ডিকে চামুণ্ডে ভব কর্ত্রীকে ভবানি। চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ডকারিণি শর্ব্বাণি।
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মজয়ী দনুজদলনী। রক্তবীজ মৈষাসুর নিশুম্ভঘাতিনী॥
আপনি সর্ব্বমঙ্গলা শম্ভুর ঘরণী। দিগম্বরী ভয়ঙ্করী শুম্ভবিনাশিনী॥
বিশ্বমাতা বিশালাক্ষি অনন্তরূপিণী। চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী ত্রিগুণধারিণী॥
আদ্যাশক্তি প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপিণী। মহামায়া মহার্ণবে নিস্তার কারিণী॥
কালী কপালিনী দুর্গে দুর্গতি হারিণী। মহাকাল ভয়হরা নরক বারিণী॥
শারদা বরদা উমাভীমা মাতঙ্গিনী। পার্ব্বতী বগলা বামা বিমলা ঈশানী॥
শঙ্করী ষোড়শী শুভঙ্করী নিস্তারিণী। ধূমা ছিন্নমস্তা তারা শশ্মানবাসিনী॥
কৌশিকী ভুবনেশ্বরী কামাখ্যারুদ্রাণী। তুমি মূলাধারা বট ত্রিলোক জননী॥
আমি বটি অধম অজ্ঞান মূঢ়মতি। দয়া বিতরণে হের কুপুত্রের প্রতি॥
এপ্রকারে চন্দ্রধর করিছে স্তবন। কৈলাস বাসিনী গৌরী জানিলা তখন॥
শিবসহ শিবদারা আনন্দিত মনে। অচিরে দর্শন দেন চম্পক ভবনে॥
ভব ভবরাণী কন বাছা চন্দ্রধর। কি জন্যে ভাবনা এত বল পূর্ব্বাপর॥
সমাগত হরগৌরী দেখি চন্দ্রধরে। ধরণী লুণ্ঠিত হয়ে দণ্ডবৎ করে॥
যোড় পাণি করে বলে চম্পক ঈশ্বর। তরণী নির্ম্মিতে বাঞ্ছা হল মহেশ্বর॥
মনপবন কাষ্ঠ আছে অদ্ভুত ভূধরে। আজ্ঞা কর সেই কাষ্ঠ আনিব সত্বরে॥
তবে সে অর্ণবযান হইবারে পারে। প্রসন্ন হইয়া দোঁহে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
এত শুনি কন তবে ভবানী শঙ্করে। সেই বৃক্ষে অনেক দেবতা বাস করে॥
দক্ষিণের ডালে নাই কারো অধিকার। সেই শাখা আনিতে পাঠাও সূত্রধর॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হন হরগৌরী। শুনে হল আনন্দিত চম্পকাধিকারী॥
অধম কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। বলে সাধু এবে পূর্ণ হবে অভিলাষ॥

মনপবন বৃক্ষের দক্ষিণদিকের শাখাচ্ছেদন।

হরগৌরী আজ্ঞা পেয়ে, চন্দ্রধর আদেশিয়ে, ষোলশত আনিল ছুতার।
অনতি বিলম্ব করি, পাঠায় অদ্ভুত গিরি, মনপবন কাষ্ঠ আনিবার॥
যেয়ে সব সূত্রধর, কাটিবেক তরুবর, হেন কালে ধায় ফণিগণ।

ভয়েতে ছুতার চয়, বিনয় বচনে কয়, আজ্ঞা দিল দেব পঞ্চানন॥
তবে যত অহিবরে, মর্ম্ম জানি ধ্যানান্তরে, করিলেক ক্রোধ সংবরণ।
পরে সূত্রধরগণ, দৈবে আনন্দিত মন, তরুশাখা করিছে ছেদন॥
এক দিবা বিভাবরী, বহু পরিশ্রম করি, শাখাবর ভূমিষ্ঠ করিল।
পরিমাণ আশীতাল, দেখিতে ভীষণ ডাল, নর্ম্মদার নীরে ভাসাইল॥
নদীস্রোতে ভেসে যায়, সকলে দেখিতে যায়, বলে ধন্য২ তরুবর।
ব্রহ্মাণ্ডের যত তরু, একত্র হইলেও সরু, না হইবে ইহার সোসর॥
কত দিনে এপ্রকারে, ভাসিতে২ নীরে, উত্তরিল চম্পক নগর।
বৃক্ষ দেখি কুতূহলি, দুই কর ঊর্দ্ধে তুলি, আনন্দে নাচিছে চন্দ্রধর॥
ডাকি সব সূত্রধর, করে নানা পুরস্কার, দেয় যাচ্ঞাতীত মণি হার।
কৃষ্ণ কয় চন্দ্রধর, আমি কি এতই পর, ভাগে নাই সর্ব্ব পুরস্কার॥

চন্দ্রধর কর্ত্তৃক মধুকর নামক একখানি অতি বৃহৎ
অর্ণবযান নির্ম্মাণ করান।

মনপবন বৃক্ষ দেখি সানন্দ অন্তরে। ছুতারে করিল আজ্ঞা রাজা চন্দ্রধরে॥
তটোপরি তরুগোটা তুলিয়া সত্বরে। খণ্ড খণ্ড করি সবে চিরহ অচিরে॥
শুনি সূত্রধর চয় হয়ে কুতূহলী। খণ্ড খণ্ড করে বৃক্ষ নদী তটে তুলি॥
জ্ঞাতি বন্ধু সনে সাধু মন্ত্রণা করিয়া। নৌকার নির্ম্মাণ করে সানন্দ হইয়া॥
দিন ক্ষণ শুভ লগ্ন করিতে সুধার্য্য। আদেশিয়ে আনিল যশাই লগ্নাচার্য্য॥
দৈবজ্ঞ মাহেন্দ্র ক্ষণ করিল নির্দ্ধার্য্য। মঙ্গলার্থে সাধু করে অশেষ সৎকার্য্য॥
নানা দানে তুষিলেন দীন দুঃখিজন। ভক্তিভাবে হরগৌরী করেন পূজন॥
বাদ্যভাণ্ড নৃত্য গীত বর্ণিতে বিস্তর। আনন্দের সীমা নাহি চম্পক নগর॥
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বাদি প্রজা পুঞ্জগণ। নানা উপহারে সাধু করান ভোজন॥
শুভ লগ্ন সমাগত হইল যখন। দাঁড়া পাড়িবারে এল সূত্রধরগণ॥
গিরিবর নাম বিশ্বকর্ম্মার যে মামা। কারো মধ্যে নাহি তাঁর গুণপরিসীমা।
নানা ধনে সন্তোষিয়া বলে চন্দ্রধর। শুন শুন গিরিবর আমার উত্তর॥
তেরডাল বারি আছে কালীদয় সাগরে। চতুর্দ্দশ ডালতরি গঠহ সত্বরে॥
তবে আর মনসায় কি করিবে বাদে। আনন্দেতে পাটনে যাইব নিরাপদে॥
চন্দ্রধর বচন শুনিয়া গিরিবরে। লক্ষ২ ছুতার সহিতে দাঁড়া পাড়ে॥
ক্রমেতে বৎসরাবধি করিল গঠন। পরে সমুদায় কর্ম্ম হল সমাপন॥
নির্ম্মিত হইল তরি দেখি চন্দ্রধর। নানা বাদ্য মহোৎসব করিল বিস্তর॥

নানা উপহার তবে আনিল আহরি। লক্ষ ছাগ বলিদানে পূজিল শঙ্করী॥
বহু ধন বিতরণ করে সদাগর। সূত্রধরগণ পায় শিরপা বিস্তর॥
আনন্দেতে চন্দ্রধর লয়ে প্রজাগণ। জলে ভাসমান তরি করিল তখন॥
নানা চিত্র বিচিত্রিত করিল সাজন। স্বর্ণ রৌপ্য প্রবালাদি মাণিক্য রতন॥
কাদম্বিনী সহ যেন তড়িৎ মণ্ডল। তদাকার তরির কিরণ ঝলমল॥
হেন মনোহর তরি নাহি মহীতলে। জ্ঞান হয় সুরপুরী সহসা দেখিলে॥
তরণী হেরিয়া হৃষ্ট রাজা চন্দ্রধর। বিচারিয়া নাম তার রাখে মধুকর॥
অত্যজ্ঞ কৃষ্ণগোবিন্দ মনসা কিঙ্কর। বলে সাধু পাটনেতে চলহ সত্বর॥

চন্দ্রধরের তরণীর উপরে উদ্যান সৃজন।

তরণী করিয়া সাজ, সহর্ষে চম্পক রাজ, মালিগণে করি আনয়ন।
কব কত পারিপাটী, বলে নায়ে তুল মাটী, কর এক উদ্যান সৃজন॥
রাজ আজ্ঞা অনুসারে, যাইয়া মালি নিকরে, ত্বরিতে তরীতে তুলে মাটী।
নিরমিতে পুষ্পোদ্যান, স্বয়ং চন্দ্রধর জ্ঞান, কাছুনী বাঁধিল কটি আঁটি॥
জাতী যুথী কুন্দ বেলী, গন্ধরাজ কৃষ্ণকেলী, পারিজাত কদম্ব পলাস।
কুন্দ কুসুম পলারি, সন্ধ্যামালী সারি সারি, রঙ্গনমালী জবা বনকাপাস॥
যুই ধুতুরা কাঞ্চন, মুচুকুন্দ আদি দ্রোণ, চাঁপা নাগেশ্বর যথোচিত।
হেন মনে জ্ঞান হয়, তরীতে গন্ধর্ব্বালয়, নানা পুষ্প গন্ধে আমোদিত॥
তার পরে ফল বৃক্ষ, রোপিলেক লক্ষ লক্ষ, বর্ণনেতে হইবে বিস্তার।
অম্র কাঁঠাল শ্রীফল, গুবাকাদি নারিকেল, হরিতকী বদরি অপার॥
জাম আতা আনারস, পেয়ারা অতি সুরস, রাম রম্ভা দাড়িম্বাদি করি।
মদন মনোমোহন, যথায় নন্দন বন, ততোধিক শোভা তদুপরি॥
উদ্যান করে নির্ম্মাণ, পুলকে পূর্ণিত প্রাণ, নৃত্য করে চন্দ্রধর রায়।
কৃষ্ণ কয় চম্পক পতি, বাণিজ্যে যেতে সম্প্রতি, আমাকে কি নিতে পার নাথ ?

চন্দ্রধরের বাণিজ্যে যাওয়ার মানসে দ্রব্যাদি ক্রয় ও মনসার সহিত দ্বন্দ্ব।

তরী সাজাইয়া তবে রাজা চন্দ্রধর। কর্ণধার দুলাইকে ডাকেন সত্বর॥
রাজার আদেশমতে আসি কর্ণধার। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করে করি নমস্কার॥
চন্দ্রধর বলে শুন সুবুদ্ধি দুলাই। বাণিজ্যের ব্যবহার কহ মোর ঠাঁই॥
কত লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা লইতে হইবে। কোন মহীপতিদেশে গমন করিবে॥
দুলা বলে চন্দ্রধর শুনহে বচন। রজত কাঞ্চনে কিছু নাহি প্রয়োজন॥

রাক্ষসের দেশে মোরা যাইব পাটনে। স্বর্ণ রৌপ্য প্রবালাদি গণ্য নহে ধনে॥
যে দ্রব্যের তরে তারা হবে অভিলাষী। বলব কিসেছাইভস্ম মুখে আসে হাসি॥
আদ্রক, হরিদ্রা, আর কুষ্মাণ্ড, বেগুন। আলু, মুখী,মান, চণা,অপ্রাপ্য সেগুণ॥
শামুক, সরিষা, সিংড়া, তিশী, তৈল, ঘৃত। পশুপক্ষী বরাহ ছাগল পারা যত॥
খেশ, খইরা প্রভৃতি জঘন্য বস্ত্র যত। সে সব অমূল্য নিধি তথায় বাঞ্ছিত॥
দুলা বলে মধ্যে আরো পড়ে গেল ভুল। মহারাজ হয়ে যার দিতে নারে মূল॥
দ্রব্যের প্রধান গণ্য নাম যার ক্ষীরা। তাহার বদলেতে ত্রিগুণ পাবে হীরা॥
আর এক সুখাদ্য সে দেবের দুর্লভ। তার কাছে তুচ্ছবৎ স্বর্ণ খণ্ড সব॥
কি বলিব সে দ্রব্যের মাহাত্ম্যের কথা। অমূল্য রতন তুল্য নালিতার পাতা॥
এতেক দুলাই যদি করিল প্রকাশ। কারসাধ্য আস্তেতে রাখিতে পারে হাস॥
কর্ণধার বলে ইথে হেসে কিবা ফল। যে দেব যে ফুলে তুষ্ট তাই দেওয়া ভাল॥
দুলাইয়ের বচনেতে রাজা চন্দ্রধর। এসব সামগ্রী নিতে হইল তৎপর॥
ক্রমে এসকলই ক্রয় করে অধিকারী। সম্পূর্ণ করিল তবে চতুর্দ্দশ তরি॥
তেডা নামে ভৃত্য তবে ছিল একজন। তাহাকে ডাকিয়া সাধু আনিল তখন॥
চাঁদে বলে তেডা শুন আমার বচন। সৈন্য আগমন বাদ্য বাজাও এখন॥
এত শুনি তেড়া যেয়ে দিলেক টিকারা। বাণিজ্যে যাইবে সবে পাইলেক সারা॥
উজিরনাজির বক্সী মুন্সী কোতোয়াল। হাওয়ালদার সুবেদার ও নগরপাল॥
অপ্রমিত উপস্থিত সিপাই সন্তরী। মুষল মুদ্গর গদা আদি অস্ত্রধারী॥
বন্দুক, কামান, তোপ, ঢাল তরোবার। ধনুক ত্রিশূলধারী বর্ণিতে অপার॥
সকল কটক হৈল হুজুরে হাজির। সকলের জিম্বাদার রহিল নাজির॥
অন্তঃপুরে সনকার দাসী পঞ্চজন। ডাক দিয়া চন্দ্রধরে আনিল তখন॥
শীতলী পাতলী উলী দুর্ব্বলী পদ্মিনী। বটে এরা সকলেই সোদরা ভগিনী॥
সাধু বলে দাসীগণ শুনহ বচন। জ্ঞাতি বন্ধু সসৈন্যেতে করাব ভোজন॥
ত্বরিতে যাইয়া সবে কর আয়োজন। যাহাতে উত্তমরূপে হইবে রন্ধন॥
এত শুনি দাসীগণ গেল অন্তঃপুরে॥ কহিল সকল কথা সনকা গোচরে॥
স্নান করি সনকা সুন্দরী ততক্ষণ। রন্ধন করিল প্রায় শতেক ব্যঞ্জন॥
মৎস্য মাংস আদি যত বর্ণিতে বিস্তর। পলান্ন মিষ্টান্নাদি পিষ্টক বহুতর॥
ইত্যাদি অনেকানেক করিয়া রন্ধন। সদাগরে জানাইল দাসী একজন॥
এত শুনি স্নানে চলিলেন চন্দ্রধর। পরে পূজে ভক্তিভাবে ভবানী শঙ্কর॥

অপরেতে একে২ সর্ব্ব দেবগণ। মনসা ব্যতীত পূজা করে সর্ব্বজন॥
তবে কন বিষহরী থাকি অন্তরীক্ষে। মোরে পূজা কর সাধু রবে মহা সুখে॥
এত শুনি চন্দ্রধর উঠিয়া সত্বর। হেমতাল তুলে নিল স্কন্ধের উপর॥
তবু গোটা ঘুরায়ে সঘনে মারে পাক। বায়ুবেগে ঘোরে যেন কুমারের চাক॥
চাঁদে বলে লঘুজাতি কেন এলে হেথা। হেমতাল আঘাতে ভাঙ্গিব তোরমাথা॥
রাগে পরিপূর্ণ হৈল আরক্ত লোচন। বলিতে উচিত নহে যত কুবচন॥
ভয় পেয়ে পদ্মাবতী হন অন্তর্দ্ধান। দৈববাণী করি দেন উপদেশ দান॥
শুন বলি তোমাকে নির্ব্বোধ সদাগর। না বুঝিয়া এত কেন বল কটূত্তর॥
দীন দুঃখী নহি আমি ধনের আশায়। বারংবার বলি তুমি পূজহ আমায়॥
কারণ বশতঃ আসি তোমার গোচরে। তুমি না পূজিলে নাহি পূজিবে সংসারে॥
অতএব তোমাকে বলি হে চন্দ্রধর। ভক্তি কি অভক্তি ভাবে মোর পূজা কর॥
পুষ্পোদ্যান পরিজন পুত্র ছয় জন। ধন্বন্তরি সহ জীয়াইব এইক্ষণ॥
বাণিজ্যে যাইয়া তব নাহি প্রয়োজন। চৌদ্দ নৌকা সম্পূর্ণ করি দিব ধন॥
এত শুনি সাধু কয় হাসিতে হাসিতে। আর নাহি ছলনাতে পারিবে ভাণ্ডিতে॥
মিথ্যা কথা বারে বারে বল অকারণ। কোথায় দেখেছ মরা পেয়েছে জীবন॥
এক মুষ্টি তণ্ডুল খাইতে অভিলাষ। চৌদ্দ নৌকা ধন দিবি শুনে পাই হাস॥
হেন কথা নাহি আরো বল দুষ্টমতি। চুরি ভিন্ন কি তোমার আছয়ে শকতি॥
মহাজ্ঞান বাগানাদি পুত্র ধন্বন্তরি। সকলি করিলে নষ্ট মায়া বেশ ধরি॥
সম্মুখে আসিতে শক্তি না হয় তোমার। পূজা লবে কি সাহসে বরহ বিচার॥
এত বলি পুনরপি তুলে হেমতাল। দেখা নাহি পাই ইকি হইল জঞ্জাল॥
অনুদ্দেশে কথা কহ একি ব্যবহার। নিকটেতে আস পূজা করিব তোমার॥
হেমতাল পাক দিয়ে সভয় অন্তর। অপমানে বিষহরী হলেন অন্তর॥
তবে স্নানাহ্নিক সমাপিয়া চন্দ্রধর। ভোজন করিতে গৃহে চলেন সত্বর॥
কে বসে ভোজনের যত পরিপাটী। কিন্তু আমি চাহি যদি তবে হবে ত্রুটি॥

চন্দ্রধরের ভোজন প্রশংসা।

তবে চন্দ্রধর রায়, স্নান পূজা সমাধায়, আসিলেন করিতে ভোজন।
জ্ঞাতি বন্ধু এল যত, তাহা বা বর্ণিব কত, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সর্ব্বজন॥
স্বর্ণাসন রৌপ্যাসনে, সবাই সানন্দ মনে, যথা যোগ্য বসিল তখন।
পরে সনকা সুন্দরী, সুবর্ণের থালে পুরি, ক্রমে আনে অন্ন ও ব্যঞ্জন॥
ব্যঞ্জন হইল যত, তা হয় এক শত, মৎস্য মাংসে কে করে গণন॥

আর যত উপহার, বলিতে শকতি কার, ক্ষীর সর ইত্যাদি মাখন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা, পলান্ন মিষ্টান্ন নানা, পিষ্টক রঙ্করা অগণন।
খাশা বরপী মতিচুড়, বুন্দিয়া আদি প্রচুর, রাশিং করে আনয়ন ॥
মিছরি গুড় শর্করা, মোহনভোগ ছানাবড়া, লাড্ডু দেখি যুড়ায় জীবন।
বাদাম কিস্‌মিস্ বড়া, লুচী পুরী ভরা ভরা, পানিতাওয়া আদি লালমোহন ॥
আহারীয় যত ছিল, কিছু না বাকি রহিল, কে করিবে সম্পূর্ণ বর্ণন।
সকল কৈরে আহার, পেট হল স্থূলাকার, চলিতে না পারে কোন জন ॥
অশনের অবশেষে, বলি শুন সবিশেষে, আরম্ভ করিছে আচমন।
অতি বৃদ্ধ ছিল যাঁরা, সহিতে নারিল তাঁরা, কত জনা করিছে বমন ॥
ভোজনান্তে চন্দ্রধরে, যথাযোগ্য ব্যবহারে, তাম্বুলাদি করান ভক্ষণ।
কৃষ্ণ কয় তুষ্ট হয়ে, সকলে বিদায় লয়ে, নিজালয়ে করিল গমন ॥

সনকার সহিত চন্দ্রধরের বিহার এবং সনকার ঋতু রক্ষা।

অশনান্তে সর্ব্বজন গেল নিজ ঘর। হেনকালে সনকাকে বলে চন্দ্রধর ॥
আজি কেন হৈল এত উচাটন মন। সহসা কি জন্যে মোর মাতিল মদন ॥
কামেতে অবশ প্রায় হইলেক দেহ। প্রিয়তমে রতি দানে জীবন রাখহ ॥
সনকায় বলে বুদ্ধি গেল রসাতলে। কামেতে কাতর এত হলে বৃদ্ধকালে ॥
ছয় পুত্রবধূ ঘরে লাজে কাঁপে প্রাণ। দিবাতে কেমনে বল দিব রতি দান ॥
সাধু বলে লজ্জা ভয়ে কি করে এখন। লজ্জায় কি ফলোদয় কষ্ট পেলে মন ॥
তোমার বিমল মুখ করি নিরীক্ষণ। সর্ব্বাঙ্গ কন্দর্পানলে হতেছে দাহন ॥
দুরু দুরু করে প্রাণ অতি সুচঞ্চল। মানস সাগরে হৈল তরঙ্গ প্রবল ॥
সহ্য না করিতে পারি মদন শাসন। স্বকরে হানিছে হৃয়ে পঞ্চ প্রহরণ ॥
বিলম্বনা কর প্রিয়ে শান্ত কর মন। নতুবা জীবনে আমি অর্পিব জীবন ॥
স্বামীকে কাতর দেখি সনকা সুন্দরী। বলে ধৈর্য্য ধারণ করহ অধিকারী ॥
উভয়ে গমন করে শয়ন মন্দিরে। রতিরসে উভয়েই সুখভোগ করে ॥
অন্তর্য্যামী অনন্ত রূপিণী বিষহরী। অন্তরে জানিলা ঋতু রক্ষে অধিকারী ॥
নেতাসহ যুক্তি করে মনসা তখন। অনিরুদ্ধ উষা আছে ইন্দ্রের ভুবন ॥
ইহাদেরে আনিবারে যায় পদ্মাবতী। যাত্রা করি উত্তরিলা যথা সুরপতি ॥
বিষহরী দেখি ইন্দ্র উঠিয়া সত্বরে। বসিতে আসন দেন অতি সমাদরে ॥
বাসব বলেন ওগো শিবের কুমারী। কোন কার্য্যে তব আগমন সুরপুরী ॥

মনসা বলেন তবে শুন দেবরাজ। এসেছি আপন স্থানে পেয়ে বড় লাজ॥
বণিক্য কুলেতে জাত রাজা চন্দ্রধর। আমার পরম অরি চম্পকেতে ঘর॥
অহঙ্কারে মত্ত মোর পূজা নাহি করে। বিশেষতঃ মন্দ বলে না সহে অন্তরে॥
অতএব আখণ্ডল হয়ে দয়াবান॥ অনিরুদ্ধ উষা দোঁহে মোরে কর দান॥
অনিরুদ্ধ জন্মিবেক চন্দ্রধর ঘরে। উষাকে লইয়া যাব উজানী নগরে॥
উজানীর রাজা যে সায়র নৃপমণি। উষা হইবেক যেয়ে তাঁহার নন্দিনী॥
লক্ষ্মীধর, বিপুলা ওদের নাম হবে। বিপুলাকে লক্ষ্মীধর বিবাহ করিবে॥
কালরাত্রে লক্ষ্মীধরে দংশিবে ভুজঙ্গ। তবে সে পূজিবে চাঁদে পাইয়া আতঙ্ক॥
পূর্ব্বাপর সমুদায় করিনু প্রকাশ। নর্ত্তক নর্ত্তকী দিয়া পূর্ণকর আশ॥
ইন্দ্র কন দেবী শুন বচন আমার। এদোঁহে মর্ত্ত্যেতে যেতে পাবেনা স্বীকার॥
অনিরুদ্ধ উষা নৃত্যকরের প্রধান। এদের আচার দেবাচারের সমান॥
দেবের বাঞ্ছিত ভোগ করয়ে ভক্ষণ। কিরূপেতে নরযোনি করিবে ধারণ॥
এত শুনি মনসা বলেন দেবরাজ। ছলনা ব্যতীত সিদ্ধ না হইবে কাজ॥
নৃত্য করিবার তরে আন দুইজনে। মায়া করি তাল ভঙ্গ করিব তখনে॥
ক্রোধ করি আপনি দিবেন অভিশাপ। মম সঙ্গে যাবে দোঁহে পেয়ে মনস্তাপ॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব পুরন্দর। বলে কত লজ্জিব মা তোমার উত্তর॥
অঙ্গীকার করিলাম দিব শাপবাণী। কৃষ্ণ বলে দায়ে ঠেকিয়াছ বজ্রপাণি॥

ইন্দ্রের আদেশে অনিরুদ্ধ উষার নিকটে চিত্ররেখার গমন।

ইন্দ্রের পরিচারিকা, নাম বটে চিত্র রেখা, দেবরাজ ডাকিল তখন।
বলে যাও ত্বরা করে, নৃত্য করিবার তরে, উষাকে করহ আনয়ন॥
তবে যেয়ে চিত্ররেখা, উষা সনে কৈরে দেখা, বলে শীঘ্র করহ গমন।
দেবরাজ অভিপ্রেত, হইবে নৃত্য সংগীত, নিতে এলেম তোমা দুইজন॥
শুনি অনিরুদ্ধ উষা, আরম্ভিল বেশ ভূষা, তামাসার সজ্জা অগণন।
করিদশন চিরুণী, করে করি সুবদনী, চিকুর করিছে আচড়ন॥
জিনি কাল ভুজঙ্গিনী, বিনাইয়ে বাঁধে বেণী, তাহে দিল মল্লিকা মালতী।
ভালেতে সিন্দূর বিন্দু, নিন্দিত শরদ ইন্দু, সীমন্তে পড়িল দিব্য সিঁথি॥
আঁখি নবীনোৎপল, তাহাতে দিল কজ্জল, গলে হার পরে গজমতি।
নাসিকা করে ধক ধক, শোভে অলক তিলক, কুণ্ডল রঞ্জিত করে শ্রুতি॥
স্বর্ণ কঙ্কণ করে, চরণে নূপুর পরে, আনন্দেতে ঝাবক সংহতি।

পরিল বিচিত্র শাঁড়ী, নানা চিত্র সারি সারি, শারী শুক ময়ূর প্রভৃতি।
যত রত্ন অলঙ্কার, বর্ণিতে শকতি কার, ব্রহ্মাণ্ডে আছিল যত ইতি।
সাজ হল সমাপন, কৃষ্ণ কৈরে নিরীক্ষণ, বলে আহা মরি কি শ্রীমতি॥

উষার নৃত্যারম্ভ. পয়ারচ্ছন্দ।

নৃত্যের যতেক সাজ লইলেক উষা। অনিরুদ্ধ বাদ্য যন্ত্রলয় বেণু তাসা॥
সেতারা চৌতারা আর বেহালা সারঙ্গ। একতারা তবলাদি মধুর মৃদঙ্গ॥
তবে উষা অনিরুদ্ধ নিয়ে সঙ্গিগণ। উপনীত হইলেন অমর ভুবন॥
সবে করি দেব রাজ চরণ বন্দন। যথা যোগ্য আসনেতে বসিল তখন॥
বিদ্যুতের ছটা জিনি উষার বরণ। কটাক্ষে হরিতে পারে মদনের মন॥
উষাকে হেরিয়া অতি হৃষ্ট পুরন্দর। নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিলেন সত্বর॥
নৃত্য আরম্ভিতে ধনী উঠিল যখন। নানাবিধ অমঙ্গল হল দরশন॥
দক্ষিণে শৃগাল আর বামে বিষধর। উষার হইল অতি দুঃখিত অন্তর॥
চিত্ররেখা বলে ভেবে কিফল গো আর। ইষ্টধ্যান করি নৃত্যে হও আগুসার॥
তবে উষা শ্রীদুর্গা বলিয়া তিনবার। গজেন্দ্র গমনে যায় নৃত্য করিবার॥
চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্বেরা নানাবাদ্য করে। কত রঙ্গভঙ্গে উষানাচে শূন্য ভরে॥
কোকিলের ধ্বনি জিনি ধনীর সুধ্বনি। সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হল সুরমণি॥
কোনরূপে শাপিবার ছিদ্র নাহি পায়। বিষহরী, কন এক আছে সদুপায়॥
যদি উষা নৃত্য করে কাঁচা শরা ভরে। তবে তালভঙ্গ আমি পারি করিবারে॥
এতেক শুনিয়া তবে কন বজ্রধারী। কাঁচা শরাপরে দেখি নাচহ সুন্দরি॥
তবে উষা করিলেক কাঁচা শরাভর। তাহাতে হইল আরো নৃত্য মনোহর॥
হেন কালে মায়া প্রকাশিয়া পদ্মাবতী। সর্প এক সৃজিলেন ভীষণ আকৃতি॥
শিহরিল ফণী দেখি উষার যে অঙ্গ। সেই কালে অকস্মাৎ হল তাল ভঙ্গ॥
তাল ভঙ্গ হল পরে কন দেবরাজ। আমাকে অবজ্ঞা কর ভাল নহে কাজ॥
উষা অনিরুদ্ধ মত্ত হলে অহঙ্কারে। যে ইচ্ছা করিস নৃত্য ক্ষুদ্র ভেবে মোরে॥
অতএব তোরে শাপ দেই নর্ত্তকিনী। সুরপুর ছেড়ে জন্ম হবে নর যোণি॥
উজানীতে রাজা বটে সায়র নৃমণি। তথা যেয়ে হও তুমি তাঁহার নন্দিনী॥
চম্পক নগরে বৈসে রাজা চন্দ্রধর। অনিরুদ্ধ হইবেক তাঁহার কুওর॥
এতেক শুনিয়া উষা নৃত্য পরিহরি। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিছে ইন্দ্রের পায় পড়ি॥

তোমার বচনে প্রভো পাই মনস্তাপ। লঘু পাপে মনসা দিলেন গুরু শাপ॥
যাইতে নারিব আমি মনুষ্য ভবনে। দেব ভোগ উপেক্ষিয়ে থাকিব কেমনে॥
অতএব দেব রাজ হয়ে কৃপাবান। শাপে মুক্ত করি প্রভু কর পরিত্রাণ॥
উষার বচনে ইন্দ্র বলেন তখন। আমার এবাক্য কভু না হবে খণ্ডন॥
দুঃখে সুখে তথা যেয়ে করহ যাপন। দ্বাদশ বৎসরে শাপ হইবে মোচন॥
তারপরে মৃদুস্বরে বলেন মনসা। কি ভয় তোমার মোর সঙ্গে চল উষা॥
শিবের সম্বন্ধে বাণ রাজা মোর ভ্রাতা। তারকন্যা তুমি যে আমার ভ্রাতৃ সুতা॥
কামপুত্র অনিরুদ্ধ জামাতা আমার। আমি পক্ষেথাকিলে কি ভয়গো তাহার॥
চাঁদের বিবাদে জয়ী হইব যখন। অবিলম্বে তোমা দোঁহে আনিব তখন॥
অতএব দুঃখ নাহি ভাবিও অন্তরে। জামাতা সহিতে উষাচলহ সত্বরে॥
উষা বলিলেন পিসী কর অবধান। সদয়া হইয়া এই দেহবর দান॥
অনায়াসে মৃত যদি জীয়াইতে পারি। হারাধন পুনঃ হস্তে আসিবে বাহুরি॥
যখনে তোমাকে আমি করিব স্মরণ। কপটতা পরিহরি দিবা দরশন॥
এই কথা সত্য সত্য কর অঙ্গীকার। তবে সে তোমার সঙ্গে পারি যাইবার॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী করেন স্বীকার। মনের মানস পূর্ণ হইবে তোমার॥
তবে দেব রাজ স্থানে বিদায় হইয়া। চলেন মনসা অনিরুদ্ধ উষানিয়া॥
সুরপুর হতে যাত্রা করিয়া তখন। অনলে পুড়িয়া দোঁহে ত্যজিল জীবন॥
পঞ্চত্ব হইল যবে অনিরুদ্ধ উষা। লয়ে প্রাণীলয়ে শীঘ্র চলেন মনসা॥
পথেতে যাইতে দেখে যমের কিঙ্কর। প্রাণীলয়ে ঘোরতর হইল সমর॥
বর্ণনা করিলে যুদ্ধ হইবে বিস্তর। যমদূত জিনি পদ্মা চলেন সত্বর॥
উপনীত হইলেন চম্পক নগরে। অনিরুদ্ধ প্রাণী রাখে সনকা উদরে॥
সনকাকে দৈব বাণি জানান তখন। এই ঋতু যোগে হবে উত্তম নন্দন॥
মম বাক্যে নাম তার রেখ লক্ষ্মীধর। প্রকাশ না কর ইহা কাহার গোচর॥
এতশুনি সনকার হরিষ অন্তর। তথা হতে যান পদ্মা উজানী নগর॥
সায়র রাজার পত্নী সুমিত্রা সুন্দরী। তার গর্ভে উষাকে রাখেন বিষহরী॥
হেন কালে অকস্মাৎ হল দৈব বাণী। কন্যা এক তোর গর্ভে হবে মহারাণী॥
তার নাম রাখিবেক বেহুলা সুন্দরী। এতবলি অন্তর্দ্ধান শিবের কুমারী॥
মনসা গেলেন পরে আপন আবাস। অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দ করিল প্রকাশ॥

সনকার নিকট চন্দ্রধরের বাণিজ্যে যাইবার বিদায় প্রার্থনা।

সনৎকুমার কথা শুনি, পুলকে লোমশ মুনি, বলে কহ কহ ঋষিবর।
কিরূপেতে চন্দ্রধরে, বাণিজ্যেতে গেল পরে, প্রবেশ করহে পূর্ব্বাপর॥
সনক বলেন শুন, ঋতু রক্ষা বিবরণ, অগ্রে আমি বলেছি বিস্তর।
রবি অস্ত রসরঙ্গে, সনকা সুন্দরী সঙ্গে, যামিনী হইল অগ্রসর॥
তবে রাজা চন্দ্রধরে, রজনী যাপন করে, পরদিন উঠিয়া সত্বর।
স্নান পূজা সমাপিয়া, আনিলেন আদেশিয়া, বুদ্ধিমান পাত্র জয়ধর॥
সাধু বলে জয়ধর, বিলম্ব নাহিক কর, সর্ব্বজনে সাজায়ে ত্বরিতে।
আসহ বিদায় হয়ে, পাটনের সজ্জা নিয়ে, অবিলম্বে উঠহ তরিতে॥
এত শুনি জয়ধরে, সসৈন্যে তরিতে চড়ে, বর্ণনেতে হইবে বিস্তার।
সিপাহী সস্তরী যত, চৌকীদার যুথ যুথ, উজির নাজির জমাদার।
কোটাল্যাদি সুবেদার, নগরপাল যত আর, হাওয়ালদার ছিল যত জন।
নৌকাতে দিল পাহারা, ঢাল তলোয়ার ধরা, বন্দুক কামান অগণন॥
এসবে উঠায়ে নায়, তবে চন্দ্রধর রায়, অন্তঃপুরে করেন গমন।
সনকার স্থানে যেয়ে, আসিবে বিদায় হয়ে, এই কথা করিয়ে মনন॥
স্বামী দেখি উপনীত, সনকা উঠে ত্বরিত, পাদ্য অর্ঘ দিয়া বসাইল।
সাধু কহে প্রাণেশ্বরি, আজ্ঞা দেহ ছাড়ি তরী, সবাই হয়েছে সে চঞ্চল॥
তবে সনকা সুন্দরী, বলে শুন অধিকারি, আস যেয়ে সকল কুশলে।
কিন্তু তব শ্রীচরণ, আছে এক নিবেদন, বলুতে পারি কৃপা প্রকাশিলে॥
রায় বলে বিনোদিনি, অভিপ্রায় বল শুনি, যথা সাধ্য করিব পালন।
রাণী কয় হাসি হাসি, মানেসেছে ভয় বাসী, পশ্চাতে কি বলবা এখন॥
তবু না বলিলে নয়, শুন শুন মহাশয়, পড়িয়াছি উভয় সঙ্কটে।
করেছ যে ঋতুরক্ষে, তেঁই নিবেদি সে পক্ষে, ভবিষ্যতে গ্লানি পাছে রটে॥
অতএব নিজ করে, কাগজ কলম ধরে, পত্রিকা লিখহ প্রাণেশ্বর।
তবে তরি লোক মাঝে, জানা যাবে কাজে কাজে, রবে মম নির্ভয় অন্তর॥
চন্দ্রধর ঈষৎ হাসি, আনিয়ে লেখনী মসী, বৃত্তান্ত লিখিল সমুদয়।
মাস শক সংবৎসর, তিথি বারাদি প্রহর, যেরূপেতে হইবে প্রত্যয়॥
লেখা হৈলে সমাপিত, করিলেন স্বাক্ষরিত, চিরাধীন চন্দ্রধর দাস।
পরিপাটি লেখা দেখি, অম্বরে অধর ঢাকি, রাণী আস্যে মৃদু মৃদু হাস॥

তবে রাজা চন্দ্রধরে, সনকার করে করে, লিপি অর্পি হলেন বিদায়।
কৃষ্ণ বলে মহারাজ, কি কাজে আর কর ব্যাজ, ত্বরা করি উঠ যেয়ে নায় ॥

চন্দ্রধরের বাণিজ্যে গমন।

সনকা সুন্দরী স্থানে লইয়া বিদায়। ত্বরিতে তরিতে উঠে চন্দ্রধর রায় ॥
বাহ বাহ বলিয়া বলিছে কর্ণধারে। খুলিলেক নৌকা সব গুঞ্জরীর নীরে ॥
প্রথমে খুলিল তরি নামে দুর্গাবর। নব শত পাইকে বাহিছে নিরন্তর ॥
দ্বিতীয়েতে খুলে নৌকা নামেতে বিশাল। সেতরিতে ভরিয়াছে ছাগলের পাল ॥
তৃতীয়ে চলিল নৌকা নামেতে পবন। শালুক প্রভৃতি যত অমূল্য রতন ॥
চতুর্থে ভাসায় তরি চন্দন বিশাল। নালিতার পাতা যাতে খাইতে রসাল ॥
পঞ্চমেতে যায় নৌকা কলাগাছি নাম। লক্ষাবধি পাইকে বাহিছে অবিশ্রাম ॥
ষষ্ঠেতে খুলিল তবে সুচীমুখী তরি। মাস্তুলে চড়িলে দেখা যায় লঙ্কাপুরী ॥
সপ্তমে চালায় নৌকা নামে কৃকলাস। সে নৌকাতে কবুতর আদি রাজহাঁস ॥
অষ্টমেতে যায় তরি বায়ু নাম ধরে। সহস্রাদি পাইকে বাহিতে ভয় করে ॥
নবমে নবমী নামে তরণী সুন্দর। নানা রত্ন প্রবালেতে পূরিত বিস্তর ॥
দশমেতে যায় নৌকা নামে চন্দ্রকলা। চন্দ্রের কিরণ হতে বরণ উজ্জ্বলা ॥
একাদশে উদয়তারা তরণী খুলিল। বেষ্টিত রয়েছে যেন তারকা মণ্ডল ॥
দ্বাদশেতে সিংহমুখ নামেতে তরণী। ভূষিত করেছে দিয়া অয়স্কান্ত মণি ॥
ত্রয়োদশে চালাইল ইন্দুরেখা তরি। ইন্দুর মণ্ডল যেন রহিয়াছে ঘেরি ॥
চতুর্দ্দশে মধুকর তরি মনোহর। শিবালয় আছে আর উদ্যান বিস্তর ॥
সেই নায়ে আপনি উঠেছে চন্দ্রধর! চালাইল সর্ব্ব তরি সহর্ষ অন্তর ॥
সিংহনাদ করে তবে যত কর্ণধার। বাদ্য ভাণ্ড বাজে যত সংখ্যা করা ভার ॥
এক লক্ষ কাঁশী দুই লক্ষ করতাল। ছয় লক্ষ তাসা বাজে শুনিতে রসাল ॥
কোটি২ দগরেতে বাজাইছে তাল। তিন কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ মিশাল ॥
ঢাক ঢোলক বীণা সেতার মোচঙ্গ। বেহালা বাঁশরি আদি বাজে চতুরঙ্গ ॥
যতেক বাজিল বাদ্য কে পারে বর্ণিতে। কতলোকে কৌতুক দেখেছে চারিভিতে ॥
আনন্দেতে চন্দ্রধর চলেছে পাটনে। মনসা চরণ বন্দি হীন কৃষ্ণ ভণে ॥

চন্দ্রধর লঙ্কার ঘাটে উপস্থিত।

নিজ ধাম বামে রৈল, সিংহল দ্বীপে উঠিল, তাঁহার বামেতে রামেশ্বর।
লবণ সমুদ্র ছাড়ি, নিলক্ষিয়া বাকুউত্তরি, সম্মুখে দেখিল লঙ্কাপুর ॥

দেখিয়া কনক লঙ্কা, চন্দ্রধর পেয়ে শঙ্কা, জিজ্ঞাসেন ডুলাই গোচরে।
নাহি মনুষ্যের লেশ, এসেছি এ কোন দেশ, সবিশেষ বলহ সত্বর॥
ডুলা বলে মহাশয়, এযে রাক্ষস আলয়, লঙ্কাপুরী বিখ্যাত নগর।
এদেশের নৃপমণি, ধনে মানে গুণে গুণী, চন্দ্রকেতু নামে দণ্ডধর।
এস্থানে হবে বাণিজ্য, অন্য দেশে নাহি কার্য্য, লভ্যাদি হইবে বহুতর।
আমি জানি পূর্ব্বাপর, তব পিতা কোটীশ্বর, বাণিজ্য করেছে নিরন্তর।
তবে চন্দ্রধর রায়, দেখে ভানু অস্ত প্রায়, বলে ডুলাই শুনহ উত্তর।
উপস্থিত বিভাবরী, এস্থানে লাগান করি, রাখ এবে তরণী নিকর॥
পরে কর্ণধার ঝাঁটে, তরী তটিনীর তটে, চৌদ্দখান রাখে অতঃপর।
দরিদ্র কৃষ্ণগোবিন্দে, সোণা দেখি মহানন্দে, নৃত্য করে করি উদ্ধকর।

অথ চন্দ্রধরের সৈন্যের সহিত নিশাচরগণের যুদ্ধ।

পুরী বহির্ভাগে ছিল কোটালের থানা। তরী সব দেখে তথা এল সর্ব্বজনা।
অনেক আসিল পরে রাক্ষসের সেনা। নৌকাচয় চেয়ে সবে করে বিবেচনা॥
অসংখ্য কটক ঠাট এল কোন জনা। উচিত ইহার তত্ব সুনিশ্চয় জানা॥
কোথাকার রাজা বটে করে কি মন্ত্রণা। লঙ্কার কটকে পাছে যুদ্ধে দেয় হানা।
তরীর উপরে হয়, হয় করী নানা। সারথি পদাতী যন্ত কে করে গণনা॥
শেল শূল ঝাঁটা আদি আছে বটে জানা। সমরের সজ্জা সব দেখে যায় চেনা॥
অনুমানে বুঝি রক্ষা নাহি যুদ্ধ বিনা। বিলম্বে কি ফলোদয় এখনেই দেখিনা॥
এত বলি রক্ষসেনা পাশরে আপনা। রণে অগ্রসর, নাহি শুনে কারো মানা॥
একে একে অস্ত্র এড়ে যার যত জানা। সমস্ত কটকে যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা॥
বীরগণ উৎপীড়নে ধরণী ধরে না। কোলাহলে কারো কথা কেহই শুনে না॥
ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত দেখি চন্দ্রধর। ডুলাইর নিকটেতে বলেন সত্বর॥
শুন হে ডুলাই মাঝি আমার উত্তর। দূত হয়ে যাও শীঘ্র যথা নৃপবর॥
সমর সংবাদ দেহ রাজার গোচর। ত্বরিতে জানহ যাহা তাঁহার অন্তর॥
এত শুনি কর্ণধার হইয়ে তৎপর। ভূপতির অগ্রেতে জানায় আবাস্তর॥
প্রণমিয়া মহারাজে যোড় করি কর। ডুলাই বলিছে অবধান লঙ্কেশ্বর॥
বণিক বংশেতেজাত চম্পকেতে ঘর। বাণিজ্য ব্যবসা বটে নাম কোটীশ্বর॥
তাঁহার তনয় এই জাতি বিজ্ঞবর। ধনী মানী দানী চন্দ্রধর সদাগর॥
বাণিজ্যার্থে আসিয়াছে তোমার নগর। সহসা তোমার সৈন্য আরম্ভে সমর॥

অতএব সাধু হয়ে সভয় অন্তর। আমাকে পাঠায় তব জানিতে উত্তর॥
এত শুনি চন্দ্রকেতু বলেন তখন। সদাগর হলে সঙ্গে কেন সৈন্যগণ॥
ইহার কারণ জানা কর্ত্তব্য এখন। কিবা দ্রব্য বাণিজ্যে হয়েছে আনয়ন॥
দুত যেয়ে সদাগরে জানাও বচন। আমার সহিতে এসে করে দরশন॥
আমার প্রেরিত দূত নেও একজন। তাহার কথায় যুদ্ধ হবে নিবারণ॥
এত বলি অনুচরে ডাকিয়া রাজন। ঢুলাইর সহ তারে করেন প্রেরণ॥
দুই জনে মহারাজে করিয়া বন্দন। উপস্থিত হল আসি যথা হয় রণ॥
রাজার প্রেরিত দূত আসিয়া তখন। যুদ্ধ নিবারিল বলে প্রবোধ বচন॥
দুত বলে না জানিয়া দ্বন্দ্ব কি কারণ। বৃথা শ্রমস্বীকারে বল কি প্রয়োজন॥
সদাগর আসিয়াছে করিতে পাটন। সমর ত্যজিয়া চল আপন ভবন॥
দুত মুখে এসকল করিয়া শ্রবণ। রণ পরিহরি সবে গেল নিকেতন॥
তৎপরেতে যাইয়া ঢুলাই কর্ণধার। চন্দ্রধর নিকটে জানায় সমাচার॥
ভূপতির জানিলাম অতি সুবিচার। সমর হইল ক্ষান্ত চিন্তা কিসে আর॥
বলেছে তোমাকে যেয়ে দেখা করিবার। বাণিজ্যের দ্রব্যাদি সঙ্গেতে লইবার॥
অবিলম্বে চল সাধু হুজুরে রাজার। ঢুলাই থাকিতে আছে কি ভয় তোমার॥
এতশুনি সাধুর যে আনন্দ অপার। কি ধনে তুষিবে রাজা করিছে যোগাড়॥
কৃষ্ণ বলে ধন রত্নে কার্য্য কি তাঁহার॥ ছাগল শূকর লও রাক্ষসআহার॥

চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে চন্দ্রধরের গমন।

তবে রাজা চন্দ্রধর, স্বর্ণ চতুর্দ্দোলোপর, আরোহণ করেন সত্বর।
সঙ্গে সেনা বহুতর, চন্দ্রকেতু নৃপবর, ভেটিবারে যায় হৃষ্টান্তর॥
দ্রব্যাদি যতেক ছিল, সমুদায়ই কিছু নিল, ছাগ মেষ মহিষ শূকর।
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণিব কি, নমুনা না রৈল বাকি, যত ছিল সামগ্রী নিকর॥
লঙ্কাপুরী শোভা দেখি, চন্দ্রধর হয়ে সুখী, চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
বলে কিবা মনোহর, জিনি অমর নগর, দৃষ্টিমাত্র যুড়ায় জীবন॥
যতক্ষণ গেল হাঁটি, পথে না দেখিল মাটী, স্বর্ণখণ্ড কে করে গণন।
শত শত সরোবরে, হীরা মাণিক্য প্রস্তরে, ঘাট পাট অতি সুশোভন॥
তাহা মরাল নিকরে, আনন্দেতে কেলী করে, মনোমত মাতিয়া মদন।
কুমুদিনী নীলোৎপল, বিকশিত শত দল, গন্ধে ধায় মধুকরগণ॥
তার কুলে পুষ্পোদ্যান, হেন মনে হয় জ্ঞান, অবিকল গন্ধর্ব্ব ভবন।
যুবতী রমণীগণে, স্বর্গ বিদ্যাধরী জিনে, কটাক্ষে মুনির হরে মন॥

দেখিতেছে রায়, উত্তরে রাজসভায়, দোলা হতে নামিল তখন।
কৃষ্ণ বলে চন্দ্রধরে, চন্দ্রকেতু নৃপবর, মিত্রভাবে কর সম্ভাষণ॥

চন্দ্রকেতুর সহিত চন্দ্রধরের সাক্ষাৎ।

চন্দ্রধর চন্দ্রকেতু স্থানে উত্তরিল। দেখি চন্দ্রকেতু রাজা সম্ভ্রমে উঠিল॥
পরস্পর কোলাকোলী করি দুই জনে। পরেতে উভয়ে বসিলেন একাসনে॥
যথাযোগ্য আসনে বসিল সেনাগণ। শশীকে ঘেরিয়া রৈল তারকা যেমন॥
রীতি মতে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল। উভয়ের এক নাম সমান মিলিল॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি দোঁহে করিল মিত্রতা। আনন্দিত হৈয়ে কহে নানা মিষ্ট কথা॥
যতেক দ্রব্যাদি সাধু সঙ্গে নিয়াছিল। থরে থরে ভূপতির সম্মুখে রাখিল॥
বরাহ ছাগল ভেড়া দেখিয়া রাজন। কে পারে বর্ণিতে তাঁর আহ্লাদ যেমন॥
পাত্র মিত্রসহ মাংস করিছে ভক্ষণ। পুলকিত হয়ে নৃত্য করে সর্ব্বজন॥
সহসা সাক্ষাতে রাজা নারিকেল দেখি। বলে মিতা শিলারমত এগুলি কি।
জন্মাবধি হেন নিধি না দেখি নয়নে। এধন পাইলা তুমি কোন আরাধনে॥
রাজার দেখিয়া সব কাণ্ড বিপরীত। চন্দ্রধর হইলেন অতি হরষিত॥
পরেতে বিদায় হয়ে রাজা চন্দ্রধর। সৈন্যসহ আসিলেন তরীর উপর॥
কৃষ্ণ বলে শুভদশা এল সদাগর। নিশাচর রাজ্যে লভ্য হবে বহুতর॥

চন্দ্রধর কর্ত্তৃক ভুলাইর নিকট বাণিজ্যের ব্যবহারজিজ্ঞাসা।

সাধু হরিষ অন্তরে, পাত্র মিত্র সহকারে, সভা করি বসিল তরীতে।
পাত্র শ্রেষ্ঠ জয়ধর, সোমাই বিপ্র কুঙর, বসে চন্দ্রধরের সাক্ষাতে॥
ভেড়া নফর্ দাঁড়িপাল্, আর যত কোতোয়াল, সবাই বসিল চারিভিতে।
তবে রাজা চন্দ্রধরে, সুধাইছে কর্ণধারে, কি দ্রব্য পাব কি বদলেতে॥
ভুলা বলে মহাশয়, যাহাতে যে বিনিময়, বলিতেছি শুন এক চিতে।
আদা হরিদ্রা বদলে, অমূল্য রতন মিলে, মাতঙ্গ পাইবা মহিষেতে॥
বরাহের বিনিময়, পাইবেন তাজি হয়, গাভী বৎস ভেড়া বদলেতে।
স্ফটিকের মাল্য দিয়া, আসিব প্রবাল নিয়া, স্বর্ণথাল মৃত্তিকা পাত্রেতে॥
বদল করিলে ক্ষীরা, দ্বিগুণ পাইব হিরা, মণি মুক্তা নালিতার পাতে।
খেস খৈয়া বস্ত্র যত, বদলেতে পাব কত, পট্ট বস্ত্র আদি শতে শতে॥
কি আর হবে বলিলে, দেখিবা বিক্রয় কালে, লভ্য যাহা হবে ক্রমাগতে।
এতেক শুনিয়া ভাষ, অধরে না ধরে হাস, এলেম কি নাগার দেশেতে॥
ভূপতি মন্ত্রিনিকর, সকলই এক সোসর, বুদ্ধিমাত্র নাহি যে ঘটেতে।

এইরূপ বাক্যছলে, নিশি অনেক হইলে, তাঁহারা দি বারে সকলেতে।
ভোজনান্তে দুজনায়, উত্তম শয্যায় যেয়ে, শয়ন করিল হর্ষ মনেতে।
কৃষ্ণ বলে মহারাজা, যেমনি রাজা তেমনি প্রজা, বুঝিতে পারিবে পশ্চাতে॥

বিষহরীকর্ত্তৃক রাজাচন্দ্রকেতুর নিকট স্বপ্ন যোগে,

চন্দ্রধরকে কারারুদ্ধ করিবার মন্ত্রণা দান।

হেথা চন্দ্রধর সুখে করিল শয়ন। গাঙ্গিনিদের মনসা কে যত লয় মন॥
বিবাদ করিয়া কাণী পেল অপমান। আর না হি আসিবে আমার বিদ্যমান॥
অন্তরীক্ষে নেতাসহ আছে বিষহরী। শুনিলেন যতেক বলিল অধিকারী॥
নেতার সহিতে যুক্তি করি পদ্মাবতী। বলে এই দুষ্টের ঘটাব দুর্গতি॥
দুর্নীয় এখনই করিব লণ্ডভণ্ড। যেমন দুর্ম্মতি তার তেমনি হবে দণ্ড॥
এত বলি বিষহরী হয়ে ত্বরান্বিতা। চন্দ্রকেতু স্থানেতে বলেন স্বপ্ন কথা॥
শুন বলি তোমাকে লঙ্কার অধিকারী। দস্যু এক আসিয়াছে তব লঙ্কাপুরী॥
সঙ্গেতে কটক ঠাট এনেছে বিস্তর। লুঠিয়া লইবে এই সুবর্ণ সহর॥
দিনান্তে বধিবে যতেক নিশাচর। পশ্চাতে তোমাকে মেরে হবে রাজ্যেশ্বর॥
তরণী পূরিয়া আনিয়াছে বিষফল। মানুষের মুণ্ড দেখা যায় অবিকল॥
মায়া বেশে তব সনে করিল মিতালী। বিষফল খাওয়াইবে নারিকেল বলি॥
বলিলাম আদ্যোপান্ত যত বিবরণ। কারাগারে রাখ তারে করিয়া বন্ধন॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হল বিষহরী। অল্প পরে প্রভাত হইল বিভাবরী॥
শশী অস্ত গেল দেখি উদিত ভাস্কর। নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উঠেন লঙ্কেশ্বর॥
পাত্রমিত্র আদেশিয়া আনিলা রাজন। কহিলেন যত সব স্বপ্ন বিবরণ॥
মন্ত্রী বলে অবধান কর মহাশয়। অবশ্য সে সাধু নয় মমমনেলয়॥
সদাগর হলে কেন হবে ছত্রধারী। সঙ্গেতে বিস্তর ঠাট সিপাই সন্তরী॥
অতএব এই যুক্তি ধর দণ্ডধর। অবিলম্বে আনি বন্দি কর সদাগর॥
অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দ মনসা কিঙ্কর। বলে বাদে সবংশে মজিল সদাগর॥

চন্দ্রকেতুকর্ত্তৃক চন্দ্রধরের কারাবরোধ।

তবে রাজা চন্দ্র কেতু, কার্য্যের জানিয়া হেতু, দূত পাঠাইলেন সত্বর।
ভূপতি আদেশ পেয়ে, অতি হরষিত হয়ে, সম্মুখে আসিল চন্দ্রধর॥
রাজা কন সদাগর, বল যথার্থ উত্তর, এই ফল কিবা নাম ধরে।
সুস্বাদু কেমন হয়, জানিতে ইচ্ছা নিশ্চয়, অকপটে বলহ আমারে॥
তবে চন্দ্রধর কয়, শুন মিত্র মহাশয়, নারিকেল ফল মনোহর।

মিথ্যা কভু বলি নাই, ব্রহ্মাণ্ড বিচারি চাই, নাহি পাই ইহার সোসর ॥
এতেক বচন শুনি, হেসে কহে নৃপমণি, যথার্থ বলেছ সদাগর।
এনেছ যে বিষফল, ভাল হবে ফলাফল, প্রতিফল পাইবে বিস্তর ॥
সাধু বলে রাম রাম, কি আশ্চর্য্য শুনিলাম, অমৃত কি হতে পারে বিষ।
একি বল মহারাজ, বুঝিতে যে নারিবাজ, দায়ে কি ফেলিলা জগদীশ ॥
কি বলে রাক্ষস নাথ, শিরে যেন বজ্রাঘাত, পড়িলেক এই কথা শুনে।
দেবের অপ্রাপ্য ফল, যার নাম নারিকেল, হলাহল বলে কোন জনে ॥
বলি রাজা ধর্ম্মপক্ষে, সেফল দেখবে পরীক্ষে, সত্য মিথ্যা করহ বিচার।
যদি হবে বিষফল, সমুচিত প্রতিফল, দিও ইথে না হব বেজার ॥
এত শুনিয়া রাজন করি বহু অন্বেষণ, বৃদ্ধ এক আনিল সাক্ষাতে।
ভূপাল আপন করে, সে বৃদ্ধের করে করে, নারিকেল অর্পিলা খাইতে ॥
রাজাজ্ঞায় বৃদ্ধবরে, ফলে ধরিয়া সজোরে, কামড়ায় ছোবড়ার উপরে।
দশন ভাঙ্গিল তার, করে পরে হাহাকার, অধীর হইয়া ভূমে পড়ে ॥
কাণ্ড দেখি বিপরীত, ভূপতি হয়ে কুপিত, দূতে আজ্ঞা করেন তখন।
অবিলম্বে সদাগরে, রাখ নিয়া কারাগারে, হস্তে পদে করিয়া বন্ধন ॥
পেয়ে রাজ অনুমতি, দূতগণ দ্রুতগতি, নিল কারাবাসে চন্দ্রধরে।
ভূমিতে পাতিত করি, পাষাণ বক্ষ উপরি, রাখি গলেদড়ি দেয় পরে ॥
যতেক দ্রব্যাদি ছিল, ভাণ্ডারেতে উঠাইল, চৌদ্দ নৌকা উঠাইল তটে।
সেনাগণ একে একে, সবাকে দিল ফাটকে, আটক হইল এক যোটে ॥
সকলে পৈরে সঙ্কটে, কাঁদিছে ধরণী লুটে, বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণ বলে অবশেষে, মজিলে আপন দোষে, দেব নিন্দা কর কি কারণ ॥

কারাগারে চন্দ্রধরের বিলাপ।

বন্ধনের জ্বালা সাধু সহিতে না পারে। ধরা লুটাইয়ে কাঁদে অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥
কিকুক্ষণে আসিলাম রাক্ষসের পুরী। ধনজন সহ হারালেম চৌদ্দতরী ॥
কোথা মোর রাজ্যধন কোথা সিংহাসন। বক্ষেতে পাষাণ এবে ভূমিতে শয়ন ॥
প্রস্তর চাপনে হল প্রাণ ওষ্ঠাগত। সুখেতে নিরাশ আজি জনমের মত ॥
আর না হেরিব চক্ষে সনকা সুন্দরী। মনোমত বিবাদ সাধিল বিষহরী ॥
দুষ্টমতি বামাজাতি সঙ্গে করিবাদ। এসুখ সম্পদ মাঝে ঘটিল প্রমাদ ॥
ছলনা করিয়া দুঃখ দিল বহুতর। নিকটে পাইলে ধার শোধিব সত্বর ॥
শিবের কিঙ্কর আমি কারে নাহিভয়। কিন্তু আজি কিদোষে ত্যজিল মৃত্যুঞ্জয় ॥

কোথা রল ত্রিপুরারি বিপদ সময়। কাতর কিঙ্করে তার দিয়া পদাশ্রয়॥
কোথা মা ত্রিপুরেশ্বরী-কলুষ নাশিকে। প্রাণনাশ কালে রক্ষা করগো কালীকে॥
তুমিমা জগদারাধ্যা সবার পালিকে। তুমিনা তারিলে কে তারিবেগো অম্বিকে॥
এঘোরবিপদে আর ডাকিবকাহাকে। মাতা বিনেপুত্রে স্নেহজানিতে পারে কে॥
পাষাণ উদ্ধার কর পাষাণ বালিকে। জীবনান্তে দয়া কি গো করিবে বালকে॥
বন্ধন হইতে মুক্ত কর মা আমাকে। লক্ষ ছাগ বলি দানে পুজিব তোমাকে॥
এপ্রকারে কেঁদে সাধু অধীরা হইল। নয়নের নীরে ধরা প্লাবিত করিল॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পায় ক্ষণেকে মূর্চ্ছিত। জীবনের আশা প্রায় হইল রহিত॥
দুঃখে শোকে চন্দ্রধর রল কারাবাসে। প্রকাশ করিল কৃষ্ণ মনসার দাসে॥

অথলক্ষ্মীধরের জন্ম বৃত্তান্ত।

চন্দ্রধর লঙ্কাপুরে, রহিলেক কারাগারে, কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়।
হেথা সনকা গর্ব্ভিনী, যেরূপে প্রসবে ধনী, আদ্যোপান্ত শুন সমুদায়॥
এক মাস দুই মাস, ক্রমে গত নয় মাস, দশ মাস হইল যখন।
সহ্য না করিতে পারে, ধরাতে শয়ন করে, আর করে মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
কাল পূর্ণ যবে হল, অম্নি দেহ শিহরিল, উঠিলেক গর্ব্ভের বেদন।
বিষের যন্ত্রণা ভরে, কাঁদে রাণী উচ্চৈঃস্বরে, শুনিয়া আসিল বধুগণ॥
আর যত প্রতিবাসী, বৃদ্ধ বালিকা রূপসী, ক্রমেতে আসিল সর্ব্বজন।
সকল রমণী ঘেরি, রহে সনকা সুন্দরী, প্রসবের সময় যখন॥
অসহ্য হইল কষ্ট, শুভক্ষণেতে ভুমিষ্ঠ, হইলেক সুন্দর কুমার।
সব রামাগণ মিলি, করে নানা হুলাহুলী, রীতিমতে দিলেক জোকার॥
পরেতে যাইয়া নারী, ছেদন করিল নাড়ী, যেইমত আছে ব্যবহার।
কৃষ্ণ বলে আহা মরি, সুতের সৌন্দর্য্য হেরি, হেন রূপ নাহি দেখি আর॥

লক্ষ্মীধরের রূপের বর্ণনা।

শুভক্ষণে জন্মিলেক চাঁদের কুঙর। ত্রিভুবনে নাহি হেন রূপ মনোহর॥
স্বর্ণ সুবর্ণ জিনি অঙ্গের বরণ। দেখিতে তত্তুল্য নহে হিমাংশু কিরণ॥
বিম্বফল অধরেতে করেছে রঞ্জিত। নাসিকাতে শুক চঞ্চু হয়েছে লজ্জিত॥
নিন্দি নব নীলোৎপল নয়ন উজ্জ্বল। গৃধিনী লজ্জিত দেখি শ্রবণ যুগল॥
ভুরু হেরি মদন ত্যজিয়া পঞ্চশর। অন্তরে বেদনা পেয়ে গিয়াছে অন্তর॥
কর দেখে কমল অত্যন্ত দুঃখী হৈয়া। অম্বুতে কলঙ্ক সহ রহে লুকাইয়া॥
কটি হেরি করীঅরি সভয় অন্তরে। বিনম্র বদনে চলে গেল বনান্তরে॥

করীর করের গর্ব্ব যতেক আছিল। উরু হেরি সমুদায় খর্ব্ব যে হইল॥
কুমারের পদদ্বয় করি নিরীক্ষণ। কোকনদ জলে যেয়ে হইল পতন॥
কম্বু গ্রীবা কিবা শোভা নাভি সুগভীর। জ্ঞান হয় রূপে হবে বিজয়ী মিহির॥
কতেক বর্ণিব আমি আছে কি শকতি। বোধহয় লিখিতে নারিবে বৃহস্পতি॥
শৈশব কালেতে তাঁর যে দেখি আকৃতি। যৌবন সময় পাছে রতি ছাড়ে পতি॥
সাধ্য কি হেরিলে স্থির থাকিবে যুবতী। কটাক্ষেতে চাহিলে কে নাথাবে সংহতি॥
কৃষ্ণ বলে সাবধান যতেক যুবতী। যেওনা উহার কাছে ফিরে যাবে মতি॥

লক্ষ্মীধরের নামকরণ।

পুত্রের দেখিয়া মুখ, দূরে গেল সর্ব্ব দুখ, হৃষ্ট অতি সনকা সুন্দরী।
নানা বাদ্য মহোৎসবে, নৃত্য গীত কলরবে, আমোদিত চম্পক নগরী॥
মিলি সব নারীগণ, করে মঙ্গলাচরণ, বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি।
প্রার্থনা অতীত ধন, দিয়া তুষ্ট করে মন, কত দীন হয়ে গেল ধনী॥
পরেতে দৈবজ্ঞ আনি, রাশি নক্ষত্রাদি গণি, শুভাশুভ করান বিচার।
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত, বিদ্যা বুদ্ধি অপ্রমিত, তার তুল্য কে হইবে আর॥
আচার্য্য বলে প্রকাশি, পুষ্যা কর্কটক্ রাশি, দেখিলাম করিয়া গণন।
নাহি কিছু বিঘ্ন ভয়, সর্ব্বত্র হইবে জয়, কিন্তু এক করিল গোপন॥
কালরাত্রি নিশাভাগে, দংশন করিবে নাগে, সনকার কাছে না কহিল।
যদি শুনে এই বাণী, তবে কি বাঁচিবে রাণী, পাছে হয় সকলি বিফল॥
দেখে রূপ অভিরাম, লক্ষ্মীধর বৈলে নাম, কোষ্ঠী মধ্যে করিল লিখন।
পরে দৈবজ্ঞ বিদায়, হইয়া আবাসে যায়, সংখ্যা নাহি পেল যত ধন॥
ষষ্ঠীপূজা আদি যত, জপ যজ্ঞ বিধিমত, একে একে করে সমাপন।
নানা উপহার আনি, জ্ঞাতিবর্গকে তখনি, করাইল যথেষ্ট ভোজন॥
পরে সবে নিকেতনে, চলিল সানন্দ মনে, নিমন্ত্রিত ছিল যত জন।
মনসা পদারবিন্দে, অবোধ কৃষ্ণগোবিন্দে, মজিতে বাসনা অনুক্ষণ॥

লক্ষ্মীধরের বিদ্যাশিক্ষা এবং রাজকার্য্যনির্ব্বাহ।

দিনে দিনে লক্ষ্মীধর সুধাকর সম। জননীর যত্নে বাড়ে পুত্র প্রিয়তম॥
ক্রমে সর্ব্বদেব পুত্রে সনকা সুন্দরী। পঞ্চম বৎসরাতীতে হাতে দিল খড়ি॥
বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করিল নন্দন। চারি বেদ চৌদ্দশাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
পরে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে লক্ষ্মীধর। মল্লযুদ্ধে কেহ নাহি তাঁহার সোসর॥
মত্তকরী শুণ্ডে ধরি করে মারে পাক। বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক॥

সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত হল লক্ষীধর। ধ্যানে ধ্যানে ইষ্টনিষ্ঠ জ্ঞানেতে তৎপর॥
শৈশব সময়েতে লইল রাজ্যভার। প্রাণপণে করিছে প্রজার উপকার॥
লক্ষীধর ব্যবহারে সুখী সর্ব্বজন। ঘরেং করে তাঁর সুনাম কীর্ত্তন॥
সনকার হর্ষ যত না যায় লিখন। চম্পকের নরনারী আনন্দে মগন॥
লক্ষীধর কোন দিকে যায় ভ্রমিবার। বাহিরায় কুলবধূ তাকে দেখিবার॥
নয়নে নয়নে যবে হয় দরশন। পালটিতে নারে আঁখি এমনি মোহন॥
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহে এক দৃষ্টে। ভাবে বিধি একে যদি মিলায় অদৃষ্টে॥
হৃদয় মাঝারে তাঁরে দিয়া স্থানদান। অচিরে যুড়াতে পারি এ তাপিত প্রাণ॥
মনুষ্য ভুলিবে ইথে কত্তেক সংশয়। অপসরী কিন্নরী আদি গন্ধর্ব্ব নিচয়॥
একবার লক্ষীধর যে দেখে নয়নে। ভুলিবে ভুলিবে বটে অবশ্য তখনে॥
অনূঢ়া কুমারীগণ ভাবে দিবা রাতি। করিব কাত্যায়নীর পূজা যদি হয় পতি।
ভাবে তাকেদেখে আছে যত্তেকযুবতী। কৃষ্ণ বলে ভাব কেন চলনা সংহতি॥

চন্দ্রধরকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দুর্গা-
কর্ত্তৃক চন্দ্রকেতুকে স্বপ্নযোগে উপদেশ।

হেথা চম্পক নগরে, আনন্দেতে লক্ষীধরে, করিতেছে প্রজার পালন।
লঙ্কাপুরে কারাগারে, বহু কষ্টে চন্দ্রধরে, করিতেছে সময় যাপন॥
বসায়ে মানসাগারে, মানসেতে পূজা করে, অহোরাত্র গৌরীপঞ্চানন।
বর্ণিব কতেক আর, ভক্তজনের ব্যবহার, সে জানে আর জানে তাঁর মন॥
পরে হয়ে কৃপান্বিতা, দেবী এসে উপস্থিতা, হইলেন চন্দ্রকেতু ঘরে।
নিশিযোগে স্বপ্নাবেশে, বসিয়া তাহার পাশে, বলিছেন অত্যন্ত আদরে॥
শুন রাজা চন্দ্রকেতু, মিত্রকে বন্দী কিহেতু, করিয়াছ অপরাধ বিনা।
আনিয়াছে নারিকেল, তাকে বল বিষফল, কে দিয়াছে এমন মন্ত্রণা॥
যদি চাও তব হিত, হয়ে অতি ত্বরান্বিত, মুক্ত কর সাধুর নন্দনে।
যাহাকে মিত্র বলিলা, তার ধন জন নিলা, চৌদ্দ নৌকা দাও ধনে জনে॥
নতু আর নাহি রক্ষে, দাঁড়ালেম প্রতি পক্ষে, সবংশেতে করিব সংহার।
কৃষ্ণ অভয়ার পায়, সভয়ে অভয় চায়, তুমি বিনা কি গতি আমার॥

চন্দ্রধরের কারাগার হইতে মুক্তি এবং কুলের পরীক্ষা।

স্বপ্নযোগে উপদেশ দিয়া হৈমবতী। অন্তর্দ্ধান হইলেন অতি শীঘ্রগতি॥
রজনী প্রভাতে উঠি চন্দ্রকেতু রায়। দূতে আজ্ঞা দিল সাধু আনহ হেথায়॥
বন্ধন করিয়া মুক্ত দেহ শীঘ্রগতি। অকারণে কষ্ট পায় চম্পকের পতি॥

রাজাজ্ঞা পাইয়া দূত যাইয়া সত্বর। অবিলম্বে সাধু আনে রাজার গোচর॥
চন্দ্রধরে দেখি রাজা সম্ভ্রমে উঠিয়া। একাসনে বসাইল করেতে ধরিয়া॥
বলে মিত্র না জানিয়া করেছি কুকর্ম্ম। অগ্রেতে নাহিক জানি এ ফলের মর্ম্ম॥
অজ্ঞাতায় বহু কষ্ট দিয়াছি তোমাকে। অনুগ্রহ করি ক্ষমা করহ আমাকে॥
এরূপেতে কাতরোক্তি জানায় রাজন। আদ্যোপান্ত বলিলেন স্বপ্ন বিবরণ॥
রাজা বলে শুন মিত্র আমার বচন। পুনঃ ফল পরীক্ষা করিতে লয় মন॥
মর্ম্ম না বুঝিয়া কার্য্য করা যুক্ত নয়। অগ্রেতে আপনি খাও তবে সে প্রত্যয়॥
হাস্য আস্যে চন্দ্রধর বলে মহারাজ। এখন হয়েছে বটে উপযুক্ত কাজ॥
সভামধ্যে নারিকেল আনিয়া তখন। আপন হস্তেতে সাধু করেন ভক্ষণ॥
প্রথমেতে জল পান করিল চুমুকে। শেষে স্বাস ভক্ষণ করিছে হৃষ্ট মুখে॥
তথাপি রাজার মনে প্রত্যয় না হয়। বলে বুঝি মন্ত্র তুমি জান মহাশয়॥
মম পুরবাসী এই বৃদ্ধ একজন। সে ফল ভক্ষিলে হয় সন্দেহ ভঞ্জন॥
এই বলি বৃদ্ধকে করেন অনুমতি। নারিকেল ফল তুমি খাও শীঘ্রগতি॥
বৃদ্ধ বলে একি দায় ঠেকাইল বিধি। জীবনের আশা ত্যাগ হল অদ্যাবধি॥
এ ফল ভক্ষিলে হবে অবশ্য মরণ। আর না দেখিব চক্ষে ভার্য্যাপুত্রগণ॥
কি কুক্ষণে অদ্য নিশি হইল প্রভাত। স্বেচ্ছানুসারেতে যাব শমন সাক্ষাৎ॥
হায় হায় কি জন্যেতে এসেছিনু হেথা। ঠেকাইলে বিষমদায় ঘটাল বিধাতা॥
এইরূপে বৃদ্ধ করে নানা বিলাপন। অনিত্য শরীর জানি সুস্থ করে মন॥
আজি মোর হবে মৃত্যু নহেত খণ্ডন। ফল খেয়ে মরি কিম্বা মারিবে রাজন॥
এত ভাবি ভূপতির বন্দিয়া চরণ। বলে মহারাজ শুন আমার বচন॥
নারিকেল খেয়ে যদি হইবে মরণ। আপনি পোষিবা মোর ভার্য্যাপুত্রগণ॥
বৃদ্ধকে কাতর রাজা দেখিয়া তখন। স্বীকার করেন আমি করিব পালন॥
তবে বৃদ্ধ চক্ষু মুদি হাতে নিল ফল। হরেকৃষ্ণ রাম বলি মুখে দিল জল॥
কিঞ্চিৎ পশিল যবে উদর মাঝারে। সঙ্কোচেতে ধরে ফল আর বিনে ছাড়ে॥
বলে ভবিতব্যগতি না পারি বুঝিতে। হিতে বিপরীত হয় বিপরীত হিতে॥
জন্মাবধি হেন নিধি নহে দরশন। বিষ ফল বলে তারে কোন্ অভাজন॥
এত বলি জল স্বাস ক্রমেতে খাইল। অবশিষ্ট খোষা যত মুখে তুলি দিল॥
বৃদ্ধের অবস্থা দেখি হাসে চন্দ্রধর। লজ্জা পেয়ে চন্দ্রকেতুর না স্বরে উত্তর॥
বলে মিত্র শত্রুগুণে হইলাম দোষী। চিত্তে ক্ষমা দাও আমা করুণা প্রকাশি॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডিবার নয়। তেকারণে কষ্ট পেলে মিত্র মহাশয়॥
চন্দ্রধরে বলে রাজা কি দোষ তোমার। কর্ম্মের লিখনে কষ্ট হইল আমার॥
এইরূপে বাক্যালাপ করে পরস্পরে। দুঃখ অবসানে ভাসি হর্ষপারাবারে॥
যত সৈন্য ফাটকেতে আটক আছিল। চন্দ্রকেতু রায় সবাকারে মুক্তি দিল॥
কৃষ্ণ বলে রাজা তব জনম বিফল। কি সুস্বাদু খেয়ে দেখ নারিকেল ফল॥

রাজাচন্দ্রকেতুর নারিকেল ভক্ষণ।

ফলের পরীক্ষা লৈয়ে, সবে আনন্দিত হয়ে, করে নানা মিষ্ট আলাপন।
চন্দ্রকেতু সুচঞ্চল, বলে আমি খাব ফল, বুঝিব এ কিবা আস্বাদন॥
পরে রাজা যেয়ে ধেয়ে, নারিকেল বিদারিয়ে, জল পান করিল তখন॥
বলে নাহি জানি মর্ম্ম, আজি সে সফল জন্ম, নারিকেল করিয়া ভক্ষণ॥
নাদেখি যা জন্মাবধি, প্রসন্ন হইয়ে বিধি, হেন নিধি আনি মিলাইল।
কি কব মাহাত্ম্য তার, তার কাছে সুধা ছার, কে না খায় পেলে এই ফল॥
রাজা বলে মহাশয়, বল বল সুনিশ্চয়, এফল পাইলা কোথাকার।
কিরূপ বৃক্ষটী বল, কি ভাবেতে ধরে ফল, লতা পাতা কেমন ইহার॥
চন্দ্রধর বলে হেসে, ফল আছে মম দেশে, বৃক্ষ বটে অতি উচ্চতর।
গুবাকের ফুল প্রায়, পল্লব ডাগর তায়, খাজুরের পাদপ সোসর॥
কন রাক্ষসের পতি, স্থির নহে মোর মতি, এই ফল করিয়া ভক্ষণ।
অবশ্য তোমার সনে, যাব তব নিকেতনে, দেখিব সে বৃক্ষটা কেমন॥
কিরূপ তোমার পুরী, দেখিব নয়ন ভরি, পবিত্র করিব কলেবর।
অবনীর আস্বাদন, সর্ব্বত্র তব ভবন, কৃষ্ণ বলে চল নৃপবর।

চন্দ্রধরের দ্রব্যাদির বিনিময়।

রাজা বলে রাজ্য ধনে কিবা কার্য্য আর। নিশ্চয় যাইব আমি সঙ্গে আপনার॥
ব্রহ্মাণ্ডের সুখভোগ সব তব দেশে। খাব নারিকেল আমি যত মনে আসে॥
এত শুনি দুলাই বলিছে করপুটে। বদল করহ দ্রব্য চন্দ্রধর ঝটে॥
চন্দ্রকেতু রাজা দেখ চমকিয়া উঠে। সুরস পাইয়া ফল মন গেল চটে॥
চতুরতা কৈরে বলে তাঁহার নিকটে। আঁটি সাটি কর যাতে বাণিজ্যটী পটে॥
দুলাইর বচনেতে বলে চন্দ্রধর। কিবা ছার নারিকেল হয় নৃপবর॥
তার চেয়ে আর কত আছে সুস্বাদন। নালিতাপল্লব আদি মাটিয়া লবণ॥
শাম্বুক প্রভৃতি যত দ্রব্য ছিল নায়। ক্রমেতে সকল নাম কহিল রাজায়॥
শুনি অতি হরষিত হইল রাজন। বলে মিতা সব দ্রব্য কর আনয়ন॥

চন্দ্রধর বলেন তুলাই কর্ণধারে। সমুদায় নিয়ে আস ভূপতিগোচরে॥
তবে কর্ণধার সঙ্গে নিয়ে লোকজন। সমস্ত সামগ্রী আনে করিয়া বহন॥
পুঞ্জেং রাখে আনি রাজার নিকটে। দৃষ্টি করি চন্দ্রকেতু আহ্লাদেতে ফাটে॥
মহারাজ বলে শুন মিত্র মহাশয়। দ্রব্যাদির মূল্য কহ উচিত যে হয়॥
চন্দ্রধর কন আমি কি কহিব আর। আশল বলিব মূল্য নহে ফের ফার॥
তোমার সহিত যত প্রণয় আমার। লভ্য করা দূরে থাক্ মূল নেওয়া ভার॥
প্রাণান্তেতে কভু আমি নাহি বলি ঝুট্। শূকর বদলে দিবা বড়২ উট॥
ছাগল ভেড়ীর মূল্য বলিব কি বাড়া। সমতুল্য নহে যদি দেও তাজিঘোড়া॥
মহিষ বদলে মিতা হইবেক ক্ষতি। প্রত্যেকেতে দ্বিগুণ যে দিতে হবে হাতী॥
খেশ্ খইয়ার বিনিময় বড়ই সংশয়। স্বর্ণ জড়িত বস্ত্রে তুল্য নাহি হয়॥
শালুক শ্রীফল আতা পেয়ারা বেগুন। স্বর্ণখণ্ড প্রবালাদি দিবেন দ্বিগুণ॥
ক্রমে ক্রমে সকলের হইবেক মূল। নালিতাপাতার নাহি মিলে সমতুল॥
সাধু বলে সমুদায় হইল বিক্রয়। নালিতাপল্লব দিতে মনে নাহি লয়॥
সমুদ্রের যত রত্ন প্রবাল প্রস্তর। সকল আনিয়া দিলে না হবে সোশর॥
কি করিব মহারাজা মনে কুটম্বিতে। না দিলে পশ্চাতে দুঃখ পাইবেন চিতে॥
অতএব বহুমূল্য বলা যুক্ত নয়। সপ্তগুণ মণি দিলে হবে বিনিময়॥
যেরূপ দ্রব্যের মূল্য বলে চন্দ্রধর। নগদ হাসিল হয় নাহি করে দর॥
যে ভাবেতে বলিয়াছে মূল্য যে সবার। নিরুত্তরে ধন রত্ন দিলা আনি তার॥
ধন পেয়ে সাধুর যে আনন্দ বিস্তর। মাঝিগণে তুলে সব নৌকার উপর॥
ক্রমে চতুর্দ্দশ তরী সম্পূর্ণ হইল। ধন দেখে কৃষ্ণ অগ্নি ভুলিয়া রহিল॥

চন্দ্রকেতুর রাজ অভরণ ধারণ।

বদলিয়ে দ্রব্য যত, চন্দ্রকেতু হর্ষ যুত, সমুদায় রাখে ভাণ্ডারেতে।
মনে ভাবে লঙ্কাপতি, কিবা মনোহর ধুতি, ইচ্ছা হয় এখনই পরিতে॥
হয়ে রাজা অতি ত্রস্ত, পরিধান পট্ট বস্ত্র, খশাইয়া ফেলিল ভূমিতে।
খৈয়া নিয়া সমাদরে, পরিল যতন করে, বসিলেন পুলকিত চিতে॥
ইহা দেখি চন্দ্রধরে, আস্যেতে না হাস্য ধরে, ভাবে তাঁরে পেল বুঝি ভূতে।
তবে চন্দ্রধর কয়, শুন মিত্র মহাশয়, তোমাকে সাজাব নিজ হাতে॥
পরিয়াছ খৈয়া ধুতি, হয়েছে আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ, খেশ্খানা দেওত গাত্রেতে।
সাধু যেয়ে নিজ করে, রাজাকে সাজান করে, আদরেতে হাসিতেং॥
গলে ছিল মুক্তাহার, বলে এটা কোন ছার, কাণা-কড়ী মালার সাক্ষাতে।

কর্ণেতে কুণ্ডল ছিল, ঝিনুক বাঁধিয়া দিল, সে কুণ্ডল ফেলিয়া দূরেতে॥
কাঞ্চনের বালা ত্যাগে, কাঁচ দিল কর যুগে, বলে হেন নাহি ত্রিজগতে।
রতন মুকুট ভাঙ্গে, শোলার মুকুট রঙ্গে, বাঁধিয়া দিলেক তাঁর মাথে॥
ভালেতে চন্দন ফোঁটা, সাধু কয় কিবা উটা, মিতা তুমি দিলা কপালেতে।
এই দেখ চুণাগুলি, হইবে যে কুতূহলী, তিলক করাব নাসিকাতে॥
গোঁপেতে আতর ছিল, তার তৈল লাগাইল, দিল গন্ধ ভাদালিয়া তাতে।
এইরূপে করে সাজ, সাধু বলে দেবরাজ, তুল্য দেখা যায় এবে মিতে॥
দেখে আপনার অঙ্গ, রাজার বাড়িল রঙ্গ, কেবা মম সম অবনীতে।
কৃষ্ণ কয় হয়েছে আস্থা, জিনি পাহাড়িয়া পেঁচা, বসিয়াছে সবার সাক্ষাতে॥

চন্দ্রধরের স্বদেশে যাত্রা।

রাজারে সাজায়ে সাধু হল হর্ষযুত। সহসা করিলে দৃষ্টি জ্ঞান হয় ভূত॥
ভুলাই প্রভৃতি করি সোমাই ব্রাহ্মণ। ভূপতির রঙ্গ দেখি হাসে সর্ব্বজন॥
তখনে ভুলাই বলে শুন সদাগর। বিদায় হইয়া দেশে চলহ সত্বর॥
এত শুনি চন্দ্রধর বলে ভূপতিরে। আজ্ঞা দেহ মিত্র এবে দেশে যাইবারে॥
চন্দ্রকেতু বলে মিতা না বলিও আর। একথা শুনিয়া মর্ম্ম হতেছে বিদার॥
তোমাকে ছাড়িয়া দিব কেমন পরাণে। আর কত দিবসেতে দেখিব নয়নে॥
চন্দ্রধর বলে মিতা কথা মিথ্যা নয়। আমারও আপনি বিনা নাজানি কি হয়॥
দিবা নিশি তব গুণ জাগিবে অন্তরে। তোমা না হেরিয়া পাছে রৈতেনারি ঘরে॥
তথাচ যাইতে দেশে হইল মনন। বুঝে না কি করি আমি মাঝি মাল্লাগণ॥
অতএব এইবার করহ বিদায়। বৎসরেক মধ্যেতে আসিব পুনরায়॥
এতেক শুনিয়া ভাবে রাজা চন্দ্রকেতু। রাখিতে নারিব আর কৈরে কোন হেতু॥
তবে রাজা আনি পঞ্চ মাণিক্য রতন। করে করে করে পুরস্কার ততক্ষণ॥
চন্দ্রধর বলে মিতা দিলা পুরস্কার। আমার উচিত দেওয়া দ্বিগুণ ইহার॥
ভেড়াকে বলিল আন এক গোটা ঢোল। লঙ্কাতে কি দ্রব্য আছে ওর সমতুল॥
সাধুর আদেশে ঢোল আনিল তখন। স্বকরে রাজার করে করে সমর্পণ॥
ঢোল দেখি রাজা বলে চমৎকৃত হৈয়া। কি নাম ইহার মিতা কহ বিবরিয়া॥
তবে চন্দ্রধর রায় করেন উত্তর। মনসা মুণ্ডন যন্ত্র জানি পূর্ব্বাপর॥
ধরা মধ্যে মহারাজ হয় যেইজন। তাঁহার উচিত সদা করিতে বাদন॥
সন্ধ্যাকালে এই যন্ত্রে দিতে হয় বাড়ী। আনন্দেতে গাইবে মুণ্ডনবিষহরী॥
এত বলি মিত্র কাছে হইয়া বিদায়। কোলাকোলী করিলেন চন্দ্রধর রায়॥

ত্বরিতে তরীতে সাধু লৈয়ে সঙ্গিগণ। অতি সানন্দ অন্তরে করে আরোহণ॥
বদর বলিয়া খোলে নৌকা চৌদ্দখান। কৃষ্ণ বলে দেশে যেতে হইও সাবধান॥

মেতাকর্ত্তৃক চন্দ্রধরের নৌকা জলে মগ্ন করণার্থে
বিষহরীকে উপদেশ দান।

হরষিতে সাধু যায়, সর্ব্বলোকে রঙ্গ চায়, তাড়াতাড়ী বাহিছে তরণী।
ভাবে চম্পকের রায়, কত দিনে সনকায়, চক্ষেতে দেখিব নাহি জানি॥
কিবা দিবা কি শর্ব্বরী, নাহিক্লান্ত বাহেতরী, সবে হয়ে সানন্দ হৃদয়।
লবণ সমুদ্র বেয়ে, নিলক্ষীয়া এড়াইয়ে, উত্তরিল যেয়ে কালীদয়॥
দেশে যায় চন্দ্রধরে, নেতা দেবী অতঃপরে, বলে শুন জয় বিষহরী।
সাধু যাবে অপ্রমাদে, বিজয়ী হইয়া বাদে, গৌরব না রহিল তোমারি॥
মনসা পদার বিন্দে, অধম কৃষ্ণ গোবিন্দে, কর যোড়ে করে নিবেদন।
তরী ডুবাইতে তাঁর, হও মাগো আগুসার, বিলম্ব না কর কদাচন॥

বিষহরীকর্ত্তৃক চন্দ্রধরের নৌকা জলমগ্ন করিবার চেষ্টা।

নেতার বচন শুনি জয় বিষহরী। চিত্তেতে চিন্তেন কিসে ডুবিবেক তরী॥
কালীদয় পরিমাণ তের তালজল। চৌদ্দ তাল তরণী কিরূপে হবে তল॥
নেতার সহিত যুক্তি করি পদ্মাবতী। চলে একত্রিতে আছে নদী যত ইতি॥
ব্রহ্মাণ্ডেতে নদ নদী যতেক আছিল। পদ্মার আজ্ঞায় সব আসিতে লাগিল॥
জাহ্নবী যমুনা শঙ্খমুখী সরস্বতী। গোমতী গুঞ্জরী ব্রহ্মপুত্র স্রোতস্বতী॥
বুড়ীগঙ্গা ক্ষীরসিন্ধু লবণ ত্রিবেণী। কীর্ত্তিনাশা পদ্মা ধলেশ্বরী আর ফেণী॥
কংশ নদী কুশিয়ারা ববাক মন্দাই। সুরমা বিপুলা নদী অনন্ত গড়খাই॥
অবনীতে যত নদনদী পারাবার। সবে কালীদয়ে মিলে বাকি নাহি আর॥
একা কালীদয়ে ছিল তের তালবারি। এখনেতে কত হল বলিতে না পারি॥
নদী সব একঠাঁই দেখি কন নেতা। চল পদ্মাবতী আছে দেবরাজ যথা॥
বায়ু মেঘ নিয়ে তুমি আসহ সত্বর। তবে ডুবিবে চাঁদের তরণী নিকর॥
নেতার বচনে তবে যান বিষহরী। নিমিষেতে যেয়ে উত্তরিলা সুরপুরী॥
মনসাকে দেখিয়া বলেন বজ্রপাণি। কোন কার্য্যে পদার্পণ হরের নন্দিনী॥
জরৎকারু বলিলেন দেব আখণ্ডল। করিতে বাসনা চন্দ্রধর তরীতল॥
নদনদী সব এল কালীদয় জলে। মেঘ বায়ু নিতে আসিয়াছি এই স্থলে॥
ত্বরা এই অনুমতি কর দেব রাজ। বিলম্ব হইলে সিদ্ধ না হইবে কাজ॥

এতেক বচন শুনি দেবেন্দ্র তখন। কাদম্বিনী সহকারে আনেন পবন॥
ঊনপঞ্চাশত বায়ু আর চারি মেঘ। পৃথিবী নাশিতে পারে যদি হয় বেগ॥
কাদম্বিনী অনিল পাইয়া পদ্মাবতী। কালী হয়ে চলিলেন অতিক্রুত গতি॥
চারিদিকে চারি মেঘে করিলেক সাজ। চপলা সহিত ঘন প্রহারিছে বাজ॥
বায়ুসঞ্চালন শব্দে কর্ণে লাগে তালি। তরুলতা পর্ব্বতাদি ভাঙ্গিল সকলি॥
তবে নেতা বলিলেন জয় বিষহরী। জানিতে উচিত কি বলেন ত্রিপুরারি॥
অহরহঃ চন্দ্রধর পূজে শূলধারি। আজ্ঞা না করিলে ডুবাইতে নারি তরী॥
এত শুনি পদ্মাবতী যাইয়া সত্বর। প্রণাম করিয়া কহে মহেশ গোচর॥
শুন পিতঃ হল মোর যে আশাতে আসা। তব আজ্ঞা ভিন্ন পূর্ণ নাহবে সে আশা॥
সদা মন্দ বলে চন্দ্রধর কর্ম্ম নাশা। মানসে না সহ্য হয় এতকটু ভাষা॥
অতএব আসিলাম করিতে জিজ্ঞাসা। অনুমতি পেলে ঘটাইব যে দুর্দ্দশা॥
কালীদয় সাগরে ডুবাব চৌদ্দতরী। ধনে জনে যেতে নারে দেশেতে বাহুরি॥
সুতার বচনেতে বলেন দিগম্বর। মম অতি প্রিয়ভক্ত রাজা চন্দ্রধর॥
কিন্তু নিজ দোষে নষ্ট হইবে নিশ্চয়। হিংসকের সুখ নাই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
তোমার সহিতে দ্বন্দ্ব করে নিরন্তর। বলিতে কি মোর সদা দহিছে অন্তর॥
কি কথা বলিব ভেবে না পাই নির্ণয়। তুমি সুতা সেও সুত ভিন্ন কেহ নয়॥
তব ইচ্ছা হলে তরী ডুবাও সাগরে। অপমান কর প্রাণে নামারিও তারে॥
পিতার পাইয়া আজ্ঞা হরিষ অন্তরে। আসিলেন পদ্মাবতী কালীদয় তীরে॥
অধম কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। প্রণতি পদারবিন্দে করে পেয়ে ত্রাস॥

চন্দ্রধরের রোদন।

মহেশের আজ্ঞা পেয়ে, মনসা এলেন ধেয়ে, চন্দ্রধর তরী ডুবাইতে।
নিয়ে সব মেঘগণ, মহাঝড় বরিষণ, আরম্ভেন সমীর সহিতে॥
হইলেক মহামার, দিবসেতে অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি হয় চতুর্ভিতে।
ঘোর নাদে কাদম্বিনী, নির্ঝরে ঝরে অমনি, করকা পরিছে শতে শতে॥
বায়ুর সঞ্চার জোরে, পর্ব্বত প্রস্তর উড়ে, শ্রবণ বধির বজ্রনাদে।
এত দেখি চন্দ্রধর, ভয়ে কাঁপে থর থর, দাড়ি মাঝি সবে মিলি কাঁদে॥
ডিঙ্গা করে তোলপাড়, যত ছিল কর্ণধার, নাহি পারে কাণ্ডার ধরিতে।
সবে করে হাহাকার, কেহ বলে এইবার, প্রাণ গেল এসে পাটনেতে॥
সাধু জানিল অন্তরে, এসব মনসা করে, হরিষে বিষাদ ঘটাইতে।

ডেকে বলে দুষ্ট কালী, তব কি করেছি হানি, বাধা দাও দেশেতে যাইতে ॥
একরূপে বলিছে রায়, বায়ু বরিষণ তায়, ক্রমে২ লাগিল বাড়িতে।
হেন মনে জ্ঞান হয, অবনী হইবে লয়, থাকিতে না পারে তরণীতে ॥
সৈন্যগণ সহকারে, কাঁদে সাধু উচ্চৈঃস্বরে, মস্তকে আঘাত করে হাতে।
কৃষ্ণবলে ক্ষান্ত হও, যদ্যাপি বাঁচিতে চাও, অভয়াকে ভাব একচিতে ॥

চন্দ্রধরকর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

সমুদ্র তরঙ্গ দেখে ওষ্ঠাগত প্রাণী। সাধু বলে রক্ষা কর গণেশ জননী ॥
ভয় পেয়ে চন্দ্রধর হয়ে যোড়পাণি। ভগবতী প্রতি স্তুতি আরম্ভে তখনি ॥
ভবানী, রঙ্কিণী, ভবরাণী ভূপালিনী। কালী, কুলকুণ্ডলিনী, কামাখ্যা রুদ্রাণী ॥
উমা, ধুমা, অভয়া, জয়ন্তী, কাত্যায়নী। শুভঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, ভৈরবী ঈশানী ॥
শিবে, শিবসুন্দরী, ত্রিপুরা কপালিনী। সুরেশ্বরী, শঙ্করী, শৈলজা সুবেশিনী ॥
বিশ্বেশ্বরী, বিশালাক্ষী, বিশ্বস্বরূপিণী। সাবিত্রী, গায়ত্রী, বিশ্বধাত্রী, সুরেশানী ॥
চণ্ডিকে, চামুণ্ডে, চণ্ডমুণ্ড নিবারিণী। ষোড়শী, মাতঙ্গী, শ্যামা, গিরিশ গৃহিণী ॥
হর মনোরমা বামা শিখর বাসিনী। যজ্ঞেশ্বরী, যোগমায়া, যশোদানন্দিনী ॥
বৈষ্ণবী, বিমলা, আদ্যাশক্তি সনাতনী। অন্নপূর্ণা, অন্নদা, বগলা, ত্রিশূলিনী ॥
উগ্রচণ্ডা, ছিন্নমস্তা, ত্রিতাপহারিণী। গৌরী, ব্রহ্মময়ী, ভীমা, নরকবারিণী ॥
দুর্গা, দশভুজা, তারা, কেশরিবাহিনী। পার্ব্বতী, পরমেশ্বরী, ত্রিগুণধারিণী ॥
রাজরাজেশ্বরী, বিশ্বস্থরী, সুবচনী। মহাকালী, মোক্ষদা, তারিণী, ত্রিলোচনী ॥
জয়া, জগদম্বা, সতী, সারদা, মানিনী। বিশ্বজয়া, বিভূষণা, করালবদনী ॥
ভবজায়া, ভবমায়া, কলুষনাশিনী। মহাবিদ্যা, সিদ্ধেশ্বরী, ভব সীমন্তিনী ॥
মুক্তিদাত্রী, মুক্তকেশী, মহিষমর্দ্দিনী। শর্ব্বাণী, খড়্গিনী, শম্ভুদারা, উলঙ্গিনী ॥
কৃপাঙ্কুর, কৃপাময়ী, কৃতান্ত দলিনী। অন্তে কৃষ্ণগোবিন্দের সদ্গতি দায়িনী ॥

চন্দ্রধরের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভগবতীর আগমন।

এ প্রকারে চন্দ্রধর, স্তুতি করে বহুতর, কায়মনে বরিয়া ভবতি।
পড়িয়া বিষম দায়, চাঁদের পরাণ যায়, একবার হের হৈমবতি ॥
থাকিয়া কৈলাসপুরে, জানিলা নিজ অন্তরে, বিপদে পতিত চন্দ্রধর।
অভয়া সত্বরে চলে, সঙ্গে নিয়ে ক্ষেত্রপালে, উপনীত যথায় সাগর ॥
ক্ষেত্রপাল দেখে পরে, বায়ু বৃষ্টি যায় দূরে, সবে হয়ে সভয় অন্তর।
আপনি কাণ্ডার ধরি, বসিলেন মহেশ্বরী, চন্দ্রধর তরির উপর ॥

দেবী দেখি কৌতুহলে, লুটায়ে চরণ তলে, সাধুসুত করিল বন্দন।
চণ্ডী কন সদাগর, আর তব নাহি ডর, যাও চলে আপন ভবন॥
তবে চম্পকাধিকারী, হেমতাল স্কন্ধে করি, নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
বলে যেম্নি কৈল কাজ, পেল কাণী তেম্নি লাজ, এই দুখে মরিবে পরাণে॥
বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দ, আর না বলিও মন্দ, ভ্রান্ত হয়ে চম্পকাধিপতি।
মনে ভাব গেল দায়, দয়াময়ী আছে নায়, তত্রাচ না দেখি অব্যাহতি॥

ক্ষেত্রপালের হাতে হনুমানের দর্প চূর্ণ।

চাঁদের বচন শুনি জয় বিষহরী। অপমান মনে ভাবি নেত্রে ঝরে বারি॥
দুঃখিতা হইয়া তবে মনসা তখন। পুনরপি যান মহাদেবের সদন॥
জনক চরণে কন করিয়া মিনতি। বাদ কৈরে হারিলাম চাঁদের সংহতি॥
তোমার আজ্ঞায় যাই ডুবাইতে তরি। তাতে প্রতিপক্ষ হয়ে আছে মহেশ্বরী॥
আপন করেতে ধরে ডিঙ্গার কাণ্ডার। সে নৌকা জলে ডুবাবে হেন সাধ্য কার॥
হেন বাণী শূলপানি করিয়া শ্রবণ। হনুমান মহাবীরে আনেন তখন॥
হর কন হনুমান যাও ত্বরা করি। সমুদ্রে ডুবাও যেয়ে চন্দ্রধর তরি॥
শিবের আজ্ঞায় তবে পবন নন্দন। যাত্রা করে কালীদয়ে বন্দি পঞ্চানন॥
শতেক যোজন অঙ্গ হইল তখন। লেজ ঊর্দ্ধে করে যবে পরশে গগন॥
এক লাঁফে কালীদয়ে গেল হনুমান। সাঁপটীয়া ধরিলেক ডিঙ্গা চৌদ্দখান॥
দেখিয়াত ক্ষেত্রপাল ধাইল সত্বর। হনুমান সহ করে যুদ্ধ ঘোরতর॥
ক্ষেত্রপাল মহাবীর বলে বলবান। কাড়িয়া লইল তবে ডিঙ্গা চৌদ্দখান॥
একদিকে হনুমান করে টানাটানী। আর দিকে ক্ষেত্রপাল ধরিছে অমনি॥
রাখিতে না পারে নৌকা পবন নন্দন। ক্ষেত্রপাল মহাবীর বড়ই দুর্জ্জন॥
চতুর্দ্দশ তরি তুলি নিল নিজ স্কন্ধে। অন্তরীক্ষে উঠে যেয়ে মনের আনন্দে॥
হনুমান পরাভূত দেখি বিষহরী। কাঁদি২ যান যথা আছে ত্রিপুরারি॥
মনসার ক্রন্দন দেখিয়া পঞ্চানন। বলে কেন পুনঃ এলে করিয়া রোদন॥
মহাবীর হনুমান অঞ্জনা তনয়। ডুবাইবে চৌদ্দ ডিঙ্গা ইথে কি সংশয়॥
মনসা বলেন পিতা নিবেদি চরণে। কি করিতে পারে যেয়ে শত হনুমানে॥
যার নামে পার হয় ভব পারাবার। সে যেয়ে স্বকরে ধরে তরির কাণ্ডার॥
আপনি বিমাতা হইয়াছে কর্ণধার। আর কি চাঁদের ডিঙ্গা পারি ডুবাবার॥
যোড়করে কৃষ্ণ বলে বন্দিয়া চরণ। আপনি করহ হর তথায় গমন॥

চন্দ্রধরের নৌকাপরিত্যাগকরিয়া ভগবতীর প্রস্থান।

শুনি মনসার ভাষ, অতিক্রোধে দিগবাস, বৃষভেতে করি আরোহণ।
সুতার দেখিয়া দুঃখ, দুঃখান্বিত পঞ্চমুখ, কালীদয়ে করেন গমন॥
যেয়ে সাগরের পারে, পাইলেন দেখিবারে, নৌকাতে ভবানী কর্ণধার।
ভব কন ধিক্ ২, কি আর কব অধিক, বিসম্বাদ সঙ্গে দুহিতার॥
ত্বরিতে উঠহ তটে, তরি ডুবাইলে ঝটে, মনসামানস পূর্ণ হয়।
দুষ্ট বেটা চন্দ্রধরে, সদা অপমান করে, যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফলোদয়॥
তবে কন মহেশ্বরী, ডুবাতে চাঁদের তরি, মমমনে নালয় কখন।
অহরহঃ পূজাকরে, কিরূপে এরূপ তারে, দুর্দ্দশা করিবা পঞ্চানন॥
শিব কন অভয়ারে, তুমি খাইবার তরে, ভাব নিজ স্বার্থ নিরন্তর।
তোমাকে পূজয় চাঁদে, মনসাকে সদা নিন্দে, সে বুঝি হইল ভব পর॥
ওসবেতে কাজ নাই, চলত্বরা গৃহে যাই, বাদে পদ্মা হউক বিজয়ী।
পতি বাক্য কতবার, লঙ্ঘন করিবে আর, ভাবিচিন্তি চলে ব্রহ্মময়ী॥
তবে কন হরগৌরী, বাদ সাধ বিষহরী, কিন্তু প্রাণে নামারিও তারে।
কৃষ্ণ বলে চন্দ্রধর, জীবন সংশয় তোর, হইল মনসা নিন্দা কৈরে॥

মনসাকর্ত্তৃক চন্দ্ররের ডিঙ্গা জলেমগ্ন করিবার জন্য
মেঘও বায়ুকে আনয়ন।

সাধুকে নিরাশ করি ঈশান ঈশানী। আপন ভবনে যাত্রা করেন তখনি॥
বিদায় করিয়া তবে জনকজননী। মনসা ডাকিয়া আনে বায়ু কাদম্বিনী॥
পুনরপি বায়ু মেঘ হল আগুসার। করকা সহিত বৃষ্টি পড়ে অনিবার॥
চপলা চমকে আর অশনি পতন। সমুদ্রে তরঙ্গ হল দেখিতে ভীষণ॥
সহ্য না করিতে পারে যত কর্ণধার। ভীত হয়ে ছাড়িলেক নৌকার কাণ্ডার॥
কর্ণধার বিহনে নৌকায় দিল পাক। বায়ু ভরে ঘূরে যেন কুম্ভকার চাক॥
পাত্রমিত্র সমুদায় হইল অস্থির। দেখি চন্দ্রধরের নয়নে ঝরে নীর॥
গিয়াছিনু পাটনতে কৈরে কত আশ। তাতেকাণী পথেতে ঘটাল সর্ব্বনাশ॥
যে আছে কপালে মোর হইবে নিশ্চয়। কিন্তু মনসার জ্বালা শরীরে না সয়॥
গোপনেতে রথভরে শূন্যে আসে যায়। দেখিতে না পাই তেঁই প্রাণেরক্ষা পায়॥
সম্মুখে আসিত যদি দুশ্চারিণী কাণী। মস্তক ভাঙ্গিতে পারি হেমতাল হানি॥
এইরূপে মনসারে দেয় নানাগালি। ঘন সহ বায়ু বৃদ্ধি কর্ণে লাগে তালী॥

যোমাই ডুলাই আর পাত্রত্রয় ধরে। অশেষ প্রবোধে বুঝাইছে সদাগরে ॥
সোমাই বলেন শুন চম্পকের পতি। আজি এই বিপদে না দেখি অব্যাহতি ॥
যদ্যপি করিতে চাও বিপদ ভঞ্জন। ভক্তিভাবে বিষহরী পূজহ রাজন ॥
আমাদের বচনেতে করহ স্বীকার। নতু প্রাণে সবাকার বাঁচা হবে ভার ॥
বাহুরিয়া কেহ না যাইব নিকেতনে। আর নাহি ভার্য্যাপুত্র হেরিব নয়নে ॥
এত শুনি সাধু বলে করিয়া গর্জ্জন। প্রাণ ভয়ে করিব কি মনসা পূজন ॥
মমাগ্রেতে আর নাহি বল হেন বাণী। এদেহ থাকিতে পূজিবারে নারি কাণী ॥
যতেক বলিল মন্দ বর্ণিতে বিস্তর। ঝড়বাত মহাবৃষ্টি হল পরস্পর ॥
বলে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। নিজ দোষে সাধু তব হল সর্ব্বনাশ ॥

ডিঙ্গা জলে ডুবাইতে হনুমান এবং যক্ষগণের আগমন।

বৃষ্টি পড়ে অবিরল, বায়ু হল সুপ্রবল, বজ্রপাত শিলা অগণন।
নেতাকন বিষহরী, বীরগণে ত্বরাকরি, এখানে করহ আনয়ন ॥
শুনি নেতার বচন, ডাকিলেন সেনাগণ. হনুমান আদি যক্ষরক্ষ।
পেয়ে তাঁর অনুমতি, ধাইলেক দ্রুতগতি, ভয়াল মূরতি লক্ষ লক্ষ ॥
তবে কন নাগ মাতা, শুনহ আমার কথা, অগ্রেতে ডুবাও হেমতাল।
নেতা বলে পদ্মাবতী, না খাটিবে এযুকতি, হেমতাল না হইবে তল ॥
বড় দিল মৃত্যুঞ্জয়, গদার নাহিক ক্ষয়, ইথে কার নাহি অধিকার।
ডুবিলে চাঁদের তরী, হেমতাল শূন্যোপরি, ঘূরিতে থাকিবে অনিবার ॥
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ বলে, কি হবে এবাক্যচ্ছলে, ত্বরা কর স্বকার্য্য সাধন।
আজ্ঞাকর দূতগণে, ডিঙ্গা ডুবাতে এখনে, বিলম্বের নাহি প্রয়োজন ॥

চন্দ্রধরের চতুর্দ্দশ ডিঙ্গা জলেমগ্ন করন।

চন্দ্রধর তরণী ডুবাতে পদ্মাবতী। আজ্ঞা দেন হনু আর যক্ষগণ প্রতি ॥
মনসা আদেশে সবে ধাইল সত্বর। লাঁফে২ পড়ে যেয়ে ডিঙ্গার উপর ॥
একেত প্রবল ঝড় বায়ুরসঞ্চার। আর গেল হনুমান সাহসে দুর্ব্বার ॥
দেখে চন্দ্রধর রায় হইল ফাঁফড়। হাহাকার করে সবে হয়ে জড়সর ॥
হনুমান মহাবীর সহ যক্ষগণ। কোপ করি করে গাছ পাথর বর্ষণ ॥
বড়২ তরীধরি লেজে জড়াইয়া। যোজনেক অন্তরীক্ষে ফেলে ঘূরাইয়া ॥
কোন ডিঙ্গা সাঁপটিয়া ধরি মহাবীরে। হাঁটুর চাপনে ডুবাইয়া ফেলে নীরে ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে পরে গেল রোল। প্রলয়ের কালে যেন হয় গণ্ডগোল ॥
কেঁদে বলে চন্দ্রধর মহেশ শঙ্করী। এবিপদে কোথা গেলা মোরে পরিহরি ॥

এবারে তারিণী মোরে কর পরিত্রাণ। দেশে যেয়ে লক্ষ ছাগ দিব বলি দান॥
বিষাদ ভাবিয়া সাধু করয়ে ক্রন্দন। তরীগণ ডুবাইছে পবন নন্দন॥
ধনরত্ন সহ ডিঙ্গা জীবনেতে পশে। কোটি২ প্রাণী বধ হইলেক ত্রাসে॥
ক্রমেতে জলে ডুবিল তরী তেরখান। মধুকর ডিঙ্গা আছে দেখে হনুমান॥
মহাকোপে শাল গাছ আনিল উপাড়ি। তরণী উপরে মারে দুহাতিয়া বাড়ী॥
আছুক ডুবিবে ডিঙ্গা নাহি নড়ে কিঞ্চিৎ। দেখিয়াত হনুমান হইল লজ্জিত॥
লক্ষ লক্ষ ধরধায় বলে মহাবল। কাহার শক্তিতে তরী না হইল তল॥
দুঃখিত হইয়া তবে যত বিষধর। কহিল সকল কথা মনসা গোচর॥
ক্রমে তের ডিঙ্গাতল হল অনায়াসে। মধুকর নাডুবিল কাহার সাহসে॥
এতশুনি নেতা দেবী করেন উত্তর। এই তরণীতে আছে শিবলিঙ্গ ঘর॥
বিষহরী আর এক শুনহ বচন। ডিঙ্গার উপরে আছে বিপ্র একজন॥
তাঁহাকে করহ মুক্ত নাহি মার প্রাণে। ব্রহ্মবধভাগী হও কিসের কারণে॥
সোমাই ব্রাহ্মণ আর রাঘাই নফর। বাহুরিয়া যেতে দাও চম্পক নগর॥
পক্ষিরূপ ধরি যাক ভুজঙ্গ নিকর। আনুক এদোহা সহ শিবলিঙ্গ ঘর॥
রাখিবেক উঠাইয়া তটের উপরে। তবে সে চাঁদের ডিঙ্গা ডুবিবে সাগরে॥
শিবলিঙ্গ ঘর আর সোমাই ব্রাহ্মণ। রাঘাইর সহ তটে তুলিল তখন॥
বিষহরী কন শুন সোমাই পণ্ডিত। আমার বচন না লঙ্ঘিও কদাচিৎ॥
যতদিন চন্দ্রধর দেশে নাহি যায়। ততদিন তোমা দোঁহে থাকহ হেথায়॥
এত শুনি সোমাই করিল অঙ্গীকার। মনসার পদে করে কোটি নমস্কার॥
তবে হনুমানে আজ্ঞা দেন পদ্মাবতী। মধুকর তরণী ডুবাও শীঘ্রগতি॥
তার পর হনুমান রুষিয়া সত্বর। হাতে করি নিল এক দীর্ঘ তরুবর॥
সাহসে করিয়া ভর করিল প্রহার। লক্ষ২ প্রজার ভাঙ্গিয়া দিল হাড়॥
কর্ণধার জলে ফেলে মুষ্ট্যাঘাত করি। লেজে জড়াইয়া ধরে মধুকর তরী॥
হনুমান মহা বীর বলে মহাবল। চন্দ্রধর সহ ডিঙ্গা করিলেক তল॥
প্রজাগণ যত ছিল ত্যজিল জীবন। চন্দ্রধর স্রোতে ভাসে করিয়া ক্রন্দন॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা জলেমগ্ন হাসে পদ্মাবতী। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ কয় মোর কিবা গতি॥

চন্দ্রধরের ক্রন্দন।

ডুবিলেক চৌদ্দ তরী, কাঁদে চাঁদ অধিকারী, বিছানার উপরে বসিয়া।
হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল, প্রাণ গেল বিপদে পড়িয়া॥
এসে এই বাণিজ্যেতে, শাস্তি হল বিবিমতে, ধনে জনে গেল নিজ প্রাণী।

এই খেদ রৈল মনে, আর না যাব ভবনে, বাদিনী হইল দুষ্ট কাণী ॥
ভাঙ্গিল আশার বাসা, সকলি হল দুরাশা, না দেখি উপায় হরি হরি।
না দেখিয়া প্রাণপ্রিয়ে, বিদরিয়া যায় হিয়ে; কোথা রৈল সনকা সুন্দরী ॥
কোথা মা বলি অভয়া, কি জন্যে হলে নিদয়া; ফিরিয়ানা চাহিলে দিদানে ॥
তুমি না তারিলে পরে, আর কে তারিতে পারে, সুতের বেদনা বেধা জানে ॥
কৃপাঙ্কুক কাত্যায়নী, সঙ্কটে তার তারিণী, জীবনেতে গেলগো জীবন।
কৃষ্ণ বলে মজে দুঃখে, কেন ডাক পাষাণীকে, পাষাণ কি গলে কদাচন ॥

চন্দ্রধরের জীবন রক্ষা।

এইরূপে চন্দ্রধর ভাসি যায় স্রোতে। অভয়াকে স্তুতি করে কাঁদিতে২ ॥
ধন জন সহ চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিয়াছে। সম্পত্তি মাত্রেতে এক বিছানাই আছে ॥
মনসার বাদে হল সমূলে বিনাশ। সে বিছানা রাঘব বোয়ালে করে গ্রাস ॥
বিছানা হারায়ে সাধু হইল হতাশ। পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহ ঘন বহে শ্বাস ॥
ক্ষণেং ভাসমান ক্ষণে হয় তল। পেট হল স্থূলাকার খেয়ে খেয়ে জল ॥
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিছে চন্দ্রধর। এসময়ে কোথা গেলা ভবানী শঙ্কর ॥
কৃপা করি দেখা দাও আসিয়া আমায়। জীবনেতে জীবনান্ত না দেখি উপায় ॥
হস্ত পদ অবশ নাড়িতে নারি পাশ। তখনে ছাড়িল সাধু জীবনের আশ ॥
নেতা কন অস্থির দেখিয়া সদাগরে। দেখ দেখ বিষহরী প্রাণে পাছে মরে ॥
তব নামে পদ্ম পুষ্প ভাসাও সাগরে। দেখি সদাগরে পুষ্প ধরে কিনা ধরে ॥
এত শুনি পদ্মাবতী উঠিয়া সত্বরে। ভাসালেন পদ্ম ফুল সরসীর নীরে ॥
নিকটেতে পদ্ম পুষ্প দেখি চন্দ্রধরে। বলে ছিছি বিষ্ণু২ রাম২ হরে ॥
পদ্মা নামে পদ্মফুল আসিল গোচরে। প্রায়শ্চিত্ত করিব যাইয়া আমি ঘরে ॥
মুখামৃত দেয় সেই পুষ্পের উপরে। হাসিয়া বলিছে সাধু মনসাগোচরে ॥
ফুল ভাসাইলে এই ভাবিয়া অন্তরে। প্রাণ ভয়ে অবশ্যই পূজিব তোমারে ॥
ভ্রমেও এরূপ তুমি না ভাব আমারে। মরিলেও একার্য্য না হইবারে পারে ॥
যেকরেতে পূজি আমি ভবানী শঙ্করে। কিকরে পূজিব আমি তোমাকে সেকরে
তার চেয়ে মৃত্যুশ্রেয়ঃ অনেক প্রকারে। কভু না ভজিব তোরে মরণের ডরে ॥
এপ্রকারে গালাগালি দেয় মনসারে। হাবি ডুবি করি নীরে ভেসেং ফিরে ॥
হাসি নাগ মাতা বলিছেন অতঃপরে। মরিলেও অজা কভু স্ববুলি নাছাড়ে ॥
অঙ্গারে কি দুগ্ধ দিলে শুক্লবর্ণ ধরে। দুষ্টের দুষ্টতা প্রায় দিনেং বাড়ে ॥
তার পরে নেতা কন শুন বিষহরী। উপায় করহ যাথে বাঁচে অধিকারী ॥

সদাগর মরিলে কুপিত হবে ভবে। বিশেষতঃ কে তোমার পূজন করিবে॥
এত শুনি পদ্মাবতী নেতার বচন। রম্ভা তরু আনি জলে ভাসান তখন।
নিকটে কদলি বৃক্ষ দেখি সদাগরে। হস্ত প্রসারিয়া তবে ধরিল সজোরে॥
হাসিয়া বলিছে পরে চম্পক ঈশ্বর। জানিলাম কাণীর অন্তরে আছে ডর॥
রম্ভা তরু পাইয়া সাহসে করি ভর। প্রাণপণে উঠে যেয়ে তটের উপর॥
বহু কষ্ট পেয়ে রক্ষা হইল জীবন। পুনরপি বিষহরী করযে নিন্দন॥
এবে অপমান কাণী পেল বিধিমতে। সাধ্য না হইল তার আমাকে মারিতে॥
ছলনায় পদ্মাবতী কি করিবে আর। অবশ্য পারিব এবে শুধিবারে ধার॥
এত শুনি নেতাসহ পদ্মাবতী হাসে। পদেহ অপমান পায় নিজ দোষে॥
করপুটে কৃষ্ণ বলে মনসা চরণে। অজ্ঞানের অপরাধ না শুন শ্রবণে॥

চন্দ্রধরের ক্ষুধাতুর হইয়া কদলীর বক্কল ভক্ষণোদ্যোগ।

প্রাণ পেয়ে চন্দ্রধরে, উঠিয়া সমুদ্র তীরে, হইলেন আনন্দিত মন।
দেহ ছিল অতি ক্লান্ত, ক্ষণেকে হইয়া শান্ত, ধীরে ধীরে করিল গমন॥
যাইয়া অনতিদূরে, পাইলেন দেখিবারে, সম্মুখেতে বিখ্যাত নগর।
তথায় যুবতী নারী, কক্ষেতে কলসী করি, বারি নিতে যায় সরোবর॥
ক্ষুধাতে আকুল অঙ্গ, বলে দুঃখ হল সাঙ্গ, মনুষ্যের হল দরশন।
গেলে ওসবার পাশ, পূর্ণ হবে অভিলাষ, অবশ্যই করাবে ভোজন॥
এ বলিয়া সাধু যায়, রমণী দেখিয়া তায়, শিহরিয়া উঠিলেক অঙ্গ।
বলে এটা কে আসিল, জ্ঞান হয় ভূতে পেল, ঐ দেখ ধেয়েছে উলঙ্গ॥
কেহ বলে তাহা নয়, বুঝি বা বাতুল হয়, ভূত কেন মনুষ্য আকার।
বায়ু রোগেতে উন্মত্ত, নাহি জ্ঞানাজ্ঞান তত্ত্ব, বস্ত্রাদি না বরে ব্যবহার॥
এরূপ আশঙ্কা করে, নারীগণ অতঃপরে, ভয় পেয়ে বরে পলায়ন।
করে সবে ছুটাছুটী, কেহ পড়িছে হুঁছটী, না জানি কি করে এই জন॥
শুনে ওসবার কথা, সাধু পেয়ে মর্ম্মে ব্যথা, হইলেক বিষাদিত মন।
ছিলে ছিনু অগ্র গণ্য, এবে হয়েছি জঘন্য, ভূত বলে যত নারীগণ।
প্রাণ যায় যাবে পাছে, না যাব ওদের কাছে, অপমান সহ্য নাহি হয়।
এ বলি দুঃখিত মনে, চলিলেন অন্য স্থানে, নয়নেতে জলধারা বয়॥
যাইতে যাইতে রায়, সম্মুখে দেখিতে পায়, পথি মধ্যে কলার বাকল।
বলে দয়া করে বিধি, মিলাইল হেন নিধি, খেয়ে করি জনম সফল॥
ক্ষুধানলে অঙ্গ জ্বলে, বক্কল আনিল তুলে, খাইবার তরে ততক্ষণ।

বলে সাধু করি স্নান, সন্তুষ্ট করিব প্রাণ, এ বল্কল করিয়া ভক্ষণ ॥
করিতে অবগাহন, সলিলে যেয়ে তখন, নামিলেন চন্দ্রধর রায় ।
নেতা কন বিষহরী, বাকল আনহ হরি, খাইবারে নাহি দেহ তায় ॥
বল্কল বটে উচ্ছিষ্ট, পাছে হবে জাতি নষ্ট, অনিষ্ট হইবে বহুতর ।
ঘুচিবে মনের আশা, মিছে হল যাওয়া আশা, কে পূজিবে হলে জাত্যন্তর ॥
তবে জয় বিষহরী, সন্ধানেতে বেশ ধরি, হরিলেন কদলি বাকল ।
মনসা পদারবিন্দে, বলিছে কৃষ্ণ গোবিন্দে, কিসে শান্ত হবে ক্ষুধানল ॥

চন্দ্রধরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে মণ্ডলের বাড়ীতে স্থিতি ।

স্নান পূজা করি তটে উঠে চন্দ্রধর । ক্ষুধায় আকুল অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
যেইখানে রম্ভার বল্কল রেখে ছিল । খাইবার মানসেতে তথায় চলিল ॥
অন্বেষিয়া নাহি পায় কদলী বাকল । অন্তরে জানিল সাধু মনসার ছল ॥
বিষাদ অন্তরে সাধু করিয়া ক্রন্দন । ধীরে ধীরে তথা হতে করিল গমন ॥
সপ্তদিন উপবাসে শীর্ণ কলেবর । পরিধান বস্ত্র নাহি দুঃখিত অন্তর ॥
হেন কালে নিকটেতে দেখিল শ্মশান । তাহাতে পড়িয়া আছে বস্ত্র একখান ॥
অতি সমাদরে বস্ত্র লয়ে উঠাইয়া । কটি আঁটি পরিলেক সানন্দ হইয়া ॥
তথা হইতে গমন করিল চন্দ্রধর । প্রায় প্রহরেক হাঁটি পাইল নগর ॥
লক্ষ্মীপুর নামে সেই বিখ্যাত ভুবন । ধনবান মণ্ডল থাকয়ে একজন ॥
তাঁহার সম্মুখে সাধু হইল উদয় । দেখিয়া মণ্ডলে সুধাইছে পরিচয় ॥
এত শুনি সদাগর করিল উত্তর । বণিক কুলেতে জাত চম্পকেতে ঘর ॥
পিতা কোটীশ্বর মোর নাম চন্দ্রধর । বাণিজ্য ব্যবসা আমি করি পূর্ব্বাপর ।
পাটনেতে গিয়াছিলেম্ রাক্ষসের পুরী । ধনে জনে সাজাইয়া চতুর্দ্দশ তরী ॥
কি কব দুঃখের কথা চক্ষে আসে জল । কালীদয়ে সে চৌদ্দ তরণী হল তল ॥
দাড়ি মাঝি যত ছিল নাহি একজন । বহু কষ্টে রহিয়াছে আমার জীবন ॥
সপ্তদিন অনশনে শীর্ণ কলেবর । প্রাণপণে আসিয়াছি তোমার গোচর ॥
ক্ষুধানলে দগ্ধ দেহ সহ্য নাহি হয় । অন্নদানে জীবন রাখহ মহাশয় ॥
এত শুনি মণ্ডল করিয়া সমাদর । একাসনে বসাইল রাজা চন্দ্রধর ॥
পরে আহারীয় দ্রব্য করি আহরণ । নানাবিধ উপহারে করায় ভোজন ॥
ভোজনান্তে উত্তম শয্যায় যেয়ে শুল । দুঃখ হল অবসান আনন্দ বাড়িল ॥
অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস । অন্তে মোক্ষ পদ পাবে এই অভিলাষ ॥

চন্দ্রধরকর্ত্তৃক বিষহরী নিন্দা।

দুঃখ হল দূরীভূত, হয়ে অতি হর্ষ যুত, শুয়ে সাধু সুবর্ণের খাটে।
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, হারাইয়ে জ্ঞানতত্ব, ভ্রান্তে মনসার নিন্দা রটে॥
বলে কানী মুখে ছাই, আর কোন চিন্তা নাই, অপমান পাইয়াছে বটে।
কতেক শকতি ধরে, আমা পরাজয় করে, কপটতা আর নাহি খাটে॥
ধরি কানী মায়া বেশ, কষ্ট দিয়াছে অশেষ, নিজ দেশে আসে না নিকটে।
যদি পাই চক্ষে দেখা, তবে কি আছয়ে রক্ষা, যমালয় পাঠাইব বটে॥
এখনে কি কব আর, অবশ্য শোধিব ধার, বসি যেয়ে আপনার পাটে।
দুর্দ্দশা করিব ভারি, আর যেন বিষহরী, দেবের সমাজে নাহি উঠে॥
শুনি মনসার নিন্দে, অধম কৃষ্ণ গোবিন্দে, বলে বার্য্য নাই আঁটে সাটে।
সর্ব্বদা বিপদ ঘটে, তবু জ্ঞান নাহি ঘটে, ভেবেছ কি এড়ালে সঙ্কটে॥

অপমানান্তে মণ্ডলের বাটী হইতে চন্দ্রধরের প্রস্থান।

অশেষ করেছে নিন্দা চম্পকাধিকারী। অন্তরীক্ষে থাকি শুনিলেন বিষহরী॥
মনসা বলেন নেত্তা নাহি হয় সহ্য। মন্দ বলে মোরে নাহি করে কিছু গ্রাহ্য॥
যেমন দুর্ম্মতি তার তেমি করি দণ্ড। দণ্ডবের মধ্যে দেখ করি লণ্ড ভণ্ড॥
এত বলি বিষহরী ধরি মায়া বেশ। মণ্ডলের ঘরে যেয়ে করেন প্রবেশ॥
তার কন্যা গলেতে আছিল মণিহার। মায়ার প্রবন্ধে হার করেন উদ্ধার॥
অতি সংগোপনে হরি নিয়া বিষহরী। রাখিলেন চন্দ্রধর শয্যার উপরি॥
কত ক্ষণ পরে হয় হারের তদন্ত। বহু অন্বেষণ করি নাহি পায় অন্ত॥
সর্ব্ব স্থলে বিচার করিয়া দাসীগণ। অবশেষে গেল চন্দ্রধরের সদন॥
শয্যার উপরে হার পাইল দেখিতে। চোর বলি প্রহার করিছে লাথি দিতে॥
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত করে বহুতর। সাধু কহে কি দোষেতে এ দুর্দ্দশা মোর॥
সত্য বলি কিছু নাহি জানি পূর্ব্বাপর। কে আনিল এই হার আমার গোচর॥
দাসীগণ বলে বেটা করিলি যে চৌর্য্য। পরিচয় দিলি সাধু শুনিতে আশ্চর্য্য॥
চুরি করিবার আশে দেশে দেশে আসে। এখনি কর্ম্মের ফল ফলিবে বিশেষে॥
এই বলি দাসী চয় করিয়া প্রহার। চূণ কালী দিয়া করিলেক গঙ্গা পার॥
দুঃখিত হইয়া সাধু করিয়া রোদন। অপমানে ধীরে২ করিছে গমন॥
মনসা পদারবিন্দে করি নমস্কার। কৃষ্ণ বলে সাধু মন্দ না বলিও আর॥

গৃহস্থালয়ে চন্দ্রধরের স্থিতি ও পলায়ন।

হেথা পেয়ে অপমান, সাধু করিল পয়ান, উত্তরিল অন্য এক গ্রামে।

দেখাইয়ে সাটি নাটি, কথা কয়ে পরিপাটী, রহিলেক গৃহস্থ আশ্রমে ॥
সেই গৃহস্থের কন্যা, রূপে গুণে বটে মান্যা, কটাক্ষে ভুলাতে পারে মুনি।
দেখি চম্পকের পতি, মদন বাণেতে মাতি, অধীর হইয়া উঠে প্রাণী ॥
সাধু বলে মহাশয়, যদি তব মনে লয়, এই কন্যা মোরে বর দান।
থাকিব তোমার বাসে, আর না যাইব দেশে, মম কথা কভু নহে আন ॥
শুনিয়া এতেক বাক্য, মনেতে করিয়া ঐক্য, গৃহস্থ করিল অঙ্গীকার।
আমার দরিদ্র দশা, সবে কন্যা মাত্র আশা, তুমি বর যোগ্য বট তার ॥
কিন্তু শুন মোর বাণী, আমি যে একাকী প্রাণী, দোসর নাহিক কেহ আর।
আপনার আয়োজন, করিতে হবে আপন, যেনে হবে কাষ্ঠ কাটিবার ॥
তবে চন্দ্রধর রায়, কাষ্ঠ কাটিবারে যায়, নারীরূপে ভুলিয়াছে মন।
পাছে নাহি দিবে বিয়ে, যদি তার আজ্ঞা নিয়ে, নাহি করি ইন্ধন ছেদন ॥
এবলি চম্পক পতি, চলিলেন দ্রুতগতি, অরণ্যেতে কাষ্ঠ আনিবারে।
কতেক করি ছেদন, কিরূপে করে বন্ধন, নাহি পারে কোনই প্রকারে ॥
করি সাধু প্রাণপণ, কাষ্ঠ আনিয়ে তখন, রাখিলেন গৃহস্থ গোচরে।
মনসার মায়া পাশে, কাষ্ঠ খণ্ড অবশেষে, ভুজঙ্গ হইয়া ফণা ধরে ॥
গৃহস্থে দেখিয়া শাপ, বলে কি ঘটিল পাপ, পাইলাম বিশিষ্ট জামাই।
বটে সর্পের বাদিয়া, মম কন্যা ফাকি দিয়া, বিয়ে করিবারে এল ভাই ॥
বলে বেটা মতি নাশ, করিবারে জাতি নাশ, ছদ্মবেশে আসিয়াছে হেথা।
এস পূর্ণ করি আশ, কন্যা দিব তব পাশ, অগ্রেতে ভাঙ্গিয়া দেখি মাথা ॥
এই করি পরকাশ, গৃহস্থ হয়ে হুতাশ, প্রহার করিল আরম্ভন।
প্রহারেতে পেয়ে ত্রাস, সাধু ছাড়ে ঘন শ্বাস, কি বলিবে নাসারে বচন ॥
আশাতে হয়ে নিরাশ, ত্যজিয়া গৃহস্থ বাস, প্রাণ লয়ে করে পলায়ন।
শ্রীকৃষ্ণ মনসা দাস, বলে শুন মম ভাষ, অহঙ্কারে এরূপ লাঞ্ছন ॥

চন্দ্রধরের মৎস্যগণের সর্প হওয়ার বৃত্তান্ত।

এখানেতে অপমান পেয়ে চন্দ্রধর। মনোদুঃখে অন্য স্থানে চলিল সত্বর ॥
কত দূরে যেয়ে দেখে গোরক্ষকগণ। মৎস্য মারিবারে জল করিছে সেচন ॥
সাধু বলে শিশুগণ শুন মোর বাণী ॥ আমাকে করহ সঙ্গী সেচিবারে পানি ॥
সমভাবে মৎস্য বাঁটি দিবেক আমায়। স্বীকার করিল সবে চাঁদের কথায় ॥
পরে শিশুগণ মৎস্য দিলেক বাঁটিয়া। লইলেন চন্দ্রধর ভাণ্ডেতে পুরিয়া ॥
ক্ষুধায় কাতর সাধু নাহি জাতি ভয়। নগরেতে চলে মৎস্য করিতে বিক্রয় ॥

পথে পদ্মাবতী ছল করেন তখনি। মায়ার বলেতে মৎস্য হইলেক ফণী॥
পরে মৎস্য বেচিবারে পশিল নগরে। কে মৎস্য লইবে বলি ভ্রমে ঘরেং॥
তথাকার নারীগণ শুনে এ বচন। মৎস্য লইবার তরে আসে সর্ব্বজন॥
তবে সাধু স্কন্ধ হতে নামাইল ভাণ্ড। ফণী উঠে বলা ধবি আবার কি কাণ্ড॥
সর্প দেখি নারীগণ রুষিল তখন। সকলে বেড়িয়া মারে সাধুর নন্দন॥
সবে বলে এই বেটা সর্পের বাদিয়া। মৎস্য বলি সর্প বেচে নগরে ভ্রমিয়া॥
এত বলি সমুদায়ে করিছে তাড়ন। ভাণ্ড নিয়া তথা হতে করে পলায়ন॥
নগরের বহির্ভাগে আসি চন্দ্রধর। নাগগণ পেয়ে হল হরিষ অন্তর॥
সাধু বলে যে করিল লঘু জাতি কাণী। ফণীর উপরে ধার শুধিব এখনি॥
মনসার প্রতি করি অনেক র্ভৎসন। ভুজঙ্গ মারিতে ভাণ্ড ভাঙ্গিল তখন॥
ভাণ্ড ভাঙ্গি দেখে ইথে নাই ফণীগণ। কোথা গেল করিতে না পারে নিরূপণ॥
বিষাদ ভাবিয়া সাধু নানা কথা কয়। কৃষ্ণ বলে মনসার চক্র সমুদয়॥

চন্দ্রধরের মস্তক মুণ্ডন।

চন্দ্রধর দুঃখভরে, দেশেতে গমন করে, হর গৌরী করিয়া স্মরণ।
ক্ষীণ হইয়া ক্ষুধায়, শরীরে জোর না পায়, বিষাদেতে করিছে ক্রন্দন॥
যাইয়ে কতেক দূরে, পাইলেন দেখিবারে, সম্মুখেতে এক তরুবর।
পথশ্রমে হয়ে ক্লান্ত, বসিল সনকা কান্ত, তরুতলে দুঃখিত অন্তর॥
হেনকালে নেতা কয, উচিত করিতে হয়, সদাগরমস্তক মুণ্ডন।
শুন জয় বিষহরী, হইয়ে নর-সুন্দরী, শীঘ্রগতি করহ গমন॥
জরৎকারু তার পরে, নাপ্তিনীর বেশ ধরে, সাধুর নিকটে উপনীত।
বলে তুমি কোথাকার, কি জন্যে আশা তোমার, কহ শুনি করিয়া নিশ্চিত॥
সাধু নিজ পরিচয়, পূর্ব্বাপর ভেঙ্গে কয়, নাম ধাম আদি বাসস্থান।
যেরূপে পাটনে গেল, জলে তরণী ডুবিল, বিস্তার করিয়া সে বয়ান॥
শুনিয়া নাপ্তিনী কয়, বহু কষ্ট মহাশয়, পাইয়াছ বাণিজ্যের তরে।
শরীর হয়েছে শীর্ণ, শরীরের বস্ত্র জীর্ণ, এ সকলি অদৃষ্টের ফেরে।
দেখি বিকৃতি আকার, গোঁপদাড়ি দীর্ঘাকার, এসকল অশুভ লক্ষণ।
যদি ইচ্ছা হয় তোর, করিবারে পারি ক্ষৌর, পয়সা না চাহিব কখন॥
সাধু কয় মৃদু হাসি, সে তব কৃপা রূপসী, ভালবাসি যদ্যপি কামাও।
হয়েছি দরিদ্র বেশ, ধনের নাহিক লেশ, সুধু দয়া প্রকাশিয়া যাও॥

স্তবেত নর সুন্দরী, পাত্রেতে লইয়া বারি, লাগাইল দাড়ি গোঁপ বেশে।
ক্ষৌর অস্ত্র করে ধরি, কামাইয়ে অর্দ্ধ করি, অন্তর্দ্ধান হইলেক শেষে॥
দেখে চাঁদ অধিকারী, নাহি সে নর সুন্দরী, মনসা জানিল অনুমানে।
দন্তে করে কড়মড়, পলাইল পেয়ে ডর, হায়২ কে আগে তা জানে॥
যদি জানিতাম কাণী, শমনাগারে এখনি, করিতাম অবশ্য প্রেরণ।
চুরি করে দুষ্টমতি, অশেষ করিল ক্ষতি, আর করে মস্তক মুণ্ডন॥
এরূপে বিরাগ ভরে, গালি দিয়া মনসারে, শরমে মরমে বাড়ে ব্যথা।
হায় হায় কি হইল, মাথা মুড়াইয়া গেল, কৃষ্ণ বলে ছাড় বড় কথা॥

চন্দ্রধরের অরণ্যে ভ্রমণ।

মস্তক মুড়ায়ে গেল জয় বিষহরী। বিষাদেতে ক্রন্দন করিছে অধিকারী॥
নগরের লোকে দেখি চন্দ্রধর রায়। মাথা মুড়া ভূত বলি খেদারিয়া যায়॥
যেই দেখে সেই তাঁরে করে উপহাস। অভিমানে চন্দ্রধর ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
মনুষ্যের পাশে সাধু যাইতে না পারে। নগর ত্যজিয়া বনে প্রবেশিল পরে॥
দিবা অবসান প্রায় অস্ত দিবাকর। কাননেতে ভ্রমণ করিছে একেশ্বর॥
অহরহঃ ক্ষুধানলে দগ্ধ কলেবর। তাহে পথশ্রমে হল অত্যন্ত কাতর॥
সহসা কাঁটাল বৃক্ষ দেখিল সাক্ষাতে। সুপক্ক কাঁটাল এক আছে সে গাছেতে॥
ফল দেখি সাধু হল হরিষ অন্তর। কাঁটাল পাড়িতে উঠে তরুর উপর॥
কাঁটাল উপরে যবে করে করার্পণ। ভীমরুল তাহতে হইল নিঃসরণ॥
মনসা মায়ায় পোকা লক্ষ লক্ষ হল। সর্ব্বাঙ্গেতে সাধুর দংশন আরম্ভিল॥
সহ্য না করিতে পারে তাহার কামড়। বৃক্ষ হতে ভূমে পড়ি করে ধরফড়॥
শরীর অবশ প্রায় বিষের জ্বালায়। কাঁদিয়া কাতর হল চন্দ্রধর রায়॥
বহু কষ্ট পেয়ে তথা বঞ্চিল যামিনী। প্রভাতেতে অন্য স্থানে করিল উঠানী॥
উলঙ্গ উন্মত্ত প্রায় ভ্রমে অরণ্যেতে। দৈবে দরশন হল মনুষ্য সহিতে॥
পর্ব্বতেতে ইন্ধন কাটিছে কত জনা। সাধুকে দেখিয়া করে ভূত বিবেচনা।
ক্রমে তা সবার যবে নিকটেতে গেল। মাথা মুড়া ভূত বলি বিস্তর মারিল॥
প্রাণের ভয়েতে সাধু করে পলায়ন। উপবাসে শীর্ণ তনু করিছে রোদন॥
ক্ষণেং মনসাকে দেয় গালাগালি। এ প্রকারে দিবসের পথ গেল চলি॥
কোন্ দিকে যাবে সাধু নির্ণয় না পায়। চলিতে চরণ কাঁপে অস্থি চর্ম্মকায়॥
কৃষ্ণ বলে বিষহরী নিবেদি চরণে। পথ হারা হল দেশে যাইবে কেমনে॥
আপনি করিয়া কৃপা চলহ সত্বরে। সাধুর উপায় কর ঘরে যাইবারে॥

মনসার তপস্বিনী বেশে চন্দ্রধরের নিকট গমন।

পথ হারা হয়ে রায়, বিষাদ ভাবিয়া তায়, উচ্চৈঃস্বরে করিছে ক্রন্দন।
নেতা কন বিষহরী, তপস্বিনী বেশ ধরি, তথাকারে করহ গমন॥
দেশের বৃত্তান্ত যত, বল যেয়ে আদ্যোপান্ত, আর দাও পথ দেখাইয়া॥
শুনিয়া নেতার বাণী, চলে শিবের নন্দিনী, সাধু কাছে তাপসী হইয়া॥
ধরিলেন ছদ্মবেশ, ভস্ম মাখা মুক্তকেশ, ভালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা।
করেতে করি করঙ্গ, করে কত রঙ্গ ভঙ্গ, কর্ণে দিল ধুতুরার গোটা॥
বাজু বালা চন্দ্রহার, তারে করি পরিহার, পরিলেন রুদ্রাক্ষের মালা।
ছাড়ি অঙ্গ বিভূষণ, ত্যজিয়া পট্ট বসন, পরিধান করে বাঘ ছালা॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু করে, মুখে বলে হরে২, ব্যোম২ বাজাইয়ে গাল।
হয়ে অতি আনন্দিত, নাচে আর গায় গীত, করেতে বাজায় করতাল॥
মায়ার বিবিধ ছাঁদে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে, উত্তরিল সাধুর নিকটে।
মনসা পদারবিন্দে, অধম কৃষ্ণগোবিন্দে, মহানন্দে বন্দে করপুটে॥

চন্দ্রধর নিকট হইতে তপস্বিনীর পলায়ন।

চন্দ্রধর বিষাদঅন্তরে বসি আছে। হেনকালে তপস্বিনী গেল তার কাছে॥
অপূর্ব্ব তাপসী সাধু দেখিয়া সম্মুখে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিছে স্মিতমুখে॥
কোথায় বসতি তব গিয়াছিলা কোথা। কি দুঃখেতে তপস্বিনী বহ সত্য কথা॥
নবীনা যুবতী তুমি দেখিতে সুন্দর। গৃহত্যজি কি জন্যেতে অরণ্য ভিতর॥
তপস্বিনী বলে মোর চিত্র কুটে ধাম। সদা করি যোগাচার গৃহে কিবা কাম॥
দেশে২ ভ্রমি আমি ভিক্ষা করিবারে। অদ্য যাওয়া হয়েছিল চম্পক নগরে॥
চন্দ্রধর নামে সাধু তথায় ভূপতি। পেয়েছি সম্মান অতি তাঁহার বসতি॥
সনকা নামেতে রাণী বড় পুণ্যবতী। অতিথি বৈষ্ণব ভুঞ্জাইতে দৃঢ়রতি॥
নানা উপচারে মোরে করায় ভোজন। তৎপরেতে তথা হতে করেছি গমন॥
সমুদায় কহিলাম মম পরিচয়। কেতুমি কোথায় ধাম বল মহাশয়॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে চন্দ্রধর। আমি সেই হতভাগা চম্পক ঈশ্বর॥
সদাগরি করিবারে যাইয়া বিদেশে। ধনে জনে সমুদ্রে ডুবিল অবশেষে॥
দুষ্ট মতি বিষহরী করিল এদশা। তেঁই এই ঘোর বনে হইয়াছে আসা॥
তোমার মুখেতে শুনি সুধা মাখা কথা। মৃত দেহে যেন পুনঃ প্রাণ দিল ধাতা।
কহ কহ তপস্বিনী চরণেতে ধরি। কেমন আছেন মোর সনকা সুন্দরী॥
কুশলেকি আছে পুত্র বধূ ছয় জন। কি সুখে আছয় যত পুরবাসিগণ॥

শুনি তপস্বিনী হল দুঃখিত অন্তর। হায় হায় তুমি বটে রাজা চন্দ্রধর॥
ইন্দ্রপুরী জিনিয়া তোমার বাস স্থান। মনসার বাদে হল এত অপমান॥
আর না করিও চিন্তা চম্পক ঈশ্বর। দুঃখ হল অবসান নিকটে নগর॥
এই পথে আনন্দেতে করহ গমন। দুই প্রহরেতে পাবে আপন ভুবন॥
পরিবার জন্যে আর নাকর চিন্তন। সকল কুশলে আছে হয়ে হৃষ্টমন॥
এতশুনি চন্দ্রধর হল আনন্দিত। মনসাকে র্ভৎসনা করিছে যথোচিত॥
বলে দুষ্ট কাণী এবে পেল পরাজয়। আর কি করিতে পারে নিকটে আলয়॥
অদ্য যদি গৃহে আমি যাইবারে পারি॥ আনন্দেতে বাজাব মুগুর বিষহরী॥
তপস্বিনী বলে সাধু শুন মোর বাণী। পরনিন্দা মহাপাপ পূর্ব্বাপর জানি॥
তাহাতে মনসা দেবী শিবের কুমারী। নাজানিয়া মন্দ কেন বল অধিকারি॥
যাহার ছলনে তব এদুর্দ্দশা চয়। তাহাকে করিতে নিন্দা উচিত নাহয়।
বিবাদেতে কার্য্য নাহি শুন মহারাজা। ভক্তিভাবে জয়ৎকারু কর তুমি পূজা॥
এতশুনি চন্দ্রধর উঠিল গর্জ্জিয়া। বলে তোরে কে পাঠাল এমন্ত্রণা দিয়া॥
তোর বচনেতে কি পূজিব বিষহরী। যদি মোর বাক্য রক্ষ তবে বরং পারি॥
কি করিবে স্বধু তুমি কাননে ভ্রমিয়া। আমার সঙ্গেতে থাক প্রণয় করিয়া॥
ছাই ভস্ম আভরণ করহ অন্তর। রতন ভূষণেতে সাজাব কলেবর॥
স্বর্ণখাটে একাসনে করিবে শয়ন। তবে সে করিতে পারি মনসা পূজন॥
এতেক বলিয়া করে দন্তকড়মড়। ক্রোধে পরিপূর্ণ দেহ কাঁপে থর থর॥
বল নাহি শরীরে সাহসে করিভর। তপস্বিনী মারিমারে ধাইল সত্বর॥
ভয় পেয়ে তাপসীর উড়িল পরাণ। নিজমূর্ত্তি ধরি পদ্মাহল অন্তর্দ্ধান॥
মনসা জানিয়া সাধু করে গালাগালি। যত মন্দ বলে তাহা লাজে নাহি বলি॥
অশেষ র্ভৎসিয়া পরেস্থির করিমন। আপন দেশেতে তবে করিল গমন॥
আনন্দেতে চন্দ্রধর যায় নিজ বাসে। বিরচিল কৃষ্ণ মনসার হীন দাসে॥

বিষহরীর গণকের বেশধারণপূর্ব্বক চন্দ্রধরকে গৃহেযাওয়ার মন্ত্রণা প্রদান।

তপস্বিনী বেশ ছাড়ি, আপন মুরতি ধরি, বিষহরী যেয়ে নিকেতনে।
যে বলিল চন্দ্রধর, কহিলেন পূর্ব্বাপর, সমুদায় নেতার সদনে॥
নেতা কন পদ্মাবতি, পুনঃ করহ দুর্গতি, দুষ্টমতি ভণ্ড সদাগরে।
করিয়া মায়া বিস্তার, কর যেয়ে প্রতিকার, অপমান পায় যে প্রকারে॥
হয়ে অতি হৃষ্টমন, যাবে আপন ভবন, কুমন্ত্রণা দেওগে ইহাতে।

এতশুনি বিষহরী, গণকের বেশ ধরি, চলিলেন পাঁজি পুঁথি হাতে ॥
যেয়ে সদাগর পাশে, বলিছে মধুর ভাষে, কেতুমি কোথায় নিকেতন ।
তবে চন্দ্রধর কয়, আপনার পরিচয়, পাটনের সব বিবরণ ॥
তখনে বলে দৈবজ্ঞে, প্রাণে বেঁচে আছ ভাগ্যে, নতুছিল সংশয় জীবন।
দেখি অতি ব্যতিব্যস্ত, পরিধান নাহি বস্ত্র, শীর্ণ দেহ মস্তক মুণ্ডন ॥
গেলে আপন আবাসে, পাছে সব লোকে হাসে, হেরিয়া তোমার কলেবর।
শুন হে আমার কথা, দিবসে না যেও তথা, নিশিযোগে প্রবেশিও ঘর ॥
গবাক্ষেতে সাবধানে, কেহ যেন নাহি চিনে, যেও অতি হয়ে সঙ্কুচিত ।
সাধু বলে হযে হর্ষ, বটে ভাল পরামর্শ, আপনি করিলা বড় হিত ॥
এরূপ মন্ত্রণা দিয়ে, দৈবজ্ঞ বিদায় হয়ে, চলিলেন তবে স্থানান্তর ।
কৃষ্ণ বলে শিব সুতা, সনকা সুন্দরী যথা, এই বেশে চলহ সত্বর ॥

বিষহরীর পূর্ব্বমত দৈবজ্ঞ বেশে সনকার নিকট গমন ও প্রত্যাগমন ।

গণকের বেশেতে ভাণ্ডিয়া চন্দ্রধর। সেই বেশে জান পদ্মা সনকা গোচর ॥
কক্ষেতে পঞ্জিকা করে কবে কুশাসন। জয় হোক সনকার বলে ঘনেঘন ॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া তবে সনকা সুন্দরী। পাদ্য অর্ঘ দিয়া বসাইল যত্ন করি ॥
লগ্নাচার্য্য বলে শুন সনকা সুন্দরী। চিরদিন আমি সদাগর হিতকারী ॥
বহুদিন হল ঘরে নাহি সদাগর। সতত ভাবনা আছে আমার অন্তর ॥
গণনা করিয়া আজি দেখেছি সকল। গৃহে আসিবেন সাধু সকল মঙ্গল ॥
কিন্তু এক অমঙ্গল দেখি নিকটেতে। আসিয়াছি তব স্থানে সমাচার দিতে ॥
অন্ধকার নিশিযোগে হবে সে ঘটনা। গবাক্ষেতে প্রবেশিবে ভূত একজনা ॥
অতএব সাবধানে থেক সর্ব্বজন। গৃহেতে আসিতে নাহি দিবে কদাচন ॥
গবাক্ষেতে পাতিবেক শূকরের দড়ি। ঠেকিবে ভূত অবশ্য সেই ফাঁদে পড়ি ॥
চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া মারিও পিছা বাড়ি। তবে সে যাইতে পারে সেই ভূত ছাড়ি ॥
ভূতগণ জানি আমি অতি মায়াকারী। ছলনে বলিবে হই চাঁদ অধিকারী ॥
এই বাক্যে না ভুলিবা সনকা সুন্দরী। যত কবে তত প্রহারিবে দৃঢ় করি ॥
এতবলি লগ্নাচার্য্য করিল গমন। নিজমূর্ত্তি ধরি গেল আপন ভবন ॥
মনসার মায়া দেখি অতি চমৎকার। হীন কৃষ্ণগোবিন্দ করিছে নমস্কার ॥

দুর্ব্বলী দাসীর রূপের বর্ণনা ।

শুনি গণকের বাণী, শঙ্কান্বিতা হয়ে ধনী, ডাকিয়া আনিল দাসীগণ।
বলে দৈবজ্ঞ বচনে, সাবধানে সর্ব্বজনে, বিভাবরী করহ যাপন ॥

সনকার ছয় দাসী, তন্মধ্যে অতিরূপসী, দুর্ম্মলী নামেতে একজন।
কি কব রূপের ছটা, বরণ মেঘের ঘটা, পেঁচক জিনিয়া দুনয়ন॥
নাসিকা মহিষ জিনি, শ্রবণে যেন হস্তিনী, বরাহের সমান দশন।
কুকুর সদৃশ গণ্ড, কটি বটবৃক্ষ খণ্ড, প্রায় উরু পরশিছে স্তন॥
ছুছুন্দরী প্রায় মুখ, ছুরী জিনি চোখা নখ, হস্ত পদ বানর মতন।
শুক্র পাট বর্ণ কেশ, কিবা মনোহর বেশ, দেখিতে মুনির হরে মন॥
পেয়ে শরীরের গন্ধ, ধেয়ে যায় মাছি বৃন্দ, করিবারে ক্ষুধা নিবারণ।
এমন অপূর্ব্ব রূপ, বর্ণিবে যথার্থ রূপ, ধরা মধ্যে কে আছে এমন॥
অতএব এইক্ষণে, অক্ষম হয়ে বর্ণনে, ইহাতেই ভুলিল নয়ন।
যদি বলি এতাধিক, চিত্ত রহিবে না ঠিক, দেখিতে হইবে উচাটন॥

চন্দ্রধরের গৃহে প্রবেশ ও দুর্ম্মলীর হাতে অপমান।

লোমশ বলেন শুন ওহে তপোধন। বৃথা এ বর্ণনে কার্য্য নাহি এইক্ষণ॥
কিরূপেতে চন্দ্রধর আসিল আবাসে। সে সব বৃত্তান্ত কহ শুনি সবিশেষে॥
সৌতি কন শুন বলি সে সব কথন। ঘরেতে আসিয়া পুনঃ হবে বিড়ম্বন॥
গণকের বচন শুনিয়া সর্ব্বজন। গবাক্ষে শূকর দড়ি করিল পাতন॥
দিবা অবসান প্রায় হইল যখন। পিছা হাতে করিয়া রহিল দাসীগণ॥
সেথা চন্দ্রধর বসি রয়েছে অরণ্যে। কতক্ষণে নিশি হবে ভাবিতেছে মনে॥
অস্তাচলে দিবাকর করিল গমন। ক্রমে অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল ভুবন॥
ভাবে সাধু এই বুঝি সময় হইল। শ্রীদুর্গা স্মরণ করি গৃহেতে চলিল॥
সাক্ষাতে দেখিয়া পুরী আনন্দিত মন। গোপনে প্রবেশ করে চোরের মতন॥
মনসা মায়াতে নাহি ভোলে সাধ্য কার। পশিলেক সাধু যেয়ে খেরকির দ্বার॥
জানালাতে ফাঁদ আছে নাহি জানে আগে। দৈবনিবন্ধন হেতু সেই ফাঁদে লাগে॥
জালে বন্দী হয়ে সাধু ধরফড়ি করে। কষিল সকল দাসী ভূতে মারিবারে।
রূপে গুণে বিক্রমেতে উৎকৃষ্টা দুর্ম্মলী। সঘনে চীৎকার দেয় মার মার বলি॥
সত্বরে দুর্ম্মলী যেয়ে পিছা হাতে করি। সাধুর মস্তকে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥
অশেষ প্রহার করে বর্ণিতে বিস্তর। অবশেষ বসিলেক বুকের উপর॥
অধরেতে পদাঘাত করিল যখন। উচ্চৈঃস্বরে চন্দ্রধর করিছে ক্রন্দন॥
সাধু বলে দুর্ম্মলী কি চিনিস্‌নে আমায়। ভূত নাহি আমি হই চন্দ্রধর রায়॥
দৈবজ্ঞের কথা পরে হইল স্মরণ। সামান্য পণ্ডিত না হইবে সেইজন।
যেরূপে বলিয়াছিল সকলি মিলিল। ভূতে সদাগর বলি পরিচয় দিল॥

এত বলি দুর্ব্বলী যে বিস্তর মারিল॥ আগুন জ্বালিয়া গোঁপ দাড়ি পোড়াইল॥
ব্যথা পেয়ে চন্দ্রধর করে হাহাকার। পুনরায় করে সবে পিছার প্রহার॥
সাধু বলে দুর্ব্বলী গো ছাড়িদেও মোরে। তোমার প্রহার আর না সহে শরীরে॥
পঞ্চ কাহনতে তোকে করেছিনু ক্রয়। মারিলি পিছার বাড়ি এদুঃখ কি সয়॥
অদ্য রাত্রি সুপ্রভাত হইলে আমার। কল্য তোরে ইহার করিব প্রতিকার॥
নাসিকা শ্রবণ তোর করিয়া ছেদন। গুঞ্জরীর ওপারেতে করিব প্রেরণ॥
অন্য দাসী বলে ওগো দুর্ব্বলী সুন্দরী। জ্ঞান হয় হতে পারে চাঁদ অধিকারী॥
ভূত না হইবে এই লয় মোর মনে। পূর্ব্বাপর কথা সব জানিল কেমনে॥
দুর্ব্বলী বলিছে তোর ছাওয়ালের মতি। গ্রাম্যভূতে জানে সব ভূত ভবিষ্যতি॥
এতবলি বহুতর করিছে প্রহার। সহিতে না পারে সাধু ছাড়য়ে চীৎকার॥
হস্তে পদে গলে তার করিল বন্ধন। সনকা বলিয়া সাধু করিছে ক্রন্দন॥
কি কর সুধাংশুমুখী সুখে বসি ঘরে। দেখ মোর প্রাণ যায় দুর্ব্বলীর করে॥
মনসা পদারবিন্দে কোটি নমস্কার। কৃষ্ণ বলে এদশা না ঘটাও আমার॥

চন্দ্রধরের রোদনে সনকার পরিচয়।

কাঁদে সাধু উচ্চৈঃস্বরে, সহ্য না করিতে পারে, দুর্ব্বলীর প্রহার প্রবল।
বলে কোথা প্রাণেশ্বরি, আন সনকা সুন্দরি, কি দুর্দ্দশা সহসা ঘটিল॥
ছলনায় দুষ্ট ফণী, অশেষ করিল হানি, প্রাণমাত্র বাকি রেখেছিল।
অনেক সঙ্কটে তরি, আসিয়া আপন পুরী, পুনরায় প্রমাদ পড়িল॥
এপ্রকার চন্দ্রধর, ক্রন্দন করে বিস্তর, সনকায় শুনিতে পাইল॥
বলে একি অকস্মাৎ, যেন মোর প্রাণনাথ, কি জন্যেতে এদশা ঘটিল॥
চমকি উঠিল রাণী, দাবদগ্ধ কুরঙ্গিনী প্রায় তথা গমন করিল।
যেয়ে অতি দ্রুতগতি, চিনিবারে নিজ পতি, দীপ জ্বালি অমনি লইল॥
গবাক্ষেতে নিরীক্ষণ, সনকা করি তখন, নিজ পতি চিনিতে পারিল।
ধনী করে হাহাকার, এদশা কেন তোমার, প্রাণনাথ বিস্তারিয়া বল॥
বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, কি ফল হইবে কেঁদে, যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি শাস্তি হল।
বন্ধন কর মোচন, তবে সব বিবরণ, জিজ্ঞাসা করিলে হয় ভাল।

চন্দ্রধরের বন্ধন মোচন ও পরস্পর বাক্যালাপ।

চিনিয়া আপন পতি সনকা সুন্দরী। বিষাদে অজস্রে ঝরে নয়নের বারি॥
স্বকরে সনকা পরে বন্ধন খুলিল। প্রাণপণে চন্দ্রধর উঠিয়া বসিল॥
ক্রন্দন করিয়া জিজ্ঞাসিছে সনকার। দেখিয়া তোমার দশা হৃদি ফেটে যায়॥

কি জন্যেতে এদুর্গতি বল প্রাণেশ্বর। কোথা বল ধন জন তরণী নিকর॥
সকল ত্যজিয়ে কেন আসা একেশ্বর। কি জন্যে পশিলে আসি গবাক্ষ ভিতর॥
সাধু বলে প্রাণেশ্বরী কি জিজ্ঞাস আর। কালীর ছলেতে হল প্রাণে বাঁচা ভার॥
বাণিজ্যেতে লভ্য হয়েছিল বহুতর। কি করি করম দোষে হইল অন্তর॥
কালীদহে ডুবিলেক চতুর্দ্দশ তরী। অবশিষ্ট আমিমাত্র আসিয়াছি ফিরি॥
পদে২ যে দুর্দ্দশা ঘটাইল কালী। আপনার দাসী নয় আপনার প্রাণী॥
কত বেশ ধরিয়া আসিল কতবার। যতেক অনিষ্ট তাহা বর্ণিতে বিস্তার॥
অবশেষে করিলেক মস্তক মুণ্ডন। গবাক্ষেতে পশিলাম সেই সে কারণ॥
এ অবস্থা দেখিয়া হাসিবে সর্ব্বজন। তেঁই সে গোপনে আসি এতেক লাঞ্ছন॥
এত শুনি সনকায় কাঁদিল বিস্তর। নয়নের নীরে ধৌত হল কলেবর॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে দাসী ছয় জন। অজ্ঞাতে করেছি পাপ ক্ষমহ এখন॥
বধূদের ক্রন্দনেতে পাষাণ বিদরে। যত কাঁদাকাটি তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
অতঃপর সনকায় বলিছে তখন। পূর্ব্বে না শুনিলে প্রভু আমার বচন॥
মনুষ্য হইয়া কর দেবীসহ বাদ। তারতরে পদে পদে এত পরমাদ॥
চাঁদে বলে ওকথার নাহি প্রয়োজন। শত্রু কে না মিত্র কব থাকিতে জীবন॥
এইরূপে বাক্যের প্রসঙ্গ পরস্পর। সাধু বলে শুন প্রিয়ে আমার উত্তর॥
ক্ষুধানলে দহে তনু নাহি সরে স্বর। শরীর অবশ প্রায় উত্তর উত্তর॥
আহারীয় দ্রব্য প্রিয়ে আনহ সত্বর। বিলম্ব হইলে প্রাণ হবে দেহান্তর॥
পতির বচন শুনি সনকা সুন্দরী। আনিলেন ভোজনের সামগ্রী আহরি॥
অশন করিয়া সাধু হইল সুস্থির। ক্রমেতে যামিনী গত উদয় মিহির॥
পোড়া গোঁপ দাড়ি আর মস্তকমুণ্ডিত। নানা ক্লেশে কলেবর হয়েছে কুৎসিত॥
কৃষ্ণ বলে বিলম্বনা কর কদাচিত্। ক্ষৌর কর্ম্ম কর সাধু আনিয়া নাপিত॥

চন্দ্রধরের ক্ষৌরকর্ম্ম।

নিশি হল সুপ্রভাত, তবে চম্পকের নাথ, বলে শুন সনকা সুন্দরী।
দেখি মস্তক মুণ্ডন, হাসিবেক সর্ব্বজন, নাপিত আনহ ত্বরা করি॥
তবে সনকা সত্বরে, নরসুন্দরের তরে, ভৃত্য পাঠাইল একজন।
রাজার আদেশ পেয়ে, অতি ত্বরান্বিত হয়ে, নাপিত আসিল ততক্ষণ
বসাইয়া চন্দ্রধরে, ক্ষৌর তরে ক্ষুর করে, নাপিত হইয়ে শঙ্কান্বিত।
দেখে তাঁর পোড়া মুখ, লাজে করে অধোমুখ, ভাবে একি হেরি বিপরীত॥
জিজ্ঞাসি জানিল মর্ম্ম, আরম্ভিল ক্ষৌর কর্ম্ম, দাড়ি গোঁপে ক্ষুর লাগাইল।

বিদ্ধ অধর তাঁর, বহে শোণিতের ধার, মাংস ছাল একত্র হইল ॥
বহু কষ্ট সহ্য করি, কামাইল গোঁপ দাড়ি, কেশ আদি করিল ছেদন।
নাপিত বিদায় হল, স্নানাহ্নিক সমাপিল, পরে পরে উত্তম বসন ॥
পূর্ব্বমত বেশ ধরি, চম্পকের অধিকারী, হইলেন অন্দর বাহির।
আসিবেক পুরজন, কৃষ্ণ বলে সম্ভাষণ, কর সবে হইয়া সুস্থির ॥

লক্ষ্মীধরের সহিত চন্দ্রধরের যুদ্ধ এবং পরিচয়।

আনন্দেতে চন্দ্রধর বাহির হইল। সনকা শয়নালয় সম্মুখে দেখিল ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় লঙ্ঘন। পিতা পুত্রে হইবেক ঘোরতর রণ ॥
জন্মাবধি তাত সুতে নাহি দরশন। দুজনের পরিচয় না জানে দুজন ॥
সনকার পালঙ্কে বসিছে লক্ষ্মীধর। আপন সুখেতে আছে হরিষ অন্তর ॥
সহসা সুতেরে সাধু করি নিরীক্ষণ। বলে একি অকস্মাৎ হেরি কুলক্ষণ ॥
পূর্ব্বাপর পতিব্রতা জানি যে সনকা। এখনে সতীত্ব তাঁর যাইবেক দেখা ॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি মিথ্যা কভু নয়। রমণী চরিত্র বুঝা দেবের সংশয় ॥
কামিনী নিকর যত মায়ার সাগর। মুখেতে অমিয় ক্ষরে গরল অন্তর ॥
সত্য মিথ্যা কথা বলে করি পরিপাটী। পতি মুখে দেয় ছাই জার মুখে রুটি ॥
বিজ্ঞ লোক মুখে আমি করেছি শ্রবণ। বিদেশে থাকিলে স্বামী এরূপ ঘটন ॥
তাদের বচন আজি সত্য বোধ হল। সনকা নিশ্চয় ব্যভিচারেতে পড়িল ॥
এত বলি কোপেতে কম্পিত কলেবর। করিলেক সাধু যেন শমন কিঙ্কর ॥
ভাল মন্দ লক্ষ্মীধর কিছু নাহি জানে। অকস্মাৎ সাপুটিয়া ধরিল তখনে ॥
এত দেখি লক্ষ্মীধর হইল অবাক্। ভাবে একি অকস্মাৎ ঘটিল বিপাক ॥
মনে অনুমান করে হইবে পাগল। পালটী ধরিল বীর বলে মহাবল ॥
দুইজনে মল্লযুদ্ধ পালঙ্ক উপর। কেহ মারে লাথি কিল কেহ মারে চড় ॥
কভু হেটে কভু ঊর্দ্ধে করে জড়াজড়ি। পালঙ্ক হইতে পরে ভূমির উপরি ॥
সমর করিছে দোঁহে দেখিতে ভীষণ। পূর্ব্বে গজ কূর্ম্ম যে প্রকারে করে রণ ॥
মহা পরাক্রম শূর বীর লক্ষ্মীধর। ছিন্ন ভিন্ন করিল সাধুর কলেবর ॥
সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে রাঙ্গা যেন জবা ফুল। সহিতে না পারে রণ করে হুলুস্থূল ॥
গণ্ডগোল দেখিয়া আসিল সর্ব্বজন। বধূগণ বলে একি আশ্চর্য্য ঘটন ॥
সনকানিকটে যেয়ে দিল সমাচার। দেখ যেয়ে ঠাকুরাণী হল মহামার ॥
শ্বশুর দেবরে যুদ্ধ হইল তুমুল। শ্রবণ বধির প্রায় নাহি শুনি বোল ॥

এত শুনি সনকা হইয়া ত্বরান্বিতা। দ্রুত গেল পিতা পুত্রে যুদ্ধ করে যথা॥
একি কর একি কর বলে ঘনেঘন। ছাড় লক্ষ্মীধর আর নাহি কর রণ॥
মায়ের বচনে যুদ্ধ ত্যজে লক্ষ্মীধর। ভূতল হইতে সাধু উঠিল সত্বর॥
নিকটেতে খড়্গ এক দেখে আচম্বিতে। করে করি নিয়ে ধায় সনকা কাটিতে॥
লম্ফ দিয়ে কেশে যেয়ে ধরিল তখন। আশে পাশে ঘেরিয়া ধরিল দাসীগণ॥
সনকা বলিল বুদ্ধি গেল রসাতলে। আপনি চিনিতে নার আপনার ছেলে॥
পূর্ব্বের যতেক কথা নাহি কি স্মরণ। যাত্রাকালে কৈরে ছিলা ঋতুর রক্ষণ॥
সেই শুক্র হতে জন্ম এই যে কুঙর। রূপে গুণে অতুলন ধর্ম্মেতে তৎপর॥
এতেক শুনিয়া তবে চন্দ্রধর রায়। গর্জ্জিয়া উঠিল যেন কালান্তক প্রায়॥
দুশ্চরিত্রা নারী সবে কত মায়া জানে। উপপতি তরে নিজপতি মারে প্রাণে॥
বারাঙ্গনা তুল্য দেখি তোমার আচার। প্রাণ ভয়ে পুত্র বলি করিলি প্রচার॥
সনকায় হরেকৃষ্ণ রাম রাম বলে। লিখন লিখিয়া ছিলে তাও কি ভুলিলে॥
সনকা সুন্দরী তবে যেয়ে অতি ত্রস্তে। লিখন আনিয়া দিল সদাগর হস্তে॥
লিপি খুলি পঠন করিল সমাচার। মিলিলেক মাস পক্ষ তিথি ক্ষণ বার॥
নিজ করাঙ্কিত দেখি হইল লজ্জিত। রহিলেন অধোমুখে পুলকিত চিত॥
সরমে নিস্তব্ধ হয়ে রহিল তখন। কৃষ্ণ বলে কর সাধু পুত্র সম্ভাষণ॥

লক্ষ্মীধরের রূপ এবং পরাক্রম দর্শনে চন্দ্রধরের আনন্দ।

দেখিয়া পুত্রের মুখ, সাধুর উপজে সুখ, লক্ষ্মীধর করিলেন কোলে।
বলে দেহ হল ধন্য, বিধি মোর সুপ্রসন্ন, হেন রত্ন না দেখি ভূতলে॥
রূপে পূর্ণ শশধর, বলে জিনি খগেশ্বর, সর্ব্ব গুণাকর মোর ছেলে।
করেছি কতেক পুণ্য, তেঁই জগতের মান্য, অবশ্য হইব অবহেলে॥
হেন পুত্র নিধি যার, ত্রিভুবনে সম তাঁর, কে হইতে পারে কোন কালে।
সদা পূজি মহামায়া, প্রকাশিল স্বীয় মায়া, ফলাফল এতদিনে ফলে॥
এত বলি চন্দ্রধর, ভাসে আনন্দ সাগর, নৃত্য আরম্ভিল কৌতুহলে।
কাণীর হবে দুর্দ্দশা, সাধু বলে এই ভাষা, জীবনে নাশিব দেখা পেলে॥
নগরেতে দিব সারা, সকল চৌকিপাহারা, সংগৃহীত হৈয়ে এক স্থলে।
মনসা মুণ্ডন গীত, গাবে হয়ে হর্ষান্বিত, গালি দিবে বাড়ি দিয়া ঢোলে॥
চাঁদের কুৎসিত বাণী, ধ্যানেতে হর নন্দিনী, পূর্ব্বাপর জানিল সমূলে।
কন নেতার গোচরে, গালি দেয় চন্দ্রধরে, এদুঃখে শরীর মোর জ্বলে॥
নেতা বলে বিষহরী, থাকহ ধৈরয ধরি, বুঝা যাবে সুযোগ পাইলে।
মনসা পদ্মারবিন্দে, পামর কৃষ্ণগোবিন্দে, প্রণমিছে পড়ি ধরাতলে॥

লক্ষ্মীধরের বিবাহ করাইবার চেষ্টা ।

মনসা চরিত্র কথা সুধা হতে সুধা । শুনিলে কলুষ নাশ ইথে নাহি বাধা ॥
শুনিয়া সনক মুখে লোমশের হাঁস । বলে কহ পুণ্য কথা করিয়া প্রকাশ ॥
তার পরে কি করিল রাজা চন্দ্রধর । সনক বলেন শুন শুন মুনিবর ॥
পুত্রপেয়ে সানন্দ হইল সদাগর । নানাবিধ মহোৎসব করে বহুতর ॥
নৃত্য গীত বাদ্য ভাণ্ড মঙ্গল আচার । অশেষ করিল দান খুলিয়া ভাণ্ডার ॥
চম্পাকেতে জাহ হল মহা নাদ । কিন্তু ইথে কেহ কেহ ভাবিছে বিষাদ ॥
যাঁর পতি পুত্র পাটনেতে গিয়াছিল । তা সবার ঘরে২ ক্রন্দন উঠিল ॥
সবাকে সান্ত্বনা করে চন্দ্রধর রায় । ধন দান করে সবে যে যেমন চায় ॥
ধন পেয়ে শোক জ্বালা সকলি পাশরে । হরিষে বিচরে সবে চম্পক নগরে ॥
পত্নী পুত্র সহ সাধু সুখে রাজ্য করে । সনকা সহিত সদা আনন্দে বিহরে ॥
দ্বাদশ বৎসরে ক্লেশ পেয়ে ছিল যত । হেরি সনকা সুন্দরী সকল বিস্মৃত ॥
রতি রসে বিরত নাহিক কদাচন । এইরূপে কিছু কাল করিল যাপন ॥
কিন্তু এক চিন্তা মাত্র আছয় অন্তরে । যোগ্য পুত্র লক্ষ্মীধর বিবাহের তরে ॥
একদিন চন্দ্রধর বসি সিংহাসনে । পাত্র মিত্র আদেশিয়ে আনিল তখনে ॥
নট ভাট গণক ব্রাহ্মণ যত ইতি । সকল আসিল যথা চম্পকের পতি ॥
হেনকালে উপনীত সোমাই ব্রাহ্মণ । রাঘাই নফরসহ রাজার সদন ॥
দেখি চন্দ্রধর রায় মানিল বিস্ময় । বলে কি প্রকারে এলে কহত নিশ্চয় ॥
সমুদ্রে ডুবিয়া সবে ত্যজিল পরাণ । কিরূপে বাঁচিলে দুয়ে বল সে বয়ান ॥
সকল বৃত্তান্ত পরে সোমাই কহিল । আস্তিকের জননী যেরূপে বাঁচাইল ॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত হল সর্ব্বজন । অতঃপর ভট্ট স্থানে জিজ্ঞাসে রাজন ॥
মাধব নামেতে ভট্ট ছিল একজন । বহু দেশে করে সে গমন আগমন ॥
রায় বলে ভট্ট তুমি জান সবিশেষ । কহ শুনি কন্যা আছে কোন্২ দেশ ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রুটি না হইবে । লক্ষ্মীধরযোগ্যপাত্রী কোথায় মিলিবে ॥
ভট্ট বলে করিয়াছি অনেক ভ্রমণ । দেখি নাই পাত্রী আমি মনের মতন ॥
শুন রাজা চন্দ্রধর বসি ক্রমাগত । যে কন্যা হইবে ইচ্ছা কর সমানীত ॥
উড়িষ্যাতে কেশব নামেতে নরপতি । তাঁর কন্যা জগতমোহিনী গুণবতী ॥
গোত্রেতে কশ্যপ বটে কুলের প্রধান । দানে যেন বলি ধনে কুবের সমান ॥
সাধু বলে এখানে না সম্বন্ধ হইবে । সগোত্রেতে শাস্ত্রমতে বাধা দিবে সবে ॥
মম গোত্র কশ্যপ জানয়ে সর্ব্বজন । অন্য কন্যা কোথা আছে বল সে কথন ॥

ভট্ট বলে হস্তিনায় ভাস্কর ভূপতি। তাঁহার কুমারী শশিরেখা রূপবতী।
পদ্মগন্ধা সেই কন্যা পঙ্কজনয়নী। সাধু বলে একথা না বলিও কখনি॥
পদ্মের সৌরভ আমি সহিতে না পারি। কাণীর লক্ষণ হবে সে রাজকুমারী॥
ভট্ট কয় বিজয়পুরেতে বিদ্যাধর। তাঁর কন্যা চন্দ্রকলা চন্দ্রের সোসর॥
চন্দ্রধর বলে সে কন্যার কাজ নাই। বিদ্যাধর বটে মোর খুল্লতাত ভাই॥
এপ্রকার ঘটক বলিছে বহুতর। কিছুতেই সম্মত না হল চন্দ্রধর॥
পরে ভট্ট বলে শুন চম্পকের পতি। সায়র নামেতে রাজা উজানী বসতি॥
বিপুলা সুন্দরী নামে আছে তাঁর কন্যা। রূপের সমতা নাহি ত্রিভুবন ধন্যা॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি একঠাঁই হয়। দেবরাজ লিখে আর নাগরাজ কয়॥
তথাচ বর্ণনে না করিতে পারে শেষ। আর কথা রাজা তবে শুন সবিশেষ॥
আরাধন বিপুলার পুনঃ আসে ফিরে। মৃতা জীব অবহেলে জীয়াইতে পারে॥
লোহার তণ্ডুল অন্ন করয়ে রন্ধন। প্রকৃত সে সাধ্যা সতী লয় মোর মন॥
তাঁর রূপ গুণ যত অক্ষম বর্ণনে। দেখ চেয়ে মহারাজ যদি লয় মনে॥
নৃপ বলে বল বল ভট্ট মহাশয়। সাধ্যমতে ব্যক্ত করা উপযুক্ত হয়॥

বিপুলার রূপ বর্ণনা।

(লঘু ত্রিপদী।)

বালার্কের কর, হইতে প্রখর, অঙ্গের কিরণ যার।
তুচ্ছ তপ্ত হেম, হেমাঙ্গীর সম, তুলনা কে দিবে তাঁর॥
হেরিয়া অধর, বিম্ব কলেবর, বিদারণ হয় লাজে।
কুরঙ্গিনীগণ, দেখিয়া নয়ন, পলাইবে কাজে কাজে॥
তেমনি নাসিকা, গৌরবনাশিকা, শুক চঞ্চু তিল ফুল।
নিরখি শ্রবণ, হয়ে ক্ষুণ্ণ মন, কাঁদিছে গৃধিনীকুল॥
ভুরুর সমতা, না পাইব কোথা, কামধনু পরাজিত।
চিকুর চাচর, চেয়ে বিষধর, হইবেক বিমোহিত॥
দশন দর্শন, করিয়া কর্ষণ, মুকুতা জিনিতে পারে।
কম্বুজিনি গ্রীবা, মনোহর কিবা, উপমা হইতে নারে।
পীন পয়োধর, নাহবে সোসর, দাড়িম্ব কমলকলি।
মধ্যদেশ হেরি, পলায় কেসরী, পরাজিত হবে বলি॥
করি কর উরু, কিংবা রম্ভাতরু, হইতে সুসার হবে।
নিতম্ব জঘন, হেরিলে মদন, রতি পাশে নাহি রবে॥

কিবা অপরূপ, নাভির স্বরূপ, স্ফুটিত পঙ্কজ হাসে।
হেরি বাহু লতা, অম্বুজের লতা, অম্বুধিতে যেয়ে পশে॥
নিন্দি শশধর, নখর নিকর, চন্দ্রমা প্রকাশ করে।
নিরখি অঙ্গুলী, চম্পকের কলি, পাঁপরি ঝড়িয়া পড়ে॥
জিনি শতদল, চরণ কমল, সুবিমল কিবা রশ্মি।
দিব কি তুলনা, হবে না হবে না, যুটিতে শরদ শশী॥
এ ধনী যখন, করিবে গমন, মরাল মাতঙ্গ হারে।
প্রকাশিয়ে আস্য, যবে করে হাস্য, বিদ্যুৎ খসিয়া পড়ে॥
চেয়ে নেত্র তারা, দ্বিজরাজ তারা, ঘন আড়ে লুকাইল।
করিলে ইঙ্গিত, অনঙ্গ মোহিত, অন্যকে বলা বাহুল্য॥
নাবলি অধিক, যদ্যপি অলীক, আমাকে আপনি বল।
কি কাজ প্রমাণে, অদ্য মোর সনে, বিপুলা দেখিতে চল॥
শুনে এ বচন, অতি ক্ষুণ্ণ মন, কৃষ্ণ হল স্নেহভরে।
আহা মরি মরি, এমন সুন্দরী, না হেরিব জন্মান্তরে॥

লক্ষ্মীধরের বিবাহ করিতে গমন।

ভট্ট বলে মোর আছে কত বা শকতি। সেরূপ বর্ণনে অক্ষম বৃহস্পতি॥
তথাচ বলেছি কিছু করিয়া সাহস। কিন্তু ইতে নিন্দা ভিন্ন হলনা পৌরুষ॥
যে সংকেতে বিপুলার দিয়াছি তুলনা। তাতে কি হইতে পারে সম্পূর্ণ বর্ণনা॥
যদ্যপি দেখিতে তব অভিপ্রায় হয়। উজানী নগরে চল শীঘ্র মহাশয়॥
এত শুনি আনন্দিত রাজা চন্দ্রধর। দীন যেন ধন পেলে হৃষ্ট বহুতর॥
যদ্যপি ঘটিয়া উঠে বিধির লিখনে। মম সম ভাগ্যবন্ত কে রবে ভুবনে॥
যেম্নি গুণবান পুত্র তেম্নি বধূ হবে। হেরিয়া দোঁহার মুখ দুঃখ দূরে যাবে॥
জয়ধর ভ্রাতা ছিল পাত্র বংশীধর। চন্দ্রধর খুল্লতাত জানি পূর্ব্বাপর॥
সাধু বলে শুন খুড়া আমার বচন। ভট্ট মুখে শুনিলাম যে সব বর্ণন॥
হেন কন্যা তুল্য আর পাব কোথাকার। বল শুনি ইতে কিবা মত আপনার॥
বংশীধর বলে জিজ্ঞাসার কিবা কাজ। শুভকর্ম্ম শীঘ্র ভাল নাহি সাজে ব্যাজ॥
ধন মানে কুলে শীলে সায়র রাজন। ধরা মধ্যে বটে মহামান্য সেইজন॥
তাঁর কন্যা আনি ভাগ্যে যদ্যপি মিলায়। অবশ্যই লক্ষ্মীধরে দিবে আনি তায়॥
ভট্ট বলে কিবা চিন্তা কর মহাশয়। বরসহ চল কার্য্য ঘটাব নিশ্চয়॥
কন্যা যোটনার না হইবে প্রয়োজন। আমি যাহা বলি তাহা বিধির লিখন॥

এত শুনি চন্দ্রধর হয়ে হরষিত। সৈন্যগণ সংযোজনে হয় উপস্থিত ॥
বিপুলার সতীত্ব পরীক্ষা করিবারে। লোহার তণ্ডুল আনাইল অতঃপরে ॥
লোহার তণ্ডুল যদি করয়ে রন্ধন। তবে তারে সতী বলি হইবে গণন ॥
দূত পাঠাইয়া দিল দেশ দেশান্তর। যেখানে যে সৈন্য আছে আনহ সত্বর ॥
রাজার আজ্ঞায় দূত বিলম্ব না করে। গমন করিল শীঘ্র সৈন্য আনিবারে ॥
পূর্ব্ব হতে সৈন্য এলো বত্রিশ হাজার। দ্বিনবতি হাজার পশ্চিম হতে আর ॥
উত্তর হইতে সাত হাজার আসিল। অবশেষে অনুচর দক্ষিণেতে গেল ॥
চাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকেতু নাম। তাঁর পুত্র চন্দ্রচূড় রূপে অভিরাম ॥
দানে ধ্যানে গুণে মানে ধর্ম্মেতে তৎপর। ভগবতী বশীভূতা আছে নিরন্তর ॥
অনেক কঠোর তপঃ করি বহুকাল। বর প্রাপ্ত হয়েছে বিজয়ী হবে কাল ॥
সুখেতে বসতি করে মেদিনী সহর। এক লক্ষ সৈন্যসহ আসিল সত্বর ॥
চতুর্দ্দিকস্থ সৈন্য সব হল একত্রিত। চম্পকের সৈন্যগণ আসিল ত্বরিত ॥
সমুদয়ে সৈন্যগণ হল পঞ্চকোটি। সকলেরই আভরণ অতি পরিপাটি ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ চতুর্দ্দোলে। অশ্বারোহী কেহ কেহ পদব্রজে চলে ॥
সিপাই সন্তরি ঢালি মালী যত ইতি। লক্ষ২ রথ সাজে লক্ষ লক্ষ হাতী ॥
বাদ্য করে বাদ্য করে বাজিকরে বাজি। অস্ত্রবারিসহ চলে লক্ষ২ তাজি ॥
ব্রাহ্মণগণক ভট্ট হল বহুতর। পদ ভরে কম্পমান চম্পক নগর ॥
সবারে চলিষ্ণু দেখি চন্দ্রধর রায়। পুলকে পূর্ণিত হল লোমাঞ্চিত কায় ॥
অন্তঃপুরে মিলিয়া সকল নারীগণ। নানা মহোৎসব করে মঙ্গলাচরণ ॥
নানা সাজে লক্ষ্মীধর করিয়া সাজন। যাত্রা করে চন্দ্রধর আনন্দিত মন ॥
যাত্রাকালে অনেক দেখিল সুমঙ্গল। কৃষ্ণ বলে অভিলাষ না হবে নিষ্ফল ॥

মনসাবিপুলাকে স্বপ্নে দর্শন দেন।

মহানন্দে চন্দ্রধর, চলে উজানী নগর, লক্ষ্মীধরবিবাহের তরে।
ছাড়ি কত নদনদী, নগর পাহাড় আদি, ভূমিকম্প সৈন্যপদভরে ॥
নেতা কন পদ্মাবতি, হর্ষেতে চম্পক পতি, যায় পুত্র করাতে বিবাহ।
তুমি যেয়ে ছদ্মবেশে, বিপুলাকে স্বপ্নদেশে, ছলনায় শাপিয়া আসহ ॥
এতশুনি বিষহরী, যথা বিপুলা সুন্দরী, তথা যান রজনী সময়।
ধনী আছে নিদ্রান্বিতা, স্বপ্নযোগে নাগ মাতা, ছল ক্রমে মিষ্ট কথা কয় ॥
শুন বিপুলা সুন্দরি, তোমার চরিত্র হেরি, হল মোর সন্তুষ্ট অন্তর।
স্নান করিবারে তরে, যেও তীর্থ মুক্তেশ্বর, মনোমত পাবে স্বামিবর ॥

এতবলি পদ্মাবতী, চলিলেন দ্রুতগতি, হরষেতে আপন আলয়।
যামিনী প্রভাত প্রায়, বিপুলা চেতন পায়, ক্রমে হল তপন উদয়॥
স্বপ্ন কথা মনেস্মরি, সহর্ষা হল সুন্দরী, বলে দয়া কৈল পদ্মাবতী।
বলে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ, আনন্দেতে নিরানন্দ, পশ্চাতে হইবে গুণবতী॥

বিপুলার মুক্তেশ্বর তীর্থে যাত্রা ও বিষহরী পূজা।

নিদ্রা হতে গাত্রোত্থান করিয়া বিপুলা। পতিবর আশে ধনী হইল চঞ্চলা॥
কাতরে বলিল যেয়ে মায়ের গোচর। স্নানেতে যাইব আমি তীর্থ মুক্তেশ্বর॥
সায়র রাজার পত্নী সুমিত্রা সুন্দরী। বলে কি জন্যে যাইবা পুরী পরিহরি॥
অন্তঃপুর মধ্যে আছে দীঘি সরোবর। বৃথা কেন যাবে তুমি তীর্থ মুক্তেশ্বর॥
শুনিলে কুপিত হবেন তোর পিতে। যেওনা মা ক্ষান্ত দেহ ধৈর্য্যধর চিতে॥
বিপুলা বলেন বৃথা ব'লনা জননী। মন দিয়া শুন বলি স্বপন কাহিনী॥
গত নিশিযোগে আসি হরের নন্দিনী। প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিল তখনি॥
অদ্য সুপ্রভাতে যদি যাই মুক্তেশ্বর। অবশ্য পাইব তবে মনোনীত বর॥
অতএব অনুমতি কর গো আমারে। ত্বরায় যাইব বিষহরী পূজিবারে॥
এতশুনি হরষিত সুমিত্রা সুন্দরী। যাও মাতা ইথে আর নিষেধিতে নারি॥
দাসীগণে আদেশ করেন রাজরাণী। বিপুলাকে নিয়ে যাও চন্দ্রাতপ টানি॥
তবে দাসীগণ অতি ত্বরান্বিতা হৈয়া। অন্দর হইতে দিল চাঁদোয়া টানিয়া॥
অতি পুলকিত হল বিপুলার মন। আপনি করিছে নানা পুষ্প আহরণ॥
ধুপদীপ নৈবেদ্যাদি যত উপহার। সমুদায় লইল মনসা পূজিবার॥
পঞ্চজনা সহচরী সঙ্গে নিয়ে ধনী। মুক্তেশ্বর যাত্রা করে গজেন্দ্র গামিনী॥
কতক্ষণ হাঁটি মুক্তেশ্বরে উত্তরিল। স্নান করি বিষহরী পূজা আরম্ভিল॥
কৃষ্ণকয় পূজিতে হইবে অবহিত। সহসা ঘটিতে পারে হিতে বিপরীত॥

মুক্তেশ্বর তটে চন্দ্রধরের বিপুলাকে অবলোকন।

ভক্তিভাবে বিষহরী, পূজে বিপুলা সুন্দরী, বসি মুক্তেশ্বর তীর্থ ঘাটে।
হেনকালে চন্দ্রধর, সহিত সৈন্য নিকর, ক্রমেহ আসিল নিকটে॥
তবে কন সদাগর, যাদব ভট্টগোচর, শুন ভট্ট আমার বচন।
সৈন্যগণ রাখি দূরে, চল উজানী নগরে, রাজার বুঝিয়া আসিমন॥
ভট্ট বলে মহাশয়, একথা উচিত হয়, তাই করা যাক আচরণ।
সম্মুখেতে আছে গ্রাম, গোপাল নগর নাম, তথাকারে রাখ সর্ব্বজন॥
এই পরামর্শ করি, চম্পকের অধিকারী, সেনগরে রাখি সৈন্যগণ।

ভট্টকে করিয়া সঙ্গে, চলিলেন মহারঙ্গে, সায়র ভূপতি নিবেদন ॥
ক্ষণকাল হাটি পরে, আসিলেন মুক্তেশ্বরে, তটে দেখে বিচিত্র মন্দির।
বিশ্রাম বাসনা করি, ভট্টসহ অধিকারী, বসিলেন শিবির ভিতর ॥
ও পারে বিপুলা সতী, পূজা করে পদ্মাবতী, ভট্টবর পাইল দেখিতে।
বলে দেখ অধিকারি, এই বিপুলা সুন্দরী, সখীসহ পশ্চিম ঘাটেতে ॥
দেখিয়া বধুর মুখ, সাধুর হল কৌতুক, বলে আহা কি সুরূপা মেয়ে।
চরিত্র পরীক্ষা তরে, রহিলেক চন্দ্রধরে, সায়র দুহিতা পানে চেয়ে ॥
মনসা পদার বিন্দে, অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দে, মাথে বন্দে উদ্দেশ করিয়ে।
যাও মায়া বেশ ধরি, যথা বিপুলা সুন্দরী, ছলনায় আসহভাগিয়ে ॥

মনসার ব্রাহ্মণী বেশে বিপুলাকে শাপ দান এবং বিপুলা কর্তৃক ব্রাহ্মণীকে র্ভৎসন।

পূজা আরম্ভিছে হেথা বিপুলা সুন্দরী। ছলিবারে চলিলেন জয় বিষহরী ॥
বিধবা ব্রাহ্মণী বেশ করিয়া ধারণ। মুক্তেশ্বরে উপনীতা বিপুলা সদন ॥
যেই ঘাটে রাজ সুতা করিছে পূজন। সেই ঘাটে ব্রাহ্মণী গেলেন ততক্ষণ ॥
ধ্যানে বিপুলা সুন্দরী নাহি অন্যমন। প্রমাদ ঘটিবে ইথে কে জানে এমন ॥
বিধির লিখন যাহা কে খণ্ডাতে পারে। জল ছিঁটা পড়িলেক ব্রাহ্মণী উপরে ॥
মহাকোপে ব্রাহ্মণী বলিছে অতঃপরে। ধর্ম্মজ্ঞান হারাইলি যৌবনের ভরে ॥
বণিক জাতির নাহি সতীত্ব আচার। চণ্ডাল ব্রাহ্মণ চিত্তে ভাব একাকার ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী। তবে কাল রাত্রিতে মরিবে তোরপতি ॥
নিদ্রা বেশে সর্পে তারে করিবে দংশন। ঘটিবে বৈধব্য দশা না হবে খণ্ডন ॥
এতশুনি বিপুলার আরক্ত লোচন। বলে বিনা দোষেতে শাপিলে কি কারণ ॥
ভণ্ডবেশ ধারী তুমি নহ তপস্বিনী। আচরণে তোমাকে গণিকা মাঝে গণি ॥
সতীর লক্ষণ কিবা জান দুশ্চারিণী। সতী হবে সুধীরা সুস্থিরা মৃদুভাষিণী ॥
প্রাণপণে করিবে পরের উপকার। শত্রুমিত্রে সমভাব ভিন্ন নাই তাঁর ॥
যেরূপ সতীত্ব তব হইল বিদিত। বৃক্ষের যে গুণ তাহা ফলে পরিচিত ॥
বিপ্র কুলোদ্ভবা তুমি বিধবা রমণী। পতিব্রতাধর্ম্মহীনা মনে অনুমানি ॥
বেশ ভূষা মনোহরা দেখে ভয়বাসি। বেণী দোলে পৃষ্ঠোপরে দশনেতে মিশি ॥
আতর গোলাবে অঙ্গ করেছ মণ্ডিত। অধরে হাস্য আস্যে বিচলিত চিত্ত ॥
কামাতুরা হয়ে ভ্রম দেশ দেশান্তরে। উপপতি পেলে রাখ হৃদয় মাঝারে ॥
অহরহঃ পুংশ্চলীতা নাহিক বিশ্রাম। অন্তরে কামের তাণ্ডব তুণ্ডে ব্রহ্ম রাম ॥

ভ্রমনের ইঙ্গিত দেখিয়া উড়ে প্রাণ। অবশ্য হইবে ভ্রষ্টা ইথে নাহি আন॥
এরূপে বিপুলা যত কুবচন বলে। মনেভাবে বিষহরী মঙ্গল হারিলে॥
এতাধিক যদি মোরে করয়ে ভৎসন। তথাচ বিজয়ী না হইব কদাচন॥
এপ্রকারে মানসে মনসা প্রবোধিল। পুনরপি বিপুলায় কহিতে লাগিল॥
তোর ভাত ভ্রাতা নাহি করেছি নিধন। জন্মাবধি তোর সনে নাহি দরশন॥
কি মন্দ করেছি তোর কেন দিলি গালি। ব্রাহ্মণী আছিলি কেন চণ্ডালিনী হলি॥
ছোট বড় দ্বিজকুল শূদ্রের দেবতা। সেকারণে সগরবে এত বড় কথা॥
নতু তোরে পাঠাতেম কৃতান্ত ভবন। দেখা যেত কে তোমার রাখিত জীবন॥
বিধবা বলিয়া তুমি অহঙ্কারে মত্ত। পরীক্ষা করিলে বুঝি কেমন সতীত্ব॥
ডুব দিয়া যাও দেখি জলের ভিতরে। জল হতে অনল তুলিয়া লও করে॥
পতিব্রতা যদ্যপি না হবে দুরাচারী। আসিবা যে ছাই ভস্ম করে নিয়ে ফিরি॥
ব্রাহ্মণী এতেক যবে শুনিল বচন। অবিলম্বে জলে ডুব দিল ততক্ষণ॥
এক করে শাল মৎস্য ধরিল সত্বরে। উঠিল অঙ্গার লইয়ে অন্য করে॥
অধোমুখে বিধবা রহিল লজ্জা পেয়ে। বিপুলা সুন্দরী বলে অশেষ ভৎসিয়ে॥
জাতির আচার ভাল হইল প্রচার। বিধবা হইয়া মৎস্য করহ আহার॥
ধিক্ ২ তোর মুখে পড়িলেক ছাই। ব্রাহ্মণীতে তোর সম ভ্রষ্টা কেহ নাই॥
আয়ং সতী বলি মনে ছিল যত গর্ব্ব। মুক্তেশ্বরে আসিয়া সকলি হল খর্ব্ব॥
উত্তর না দেহ কেন হইলা বিমুখ। কোন লাজে লোক মাঝে দেখাইবা মুখ॥
ইত্যাদি বিপুলা করি অনেক ভৎসন। সখিগণসহ গেল আপন ভবন॥
ছলনায় বিপুলাকে ভাণ্ডি বিষহরী। হরিষে আবাসে যান নিজমূর্ত্তি ধরি॥
মনসা চরিত্র কথা অতি চমৎকার। কৃষ্ণ বলে শ্রবণেতে কলুষ সংহার॥

চন্দ্রধরের উজানী নগরে সায়র রাজার নিকট উপস্থিতি।

বিপুলা দর্শন তরে, তীর্থ মুক্তেশ্বর তীরে, চন্দ্রধর মন্দিরে আছিল।
ব্রাহ্মণীর শাপ বানী, আপন কর্ণেতে শুনি, হরিষেতে বিষাদ হইল॥
বলে একি সর্ব্বনাশ, পূর্ণ না হইল আশ, প্রকাশ করিল ব্রহ্মশাপ।
যে হবে ইহার পতি, অবশ্যই কাল রাতি, দংশন করিবে বাস সাপ॥
সাধু বলে হরে হরে, যাব কি না যাব ফিরে, পড়িলাম উভয় সঙ্কটে।
পুনঃ বলে করি দেখা, যে আছে করমে লেখা, শুভাশুভ অদৃষ্টেই ঘটে॥
হেন গুণবতী কন্যা, হইয়াছে ধরা ধন্যা, যদি মোর পুত্রবধূ হয়।

বিধবা ব্রাহ্মণী শাপে, কি করিতে পারে সাপে, ত্রিভুবনে কার নাহি ভয়॥
এত বলি চন্দ্রধর, সঙ্গে লৈয়ে ভটবর, উত্তরিল সায়র সদনে।
কৃষ্ণ কয় নম্র ভাষে, সম্ভাষা কর নরেশে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে যতনে॥

লোহার তণ্ডুল রন্ধন করিবার কথোপকথন।

সিংহাসনে বসিয়াছে সায়র ভূপতি। বয়স্য আমাত্য প্রজা করিয়া সংহতি॥
হেনকালে চন্দ্রধর তথাকারে গেল। দেখি দণ্ডধর পরিচয় জিজ্ঞাসিল॥
কি নাম বসতি কোথা কাহার নন্দন। কি হেতু হেথায় অদ্য হল আগমন॥
চন্দ্রধর বলে অবধান নরপতি। চন্দ্রধর নাম মোর চম্পকেতে স্থিতি॥
তীর্থ পর্য্যটনে যাওয়া হয়েছিল মোর। নানাদেশ ভ্রমিয়া পেয়েছি এই পুর॥
সপ্ত দিন নিরাহার অন্ন নাহি খাই। ভোজন করিতে আসা অন্য চিন্তা নাই॥
এত শুনি মহারাজ সম্ভ্রমে উঠিয়া। চন্দ্রধরে বসালেন করেতে ধরিয়া॥
অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠান নরপতি। রন্ধন হইতে যেয়ে বল শীঘ্রগতি॥
এতেক শুনিয়া বলে চম্পকের নাথ। খেতে নারি যৎসামান্য তণ্ডুলের ভাত॥
লোহার তণ্ডুলেতে যদ্যপি অন্ন হয়। তবে সে খাইতে পারি না হইলে নয়॥
একথা শুনিয়া সবে হইল অবাক। জন্মাবধি কখন না শুনি এই বাক্।
লৌহ তণ্ডুলেতে অন্ন হইবে কি মতে। তখনে হাসিয়া বলে চম্পকের নাথে॥
জানিলাম এদেশে নাহিক পতিব্রতা। হেন পাপরাজ্যে থাকা নহে যুক্ত কথা॥
মম দেশে সর্ব্বসাধারণে ইহা জানে। সামান্য বিষয়ে রাজা বিস্ময় যে মানে॥
ভূপতি বলেন ধৈর্য্য ধর মহাশয়। অন্দর হইতে জেনে আসি সুনিশ্চয়॥
তবে রাজা অন্তঃপুরে করিয়া গমন। কহিল সকল কথা রাজ্ঞীর সদন॥
রাণী বলে কিআশ্চর্য্য কথা প্রাণনাথ। লোহার তণ্ডুলেকি হইতে পারে ভাত॥
আমা হতে এই কার্য্য কভুনা সম্ভবে। এতেক শুনিয়া রাজা রৈল মৌনভাবে॥
হাসিয়া বিপুলা বলে কি চিন্তেন পিতে। তণ্ডুল পাইলে অন্ন পারিব রান্ধিতে॥
ভূপাল হইল অতি সহাস্য বদন। বাহিরেতে গেল ত্বরা তণ্ডুল কারণ॥
চন্দ্রধর বলে কি হইল মহাশয়। রাজা কন তণ্ডুল আনিয়া দিলে হয়॥
আমার দুহিতা অন্ন করিবে রন্ধন। কোথায় তণ্ডুল পাব ভাবিষে এখন॥
তখনে চম্পকেশ্বর বলে নরেশ্বর। লোহার তণ্ডুল আছে আমার গোচর॥
তখনি তণ্ডুল দিল রাজা চন্দ্রধর। কৃষ্ণ বলে বল যেয়ে রান্ধিতে সত্বর।

বিপুলা কর্ত্তৃক লোহার তণ্ডুল রন্ধন।

লোহার তণ্ডুল আনি, উজানীর নৃপমণি, অর্পিলেন দুহিতার করে।

তবে বিপুলা সুন্দরী, হৃদে ভাবি বিষহরী, চলিল রন্ধন করিবারে॥
ব্যঞ্জন পঞ্চাশ প্রায়, রন্ধন করে হেলায়, লোহার তণ্ডুল না ফুটিল।
বলে একি সর্ব্বনাশ, করিবে যে উপহাস, সতীত্ব যে এখনি ঘুচিল॥
কাঁদে অতি দুঃখভরে, নয়নে না বারি ধরে, অধীরা হইল লোকলাজে।
বলে আর কি করিব, এখনি বিষ খাইব, এপ্রাণ রাখিব কোন্ কাজে॥
এবাক্য বলি বিপুলা, হল অত্যন্ত উতলা, বলে কোথা নাগের জননী॥
যদি এই ঘোরাপদে, রক্ষা কর পদে পদে, তবে তব মহিমা বাখানি॥
হইয়ে গতি বিহীনা, তোমার চরণ বিনা, উপাসনা অন্য কিছু নাই।
আশু হয়ে কৃপান্বিতা, যদ্যপি মনের ব্যথা, নাশ তবে পরিত্রাণ পাই॥
এত বলি রাজসুতা, বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা, উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন।
সম্মুখে দেখিয়া ছুরী, আনিল যতন করি, আত্মহত্যা করিবারে মন॥
অন্তর্যামী বিষহরী, অন্তরে জানিতে পারি, দৈববাণী করে উচ্চারণ।
কি কর রাজকুমারী, এল তব বিষহরী, ক্রন্দন করগো সংবরণ॥
নেত্র কর উন্মীলন, সম্পূর্ণ হল রন্ধন, দেখ লৌহ তণ্ডুল ফুটেছে।
বলে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দে, মনসা পদার বিন্দে, যে ভজে তাঁর বিঘ্ন ভয় গিছে॥

লক্ষ্মীধরের বিবাহ নির্দ্ধারণ।

দৈববাণী শুনি তবে বিপুলা সুন্দরী। ধরা হতে উঠে ত্বরা স্মরি বিষহরী॥
রন্ধন পাত্রেতে ধনী যবে দিল হাত। লোহার তণ্ডুলে দেখে ফুটিয়াছে ভাত॥
অতি হরষিতা হয়ে বলে জননীকে। সুসিদ্ধ হয়েছে অন্ন দেখ মা সম্মুখে॥
এত শুনি রাণীসহ এল সর্ব্বজন। ধন্য২ বিপুলাকে করে প্রশংসন॥
ভূপতির নিকটে পাঠায় সমাচার। চন্দ্রধরসহ রাজা আনন্দ অপার॥
সায়র রাজার ছয় কুমার আছিল। চন্দ্রধর আর ভট্ট সকলে চলিল॥
নিজ নিজ স্নান পূজা করি সমাপন। ভোজনে বসিল সবে অতিহৃষ্টমন॥
নানা আভরণ পরি বিপুলা সুন্দরী। অন্ন নিয়ে আসিলেন স্বর্ণ থালে পূরি।
অন্ন হেরি চন্দ্রধর হরিষ অন্তর। লোহার তণ্ডুল হয় তুলার সোসর॥
সাধু বলে ধরা ধন্যা সায়র কুমারী। অবনীতে হেন সতী না শুনি না হেরি॥
এইরূপে প্রশংসা করিয়ে সর্ব্বজন। ক্রমে নানা উপচারে করিছে ভোজন॥
ঘৃত দুগ্ধ মিষ্টান্ন পিষ্টক আদি করি। খায় হৃষ্টচিত্তে চম্পকের অধিকারী॥
আচমনান্তে তাম্বুল করি কুতূহলে। সভাতে আসিয়া হর্ষে বসিল সকলে॥
অতঃপর করিছে নানা মিষ্ট আলাপন। সায়র সদনে ভট্ট বলিছে তখন॥

এই চম্পকের পতি রাজা চন্দ্রধর। লক্ষ্মীধর নামে আছে ইহাঁর কোঙর ॥
সর্ব্বগুণে গুণাকর ধর্ম্মেতে তৎপর। সে ভিন্ন বিপুলাযোগ্য নাহি দেখি বর ॥
যদি নরপতি ইথে অনুমতি দেহ। সকল মঙ্গল হবে নাহিক সন্দেহ ॥
এত শুনি সায়র নৃপতি দিল সায়। আনন্দ সাগরে ভাসে চন্দ্রধর রায় ॥
তার পর দিন ক্ষণ করিল সুধার্য্য। নিয়োজিত করে রাজা যার যেই কার্য্য ॥
কোলাকোলী করিয়া সায়র চন্দ্রধর। বিদায় হইয়া তবে চলে সদাগর।
আপন কটকে আসি মিলিল সত্বর। কহে সব কথা লক্ষ্মীধরের গোচর ॥
সোমাই পণ্ডিত গদাধর গোপীকান্ত। ইত্যাদি অনেক ছিল কে করিবে অন্ত ॥
শুনিয়া সকলে হল অতিহৃষ্টমতি। তখনে বলিছে পুনঃ চম্পকের পতি ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা ইথে নাহি আন। কিন্তু এক শাপ শুনে ভয়ে কাঁপে প্রাণ ॥
কোপে শাপ ব্রাহ্মণীযে করিল অর্পণ। কাল রাত্রে পতি সাপে করিবে দংশন ॥
ইহার কি মন্ত্রণা বলহে সভাজন। কিরূপে হইবে এই শাপ বিমোচন ॥
একথা শুনিয়ে তবে বলিছে শ্রীধর। কি হইবে ভুজঙ্গেবে নাহি কর ডর ॥
অগ্রেতেই নির্ম্মাইব লোহার বাসর। কালরাত্রি সে বাসবে রবে লক্ষ্মীধর ॥
চন্দ্রধর বলে বটে এই যুক্তি সার। আমার মনের কথা করিলা প্রচার ॥
লোহার মন্দিরেতে রাখিলে লক্ষ্মীধর। কি করিতে পারে আসি শত বিষধর ॥
কৃষ্ণ বলে বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। বর সাজাইয়ে সবে করহ গমন ॥

পরিবারসহ লক্ষ্মীধরের বিবাহসজ্জায় উজানী নগরে উপস্থিতি।

তবে রাজা চন্দ্রধরে, সত্বরে গমন করে, নিয়ে সৈন্য সামন্ত নিকর।
হয় হাতী রথ রথী, অস্ত্রধারী ও পদাতি, নৃত্য গীত বাদ্য বহুতর ॥
কটকের পদ ভরে, ধরা থর থর করে, জ্ঞান হয় হইবে প্রলয়।
ভয় পেয়ে কত জন, দ্রুত করে পলায়ন, মনে গণি জীবন সংশয় ॥
কেহ কেহ ত্রস্ত হয়ে, উজানী নগরে যেয়ে, রাজাকে জানায় সমাচার ।
সঙ্গে অগণিত ঠাট, আসিল কোন সম্রাট্, রাজ্য ধন লইতে তোমার ॥
বলেন সায়র রাজা, ত্বরায় কটক সাজা, দেখা যাবে এল কোন জন।
হেন মোর লয় চিত্তে, এসেছে চম্পক নাথে, কুমারের বিবাহ কারণ ॥
তথাপি সন্দেহ হয়, ডেকে সৈন্য সমুদায়, রাখা যাক্ পুরীর ভিতর।
অগ্রে অনুচর যেয়ে, আসিবে মর্ম্ম জানিয়ে, তার পরে হইবে সমর ॥
এই যুক্তি করি দৃঢ়, সৈন্যচয় করি জড়, অস্ত্রধারী রহে সর্ব্বজন ॥

সায়েরের পুত্র ছয়, আরোহণ করি হয়, গেল ত্বরা জানিতে কারণ ৷
যেয়ে কটক ভিতর, জিজ্ঞাসিল পূর্ব্বাপর, কোন্ রাজা এল কোন্ কাজে ।
সৈন্য দিল প্রত্যুত্তর, এল চম্পক ঈশ্বর, লক্ষ্মীধর বিবাহের সাজে ॥
শুনিয়া কুমার চয়, হল হৃষ্ট অতিশয়, ভূপতিকে আসি জানাইল ।
রাজা হয়ে আনন্দিত, আয়োজন যথোচিত, করিবারে সবে আদেশিল ॥
ক্রমে চন্দ্রধর রায়, নিয়ে সৈন্য সমুদায়, উজানী নগরে উপস্থিত ।
দেখে পুরী মনোহর, যেন অমর নগর, হল সবে অতি পুলকিত ॥
স্বর্ণ অট্টালিকা ময়, চতুর্দ্দিকে জলাশয়, ঘাট বাট বিচিত্র নির্ম্মাণ ।
জীব জন্তু সদানন্দ, সমীরণ মন্দ মন্দ, গন্ধে বিমোহিত পুষ্পোদ্যান ॥
স্থানে স্থানে দেবালয়, কি আশ্চর্য্য শোভা হয়, মাণিক্য প্রবালে বিরচিত ।
বিপ্র করে বেদ পাঠ, নর্ত্তকীরা গীত নাট, ঘরে ঘরে হেরি হরষিত ॥
বাজিকরে করে বাজি, লক্ষ লক্ষ গজ বাজি, সাজিয়াছে নানা আভরণে ।
উজানি নগর দেখি, লক্ষ্মীধর মহা সুখী, নানা রঙ্গ উপজিল মনে ॥
সমাগত সর্ব্বজন, দেখি সায়র রাজন, যথা যোগ্য সম্ভাষণ করে ।
কৃষ্ণ বলে মহাশয়, বিলম্ব নাহিক সয়, শুভ কর্ম্ম হউক সত্বরে ॥

সায়র রাজা এবং চন্দ্রধরের পরস্পার সম্ভাষণ ।

চন্দ্রধর উত্তরিল সায়রের পুরে । উঠিয়া বসায় রাজা অতি সমাদরে ॥
লক্ষ্মীধর সহ সবে বসিল সভায় । নৃত্য গীত রঙ্গ রসে পুলকিতকায় ॥
রীতি মতে করে নানা মিষ্ট আলাপন । ক্রমে খাদ্য সামগ্রী করিছে আয়োজন ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় উপহার যত । নাম বিস্তারিয়া বলিবারে পারি কত ॥
যথাযোগ্য সবাকারে বসায়ে রাজন । আনন্দেতে সমুদায় করান ভোজন ॥
অশনান্তে পুনঃ সবে সভায় আসিল । নৃত্য গীত মহোৎসব হইতে চলিল ॥
অন্যান্য সকল এল ভোজন করিয়া । চন্দ্রধর করে হেথা নান্দীমুখ ক্রিয়া ॥
চতুর্দ্দিকে বসিয়াছে বিপ্রের মণ্ডলী । বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে কর্ণে লাগে তালী ॥
বিধি মতে ক্রিয়াদি করিয়া সমাপন । লক্ষ্মীধরে বরবেশ করায় ধারণ ॥
স্বর্ণহার মুকুট প্রভৃতি আভরণ । সুবর্ণ জড়িত বস্ত্র বিচিত্র শোভন ॥
নানা রঙ্গে সাজিয়ে কুমার লক্ষ্মীধর । সভাতে বসিল জিনি পূর্ণ শশধর ॥
গন্ধর্ব্বে গাইছে গীত নাচে বিদ্যাধরী । সহসা হেরিলে জ্ঞান হয় সুরপুরী ॥
হেথা অন্তঃপুরের যতেক নারীগণ । রীতিমতে করিতেছে মঙ্গলাচরণ ॥

দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী॥ অশেষ আসিল কত বর্ণিবারে নারি॥
স্ত্রীলোকের যে প্রকার আছে ব্যবহার। সোহাগ প্রভৃতি যত বেদের আচার॥
ক্রমেতে কর্ত্তব্য কার্য্য হইলেক সারা। কৃষ্ণ বলে কন্যাকে সাজাও সবে ত্বরা॥

বিপুলার বিবাহ সজ্জা।

মিলিয়া এয়ো নিকরে, বারি আনয়ন করে, স্নান করাইল বিপুলারে।
পট্ট বস্ত্র করি করে, অতি সমাদর করে, পরাইল সন্তুষ্ট অন্তরে॥
আনি বিলাসচিরুণী, কুন্তল আচরি বেণী, বিনাইয়া বান্ধে অতঃপরে।
নিন্দি দিনকর জ্যোতিঃ, সীমন্তে উজ্জ্বল সিঁতি, তলক তিলক নাসাপরে॥
ভালে সিন্দূরের বিন্দু, জিনি পূর্ণ শরদিন্দু, শ্রবণে কুণ্ডল শোভাকরে।
মল্লিকা মালতী ফুলে, কবরী বেষ্টিত চুলে, সৌরভেতে ভৃঙ্গ উড়ে পড়ে॥
গ্রীবা ভূষা চমৎকার, মণি মুকুতার হার, চিকদানা সংখ্যা কেবা করে।
কণক কঙ্কণ করে, যেন চপলা নিকরে, চমকিছে হেম ধরাধরে॥
কোমল পদ কমলে, বিমল স্বপরিমলে, অলিকুলে নিকট না ছাড়ে।
তাহে সুবর্ণ নূপুর, শোভাধরে সুপ্রচুর, ঘন রুনুঝুনু বাদ্য করে॥
আর যত আভরণ, নাহি করি আলোচন, সম্পূর্ণ কে বলিবারে পারে।
রূপের কি দিব সীমা, ত্রিপুরে নাহি উপমা, তার কাছে সকলেই হারে॥
শচী লক্ষ্মী অরুন্ধতী, রম্ভা তিলোত্তমা রতি, মেনকা তত্তুল্য হৈতে নারে।
জিনিতে কার শকতি, সতী উমা স্বরস্বতী, উর্ব্বশী প্রভৃতি হতে বাড়ে॥
একামিনী নিরীক্ষিলে, কামিনী মানস ভোলে, তপস্বীনা রবে যোগাচারে।
অন্যান্য পুরুষ যত, বাহ্য জ্ঞান হবে হত, কৃষ্ণ কিরূপেতে ধৈর্য্য ধরে॥

লক্ষীধরের সহিত বিপুলার সপ্ত প্রদক্ষিণ ও
লক্ষীধরের মোহ।

বিপুলার সাজ সারা হইল যখন। লগ্ন উপস্থিত হল বলে বুধগণ॥
সপ্ত প্রদক্ষিণ হবে পড়িলেক সারা। নানারূপে বাদ্য বাজে ঢাক ঢোল কাড়া॥
যোগে হুলুধ্বনি করে যতেক রমণী। স্বামী বরিবারে চলে গজেন্দ্র গামিনী॥
সহিত চন্দন চুয়া পুষ্পমাল্য করে। বাহির হইল ধনী সহর্ষ অন্তরে॥
পদব্রজে সভা মাঝে হল উপনীতা। বরের সৌন্দর্য্য হেরি সুখী রাজসুতা॥
বিপুলাকে সহসা হেরিয়া সভাজন। মূর্চ্ছাপন্ন হল প্রায় না সরে বচন॥
যেভাবে যেজন করে ছিল নিরীক্ষণ। নেত্র পালটিতে পারে আছে কোনজন॥

কতক্ষণে কেহ বলে পবিত্র নয়ন। হইল করিয়া এই কন্যা দরশন॥
ধন্য প্রজাপতি বিশ্বশিল্পী সেইজন। কিরূপে একপ রূপ করেছে সৃজন॥
এপ্রকারে সমুদায় করে আন্দোলন। লক্ষ্মীধরের আনন্দ না যায় বর্ণন॥
দরিদ্রে পাইলে ধন যেরূপ হৃদয়। সহসা তৃষিত সুশীতল পেলে পয়॥
চাতকিনী হৃষ্টা যথা ঘন দরশনে। কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে॥
কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে থেকে। দিবসে বিকাশে শেষে দিবাকরে দেখে॥
তদাকার লক্ষ্মীধর উৎফুল্ল হৃদয়। মনোহরা পেয়ে দারা তুষ্ট অতিশয়॥
বিপুলারও সেই ভাব করে দরশন। উভয়েং হেরি অধৈরয মন॥
চন্দ্রধর সায়রের হর্ষ বহুতর। বিধি মিলাইল ভাল দুজনে সোশর॥
জয়২ শব্দ হল উজানী নগরে। বিপ্রে বেদ পড়ে বাদ্য ধরে বাদ্য করে॥
শুভক্ষণে পেয়ে তবে বিপুলা সুন্দরী। প্রণাম করিল স্বামী প্রদক্ষিণ করি॥
গলে মাল্য ভালে দিল চন্দনের বিন্দু। স্পর্শে লক্ষ্মীধরের উথলে কামসিন্ধু॥
কর্জ্জলের রেখা দিল চক্ষের উপর। মনসার মায়াতে ভুলিল লক্ষ্মীধর॥
কর্জ্জল হইল যবে নয়ন গোচর। সহসা হইল জ্ঞান যেন বিষধর॥
ভ্রমে ভার্য্যাকরে সর্প করি নিরীক্ষণ। মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন সাধুর নন্দন॥
নেত্র স্পন্দহীন আস্যে না সরে বচন। নাসিকাতে নাহি শ্বাস ভূতলে পতন॥
কি হলং বলি সবে এল ধেয়ে। অবাক্ সকলে তাঁর বাক্ না পাইয়ে॥
পতিপ্রাণা সাধ্যাসতী বিপুলা সুন্দরী। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে পতি মৃত্যুপ্রায় হেরি॥
বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দ মনসাকিঙ্কর। ভক্তিতে ডাকিলে তাঁরে যাবে তা ন্তর॥

বিপুলার রোদন এবং লক্ষ্মীধরের চৈতন্য।

স্বামীকে মুমূর্ষু দেখি, অত্যন্ত হইয়ে শোকী, কাঁদিছে বিপুলা সুবদনী।
সহসাকি বজ্রাঘাত, কে হরিল প্রাণনাথ, হরি২ কি করি এখনি॥
কি মোর কপালে লেখা, এই যে প্রথম দেখা, তাহাতেই বিধি বাদী হল।
রোপিতে কল্পলতিকে, এসে বিষম ঝটিকে, সমূলেতে নির্ম্মূল করিল॥
ধনী বলে মরি মরি, কোথা মাতা বিষহরী, উপায় না হেরিগো তরিতে।
পতিংদেহি পদ্মাবতি, তুমি বিনা নাহি গতি, দেখা দাও আসিয়া ত্বরিতে॥
নতু জীবনে কি ফল, পান করি হলাহল, মরিব এ সভা বিদ্যমান।
মরিলে হবে মঙ্গল, আত্মা হইবে শীতল, তা বিনে কি আছে পরিত্রাণ॥
আমার নাহিক ক্ষতি, তব নামেতে অখ্যাতি, হইবেক সন্দেহতো নাই।

এ বলি রাজ কুমারী, স্বকরে আনিয়া ছুরী, বলে হানি সবাকে দেখাই ॥
গলে প্রহারিবে ছুরী, জানিলেন বিষহরী, দৈববাণী করেন তখন।
না মর বিপুলা সতী, বাঁচিবে তোমার পতি, শুন বলি হয়ে স্থিরমন ॥
পদ্ম পুষ্প আনি পরে, জলেতে মিশ্রিত করে, ছুড়া দেহ লক্ষ্মীধরোপর।
দৈববাণী এত শুনি, অনতি বিলম্বে ধনী, ছুরিকা করিল পরিহার ॥
আনি সুশীতল বারি, নলিনী মিশ্রিত করি, স্বামীর উপরে ছিটা দিল।
মোহ ত্যাগে লক্ষ্মীধর, উঠিয়া বসে সত্বর, দেখি সবে আশ্চর্য্য মানিল ॥
বলে সবে ধরাধন্যা, সায়র রাজার কন্যা, অগ্রগণ্যা পতিব্রতা সতী।
হেন কভু নাহি শুনি, মরিলে বাঁচয়ে পুনি, অসাধ্য সাধিল গুণবতী ॥
সকলে আনন্দময়, পূর্ব্বমত জয়২, ধ্বনি উঠে উজানী নগরে।
বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, যে জন মনসা বন্দে, অবহেলে ঘোরাপদে তরে ॥

সায়র রাজার কন্যাদান।

প্রাণ পেয়ে হৃষ্ট অতি লক্ষ্মীধর রায়। বিপুলাকে কোল দেন উঠিয়া ত্বরায় ॥
স্বামী সহ ভাসে রামা আনন্দ সাগরে। সপ্ত প্রদক্ষিণ করি প্রনিপাত করে ॥
পরে কন্যাবর বসাইয়া রত্নাসনে। দান করিবারে রাজা আসিল সদনে ॥
পুরোহিত উপবিষ্ট সবার গোচরে। রীতি মত হোম যজ্ঞ আরম্ভন করে ॥
জামাতা বরণ আদি করি সমাধান। বেদের বিধানে রাজা কন্যা করে দান ॥
মহোৎসব করে যত বর্ণিতে বিস্তর। বরের দক্ষিণা দিল প্রবাল প্রস্তর ॥
লক্ষ২ গজবাজি নৌকা চৌদ্দখান। ধনে পরিপূর্ণ করি বরে করে দান ॥
ভুমি দান বহুতর করিল ভূপতি। দাস দাসী দিল যেতে বিপুলা সংহতি ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক বিপ্র ছিল যতজন। দান করে সবারে প্রার্থনাতীত ধন ॥
আহূত আমাত্য প্রজা বন্ধুবর্গ আদি। সম্মান করেন আছে যেইরূপ বিধি ॥
কি সাধ্য বর্ণনে যত ইতি বিভরণ। সইলে করিছে তাঁর যশের কীর্ত্তন ॥
বিবাহের অনুষঙ্গী কার্য্য যতছিল। ক্রমে নরপতি সমুদায় সমাপিল ॥
বলে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাসে। এখনে কর্ত্তব্য বর কন্যানিতে বাসে ॥

লক্ষ্মীধরের সহিত কথোপকথন ও সকলের ভোজন।

তার পরে কন্যাবরে, যথারীতি আনে ঘরে, হুলুধ্বনি দিয়া নারীগণ।
জেষ্ঠ শ্যালক অঙ্গনা, পাশে আসি ছয় জনা, করে নানা বাক্য আলাপন ॥
তারকা নামে প্রধানা, রূপে গুণে বটে মান্যা, অত্যন্ত রসিকা সে কামিনী।

করে হাস পরিহাস, লক্ষ্মীধরের উল্লাস, প্রকাশ করিছে মৃদু বাণী ॥
সুকৌশল কাব্য রসে, আছে পরম হরিষে, ক্রমে নিশি হল বহুতর।
অপরে বন্ধনাগারে, সকলে গমন করে, বরে হেরি ক্ষুধায় কাতর॥
উপহার যতছিল, সমুদায় আহরিল, সহর্ষেতে তারকা সুন্দরী।
মৎস্য মাংসাদি ব্যঞ্জন, অনেক করে রন্ধন, পলান্ন মিষ্টান্ন আদি করি॥
রন্ধন হইল সারা, ভোজনের দিল সারা, যথা যোগ্য বসে সর্ব্বজন।
রতন আসনোপর, বসিলেন লক্ষ্মীধর, হয়ে অতি আনন্দিত মন॥
তবে তারকা সুন্দরী, সুবর্ণের থালে পূরি, অন্ন আনি দেন সবাকারে।
মৎস্য মাংস অপ্রমিত, পলান্ন পিষ্টকঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি অতঃপরে॥
সন্দেশ সর্করা যত, তাহা বা কহিব কত, দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর ছানা।
ক্রমে সব উপহার, সন্তোষে করে আহার, কে করিতে পারিবে গণনা॥
অশনান্তে সর্ব্বজন, করিলেন আচমন, পরে চলে শয়ন আগারে।
কৃষ্ণ বলে লক্ষ্মীধর, যামিনী হল বিস্তর, নিদ্রা যাও ভার্য্যা সহকারে॥

বিপুলার সহিত লক্ষ্মীধরের প্রথম বিহার।

শয়ন মন্দিরেতে যাইয়া লক্ষ্মীধর। বসিলেন রতনের পালঙ্ক উপর।
স্বর্ণময় অট্টালিকা অতি মনোহর। জ্ঞান হয় অবিকল অমর নগর॥
কত চিত্র বিচিত্র সাজন বহুতর। মণি মুক্তা মাণিক্যাদি প্রবাল প্রস্তর॥
নানা প্রতিমূর্ত্তি আছে চৌদিকে বেষ্টিত। তালবৃন্ত চামর রয়েছে অপ্রমিত॥
নানা বর্ণ ফুলে শয্যা করেছে সাজন। আতর গোলাপ চুয়া অগুরু চন্দন॥
শয্যা হেরি লক্ষ্মীধর সহাস্য বদন। ভার্য্যাসহ অতঃপরে করেন শয়ন॥
রোহিণী সহিত শশী শচীসহ ইন্দ্র। জিনিয়া অধিক শোভা দেখি লাগে ধন্দ॥
একেত পুষ্পের গন্ধ তাহাতে কামিনী। অচিরে ভুলিতে পারে যোগী ঋষিমুনি॥
লক্ষ্মীধর হৃদয়ে ফুটিল কাম বাণ। অধৈর্য্য হইল প্রায় শূন্যবাহ্যজ্ঞান॥
কামিনী কোমল করে করিয়া ধারণ। দূর করে অম্বর সহিত আভরণ॥
বিপুলা বলেন একি কর প্রাণকান্ত। পণ্ডিত সুজন তুমি এত কেন ভ্রান্ত॥
অসময়ে রসময় খাটে কি কৌশল। অকালে বৃক্ষেতে কোথা ধরেছে সুফল॥
বিশেষতঃ আসিয়াছ শ্বশুর আলয়। কামে কি হারাতে হয় লোকলজ্জাভয়॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আছে যে সহচরী। লাজে মরি ক্ষমা কর চরণেতে ধরি॥

রমণী বলিছে যত না করে গ্রহণ। হইল উন্মত্ত যেন প্রমত্ত বারণ॥
দেখি সখীগণ হাসে ঢাকিয়া বদন। লজ্জায় বিপুলা আস্যে না সরে বচন॥
রসিকের শিরোমণি লক্ষ্মীধর রায়। রসের সাগরে ভাসে পুলকিত কায়॥
অপরেতে পতি পত্নী নিদ্রিত হইল। ক্ষণমধ্যে নিশানাথ অস্তাচলে গেল॥
কৃষ্ণ বলে নিদ্রা ত্যজ রমণী রমণ। চেয়ে দেখ গগণেতে উদয় তপন॥

লক্ষ্মীধরের বাসি বিবাহ।

যামিনী হইল অন্ত, অস্ত কুমুদিনীকান্ত, নলিনীবল্লভ অগ্রসর।
করি নিদ্রা পরিহার, লক্ষ্মীধর গুণাধার, ভার্য্যাসহ উঠিল সত্বর॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপনে, বসিল সানন্দ মনে, সভা মধ্যে রাজার কুমার।
মিলি সব নারীগণ, বাসী বিবাহ কারণ, করে নানা মঙ্গল আচার॥
একত্রেতে কন্যাবরে, বারি আনয়ন করে, হৃষ্টান্তরে স্নান করাইল।
হুলাহুলি জয়ধ্বনি, দিয়ে যতেক রমণী, কন্যাবরে সাজন করিল॥
পুরোহিত আসি পরে, দেব বিধি অনুসারে, ক্রিয়াদি করিল সমাপন।
পূর্ব্বাপর ব্যবহারে, সপ্ত প্রদক্ষিণ তরে, কন্যাবরে করে আনয়ন॥
বাদ্য করে বাদ্যকরে, নৃত্য করে বিদ্যাধরে, বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি, সায়র রাজ কুমারী, প্রণিপাত করিল তখন॥
পরে যেয়ে কন্যাবরে, রতন পালঙ্ক পরে, বসিল হইয়া হৃষ্টমন।
পাশা খেলা করে পাছে, যেরূপ নিয়ম আছে, কৌতুক দেখিছে সর্ব্বজন॥
আসিয়া নারী নিকরে, ধান্য দূর্ব্বা করে২, জামাতাকে করিল বরণ।
কৃষ্ণ বলে হয়ে সখী, আর কি রহিল বাকী, স্বদেশেতে চলহে এখন॥

লক্ষ্মীধর বিবাহান্তে নিজালয় প্রত্যাগমন এবং চন্দ্রধর
কর্ত্তৃক লোহার মন্দির প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত
কর্ম্মকারকে অনুমতি দান।

লক্ষ্মীধরের বিবাহ হল সমাপন। দেশে চলিবারে সারা পড়িল তখন॥
চন্দ্রধর বলে শুন সায়র রাজন। বিদায় করহ যাই আপন ভবন॥
ভূপতি এতেক শুনি সাধুর বচন। পুরস্কার করে সবে দিয়া নানা ধন॥
শুভক্ষণে কন্যাবরে যাত্রা করাইল। জয়ধ্বনি দিয়া সবে দেশেতে চলিল॥
ধন জন দান যত পূর্ব্বে করেছিল। চম্পক নগরে নিতে আদেশ করিল॥
বিপুলার প্রিয়সখী সবয়স্কা রতি। গমন করে অমনি বিপুলা সংহতি॥

হয় হাতী রথ রথী পদাতি বিস্তর। আনন্দে উত্তরে সবে চম্পক নগর॥
হেথা সনকা সুন্দরী মঙ্গল আচরি। আগুলি আনিল ঘরে বিপুলা সুন্দরী॥
হুলাহুলী মহোৎসব করে নারীগণ। বধূর লাবণ্য হেরি আনন্দিত মন॥
আপন আলয়েতে আসিয়া চন্দ্রধর। কর্ম্মকার আদেশিয়া আনিল সত্বর॥
কেশাই নামেতে কর্ম্মকার একজন। অবিলম্বে আসিয়া মিলিল তৎক্ষণ॥
চম্পকের নাথ কন কামার গোচর। নির্ম্মাইয়া দাও এক লোহার বাসর॥
সত্বরে চলহ ব্যাজ না কর কেশাই। অদ্য আবশ্যক বটে পরে কাজ নাই॥
ক্ষণ মধ্যে নিরমিয়া দেহ লৌহঘর। বধূসহ সে ঘরে রহিবে লখীন্দর॥
এত শুনি কর্ম্মকার নিজালয় গেল। মন্দির নির্ম্মাণে শেষে প্রবৃত্ত হইল॥
হীন কৃষ্ণ বলে তবে করিয়া প্রণতি। কর্ম্মকার নিকটে চলিলা পদ্মাবতী॥

কেশাই কর্ম্মকারের সহিত মনসার কথোপকথন।

কর্ম্মকারে কর্ম্ম করে, নেতাদেবী জানি পরে, বলিলেন মনসার প্রতি।
বিলম্ব নাহিক কর, নিয়ে সব বিষধর, চম্পকেতে চল শীঘ্রগতি॥
নির্ম্মাইলে লৌহাগার, সব হবে অসুসার, অভিলাষ পূর্ণ না হইবে।
ফনী কত শক্তি ধরে, প্রবেশিয়ে সে বাসরে, লক্ষ্মীধরে দংশন করিবে॥
এত শুনি পদ্মাবতী, চলিলেন দ্রুতগতি, অহিগণ করি সহকারে।
নিমিষে চম্পক পুরী, আসিলেন বিসহরী, যেখানে কেশাই কর্ম্ম করে॥
বলে অনন্তের আই, শুন নির্ব্বোধ কেশাই, মনেতে কি নাহি তোর ডর।
চন্দ্রধর মম অরি, হয়ে তাঁর আজ্ঞাকারী, নির্ম্মাইবে লোহার বাসর॥
যদ্যপি বাঁচিতে চাও, এ কার্য্যেতে ক্ষান্ত দাও, নতুবা নিষ্কৃতি নাহি তোর।
এত শুনি কর্ম্মকারে, বলিলেক যোড়করে, ইথে অপরাধ নাহি মোর॥
সে রাজ্যের মহীপাল, তাঁর রাজ্যে চিরকাল, বাস করি হয়ে অনুগত।
অনুমতি উপেক্ষিলে, পশ্চাতে নাশে সমূলে, এ ভয়েতে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
তবে কন পদ্মাবতী, তাঁর ভয়ে ভীত অতি, আমাকে করিলি তুচ্ছ জ্ঞান।
এই দেখ ফনিগণ, নাহি জান পরাক্রম, এখনি বধিবে তোর প্রাণ॥
যে হবে চাঁদের পক্ষ, দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ, কাহার নাহিক পরিত্রাণ।
তার সাক্ষ্য ধন্বন্তরি, পাঠায়েছি যম পুরী, তুমি বট কীটের সমান॥
চন্দ্রধর সনে বাদ, করিলেম অবসাদ, আজি হতে তুমি মন অরি।
অদ্যই বধিব তোরে, দেখি কে রাখিতে পারে, মিছা নাম ধরি বিষহরী॥
শুনিয়া এতেক বাণী, কেশবের উড়ে প্রাণী, বলে মাতা কি উপায় করি।

উভয়ে পড়েছি ফেরে, তুমি কিংবা সেই মারে, বল কিসে এবিপদে তরি ॥
শঙ্কিত কামারে হেরি, বলিলেন বিষহরী, সদুপায় আছয়ে ইহার।
মম যুক্তি ধর মাথে, তবে এসঙ্কট হৈতে, অনায়াসে হইবে উদ্ধার॥
নির্ম্মাইতে লৌহাগার, নিষেধ করিনা আর, কিন্তু এক কর প্রতিকার।
বাসরের এক ভিতে, অতি সংগোপন মতে, ক্ষুদ্র এক রাখিবেক দ্বার॥
শুনি মনসার বাণী, কর্ম্মকার যোড়পাণি, হয়ে পরে করে অঙ্গীকার।
কৃষ্ণ বলে পদ্মাবতী, স্বস্থানে চল সংপ্রতি, কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে তোমার॥

চন্দ্রধরের প্রতি সনকার র্ভৎসনা।

কামারে মন্ত্রণা দিয়া জয় বিষহরী। ফণিগণ সহ যান আপনার পুরী॥
হেথা কর্ম্মকার অতি হয়ে ত্বরান্বিত। ক্ষণ মধ্যে লৌহাগার করিল নির্ম্মিত॥
মনসার আজ্ঞা না করিতে পারে আন। ঈশান কোণায় দ্বার করিয়া নির্ম্মাণ॥
অতি ক্ষুদ্র এক ছিদ্র করিল গঠন। তদুপরি কর্জ্জলেতে করিল লেপন॥
পঞ্চশত মনুষ্যেতে করিয়া বহন। অবিলম্বে নিল চন্দ্রধরের সদন॥
মন্দির দেখিয়া সাধু হয়ে আনন্দিত। সনকা নিকটে গেল পুলকিত চিত॥
সনকা বলিল নাথ কহ সুমঙ্গল। কেমন বিধানে রাজা কন্যা প্রদানিল॥
রায় বলে কত আর কব পারিপাটী। কোন অংশে সায়র না করিয়াছে ত্রুটি॥
ধন জন আদি বহুতর দিল দান। সবাকেই রীতিমতে করেছে সম্মান॥
বর্ত্তমানে দেখ বধূ অতি সুলক্ষণা। কিন্তু এক অমঙ্গল গিয়াছিল জানা॥
যাহৌক তাহাতে আর নাহি করি ভয়। সদুপায় করিয়াছি যাতে রক্ষা হয়॥
সনকা বলিল কিবা অমঙ্গল ছিল। এক্ষণে কিরূপে তাহা ভঞ্জন হইল॥
সাধু বলে বধূপ্রতি ব্রাহ্মণীর শাপ। কাল রাত্রে পতিকে দংশিবে কাল সাপ॥
এই কথা হল মোর শ্রবণ গোচর। সে কারণে নির্ম্মায়েছি লোহার বাসর॥
বধূসহ লক্ষীধর থাকিবে সে ঘরে। শত ফণী আসি তারে কি করিতে পারে॥
কাণীর ফণীর মুখে পড়িয়াছে ছাই। গৃহে প্রবেশিতে আর সাধ্য কারো নাই॥
এত শুনি সনকা করিছে হাহাকার। একথা শুনিয়া হৃদি বিদরে আমার॥
অবোধ তোমার মত কে আছে ভুবনে। জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
ব্রাহ্মণীর শাপ কর্ণে করিয়া শ্রবণ। হেম কন্যা বিবাহ করালে কি কারণ॥
অহঙ্কারে মত্ত সদা নাহি জ্ঞান লেশ। মনুষ্য হইয়া কর দেব সনে দ্বেষ॥
পদে পদে বিপদ ঘটয়ে অকারণ। মনসা নিন্দিয়া হল সংশয় জীবন॥
অতএব প্রাণনাথ মম বাক্য ধর। বিদ্বেষ ছাড়িয়া বিষহরী পূজা কর॥

এত শুনি সাধু হল জ্বলন্ত অনল। ছিছি প্রাণপ্রিয়ে হেন কথা নাহি বল॥
প্রাণ ভয়ে বিপক্ষের শরণ লইব। যায় যাবে প্রাণ তবু বিবাদ সাধিব॥
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু নাহিক অন্যথা। মিছে কেন সে কারণে মনে ভাব ব্যথা॥
মনসার শ্রীচরণ ভাবি কৃষ্ণ কয়। পশ্চাতে এ প্রতিজ্ঞা না রবে মহাশয়॥

বিপুলাসহ লক্ষ্মীধরের লৌহাগারে স্থিতি।

শুনি চন্দ্রধর বাক্, সনকা হয়ে অবাক্, মৌনেতে রহিল সুবদনী।
তবে কন সদাগর, নিশি হল অগ্রসর, অস্তাচলে গেল দিনমণি॥
কর যেয়ে সদুপায়, যাহাতে ঘুচিবে দায়, বিলম্ব না কর প্রাণেশ্বরী।
বধূসহ লক্ষ্মীধর, রাখ লোহার বাসর, চৌদিগেতে থাকিবে প্রহরী॥
তবে সনকা সুন্দরী, মনোদুঃখ পরিহরি, যেয়ে পুত্র পুত্রবধূ যথা।
লোহার মন্দির মাঝে, রাখিল অনতি ব্যাজে, সুতসহ সায়রের সুতা॥
ঢালী পাহারা সন্তরী, আর যত তলোয়ারি, চৌকীদার কোটাল নিকর।
বন্দুক কামান ভরি, রহিলেক সারি২, ঘেরি সবে লোহার বাসর॥
কেহ বলে খবর্দার, কেহ বলে হুঁসিয়ার, কেহ বলে ভয় কর কার।
থাকিতে এত প্রহরী, সর্প ছার বিষহরী, আসিয়া কি করিবে কাহার॥
এইরূপে সর্ব্বজন, আছে নিশি জাগরণ, লক্ষ্মীধর মন্দির ঘেরিয়া।
মনসা পদারবিন্দে, বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, কেন মাতা রয়েছ বসিয়া॥

বিষহরীর আদেশানুসারে ত্রিপুরবাসী সমস্ত নাগগণের আগমন।

হেথা লক্ষ্মীধর আছে লোহার বাসরে। নেতাদেবী বলিলেন মনসা গোচরে॥
কি কর ভগিনী তুমি নিশ্চিন্তে বসিয়া। লক্ষ্মীধর আছে সুখে বিপুলা লইয়া॥
লোহার মন্দিরে শুয়ে আছে দুইজন। উপায় করহ শীঘ্র নিধন কারণ॥
অদ্য রাত্রে লক্ষ্মীধর যদি না মারিবে। চিরজীবী হবে সেই অজিত সংসারে॥
ব্রাহ্মণীর বেশে পূর্ব্বে শাপিলা আপনি। কালরাত্রে লক্ষ্মীধরে দংশিবেক ফণী॥
অদ্য তার কাল নিশি হয়েছে উদয়। উপায় কর যাহাতে কার্য্যসিদ্ধ হয়॥
শুভ শুনি ত্বরান্বিতা অনন্তের আই। দ্বারী ছিল নাগ এক নামেতে ধামাই॥
আজ্ঞা দেন ধামাইকে অতি ত্রস্ত হয়ে। ফণিগণ আন শীঘ্র সংগ্রহ করিয়ে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলবাসিফণিগণ। অচিরে আনিবে সবে আমার সদন॥
তবেত ধামাই যায় বন্দি বিষহরী। নদ নদী সমুদ্র কন্দর আদি গিরি॥
ছোট বড় বিষধর যেখানে যে আছে। সংবাদ জানায় যেয়ে সকলের কাছে॥
শুনি মনসার নাম বিলম্ব না করে। মহাবেগে ফণিগণ চলিল সত্বরে॥

মণিরাজ গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ আদি করি। ধাইল সকল নাগ যথা বিষহরী॥
অনন্ত তক্ষক আদি কর্কট অর্জ্জুন। বাসকী পিঙ্গল আঁখি বিকট দশন॥
বিস্তার করিব নাম কত আমি জানি। সমুদায় আসে ফণী অষ্ট অক্ষৌহিণী॥
শত ফণা ধরে কেহ কেহবা সহস্র। ভীষণ নিনাদ শুনি ত্রিভুবন ত্রস্ত॥
নিশাকর হীনতেজ ফণিগণ দেখি। ভয় পেয়ে ঘন আড়ে রহিলেন লুকি॥
শিরে মণি জ্বলে জিনি প্রখর ভাস্কর। শ্বাসেতে নিঃসরে প্রজ্বলিত বৈশ্বানর॥
জলে স্থলে পর্ব্বত কন্দরে নিবসতি। দ্বীপ উপদ্বীপ স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি॥
যে স্থানে যে নাগ ছিল বাকি না রহিল। সত্বরে সকলে আসি মনসা বন্দিল॥
নাগগণ আগত দেখিয়া পদ্মাবতী। কার্য্যসিদ্ধ হবে বলি আনন্দিতা অতি॥
মন্ত্রণা করেন লক্ষ্মীধর দংশিবারে। কোন ফণী পাঠাবেন চম্পক নগরে॥
কৃষ্ণ বলে বিষহরী নিবেদি চরণে। কে যাইতে পারে তথা কালীনাগ বিনে॥

বিপুলার সহিত লক্ষ্মীধরের বিহার।

হেতাফণী সহযুক্তি করে শিবসুতা। মন দিয়া শুন কহি চম্পকের কথা॥
লক্ষ্মীধর ভার্য্যাসহ লোহার বাসরে। শয়ন করিছে অতি হরিষ অন্তরে॥
কামিনী কোমল অঙ্গ করিয়া ধারণ। মদনে পীড়িত হল সাধুর নন্দন॥
জ্বলন্ত অনলে হবিঃ দ্রবীভূত হয়। ব্যাঘ্রে কি হরিণী ছাড়ে যদি প্রাপ্ত হয়॥
দগ্ধ কন্দর্প প্রভাবে লক্ষ্মীধর রায়। চঞ্চল হইল মত্ত মাতঙ্গের প্রায়॥
কত রঙ্গ ভঙ্গ করে লাজায় বর্ণন। অপারে নিদ্রায় দোঁহে হল বিচেতন॥
প্রণাম করিয়া মনসার রাঙ্গাপায়। কাল নিদ্রা এল কৃষ্ণগোবিন্দ ভানায়॥

মনসার আনন্দ।

লক্ষ্মীধর রায়, সুখে নিদ্রা যায়, আপন কান্তার সনে।
মন্দির ঘেরিয়া, প্রহরণ নিয়া, রহিল প্রহরিগণে॥
হেথা শিবসুতা, অতি হর্ষ যুতা, ফণী পুঞ্জ আগমনে।
সহ সহচরী, মঙ্গল আচরি, বসিলেন সিংহাসনে॥
যত ছিল ফণী, হয়ে যোড় পাণি, দাঁড়াইছে সন্নিধান।
নেতা নেতাঞ্চলে, অতি কুতূহলে, করে চামর ব্যজন॥
আর যত সখী, সকলেই সুখী, হর্ষভাব দরশনে।
কোন সখী শিরে, আতপত্র ধরে, কেহ বা পদ সেবনে॥
তাম্বুল কর্পূর, যোগায় প্রচুর, সুগন্ধি চুয়া চন্দনে।
সর্ব্বাঙ্গ লেপন, করে কোনজন, নরাধম কৃষ্ণ ভণে॥

লক্ষ্মীধর দংশনার্থে ক্রমে মাধবাদি ছয় নাগের চম্পকে গমন ও প্রত্যাগমন।

এই ভাবে নাগসহ বসি নাগমাতা। চম্পকে পাঠাবে কারে জিজ্ঞাসে বারতা॥
পদ্মাবতী কন শুন ভুজঙ্গ নিকর। কে যাইবে বল দংশিবারে লক্ষ্মীধর॥
তখনে মাধব নাগ করিল উত্তর। আমি যাব দংশিতে কুমার লক্ষ্মীধর॥
এতশুনি আনন্দিতা শিবের নন্দিনী। পুরস্কার পঞ্চ তোলা বিষ দেন আনি॥
হলাহল পেয়ে হর্ষ হয়ে অহিবর। প্রণাম করিয়া চলে চম্পক নগর॥
কতদুর আসি ফণী দেখে বৃক্ষ ডালে। পক্ষি ছানাগণ উড়ে পড়ে পালেং॥
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল তাঁর বিধির লিখন। পক্ষি মাংস ভক্ষণেতে উৎকণ্ঠিত মন॥
মৃত্তিকাতে বিষ রাখি উঠিলেক বৃক্ষে। সঞ্চানে লইয়া বিষ গেল অন্তরীক্ষে॥
বিষহারা হইয়া চিন্তিত বিষধর। ইতস্ততঃ ভাবি গেল মনসা গোচর॥
বলিছে মাধব প্রণমিয়া বিষহরী। না হইল কার্য্যসিদ্ধি শ্রমকরি ভারী॥
দেখিলাম যেয়ে মাতা চম্পক নগরী। অনেক প্রহরী আছে সে মন্দির ঘেরি॥
প্রবেশ করিতে নহে আমার শকতি। কি করিব উপায় বল গো পদ্মাবতী॥
এতেক শুনিয়া তবে নাগের বচনে। ধ্যান করি জানিলেন যত বিবরণ॥
কুপিতা হইয়া তবে জয় বিষহরী। সাপে শাপ দেন পরে বারি হস্তে করি॥
অবহেলা কর মোরে ভুজঙ্গ হইয়া। এই জন্য দেই শাপ হইবে মাটিয়া॥
ততক্ষণে মাধব যে হইল মাটিয়া। বীর দর্প করি বলে ফণী কেউটিয়া॥
শুন মাতা মোর কথা হয়ে সাবধান। আমি আনি দিব লক্ষ্মীধরের পরাণ॥
এতশুনি বিষহরী হরিষ অন্তরে। আর পঞ্চ তোলা বিষ দিলেন তাহারে॥
বিষ পেয়ে বিষধর যেন মত্তকরী। যাত্রা করে পদ্মাবতী প্রণিপাত করি॥
মহা বেগে ফণী চলে চম্পক নগর। এড়াইল নদ নদী পর্ব্বত কন্দর॥
কতদুরে যেয়ে পাশে দেখে সরোবর। মৎস্য দেখি বিকল হইল ফণীবর॥
তটে রাখি হলাহল নামিলেক নীরে। মীন চয় খায় অতি সানন্দ অন্তরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু নাযায় খণ্ডন। সিংহিমৎস্য আসি করে সে বিষভক্ষণ॥
বিষ শূন্য ভুজঙ্গ হইয়া ভয়ান্বিত। মনসার নিকটে হইল উপনীত॥
বলে মাতা যেয়ে দেখি চম্পক নগরে। অনেক কটক আছে সে মন্দির ঘেরে॥
নিশ্বাসেতে দুরে গেল যতেক প্রহরী। পরেতে প্রবেশ যেয়ে করি অন্তঃপুরী॥
দেখিলাম মন্দিরের চতুর্দ্দিক ঘুরি। ছিদ্র না পাইয়া তাতে আসিয়াছি ফিরি॥
ধ্যান করি সকলি জানেন ভবসুতা। ভাণ্ডিল ভুজঙ্গ আসি বলি বৃথা কথা॥

কুপিতা হইয়া সাপে দেন অভিশাপ। এদেহ ত্যজিয়া তুমি হও ঢেঁড়া সাপ॥
দুঃখিত হইয়া ফণী গেল বনান্তর। আর চারি ফণী বলে মনসাগোচর॥
যদি আজ্ঞা কর মাতা আমা সবাকারে। যাইবারে পারি মোরা চম্পকনগরে॥
এত শুনি বিষহরী পুলকিত কায়। বিশ্ব ভোলা বিষ দিয়া করেন বিদায়॥
শ্বেত নাগ রক্ত নাগ নীল যে সেওলা। এই চারি অহিবর করিলেন মেলা॥
চক্ষুর নিমেষে গেল চম্পক নগর। দেখিল প্রহরিগণ জাগিছে বিস্তর॥
প্রবেশ করিতে পুরে নাহিক শকতি। দুঃখ ভাবি ফিরি এল যথা পদ্মাবতী॥
সরোদনে নিবেদন করে ফণী চারি। দেখিলাম যেয়ে মাতা চম্পক নগরী॥
লক্ষ২ জাগরণে রয়েছে প্রহরী। মোসবার কি শকতি প্রবেশিতে পারি॥
অতএব বাহুরিয়া এসেছি এখন। উপায় করহ মাতা বিহিত যেমন॥
এত শুনি সুচিন্তিতা জয় বিষহরী। কৃষ্ণ বলে শুন মাতা নিবেদন করি॥

বিষহরীর খেদোক্তি।

শুনিয়া ফণীর ভাব, মনে উপজিল ত্রাস, দিগবাসসুতা দুঃখান্বিতা।
বলে একি সর্ব্বনাশ, পূর্ণ না হইল আশ, বিবাদ বাড়ায়ে আছি বৃথা।
মহা পরাক্রম বীর, প্রতাবে যেন মিহির, হেন বিষধর গেল তথা॥
শুনিলে চাঁদের নাম, মানসে করে প্রণাম, ফণিগণে নাহি তুলে মাথা।
দূরে গেল বুদ্ধিবল, কি করি উপায় বল, কি কৌশল করি বল নেতা।
সমুদ্র তরিয়া হেলে, ডুবিব গোক্ষুর জলে, প্রাণে নাহি সহ্য হয় ব্যথা॥
আমি কোপ দৃটী করি, বাপে মায়ে কষ্ট ভারী, দিয়া দেখায়েছি গো যোগ্যতা।
কি ছার সে লক্ষীবর, তাঁহারে করিয়া ডর, বিষধরগণের ভীরুতা॥
এতেক শুনিয়া বাণী, হয়ে সবে যোড়পাণি, ফণিগণ করিছে ব্যগ্রতা।
শুন মাতা বিষহরী, পায় নিবেদন করি, মোসবার আছে কি ক্ষমতা॥
কর্কট উদয় কাল, শ্বেত রক্ত পীত নীল, অনন্ত তক্ষক শঙ্খ যথা।
কেবা হেন বিষধর, দংশিবেক লক্ষ্মীধর, শুব বাক্য করে অমান্যতা॥
পূর্ব্বে মাতা দিলা শাপ, কালরাত্রে কাল সাপ, দংশিবেক না হবে অন্যথা।
মনসা পদার বিন্দে, বলিছে কৃষ্ণ গোবিন্দে, ভুলিয়াছ পুরাতন কথা॥

কালীনাগ আনিতে ধামাইর গমন।

নেতা বলে পূর্ব্ব কথা হইল স্মরণ। মুক্তেশ্বরে বিপুলারে শাপিলা যখন॥
কালী নাগে দংশিবে কুমার লক্ষ্মীধর। অন্য ফণী কি করিবে তাঁহার গোচর॥
এত শুনি পদ্মাবতী হরষিতা অতি। আদেশ করেন শীঘ্র ধামাইর প্রতি॥

ত্বরা চল ধামাই বিলম্ব নাহি কর। কালীকে আনিয়া মোর চিত্ত চিন্তা হর ॥
এতেক বচন তবে শুনিয়া ধামাই। যাত্রা করে প্রণমিয়া অনন্তের আই ॥
কালী কালী বলি তবে ঘন২ ডাকে। নদ নদী পর্ব্বত এড়ায় লাখে২ ॥
সহসা শুনিল কালী থাকি অন্তঃপুরে। তুচ্ছ করি নাম ধরি কে ডাকে আমারে ॥
ক্রোধে কম্প কালীনাগ আনি অনুচরে। আজ্ঞা দিল তাঁহারে ত্বরিতেআনধরে।
আদেশ পাইয়া তবে যত অনুচর। ধেয়েযেয়ে ধামাইকে আনিল সত্বর ॥
অতিক্রোধে কালী নাগ বলিল তখন। কে তুই মরিতে আলি আমার ভবন ॥
করিবারে পারি ভস্ম এ তিন সংসার। নাম ধরি ডাক মোরে এত অহঙ্কার ॥
কোপ দেখি ধামাই বলিছে যোড়করে। না জেনে করেছি কর্ম্ম ক্ষমহ আমারে ॥
কালীনাগ বলে আগে বল পরিচয়। পশ্চাতে করিব দণ্ড উচিত যে হয় ॥
ধামাই বলিল আমি মনসা কিঙ্কর। ধামাই আমার নাম শুন ফণিবর ॥
পদ্মাবতী পাঠায়েছে লইতে তোমারে। মম অপরাধ ক্ষমি চলহ সত্বরে ॥
যদ্যপি আমারবাক্যে নাহি যাওতথা। তোমানিতে আপনি আসিবে নাগমাতা ॥
এত শুনি কালীনাগ বলিল বচন। আমাকে যাইতে বল কোন প্রয়োজন ॥
আমা হতে শত গুণে গুণী বিষধর। হেন অষ্ট ফণী আছে মনসা গোচর ॥
সেসব থাকিতে কেন আমারে যতন। বুঝিতে না পারি কিছু কার্য্যের লক্ষণ ॥
ধামাই এতেক শুনি করিল উত্তর। আদ্যোপান্ত বলি তবে উত্তর উত্তর ॥
দেবের দেবতা হর তনয়া তাঁহার। ত্রিভুবনেতে মহিমা ব্যক্ত আছে যাঁর ॥
যাঁর কোপানলে মরেছিল মৃত্যুঞ্জয়। মনুষ্য অমান্য করে পরাণে কি সয় ॥
চম্পকের অধিকারী রাজা চন্দ্রধর। পদে২ অপমান করেছে বিস্তর ॥
শিবশিবা বর পেয়ে মত্ত দুরাচার। বিষহরী নাহি পূজে করে অহঙ্কার ॥
তেকারণে তাঁর ছয় পুত্রের নিধন। চৌদ্দ তরী জলে মগ্ন সহ রত্ন ধন ॥
তথাচ না করে পূজা চম্পকের পতি। সতত চিন্তিতা অতি দেবী পদ্মাবতী ॥
নেতার সহিত পরে করিয়া যুকতি। উপস্থিত হইলেন যথা সুরপতি ॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী ছিল অনিরুদ্ধ ঊষা। ইন্দ্র হতে আনিলেন চাহিয়া মনসা ॥
অনিরুদ্ধ হইয়াছে চাঁদের কুঙর। এক্ষণে তাহার নাম বলে লক্ষ্মীধর ॥
ঊষা জন্মিয়াছে হয়ে সায়র কুমারী। উজানীর রাজকন্যা বিপুলা সুন্দরী ॥
ছদ্মবেশ ধরি শাপ দেন বিষহরী। কাল রাত্রে অবশ্য হইবা তুমি রাঁড়ী ॥
কালী নাগে কালরাত্রে খাবে তোরপতি। এত বলি অন্তর্দ্ধান হন পদ্মাবতী ॥

লক্ষ্মীবরে বরিয়াছে সে বিপুলা সতী। অদ্য উপস্থিত হইয়াছে কাল রাতি॥
অতএব তোমা নিতে হল মোর আসা। ত্বরা যেয়ে পূর্ণ কর মনসার আশা॥
যদ্যপি না যাও তুমি শুনে এই ভাষা। শাপ ব্যর্থ হলে সব কার্য্যেতে নিরাশা॥
আদ্যোপান্ত শুনিলা সকল বিবরণ। অবিলম্বে ফণিবর করহ গমন॥
কালী বলে ধামাই কি আশ্চর্য্য ভারতি। নিন্দে মাতা বিষহরী কাহার শকতি॥
বিধি বিষ্ণু পঞ্চাননে অমান্য না করে। অতি তুচ্ছ চন্দ্রধর কি করিতে পারে॥
ভেকে কি ভুজঙ্গ সহ বাড়ায় বিবাদ। মীন হয়ে কুম্ভীর খাইতে করে সাধ॥
করিসহ শিবা কোথা বিবাদ করয়। কুরঙ্গ শার্দ্দূলে কবে করে পরাজয়॥
খগেন্দ্র করিতে জয় বায়স কি পারে। পতঙ্গপাল যথা বৈশ্বানরে পড়ে॥
বামন হইয়া শশী ধরিতে বাসনা। সেইরূপ চাঁদে বুঝি করেছে মন্ত্রণা॥
বিষহরী কবে নিন্দে কে হেন ত্রিপুরে। ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ড পারের ভস্ম করিবারে॥
অধম কৃষ্ণ গোবিন্দ মনসা কিঙ্কর। বলে, কালীনাগ হল রজনী বিস্তর॥
ওসব কথায় কিবে হবে ফলোদয়। উপায় করহ যাতে কার্য্য সিদ্ধ হয়॥

মনসার নিকট কালীনাগের আগমন।

এইরূপে মহাদর্প, করি যাত্রা করে সর্প, সহকারে করিয়া ধামাই।
দন্ত করি কড় মড়, ছাটে অতি দড় বড়, হৃদে ভাবি অনন্তের আই॥
চক্ষুর নিমেষ মাঝে, উত্তরিল ফণী বাজে, যথায় আছেন বিষহরী।
অহি অতি হর্ষ মুখে, ভব তনয়া সম্মুখে, দাঁড়াইল দণ্ডবৎ করি॥
দেখে কালী ফণিবরে, ভাসিয়া আনন্দ নীরে, ধীরে ধীরে কন নাগমাতা॥
যেরূপে চাঁদের সনে, শত্রুতার সংঘটনে, পূর্ব্বাপর সমুদায় কথা॥
শুনিয়া বলে ভুজঙ্গ, সব ব্যর্থ হবে সাঙ্গ, ভঙ্গ করি সাধুর গরব।
আমি আছি বর্ত্তমানে, কেন মাতা চিন্ত মনে, যা বলিবা তাহাই ঘটাব॥
অতি তুচ্ছ চন্দ্রধর, তাঁর বাদে এত ডর, ধরাধর পারি উপাড়িতে।
মনসা পদার বিন্দে, বন্দিয়া কৃষ্ণ গোবিন্দে, বলে সন্দ নাহি কো ইহাতে॥

লক্ষ্মীধর দংশনার্থে কালীনাগের গমন ও প্রত্যাগমন এবং
মনসার কর্ম্মকার ভবনে উপস্থিতি।

মনসা বলেন কালী নাহি কর ব্যাজ। থাকিতে শর্ব্বরী সাধ আমার একাজ॥
শীঘ্র যেয়ে লক্ষ্মীবর করহ দংশন। যামিনী প্রভাতে তার নাহিক মরণ॥
এত শুনি কালী নাগ বলে যোড় করে। কিরূপে পশিব আমি লোহার বাসরে॥
পিপীলিকা প্রবেশিতে নাহিক শকতি। ইহার উপায় কিবে বল পদ্মাবতী॥

বিষহরী কন চিন্তা না কর ইহার। মন্দির মাঝারে আছে ক্ষুদ্র এক দ্বার॥
পূর্ব্বে গৃহ প্রস্তুত করিতে কর্ম্মকার। গবাক্ষ রাখিতে করায়েছি অঙ্গীকার॥
সন্ধানে রেখেছে দ্বার অন্যে নাহি জানে। সেই দ্বারে যেয়ে পশ লোহার ভবনে॥
তবে কালী নাগ বন্দি মনসা চরণ। দংশিবারে লক্ষ্মীধর করিল গমন॥
অন্তরীক্ষে উড়ে নাগ অতি ভয়ঙ্কর। ক্ষণ মাত্রে উত্তরিল চম্পক নগর॥
মন্দির ঘেরিয়া আছে যতেক প্রহরী। গোপনেতে গেল ফণী ছদ্ম বেশ ধরি॥
একে একে চতুর্দ্দিক করিল ভ্রমণ। গবাক্ষ না পেয়ে হল বিষাদিত মন॥
না হইল কার্য্য সিদ্ধি পরিশ্রম সার। মনসা নিকটে ফণী গেল পুনর্ব্বার॥
কাঁদিয়া বলিছে কালী পদ্মাবতী ঠাঁই। দেখিলাম মন্দির মাঝারে ছিদ্র নাই।
ইথে কিরূপেতে মাতা করিব প্রবেশ। না হল কার্য্য সম্পন্ন শুধু মাত্র ক্লেশ॥
এতেক শুনিয়া তবে ফণীর কথন। সবিস্ময় বিষহরী না সরে বচন॥
শত কোটি বিষধর সহ বিষহরী। চম্পকেতে যান যথা কর্ম্মকার পুরী॥
কেশাই কামার বলি ডাকে ঘনং। মরিবার তরে বল আমাকে হেলন॥
শত্রুর সপক্ষ হলি কর্ম্মকার বেটা। আজি তোরে বধি দেখি রক্ষা করে কেটা॥
এত শুনি কামারের উড়িল পরাণ। বলে আজি এবিপদে রক্ষ ভগবান॥
ভয়ে অঙ্গ অনিবার কাঁপে থর থর। মনসা গোচরে গেল যোড়ি দুইকর॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া অকংকার প্রণমিল। বলে মাতা কি জন্যে কুপিতা এত বল॥
কি দোষে ও রাঙ্গা পদে হইয়াছি দোষী। কৃষ্ণ বলে শুন ভাই সে কথা প্রকাশি।

কেশাইর প্রতি মনসার কোপ।

পদ্মা কন কর্ম্মকার, তোর এত অহঙ্কার, কার বলে বাড়ালে বিবাদ।
আমাকে না কর ভয়, পাইসি কার অভয়, উভয়ে মরিতে বুঝি সাধ॥
শত্রুর পক্ষে সপক্ষ, আমা ভাবিলে বিপক্ষ, আজি রক্ষা নাহি পদেং।
মম অরি চন্দ্রধর, তাহার বচন ধর, অতি তুচ্ছ আমাকে গণহ॥
মানা করেছিনু তোরে, চন্দ্রধর সুত তরে, লৌহাগার নির্ম্মাণে ক্ষমহ।
তবু করিলি নির্ম্মাণ, মোরে করে অপমান, অহরহ মরি সেই ক্ষেদে॥
পুনঃ বলেছিনু বাক্য, গৃহে রাখিবে গবাক্ষ, রাখিলি না তাহাও কি বলে।
মনসা পদার বিন্দে, অধম কৃষ্ণ গোবিন্দে, বারংবার ক্ষমা দিতে হলে॥

লোহার বাসরে কালীনাগের প্রবেশ।

কেশাই বলিছে মাতা নিবেদি চরণে। আমা প্রতি কুপিতা হয়েছ অকারণে॥
কোপ সংবরিয়া মোর শুনহ বচন। কে পারে তোমার আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন॥

লোহার বাসরেতে দেখিবা দৃষ্টি কৈরে। ক্ষুদ্র এক ছিদ্র আছে তাহার উত্তরে॥
হরিতালে সেই দ্বার করিয়াছি রোধ। তথা যেয়ে দেখ মাতা নিবারিয়া ক্রোধ॥
এত শুনি বিষহরী হরষিত মন। কালীনাগ সহ তথা করেন গমন॥
মনসা বলেন কালী শুনহ বচন। ত্বরা যেয়ে লক্ষ্মীধরে করহ দংশন॥
আজ্ঞা পেয়ে ফণিবর বন্দিয়া চরণ। লক্ষ্মীধর দংশিবারে করিল গমন॥
দেখিল নিকটে যেয়ে বিস্তর প্রহরী। ভ্রমর হইল ফণী মায়ারূপ ধরি॥
যথা দ্বার কর্ম্মকার পূর্ব্বে বলে ছিল। তথায় যাইয়া নাগ দেখিতে পাইল॥
সর্পের নিঃশ্বাসবেগে হরিতাল খসে। ছিদ্র পেয়ে ক্ষুদ্রবেশে বাসরে প্রবেশে॥
বাসরে পশিয়া ফণী করে নিরীক্ষণ। অবিকল শোভা যেন অমর ভবন॥
প্রবাল প্রস্তর দীপ্তি জিনি দিবাকর। সুকাঞ্চন নির্ম্মিত পালঙ্ক মনোহর॥
তদুপরি দারাসহ সাধুর নন্দন। শচী কোলে ইন্দ্র যেন করেছে শয়ন।
ভুলিল ভুজঙ্গ দেখি দোঁহাকার রূপ। অমনি উথলে তার অনুরাগ কূপ॥
বলে বিধির অবিধি দেখি ফাটে প্রাণ। হেন নিধি আনি করে বাদিয়াকে দান॥
তপত হেম জিনিয়া অঙ্গের বরণ। অকলঙ্ক সুধাকর চাঁদের নন্দন॥
কোন প্রাণে হেন অঙ্গে করিব দংশন। বিশেষ নির্দ্দোষ পাপ না জানে কখন॥
কি করি ভাবিয়ে তার উপায় না পাই। শাপিবেন পদ্মাবতী যদি ফিরে যাই॥
বিনা দোষে যদি তারে দংশন করিব। নিশ্চয় নরকে যাব খণ্ডাতে নারিব॥
অতএব পড়িয়াছি উভয় সঙ্কটে। না জানি কি বিধি মোর লিখেছে ললাটে॥
যা হউক গোপনে তারে বধিতে নাপারি। ডাকদিয়া নিদ্রাহতে সচৈতন্য করি॥
চেতনে দংশিলে মোর নাহি হবে পাপ। এতভাবি সঘনে ডাকিছে কালসাপ॥
হীন কৃষ্ণগোবিন্দ শ্রীমনসা কিঙ্কর। বলে সাজে নাহি ব্যাজ দংশ অহিবর॥

কালীনাগের লক্ষ্মীধরকে সচৈতন্য করিবার চেষ্টা।

সকরুণে বিষধর, বলে উঠ লক্ষ্মীধর, কতক্ষণ সুখে নিদ্রা যাবে।
তোমার দেখিয়া মুখ, অন্তরে উপজে শোক, মুখ দেখি কে ধৈর্য্য ধরিবে॥
আহা! নিদারুণ বিধি, মনসা দিয়াছে বিধি, তাই তোমা বধিবারে আসা।
কি করিব অন্যোপায়, ভেবে আমি নিরুপায়, সমুদায় দেখিলে দুরাশা॥
তোর যত ছিল আশা, ভাঙ্গিতে আশার বাসা, আসা মোর সেইসে কারণ।
সে দুঃখ বলিব কায়, দংশিতে তোমার কায়, মনসা করেছে নিয়োজন॥
পশিয়া তোমার ঘরে, দেখি তুমি নিদ্রা ঘোরে, ঘুমে দংশা উচিত না হয়।
তাই করেছি যতন, নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন, সচেতন হইতে নিশ্চয়॥

না জাগায়ে যদি বধি, নরকেতে অদ্যাবধি, নিরবধি করিব নিবাস।
অতএব ডাকি বাছা, মোরে এ বিপদে বাঁচা, নতু ধর্ম্ম পথেতে নিরাশ॥
ভীষণ সর্পের স্বরে, চক্ষুঃ হতে নিদ্রা সরে, লক্ষ্মীধর চেতনা পাইল।
জানি তাঁর অন্তঃকাল, পুনরপি নিদ্রাকাল, দ্রুত আসি অগ্রসর হল॥
তাহা দেখে ভাবে কালী, কি করি উপায় কালী, ইতস্ততঃ করিবার নহে॥
আশা হল এ নিশিতে, বিপুলাকান্ত দংশিতে, কৃষ্ণ বলে দুঃখে প্রাণ দহে॥

কালীনাগ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীধরকে দংশন।

এইরূপে কালীনাগ ভাবিছে অন্তরে। বয়ান ভাসিল তাঁর নয়নের নীরে॥
কেমনে এমন অঙ্গে করিব দংশন। পুণ্য অঙ্গে পাপ লেশ নাহি কদাচন॥
ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর। দংশিতে দুঃখে বিদরে ফণীর অন্তর॥
ইতস্ততঃ অনেক চিন্তিল বিষধর। ক্ষণে পরাঙ্মুখ হয় ক্ষণে অগ্রসর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন। নিদ্রাযোগে লক্ষ্মীধর রায় অচেতন॥
সহসা স্পন্দিত হল তাঁহার চরণ। ভুজঙ্গের অঙ্গে যেয়ে লাগিল তখন॥
সাক্ষী করে ফণিবর যত দেবগণ। মম অঙ্গে লক্ষ্মীধর পরশে চরণ।
এই অপরাধে তাঁর লইব পরাণ। ইহা ভিন্ন শরীরেতে পাপ নাহি আন॥
প্রদীপের তৈল ফণী লেজে জড়াইয়া। লক্ষ্মীধর পদে দিল লেপন করিয়া॥
পদ্মাবতী স্মরি নাগ মারিল কামড়। মরি২ করিয়া উঠিল লক্ষ্মীধর॥
ত্রাস পেয়ে সত্বরে পলায় বিষধর। অষ্টাঙ্গুলী লেজ রৈল বিছানা উপর॥
লেজ কাটা গেল নাগ হইল চিন্তিত॥ বিষহরী নিকটেতে চলিল ত্বরিত॥
সর্পাঘাতে লক্ষ্মীধর করিছে ক্রন্দন। বিপুলা২ বলি ডাকে ঘনেঘন॥
উঠ২ প্রাণপ্রিয়ে কত নিদ্রা যাও। ভুজঙ্গে দংশিল মোরে চক্ষুঃ মেলি চাও॥
অধম কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। বলে যে মনসা নিন্দে তাঁর সর্ব্বনাশ॥

লক্ষ্মীধরের উক্তি।

গীত।

উঠ২ প্রাণেশ্বরি, জন্মের মত হেরি, বিধুবদন। সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি ইন্দীবর নিন্দিত নয়ন॥ (হেরি তব)॥

তুমি রোলে নিদ্রা ঘোরে, ভুজঙ্গে দংশিল মোরে, দেখ প্রাণপ্রিয়ে সত্বরে, চল্লেম্ আমি শমন ভবন॥ (দেখা আর হবেনা)॥

এই ভিক্ষা আমায় দেহ, স্পর্শ কর মম দেহ, অচিরে করিয়ে স্নেহ, স্নিগ্ধকর তাপিত জীবন॥ (প্রাণ যাবার সময়)॥

ঠৈকরে কৃষ্ণন মুখারবিন্দ, রসনা রস্ মকরন্দ, তৃষিত প্রাণের কান্ত, দোষ করিয়ে বরিষণ ॥ (মরণ কালে) ॥

লক্ষ্মীধরের খেদোক্তি ।

কেঁদে বলে লক্ষ্মীধর, বিষে দহে কলেবর, কি করি উপায় প্রাণপ্রিয়া ।
প্রাণ যায় প্রাণ যায়, সহেনা কর বিদায়, গাত্র তোল নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥
কি মোর কপালে লেখা, সবে প্রথমেতে দেখা, বাদী হল জরৎকারু জায়া ।
না হইতে দিন চারি, এই কাল রাত্রে রাঁড়ী, তোমাকে করিল বিড়ম্বিয়া ॥
কত করেছিলা পাপ, কে দিল এ ব্রহ্মশাপ, হবে তাপ জনম ভরিয়া ।
জন্মান্তরে খণ্ড স্তব, করে হল পরাভব, অসম্ভব দেখি যে ভাবিয়া ॥
লোহার নির্ম্মিত ঘর, কি রূপেতে বিষধর, দংশে আসি কেমনে পশিয়া ।
যা হবার হয়ে গেছে, বলিয়া কি ফল আছে, বৃথা কেন মরিব কাঁদিয়া ॥
উঠ প্রিয়ে সুধামুখি, সুধাতে কি আছে বাকি, সুধাও দেখি জাগ্রত হইয়া ।
না শুনিয়ে সুধা বাণী, সুধা যাবে মোর প্রাণী, কৃষ্ণ বলে দেখ সুধাইয়া ॥

লক্ষ্মীধরের প্রাণত্যাগ ।

ক্রমে সর্প বিষানল প্রবল হইল । প্রাণ ভয়ে লক্ষ্মীধর কাঁদিতে লাগিল ॥
বলে বিধি তব সনে কি বাদ আছিল । অকালে করালকালে জীবনে বধিল ॥
যায় যাবে প্রাণ তাহে নাহি কিছুক্ষতি । কিন্তু ভাবি পাছে হবে মায়ের দুর্গতি ॥
আমার মরণে মাতা মরিবে আপনি । কিংবা গৃহবাস ত্যজি হইবে যোগিনী ॥
জন্মিয়া মায়ের গর্ব্ভে না শোধিনু ধার। জনমের মত ক্ষেদ রহিল আমার ॥
কালনিদ্রা কাল মোর হইল কি দোষে । কালফণী অকালেতে দংশিলেক শেষে ॥
প্রিয়াসহ মহানন্দে করেছি শয়ন । কে জানে অদৃষ্টে মোর ঘটিবে এমন ॥
শীঘ্র উঠ প্রাণ প্রিয়ে নিদ্রা পরিহরি । যাত্রাকালে একবার বিধুমুখ হেরি ॥
কত আশা ছিল মনে পাইয়া তোমারে । তাহে বিধি নিদারুণ হইল আমারে ॥
গাত্রোত্থান প্রাণেশ্বরি করগো অচিরে । জনমের মত দেখি এই নেত্র ভরে ॥
সুধামুখী সুধাবকি সুধাইতে নারি । বিষানলে দহে দেহ কি উপায় করি ॥
আস্যেনাহি আসে বাক্য কিম্বরি কিসেতে। উঠিয়া সম্ভাষ ধনী জীবনথাকিতে ॥
এ প্রকারে লক্ষ্মীধর বহু চেষ্টা করে । বিপুলা নিদ্রাভিভূতা জাগাইতে নারে ॥
ক্রমে সমুদায় অঙ্গ ব্যাপিলেক বিষে । বিধাতা লিখন যাহা খণ্ডাইবে কিসে ॥
কাঁদিয়া বিকল হল সাধুর নন্দন । প্রিয়া চেতনাবিহীনা কি করে এখন ॥
যুক্তি স্থির করে করি অশেষ চিন্তন । ভাবিল লিখিব এক দুঃখের লিখন ॥

বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে শোণিত খসাইল। ভুর্জ্জপত্র মধ্যেতে লিখন আরম্ভিল॥
যেইরূপে ফণী আসি করিল দংশন। চেতনা করিতে যত করিল যতন॥
আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিলে। প্রিয়া সম্বোধন করি লিখে অন্তঃকালে॥
শুন হে জীবিতেশ্বরি এই নিবেদন। আমার এ মৃতদেহ না কর দাহন॥
আমা লয়ে যাও তুমি দেবের ভবন। জীয়াইতে পার যদি করিয়া যতন॥
যতনেতে যদ্যপি না পার জীয়াইতে। অনুমৃতা যেও তুমি আমার সহিতে॥
তুমিপ্রিয়া বিনে মোর অন্যগতি নাই। জন্মান্তরে যেনগো তোমাকে ভার্য্যা পাই
কপালে যা লেখা আছে নারি খণ্ডাইতে। কিন্তু খেদ নারিনু তোমাকেজাগাইতে॥
এইমতে লিখন লিখেছে লক্ষ্মীধর। রাখিলেক বিপুলার বক্ষের উপর॥
হেথা কৃতান্ত নগরে চিত্রগুপ্ত রায়। কার কত দিন বাকী বিচারিয়া চায়॥
সহসা দেখিল লক্ষ্মীধরের মরণ। ধর্ম্মরাজ নিকটে জানায় বিবরণ॥
শুনিয়া শমন আর বিলম্ব না করে। আদেশ করেন কাল বিকাল কিঙ্করে॥
ত্বরা তোরা চম্পকেতে করহ পয়ান। অচিরাৎ আন যেয়ে লক্ষ্মীধরপ্রাণ॥
এত শুনি দূতগণ বিলম্ব না করে। নিমেষেতে উত্তরিল চম্পক নগরে॥
লৌহার বাসরে দোঁহে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মীধর হস্ত গলে অমনি বাঁধিল॥
লোহার মুদ্গরে করে অশেষ তাড়ন। লক্ষ্মীধর পঞ্চপ্রাণ ত্যজিল তখন॥
প্রাণ নিয়া দূতগণ করিল গমন। পথে নারদের সনে হল দরশন॥
লক্ষ্মীধর পঞ্চপ্রাণ যমদূত করে। তাহা দেখি মুনি যান মনসা গোচরে॥
ঢেঁকিতে চাপি মিলিলেন যথা বিষহরী। দেখি নমস্কার করে শিবের কুমারী॥
পাদ্যঅর্ঘ দিয়া বসালেন মুনিরাজে। জিজ্ঞাসেন হেথা তব আসা কোন কাজে॥
নারদ বলেন শুন জয় বিষহরী। চিরদিন চন্দ্রধর জানি তব অরি॥
তার পুত্র লক্ষ্মীধর সর্পে দংশিয়াছে। যমদূতে পঞ্চপ্রাণ লয়ে চলিয়াছে॥
ধর্ম্মরাজ নিকটেতে দিতে এইক্ষণ। তাহা দেখি বিষাদিত হল মম মন॥
পাপ পুণ্য বিচারিয়া ভানুর তনয়। অন্য স্থানে জন্মাইতে দিবেন নিশ্চয়॥
তবে তুমি পুনরায় জীয়াতে নারিবে। আর চন্দ্রধর নাহি তোমাকে পূজিবে॥
এত শুনি পদ্মাবতী ক্রোধে কম্পান্বিতা। নাগগণে আদেশ করেন নাগ মাতা॥
লক্ষ্মীধর প্রাণ আন যমদূতে মারি। আজ্ঞা মাত্র ফণিগণ ধায় ভূরি ভূরি॥
অসংখ্য চলিল তবে বিষধর চয়। লক্ষ্মীধর প্রাণ আনে দূতে করি জয়॥
দূতগণে প্রাণপণে রাখিতে নারিল। কাঁদিয়া শমন কাছে বলিতে চলিল॥
মনসা চরণ বন্দি কৃষ্ণ নরাধম। বলে দূত কি করিবে আসি তব যম॥

নাগগণের সহিত যমের যুদ্ধ।

কৃতান্ত কিঙ্করগণ, হয়ে অতি ক্ষুণ্ন মন, সরোদনে ভবনে চলিল।
যেয়ে শমন গোচরে, বলিলেক যোড় করে, আজি বড় প্রমাদ ঘটিল॥
লক্ষ্মীধর পঞ্চপ্রাণ, লৈয়া করেছি পয়ান, হেন কালে ভুজঙ্গ নিকর।
আসি করে ঘোর রণ, জন্দ করি বিলক্ষণ, হরিয়া লইল লক্ষ্মীধর॥
এত শুনি সূর্য্যাঙ্গজ, যেমন প্রমত্ত গজ, ঘন ছাড়ে গভীর গর্জ্জন।
রাজ্য মোর অধিকার, কি বলিব অধিক আর, কোন ছাড় গণি ফণিগণ॥
সংগ্রহ করিতে সেনা, নগরে দিল ঘোষণা, ডগরে সঘনে বাদ্য বাজে।
জানি ভূপতি আদেশ, সৈন্য আসিল অশেষ, সমুদায় সমরের সাজে॥
সবে করি সিংহ ধ্বনি, বলে মার মার ফণী, এই বাণী বিনা নাহি আন।
মহিষ উপরি কাল, বিজয় করিতে কাল. সৈন্য পাল সহ আগুয়ান॥
চক্ষের নিমেষ মাঝে, মিলিল ফণিসমাজে, দুই দলে দেখাদেখী হল।
আজ্ঞা দিল মৃত্যুরাজে, উভয়ে সংগ্রাম বাজে, কাজেং বাড়িতে রহিল॥
সমর হল তুমুল, ঝাঁঠা ঝাঠি শেল শূল, মুষল মুদ্গার বহুতর।
কত করিব বর্ণন, এড়ে যত প্রহরণ, সৈতে নারে ভুজঙ্গ নিকর॥
ভঙ্গ দিল অহিগণ, বিজয়ী হয়ে শমন, সাধু সুত পরাণ লইয়া।
চলিল আপন বাস, ফণিগণ গণি ত্রাস, ঘরে গেল সমর ত্যজিয়া॥
সকলে ভাবি বিষাদ, যতেক রণ সংবাদ, জানাইল মনসা গোচর।
অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দে, রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, বন্দে পড়ি ধরণী উপর॥

যমের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও যমালয়ে লক্ষ্মীধরের স্থিতি।

উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া ফণিগণ। মনসা গোচরে জানাইল বিবরণ॥
কৃতান্তানুচর হতে লক্ষ্মীধর প্রাণ। লৈয়ে আপনার স্থানে করেছি পয়ান॥
হেন কালে সৈন্যসহ আপনি শমন। আসি আরম্ভিল মোসবার সনে রণ॥
প্রাণপণে তাঁর সনে করিয়া সমর। রাখিতে না পারিলাম সাধুর কুঙর॥
এই বাক্য বিষহরী করিয়া শ্রবণ। দুঃখিতা হইয়া অতি করেন রোদন॥
নেতা কন বিষহরী কাঁদ অকারণ। ত্বরিতে গমন কর পিতার সদন॥
তবে যান জরৎকারু শিবের গোচর। যতেক বৃত্তান্ত জানাইলা পূর্ব্বাপর॥
আপনি জানেন পিতা যত সমাচার। লক্ষ্মীধর জন্ম মৃত্যু মম অধিকার॥
ইন্দ্র হতে অনিরুদ্ধ উষাকে আনিয়া। জন্মায়েছি পরাজিত করিতে বাণিয়া॥
অদ্য মম স্বকার্য্য সাধন মনে করে। ভুজঙ্গ প্রেরণ করি দংশিবার তরে॥

কালী নাগে লক্ষ্মীধরে করেছে দংশন। তার প্রাণ নিল হরি যমদূতগণ ॥
অতএব জনক আপন বাসে আসা। আজি হতে ঘুচিল আমার যত আশা ॥
যদ্যপি জীয়াতে নারি চাঁদের নন্দন। কিরূপেতে মোরে তবে করিবে পূজন ॥
ইহার বিহিত যাহা কর শীঘ্রগতি। লক্ষ্মীধর প্রাণ বিনে নাহি অব্যাহতি ॥
তবে যদি একার্য্য না করিবা সাধন। আপনার স্থানে আমি ত্যজিব জীবন ॥
সুতাকে দুঃখিতা দেখি দেব শূলপাণি। বীর হনুমানে আজ্ঞা দিলেন তখনি ॥
যমালয়ে হনুমান করহ পয়ান। ত্বরিতে আনিয়া দেহ লক্ষ্মীধর প্রাণ ॥
এত শুনি বায়ুসুত বিলম্ব না করে। নিমেষে উত্তরে যেয়ে রবিসুত পুরে ॥
ধর্ম্মরাজ উপবিষ্ট সহ দূতগণ। হেনকালে উপনীত পবন নন্দন ॥
সভা মধ্যে রাখিয়াছে লক্ষ্মীধর প্রাণ। লাফ দিয়ে তথা যেয়ে পড়ে হনুমান ॥
প্রাণ লয়ে দ্রুত বীর করিল গমন। কিহ বলি পশ্চাতে ধাইল সর্ব্বজন ॥
সৈন্যগণ যায় লৈয়ে নিজ প্রহরণ। কোদণ্ড লইয়া করে ধাইল শমন ॥
মার মার শব্দ শুনি অঞ্জনা কুমার। সমর করিতে বীর হল আগুসার ॥
প্রথমেতে গালাগালি হল বহুতর। পশ্চাতে উভয়মাঝে ভীষণ সমর ॥
একা হনুমান যমচর রাশি রাশি। তারাগণ বেষ্টিত যেমন পূর্ণ শশী ॥
দুর্জ্জয় প্রতাপ বীর অনিল তনয়। কে পারিবে তাহারে করিতে পরাজয় ॥
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর। গভীর গর্জ্জনে হানে শমন উপর ॥
হাতের কোদণ্ড উড়ে গেল কোথাকারে। ঘন শ্বাস বহে তাঁর পাদপ প্রহারে ॥
হইল তুমুল যুদ্ধ বর্ণিতে বিস্তর। যমসহ পলাইল যত অনুচর ॥
পরে লক্ষ্মীধর প্রাণ আনিয়া সত্বর। দিল বীর হনুমান মনসা গোচর ॥
তুষ্ট হয়ে নানা দান দিলেন মনসা। ধন্য বীর তুমি করেন প্রশংসা ॥
হেথা মৃত্যুনাথ হয়ে রণে পরাজয়। সরোদনে আসিলেন যথা মৃত্যুঞ্জয় ॥
কৃতান্ত বলেন প্রভু কি বলিব আর। আপনি দিয়াছ মোরে মৃত্যু অধিকার ॥
এখনি আপনি চ্যুত কর কি কারণ। আপনি রোপিয়া বৃক্ষ করিলা ছেদন ॥
লক্ষ্মীধর মৃত্যু আসি হল অগ্রসর। তাঁহারে ধরিয়া আনে আমার কিঙ্কর ॥
ইতিমধ্যে তব চর বীর হনুমান। প্রাণ হরে আনে কৈরে মোরে অপমান ॥
ইহার করহ প্রভু উচিত বিচার। নতুবা লও আপনি আপন রাজ্যভার ॥
এত শুনি উত্তর করেন মৃত্যুঞ্জয়। লক্ষ্মীধর মৃত্যু তব অধিকারে নয় ॥
ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল অনিরুদ্ধ ঊষা। বিবাহ সাধিতে দোঁহে আনিয়া মনসা ॥

অবনীতে জন্মাইল জাতিস্মর করি। কার্য্যসিদ্ধ হলে পুনঃ যাবে সুরপুরী ॥
এদো হাতে তব কিছু নাহি অধিকার। আর যত জীব আছে সকলি তোমার ॥
ভববাণী শুনি কন রবির তনয়। এক নিবেদন মম রাখ মহাশয় ॥
ব্রহ্মাণ্ডেতে আছে বটে মম অধিকার। না পাইলে লক্ষ্মীধর দুর্নাম আমার ॥
অতএব অদ্য মোরে লক্ষ্মীধর দেহ। কার্য্যকালে আনি দিব নাহিক সন্দেহ ॥
তবে ভব কন শুন জয়বিষহরী। ছেড়ে দেহ লক্ষ্মীধর যাক্ যমপুরী ॥
মনসা বলেন পিতঃ না বলিবা আর। ওকথা শুনিয়া হৃদি বিদরে আমার ॥
কমল হইতে লক্ষ্মীধর সুকোমল। কি করে শমনাগারে থাকিতে সেবল ॥
কত কষ্ট জীবগণ যমালয়ে পায়। দূতচয় তাড়ন করিবে পায়২ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হলে অন্নজল নাহি পায়। লক্ষ্মীধর কিরূপেতে থাকিবে তথায় ॥
শীর্ণ হবে সর্ব্বদা ভাবিয়া নিরুপায়। ক্ষান্ত দেহ পিতঃ ধরি আপনার পায় ॥
শুনি মনসার ভাষ ভবনিকত্তর। ভাস্কর নন্দন পুনঃ করেন উত্তর ॥
শুন দেবী বিষহরী মোর নিবেদন। সর্ব্বদা রাখিব সুখে সাধুর নন্দন ॥
কোন ক্রমে ক্লেশ নাহি দিব কদাচন। স্বর্ণথালে পঞ্চামৃত করাব ভোজন ॥
কাঞ্চন ভৃঙ্গারে জল দিব সুশীতল। শুতে দিব পুষ্পশয্যা অতি সুকোমল ॥
দিব্যরাঙ্গ আভরণ পরিবারে দিব। স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণ সেবায় রাখিব ॥
যবে যে করিবে আজ্ঞা করিবে পালন। কখনো তাঁহার আজ্ঞা না হবে হেলন ॥
সত্য সত্য বলিলাম অনন্তের আই। ইথে অন্যথা হইলে হরের দোহাই ॥
এই বাণী পদ্মাবতী করিয়া শ্রবণ। যমকরে করে লক্ষ্মীধর সমর্পণ ॥
হৃষ্টান্তরে শমন ভবনে উত্তরিল। অঙ্গীকার মতে সাধুতনয়ে রাখিল ॥
মনসার চরণ বন্দিয়া কৃষ্ণ কয়। চম্পাকের কথা বলি শুন সমুদয় ॥

নিদ্রা হইতে বিপুলার চৈতন্য এবং রোদন।

এইরূপে লক্ষ্মীধর, সুখে শমন নগর, রহিলেক মনসা আজ্ঞায়।
যে হইল চম্পকেতে, প্রকাশ করি ক্রমেতে, দুঃখের বারতা সমুদায় ॥
যামিনী হইল অন্ত, অস্ত কুমুদিনীকান্ত, নলিনী বল্লভ অগ্রসর।
পাখীচয় করেরব, নগরে জাগিয়া সব, কর্ত্তব্যেতে হইল তৎপর ॥
বিপুলা চেতনা পায়, দেখে স্বামী মৃতপ্রায় যেন বাজ পড়িল মাথায় ।
বলে কেন্দে হায় হায়, কান্তশোকে প্রাণ যায়, কোথা যাব কি করি উপায় ॥
উঠহে প্রাণ বল্লভ, মরণ হেরিয়া তব, এপ্রাণ রাখিব দাবানলে।

বাসরাত্রি হল কাল, এদুঃখেতে চিরকাল,, দগ্ধ হব বিরহ অনলে ॥
ধনী পড়িয়া ভূতলে, বলে নাথ উপেক্ষিলে, কোন দোষ পাইয়া আমার।
বিদরিয়া যায় বক্ষঃ, না হইল মাস পক্ষ, দারুণ বিধির কি বিচার ॥
উপজিতে প্রেমাঙ্কুর, সহসা বিষমঝড়, বিনাশিল পল্লব না হতে।
আর কিসে করি আশা, যে আশাতে মোর আসা, নিরাশা হইনু সে আশাতে।
এক্ষণেতে এই চাই, হলাহল যদি পাই, তবে মনোমত করিপান।
নতুবা ক্ষিতি বিদারি, তাহাতে প্রবেশকরি, দেহত্যাজি পাই পরিত্রাণ ॥
কিংবা কোন বিষধরে, অচিরে দংশন করে, তবে হবে দুঃখ অবসান।
অথবা এই জীবন, জীবনেতে সমর্পণ, করি তবে হইবে কল্যাণ ॥
মনে করি বাঁচি বাঁচি, না মরিলে কিসে বাঁচি, ইহা ভিন্ন বাঁচা নাহি আন।
অশ্বনলে দাবানলে, নিবারিব কোথাগেলে, সেবিনে কে রাখিবে এপ্রাণ ॥
মরে পতি প্রাণাধিক, আমার জীবনে ধিক্, ততোধিক ধিক্ বিধাতারে।
কিছু না কহি অলিক, কি আর কব অধিক, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিব তাঁরে ॥
বিধি নাহি জানেবিধি, সতত করে অবিধি, এই বটে তার মুখ্য স্থল।
লিখে সদাকাল দণ্ডে বিনাদোষে লোকে দণ্ডে মোর দণ্ড কৈল চমৎকার ॥
কার মন্দ করিআমি, হরিল আমার স্বামী, ইথে কি হলনা অবিচার।
রচিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, না কর বিধিকে নিন্দে, কাণ্ড যত দেবী মনসার ॥

বিপুলার উক্তি গীত।

হায়রে দারুণ বিধি, কি দারুণ বিধি, প্রচারিলি।
বিধি করে হতবিধি, একোন বিধি, আচরিলি ॥
পূর্ব্বাপর আছে বিধি, ভুলেছ কি বিধি বিধি, সতী বিনা পতিনিধি
থাকে কোথা বিধি পালি ॥ (১) (নারী বেঁচে) ॥
বিধি বলিব কি অধিক্, তোকে ধিক্ তোমার বিধি ধিক্, মারিলি প্রাণের
প্রাণাধিক, ধিক্ ধিক্ আমার প্রাণ রাখিলি ॥ (২) (কোন বিধিতে) ॥
করেছিলি রাজনন্দিনী, সতী পতি গরবিণী, আজ কি দোষে দীন-
দুঃখিনী, অনাথিনী বানাইলি ॥ (৩) (কঠিন বিধি)
কাছে নাহি কাদম্বিনী, অথবা নাশুনি ধ্বনি, কিরূপে হানি অশনি, আমাকে
বিনাশ করিলি ॥ (৪) (অকালেতে)

চন্দ্রধরের ক্রন্দন।

এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিছে কামিনী। পতির চরণে ধরি লুটায়ে ধরণী॥
লক্ষ্মীধর হস্তাঙ্কিত লেখা পেয়ে পরে। অশেষ কাঁদিয়া রামা সেই খত পড়ে॥
বিপুলার ক্রন্দন কে বর্ণিবারে পারে। জ্ঞান হয় বাতাহতা লতা পড়ে ঝড়ে॥
মন্দির ঘেরিয়া যত আছিল প্রহরী। অচৈতন্য মনসা মায়ায় সারি২॥
নানা বিলাপন করে বিপুলা সুন্দরী। তা শুনে উঠিল সবে মোহ পরিহরি॥
চমৎকৃত সর্ব্বজন শুনিয়া ক্রন্দন। দূত এক পাঠাইল যথায় রাজন॥
সনকার সহ নিদ্রা যান চন্দ্রধর। উপনীত হল তথা যেয়ে অনুচর॥
বহির্দ্বারে থাকি করে গভীর নিনাদ। উঠ মহারাজ আজি ঘটিল প্রমাদ॥
অমঙ্গল শুনিলাম লোহার বাসরে। রোদন করিছে বধূ অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
নিশ্চিন্তে আপনি আছ আপন ভবন। ত্বরিতে তথায় যেয়ে জান বিবরণ॥
এত শুনি চন্দ্রধর করি হাহাকার। বাহির হইল পরে মুক্ত করিদ্বার॥
শিরে করাঘাত হানি করিল গমন। ধাইল সনকা পাছে করিয়া রোদন॥
লোহার বাসরে গেল করি ছুটাছুটী। কপাট করিয়া মুক্ত পড়িছে হুঁছুটী॥
মৃত্যু নিরীক্ষণ করি আপন নন্দন। ভার্য্যাসহ ভূপতি হইল অচেতন॥
বহু কষ্টে চন্দ্রধর চেতন পাইল। হাহা পুত্র২ বলি কাঁদিতে লাগিল॥
বলে বিধি কিবাদ সাধিলি মোরসনে। ছয় পুত্র বধি তবু ক্ষান্ত নাহি মনে॥
হায় কোথাগেল মোর পুত্রগুণনিধি। স্ববংশে নির্ম্মূল মোর হল অদ্যাবধি॥
এইরূপে চন্দ্রধর করিয়া রোদন। প্রহরিনিকর প্রতি রোষিল তখন॥
জানিলাম হলে সবে বিপক্ষের পক্ষ। নতু কি আসিতে পারে হেথা যক্ষ রক্ষ॥
পিপীলিকা প্রবেশিতে নাহিক শকতি। কিরূপে ভুজঙ্গ আসি গৃহে করেস্থিতি॥
সবাকারে চন্দ্রধর ভর্ৎসে বহুতর। বসিলেন অধোমুখে হয়ে নিরুত্তর॥
সনকা চেতনা পেয়ে কতক্ষণ পরে। শিরে করি করাঘাত কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
প্রামর কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। বিরচিল অপূর্ব্ব পুরাণ ইতিহাস।

সনকার ক্রন্দন।

হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল, প্রাণাধিক পুত্র নিল হরি।
করিয়াছি কত পাপ, সে পাপে এত সন্তাপ, দিলে মোরে হরি হরি হরি॥
কি করিব কোথা যাই, কোথাগেলে তারে পাই, সেবিনে কিরূপে প্রাণধরি।
দেহ দহে দাবানলে, শান্ত হব কোথাগেলে, নতুপ্রাণে মরি মরি মরি॥

হাহা পুত্র লক্ষ্মীধর, গেলে বাছা কার ঘর, অভাগিনী মারে পরিহরি॥
না হেরে তোমার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, কিউপায় করি বরি করি।
পরমা সুন্দরী চেয়ে, করাইয়াছিনু বিয়ে, গেল তার গলেদিয়া ছুরী।
মাস পক্ষ না হইল, কাল নিশি হল কাল, সেকলঙ্কে কিসে তরি তরি॥
উঠ উঠ বাছাধন, বারেক মেল নয়ন, জনমের মত মুখ হেরি।
আমার ক্রোড়ে বসিয়ে, ডাক বাপ মা বলিয়ে, তবে দুঃখ পাসরি পাসরি॥
তব শোকে জর জর, কাঁপে অঙ্গ থর থর, আর ব্যথা সহিতে না পারি।
মর্ম্ম দহে মর্ম্ম স্মরে, আস্যে নাহি বাক্য সরে, কি স্মরিতে কি স্মরি কি স্মরি॥
না পেয়ে তব উত্তর, যাতনা উত্তরোত্তর, বাছা মোর যাইতেছে বাড়ি।
না রাখিব এ জীবন, জীবনেতে সমর্পণ, মরি কিম্বা বিষধর ধরি॥
অথবা যোগিনী হব, ছার গৃহে নাহি রব, ঘরে ঘরে খাব ভিক্ষা করি।
অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দে, বলে কেন মর কেঁদে, দুঃখ যাবে ভজ বিষহরী॥

বিপুলার মাতা ও ভ্রাতাদিগের ক্রন্দন।

এইরূপে সনকা যে করেন ক্রন্দন। বান্ধব কুটুম্ব কাঁদে প্রজাপুঞ্জ জন॥
চম্পকেতে ভীষণ হইল গণ্ডগোল। রোদন ব্যতীত কারো নাহি অন্য বোল॥
হেনকালে বিপুলা ভাবিল নিজ মনে। লিখিব পত্রিকা এক জনক সদনে।
লক্ষ্মীধর মরণের যতেক কাহিনী। একে একে সমুদায় লেখে সুবদনী॥
পিতা মাতা চরণে জানায় নিবেদন। প্রভু নিয়া যাব আমি দেবের ভবন॥
যদি কোন ক্রমে পারি পতি জীয়াইতে। তবে সে হইবে দেখা সবার সহিতে॥
নতুবা জন্মের মত হলেম বিদায়। এই বলি লিপি লিখি জনকে পাঠায়॥
পত্র সমাপন করি বিপুলা সুন্দরী। কাক এক ডাকিয়া আনিল ত্বরা করি॥
পত্রখানা দিয়া ধনী কাকের গোচরে। সত্বরে প্রেরণ করে উজানী নগরে॥
নিমেষেতে কাক যেয়ে পত্র পৌঁছাইল। পাঠান্তে সায়র রাজা বৃত্তান্ত জানিল॥
পরে রাজরানী আর পুত্র ছয় জন। ক্রমে সবাকারে জানাইল বিবরণ॥
জামাতার শুনিয়া মরণ সমাচার। ভূতলে পড়িয়া রাণী করে হাহাকার॥
শিরে করাঘাত হানি ভ্রাতা ছয় জন। ভগিনীর দুঃখ স্মরি করিছে রোদন॥
রাজসুতগণ বলে না শুনে বারণ। বাদিয়ার সুতে ভগ্নী কর সমর্পণ॥
তাহার উচিত ফল সহসা ফলিল। এক্ষণে পিতঃ ইহার কি মন্ত্রণা বল॥
মনুষ্য হইয়া তাঁর দেবী সনে বাদ। তেকারণে পদে পদে এত পরমাদ॥

যদি আজ্ঞা দেও পিতঃ চম্পকেতে যাই। সর্পের বাদিয়া বধি বিষাদ খণ্ডাই ॥
এত শুনি ভূপতি বলেন পুত্রগণ। কে পারিবে খণ্ডাইতে বিধির লিখন ॥
মিথ্যা চন্দ্রধর প্রতি কর কেন রোষ। কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ ইথে তাঁর কিবা দোষ ॥
খেদ সংবরিয়া কর ধৈরয ধারণ। রাজাজ্ঞায় সকলেই ত্যজিল ক্রন্দন ॥
অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দ মনসা কিঙ্কর। বিরচিত মনসা চরিত্র মনোহর ॥

সনকার প্রতি চন্দ্রধরের প্রবোধ বাক্য।

সনক বচন শুনি, লোমশ বলেন পুনি, বিবরিয়া কহ মুনিবর।
লক্ষ্মীধর মৃত্যুপরে, কি প্রকার কর্ম্ম করে, চম্পকের রাজা চন্দ্রধর ॥
মুনি কন শুন মুনি, চম্পকের রাজরাণী, পুত্র শোকে কাঁদে অনিবার।
তা দেখিয়া চন্দ্রধর, প্রবোধিল বহুতর, না কাঁদ না কাঁদ প্রিয়ে আর ॥
যদি হও শোকাতুরা, অযশ ভুবন ভরা, শুনি কাণী ঘুষিবে আমার।
অতএব ধৈর্য্য ধর, খেদ নিবারণ কর, চেষ্টা কর পুত্র বাঁচাবার ॥
বৈদ্য করি আনয়ন, দেখিব করি যতন, যদি পুত্র বাঁচাইতে পারি।
তবে হবে সুমঙ্গল, কি করিবে শত্রু বল, অপমান পাবে বিষহরী ॥
সাধুর বচন শুনি, বিষাদ ত্যজিয়া রাণী, করিলেন ধৈরয ধারণ।
কৃষ্ণ বলে মহাশয়, বাঁচাতে তব তনয়, আন দেখি বৈদ্যটা কেমন ॥

চন্দ্রধরের লক্ষ্মীধরকে বাঁচাইবার চেষ্টা।

লক্ষ্মীধর বাঁচাইতে চন্দ্রধর রায়। লেঙ্গা নামে দূত বৈদ্য গোচরে পাঠায় ॥
সুষেণ নামেতে বৈদ্য ধন্বন্তুরি সুত। পরম পণ্ডিত বটে সর্ব্বগুণযুত ॥
তাঁহার নিকটে দূত সংবাদ জানায়। শীঘ্রগতি বৈদ্যবর আসিল তথায় ॥
বৈদ্য আগমন দেখি রাজা চন্দ্রধর। বসালেন যথাযোগ্য করি সমাদর ॥
দেখিল সুষেণ অগ্রে করিয়া গণন। কোনক্রমে না বাঁচিবে চাঁদের নন্দন ॥
বৈদ্যরাজ কন শুন রাজা চন্দ্রধর। আমি না পারিব জীয়াইতে লক্ষ্মীধর ॥
এতেক শুনিয়া তবে সুষেণ বচন। নিরুপায় ভাবি সাধু করেন রোদন ॥
সাধু বলে এতকালে বংশ হল লয়। সাত সুত গৈল প্রাণে আর কত সয় ॥
বিবাদে বিজয়া কাণী হল এইক্ষণ। সর্ব্বদা হাসিবে মোরে এই সে কারণ ॥
যদ্যপি আমাকে খোঁটা দেয় পদ্মাবতী। আমিও উহার খোঁটা জানি যত ইতি ॥
প্রথমতঃ বছাই করেছে বলৎকার। দ্বিতীয়েতে চক্ষুঃ গেল বাদে চণ্ডিকার ॥
তৃতীয়েতে পতি জানি ভ্রষ্টার আচার। পরিত্যাগ করি গেল না আসিল আর ॥

ছদ্মবেশে বসতি করিল মোর ঘরে। ছলনা করিয়া মোর মহাজ্ঞান হরে॥
একদিনে ছয় পুত্র দংশিল আমার। অদ্য মোর লক্ষ্মীবর করিল সংহার॥
নাহি পাই দেখা আসে যায় গোপনেতে। করিব উচিত শাস্তি এলে সম্মুখেতে॥
যদ্যপি থাকয়ে কৃপা দেবী চণ্ডিকার। অবশ্য সাধিব আমি কাণীর যে ধার॥
যে দণ্ড করিব তাহা আছয়ে অন্তরে। অগ্রে সর্পোচ্ছিষ্ট পুত্র ভাসাব সাগরে॥
তবে চন্দ্রধর আজ্ঞা দেন প্রজাদলে। ভেলা বাঁধি মৃত পুত্রে ভাসাও সলিলে॥
বিপুলা এতেক শুনি করিল উত্তর। প্রভু লয়ে যাব আমি অমর নগর॥
শ্বশুর ঠাকুর শুন আমার বচন। কান্ত জীয়াইব মোর আছে এই পণ॥
প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন আমারে। তবে সে যাইতে পারি বাঁচাতে নাথেরে॥
দেহ রাম রম্ভা তরু ভেলা সাজাইতে। জীবনে ভাসিব আমি প্রভুর সহিতে॥
শুনিয়া বধূর বাণী চন্দ্রধর কন। রম্ভা তরু নাহি দিব থাকিতে জীবন॥
কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র বাঁচাতে না চাই। টানিয়া ফেলাও জলে ঘুচুক বালাই॥
শ্বশুর শুনিয়া এই নিঠুর উত্তর। বিপুলার হৃদে যেন বাজে তীক্ষ্ণ শর॥
পতি কোলে করি কাঁদে পতিপ্রাণা সতী। নয়নের নীরে যেন হল স্রোতস্বতী॥
বিপুলার ক্রন্দন হেরিয়া সর্ব্বজন। আরম্ভিল সাধু প্রতি প্রবোধ বচন॥
শুন মহারাজ ইথে ক্ষতি কি তোমার। দেখনা সতীত্ব পরীক্ষিয়ে বিপুলার॥
যদি কোন ক্রমে পারে জীয়াইতে সুতে। আনন্দের পরিসীমা না রহিবে ইতে॥
অতএব নিষেধিয়া নাহি প্রয়োজন। অনুমতি দেহ রাজা হয়ে হৃষ্টমন॥
চন্দ্রধর প্রজাপুঞ্জ বচন শুনিয়া। দেন আজ্ঞা অন্তরেতে কর্ত্তব্য ভাবিয়া॥
মালীক বলিল তবে চম্পকের পতি। কদলী বৃক্ষেতে ভেলা বাঁধ শীঘ্রগতি॥
এতেক আদেশ যবে মালিগণ পেল। অতি মনোহর করি ভেলা সাজাইল॥
সপ্ত গোটা রম্ভা তরু করিয়া ছেদন। বাঁধিলেক ভেলা খানা করিয়া যতন॥
তদুপরি মনোহর করণ্ড সৃজিল। পরে আসি ভূপতিকে সমাচার দিল॥
শুনিয়া বিপুলা সতী পুলকিত কায়। শাশুড়ী গোচরে গেল হইতে বিদায়॥
ধনী বলে অনুমতি দেহ ঠাকুরাণী। আশীর্ব্বাদ কর নাথ জীয়াইয়া আনি॥
বধূর বচনে রাণী করিছে ক্রন্দন। হীন কৃষ্ণ বলে কর ধৈরয ধারণ॥

সনকার ক্রন্দন।

ধরিয়া বধূর গলে, ভাসি পুত্র শোকানলে, ক্রন্দন করিছে রাজ রাণী।
হইয়ে কুলকামিনী, যাবে বেহুলা একাকিনী, কোথা রহে কেন বাণী॥

যদি আজ্ঞা দেও পিতঃ চম্পকেতে যাই। সর্পের বাদিয়া বধি বিষাদ খণ্ডাই ॥
এত শুনি ভূপতি বলেন পুত্রগণ। কে পারিবে খণ্ডাইতে বিধির লিখন ॥
মিথ্যা চন্দ্রধর প্রতি কর কেন রোষ। কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ ইথে তাঁর কিবা দোষ ॥
খেদ সংবরিয়া কর ধৈরয ধারণ। রাজাজ্ঞায় সকলেই ত্যজিল ক্রন্দন ॥
অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দ মনসা কিঙ্কর। বিরচিত মনসা চরিত্র মনোহর ॥

সনকার প্রতি চন্দ্রধরের প্রবোধ বাক্য।

সনক বচন শুনি, লোমশ বলেন পুনি, বিবরিয়া কহ মুনিবর।
লক্ষ্মীধর মৃত্যুপরে, কি প্রকার কর্ম্ম করে, চম্পকের রাজা চন্দ্রধর ॥
মুনি কন শুন মুনি, চম্পকের রাজরাণী, পুত্র শোকে কাঁদে অনিবার।
তা দেখিয়া চন্দ্রধর, প্রবোধিল বহুতর, না কাঁদ না কাঁদ প্রিয়ে আর ॥
যদি হও শোকাতুরা, অযশ ভুবন ভরা, শুনি কাণী ঘুষিবে আমার।
অতএব ধৈর্য্য ধর, খেদ নিবারণ কর, চেষ্টা কর পুত্র বাঁচাবার ॥
বৈদ্য করি আনয়ন, দেখিব করি যতন, যদি পুত্র বাঁচাইতে পারি।
তবে হবে সুমঙ্গল, কি করিবে শত্রু বল, অপমান পাবে বিষহরী ॥
সাধুর বচন শুনি, বিষাদ ত্যজিয়া রাণী, করিলেন ধৈরয ধারণ।
কৃষ্ণ বলে মহাশয়, বাঁচাতে তব তনয়, আন দেখি বৈদ্যটা কেমন ॥

চন্দ্রধরের লক্ষ্মীধরকে বাঁচাইবার চেষ্টা।

লক্ষ্মীধর বাঁচাইতে চন্দ্রধর রায়। লেঙ্কা নামে দূত বৈদ্য গোচরে পাঠায় ॥
সুষেণ নামেতে বৈদ্য ধন্বন্তরি সুত। পরম পণ্ডিত বটে সর্ব্বগুণযুত ॥
তাঁহার নিকটে দূত সংবাদ জানায়। শীঘ্রগতি বৈদ্যবর আসিল তথায় ॥
বৈদ্য আগমন দেখি রাজা চন্দ্রধর। বসালেন যথাযোগ্য করি সমাদর ॥
দেখিল সুষেণ অগ্রে করিয়া গণন। কোনক্রমে না বাঁচিবে চাঁদের নন্দন ॥
বৈদ্যরাজ কন শুন রাজা চন্দ্রধর। আমি না পারিব জীয়াইতে লক্ষ্মীধর ॥
এতেক শুনিয়া তবে সুষেণ বচন। নিরুপায় ভাবি সাধু করেন রোদন ॥
সাধু বলে এতকালে বংশ হল লয়। সাত সুত মৈল প্রাণে আর কত সয় ॥
বিবাদে বিজয়া কাণী হল এইক্ষণ। সর্ব্বদা হাসিবে মোরে এই সে কারণ ॥
যদ্যপি আমাকে খোঁটা দেয় পদ্মাবতী। আমিও উহার খোঁটা জানি যত ইতি ॥
প্রথমতঃ বছাই করেছে বলৎকার। দ্বিতীয়েতে চক্ষুঃ গেল বাদে চণ্ডিকার ॥
তৃতীয়েতে পতি জানি ভ্রষ্টার আচার। পরিত্যাগ করি গেল না আসিল আর ॥

ছদ্মবেশে বসতি করিল মোর ঘরে। ছলনা করিয়া মোর মহাজ্ঞান হরে॥
একদিনে ছয় পুত্র দংশিল আমার। অদ্য মোর লক্ষ্মীধর করিল সংহার॥
নাহি পাই দেখা আসে যায় গোপনেতে। করিব উচিত শাস্তি এলে সম্মুখেতে॥
যদ্যপি থাকয়ে কৃপা দেবী চণ্ডিকার। অবশ্য সাধিব আমি কানীর যে ধার॥
যে দণ্ড করিব তাহা আছয়ে অন্তরে। অগ্রে সর্পোচ্ছিষ্ট পুত্র ভাসাব সাগরে॥
তবে চন্দ্রধর আজ্ঞা দেন প্রজাদলে। ভেলা বাঁধি মৃত পুত্রে ভাসাও সলিলে॥
বিপুলা এতেক শুনি করিল উত্তর। প্রভু লয়ে যাব আমি অমর নগর॥
শ্বশুর ঠাকুর শুন আমার বচন। কান্ত জীয়াইব মোর আছে এই পণ॥
প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন আমারে। তবে সে যাইতে পারি বাঁচাতে নাথেরে॥
দেহ রাম রম্ভা তরু ভেলা সাজাইতে। জীবনে ভাসিব আমি প্রভুর সহিতে॥
শুনিয়া বধূর বাণী চন্দ্রধর কন। রম্ভা তরু নাহি দিব থাকিতে জীবন॥
কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র বাঁচাতে না চাই। টানিয়া ফেলাও জলে ঘুচুক বালাই॥
সাধুর শুনিয়া এই নিঠুর উত্তর। বিপুলার হৃদে যেন বাজে তীক্ষ্ণ শর॥
পতি কোলে করি কাঁদে পতিপ্রাণা সতী। নয়নের নীরে যেন হল স্রোতস্বতী॥
বিপুলার ক্রন্দন হেরিয়া সর্ব্বজন। আরম্ভিল সাধু প্রতি প্রবোধ বচন॥
শুন মহারাজ ইথে ক্ষতি কি তোমার। দেখনা সতীত্ব পরীক্ষিয়ে বিপুলার॥
যদি কোন ক্রমে পারে জীয়াইতে সুতে। আনন্দের পরিসীমা না রহিবে ইতে॥
অতএব নিষেধিয়া নাহি প্রয়োজন। অনুমতি দেহ রাজা হয়ে হৃষ্টমন॥
চন্দ্রধর প্রজাপুঞ্জ বচন শুনিয়া। দেন আজ্ঞা অন্তরেতে কর্ত্তব্য ভাবিয়া॥
মালীকে বলিল তবে চম্পকের পতি। কদলী বৃক্ষেতে ভেলা বাঁধ শীঘ্রগতি॥
এতেক আদেশ যবে মালিগণ পেল। অতি মনোহর করি ভেলা সাজাইল॥
সপ্ত গোটা রম্ভা তরু করিয়া ছেদন। বাঁধিলেক ভেলা খানা করিয়া যতন॥
তদুপরি মনোহর করণ্ড সৃজিল। পরে আসি ভূপতিকে সমাচার দিল॥
শুনিয়া বিপুলা সতী পুলকিত কায়। শাশুড়ী গোচরে গেল হইতে বিদায়॥
ধনী বলে অনুমতি দেহ ঠাকুরাণী। আশীর্ব্বাদ কর নাথ জীয়াইয়া আনি॥
বধূর বচনে রাণী করিছে ক্রন্দন। হীন কৃষ্ণ বলে কর ধৈরয ধারণ॥

সনকার ক্রন্দন।

ধরিয়া বধূর গলে, ভাসি পুত্র শোকানলে, ক্রন্দন করিছে রাজ রাণী।
হইয়ে কুলকামিনী, যাবে কোথা একাকিনী, কোথা হে কেন ধনী॥

ভাসমানা হয়ে নীরে, কি রূপেতে দৈবপুরে; যাবে বল কেমন করিয়া
হের নাই রবি শশী, কোথা যাবে জলে ভাসি, শুনিয়া জ্বলিছে মোর হিয়া ॥
এ নব যৌবন তোর, পথে কোন দস্যু চোর, হেরিয়া করিবে ফেরফার।
করে পাছে জাতি নাশ, তবে হবে সর্ব্বনাশ, কলঙ্ক ঘুষিবে ত্রিসংসার ॥
একে মরি পুত্রশোকে, তাহে হারা হয়ে তোকে, কি রূপেতে রাখিব জীবন ॥
যদ্যপি থাক গোচরে, তোমার বদন হেরে, সব দুঃখ হবে নিবারণ ॥
সনকা সুন্দরী বোলে; সকরুণে ধনী বলে, খেদ না করগো ঠাকুরাণী।
যদি হই সতী নারী, মোরে পরিহাস করি, কে থাকিবে লয়ে নিজ প্রাণী ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যাইয়া অমরপুরে, যদ্যপি জীয়াতে পারি পতি।
কৃষ্ণ বলে সনকাকে, তরিবা সকল দুঃখে, কায়মনে ভজ বিষহরী ॥

লক্ষীন্দরের মৃতদেহ লইয়া দেবালয়ে যাওয়ার মানসে
বিপুলার সকলের নিকট হইতে বিদায়।

সনকা চরণে ধরি বিপুলা সুন্দরী। বলিল বিদায় দেহ শোক পরিহরি ॥
যদি আমি কায়মনে সতী নাম ধরি। প্রভু জীয়াইয়া পুনঃ আসিব বাহুরি ॥
যদবধি প্রাণপতি জীয়াইতে নারি। তদবধি থাকিব সম্পূর্ণ নিরাহারী ॥
এই আমি করিলাম সত্য অঙ্গীকার। আজ্ঞা কর ত্বরিতে কৈলাসে যাইবার ॥
বিপুলার দৃঢ় বাণী করিয়া শ্রবণ। ভাবিল না রবে ঘরে শুনিয়া বারণ ॥
সতীর মনন জানি দেন অনুমতি। যাও বৎসে জীয়াইতে আপনার পতি ॥
সনকার বচনেতে হর্ষিতা হইল। প্রত্যক্ষ রাখিয়া যাব বিপুলা বলিল ॥
এক মাসা তৈলে এই জ্বালিলাম বাতি। যত দিন রবে ততদিন রব সতী ॥
উষ্ণা ধান্য মৃত্তিকাণ্ডে করেছি বপন। সেই ধান্যে অঙ্কুর হইবে যেইক্ষণ ॥
সে দিনে জানিবা জীবিত হইল প্রভু। সত্য২ এই বাক্য নহে বৃথা কভু ॥
লোহার তণ্ডুল এই জল করি পূর্ণ। বিনা আগুনেতে যেই দিনে হবে অন্ন ॥
লোহার মন্দিরের কপাট ববে খশে। জানিবা সেদিনে আমি আসিয়াছি দেশে ॥
এসব পরীক্ষা রাখি সতীত্ব কারণ। বিদায় হইল বন্দি শাশুড়ী চরণ ॥
তার পরে চন্দ্রধর নিকটে যাইয়া। বিপুলা বিদায় মাগে চরণ বন্দিয়া ॥
ধনী বলে শুন বাপ মোর নিবেদন। যাত্রা করিয়াছি যেতে অমর ভবন ॥
আমার কারণে দুঃখ না ভেব আপনি। অচিরে জীয়ায়ে পতি আসিব এখনি ॥
ক্রোধভরে মোরে গালি না দিবা কখন। খণ্ডাইতে সাধ্য কার বিধির লিখন ॥

ষ্ঠৈ মোর আছে বটে ব্রাহ্মণীর শাপ। সেকারণে সহসা ঘটিল এত তাপ॥
যে হবার হয়েছে ভাবিলে কিবা ফল। ব্রহ্মশাপ রক্ষার্থে টুলিল মোর বল॥
নতু পারি এখনি জীয়াতে প্রাণেশ্বরে। ব্রাহ্মণী শাপিল মোরে যেতে দেবপুরে॥
হেলায় না গেলে শাপ ব্যর্থ হয় পরে। অতএব গমন করিতে হল দূরে॥
ছয় মাস মধ্যে যদি জীয়াইতে নারি। বৃথা নাম ধরি সতী পতিব্রতা নারী॥
বিপুলা বলিল যদি একপ বচন। শুনি চন্দ্রধর রায় বলেন তখন॥
মোর বাক্য ধর মাতা সায়র নন্দিনী। মৃত সুত সহ কেন যাইবা আপনি॥
মরিয়াছে পুত্র মোর বালাই লইয়া। সব দুঃখ দূরে যাবে তোমাকে হেরিয়া॥
কভু না যাইতে দিব দেবের নগরে। তোমার একথা শুনে হৃদয় বিদরে॥
তুমি বট কুল কন্যা মান্যা এ ধরণী। একপেতে কিরূপে যাইবা একাকিনী॥
জলে ভেসে যাবে মাতা দূর দেশান্তরে। জ্ঞাতিবন্ধু কুটুম্বাদি হাসিবে আমারে॥
শবসহ একেশ্বরী তোমাকে দেখিয়া। কোন দুষ্টে কি আচার করিবে আসিয়া॥
তবে মোর কুল ক্ষয় হবে একেকালে। অযশঃ ঘুষিবে সদা এ মহীমণ্ডলে॥
এতেক শুনিয়া তবে বিপুলা সুন্দরী। শ্বশুর নিকটে বলে কর যোড় করি॥
ইহার কারণে কিছু না ভেব আপনি। মোর ইহা লঙ্ঘিতে পারিবে কোন্ প্রাণী॥
দুষ্টমতি যে মোরে করিবে উপহাস। সমূলে তাহার হইবেক সর্ব্বনাশ॥
অন্তরে জানিয়া সাধ্বী বধূর মনন। ভাবি চিন্তি যেতে আজ্ঞা করেন তখন॥
শ্বশুরের আজ্ঞা পেয়ে সায়র তনয়া। বিদায় হইল পদে বন্দনা করিয়া॥
হেনকালে রতি বিপুলার সহচরী। রোদন করিছে বিপুলার গলে ধরি॥
তার পরে নিকটে আসিয়া ছয় জালে। পরস্পর ক্রন্দন করিছে সবে মিলে॥
যোড়করে জালগণে বলিল বিপুলা। আমার কারণে এত না হও উতলা॥
হৃষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ কর সর্ব্বজন। ঘুচাইব সবাকার বৈধব্য যন্ত্রণা॥
এ প্রকারে নানা বাক্যে বুঝাইয়া জালে। প্রণমিল বিপুলা যে পড়িয়া ভূতলে॥
আর২ যত জনা আছিল তথায়। রীতি মতে সবা স্থানে হইল বিদায়॥
শ্রীম কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। বিরচিল অপরূপ পুরাণ ইতিহাস॥

লক্ষ্মীধরের মৃতদেহ লইয়া বিপুলার দেবপুরে গমন।

আনন্দে বিপুলা সতী, যাইতে অমরাবতী, সবা স্থানে হইয়া বিদায়।
সঙ্গে আপন বল্লভে, চলিল স্মরিয়া ভবে, উত্তরিল সাগর যথায়॥
ভেলায় শব তুলিল, এক প্রান্তে রাখি দিল, করণ্ডের মধ্য স্থলে নিয়া।

জিনিয়া কনক মেরু, তাহার আপন উরু, লক্ষ্মীধর শিয়রে রাখিয়া ॥
হয়ে অতি ম্রিয়মাণা, বলে সায়বের কন্যা, সর্ব্বদেব চরণ বন্দিয়া ॥
কায়মনো বাক্যে কই, যদি আমি সতী হই, তবে ভেলা যাক্ উজাইয়া ।
উজানে গমন করি, যাইবে দেবের পুরী, কর্ণধারে নাহি প্রয়োজন ॥
মনে ভেবেছি একান্ত, জীয়াইতে প্রাণ কান্ত, অন্য চিন্তা নাই কদাচন ।
যখনে এতেক বাণী, বলিলেক সুবদনী, ভেলাখানা উজাইয়া চলে ।
সতী বাক্য অখণ্ডন, বৃথা নহে কদাচন, কৃষ্ণ বলে যা বলে তা ফলে ॥

নেতার শৃগালীরূপে বিপুলার নিকটে গমন ।

ভাসিল বিপুলা সতী ভেলার উপরি । পতি জীয়াইতে যাত্রা করি দেবপুরী ॥
গুঞ্জরী সাগরে ভেলা উজাইয়া যায় । আবাল বৃদ্ধা বনিতা সবে রঙ্গে চায় ॥
ছাড়িয়া চম্পক পুরী বল্লভেতে যায় । তথা হতে ক্ষণ মধ্যে গেল মথুরায় ॥
যেই নগরের কাছে ভেলাখানা যায় । আশ্চর্য্য দেখিয়া লোক ছুটাছুটি ধায় ॥
সবে বলে কভু নাহি হেনরূপ দেখি । ভেলার উপরে যেই সুধাকরমুখী ॥
মৃতসহ ভাসি যায় সমুদ্রের জলে । এমন অদ্ভুত নাহি হেরি কোন কালে ॥
উজাইয়া যেতে ভেলা দেখিয়াছ কবে । অনুমানে বুঝি কন্যা মানবী না হবে ॥
মায়াতে মনুষ্য রূপ হবে এই জন । পরস্পর এইরূপ করে আন্দোলন ॥
বায়ুর গমন প্রায় ভেলার গমন । কত দেশ এড়াইল কে করে গণন ॥
হেন কালে অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মাবতী । দেখিলেন ধনী যায় জীয়াইতে পতি ॥
নেতার নিকটেতে বলেন বিষহরী । শিবারূপে যাও যথা বিপুলা সুন্দরী ॥
কথার কৌশল করি ভুলাইয়া মন । লক্ষ্মীধর মৃতদেহ করিবা হরণ ॥
এত শুনি নেতাদেবী বিলম্ব না করে । শৃগালী হইয়া গেল বিপুলা গোচরে ॥
শৃগালিনী ডাক দিয়া বলে উচ্চৈঃস্বরে । মৃতসহ কেন ধনী ভাসি যাও নীরে ॥
শুন চন্দ্রাননী ধনী মোর নিবেদন । ক্ষুধানলে ওষ্ঠাগত হয়েছে জীবন ॥
অতএব তব স্থানে এই ভিক্ষা চাই । শব গোটা দেহ দান অন্যে কার্য্য নাই ॥
উদর পুরিয়া মাংস করিব ভোজন । তবে সে সন্তুষ্ট মম হইবে জীবন ॥
একরূপ যৌবন কেন হারাবি হেলায় । সুখে যেয়ে গৃহে থাক বিদায় মড়ায় ॥
শৃগালীর বচনেতে বিপুলা সুন্দরী । মৌনেতে রহিল স্মরি জয় বিষহরী ॥
শিবার পানেতে ধনী ফিরিয়া না চায় । পবন গমনে ভেলা উজাইয়া যায় ॥
শিবারূপ পরিহরি শিবের কুমারী । পরে কত বার গেল কতরূপ ধরি ॥
বারংবার নানা বেশ করিয়া ধারণ । বিপুলা সতীত্ব যায় করিতে ভঞ্জন ॥

ছলে ছলে প্রাণপণে কৌশল করিল। কোন ক্রমে বিপুলাকে ভুলাতে নারিল॥
লজ্জা পেয়ে নেতা দেবী গেল নিজ বাসে। হীন কৃষ্ণ বিরচিত মনসার দাসে॥

গোদার বাঁকে বিপুলার আগমন।

ধনী নেতার কুহকে, উত্তীর্ণ হইয়া সুখে, তথা হতে করিল গমন।
পবন সঞ্চার প্রায়, ভেলা উজাইয়া যায়, মন চলে বেগেতে যেমন॥
কত দেশ নদ নদী, পর্ব্বত কন্দর আদি, এড়াইল না যায় গণন।
পরে কত দিনান্তরে, যেয়ে হিরণ্য নগরে, বিপুলা দিলেন দরশন॥
তথা অতি চমৎকার, সর্ব্ব লোক একাকার, ভিন্নারতি নাই [illegible]ন।
দেখিতে বিকৃত কায়, পায়ে গোদ শোভে গায়, অস্থিভঙ্গ অত্যন্ত ভীষণ॥
গোদা সব একত্রেতে, গেল সমুদ্র তটেতে, বড়শী করিতে নিক্ষেপণ।
হেন কালে ভেলা খান, হইলেক দৃশ্যমান, উজাইয়া করিছে গমন॥
তদুপরি মনোহারি, দেখে এক আছে নারী, রূপে নিন্দে ভাস্কর কিরণ।
গোদাচয় হৃষ্ট মনে, ধাইল কন্যার পানে, কৃষ্ণের না শুনিয়া বারণ॥

বিপুলার শাপে গোদার চক্ষুঃ নাশ।

ভেলা পরে বিপুলাকে করি দরশন। ধাইল গোদার দল পতঙ্গ যেমন॥
ডাকুয়া নামেতে গোদা সর্জ্জনের পুত্র। সবাকার শ্রেষ্ঠমাত্র নাহি জাতি গোত্র॥
দয়াধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য অতি দুষ্ট বেটা। সর্ব্বদা কুপথে চলে সুপথেতে কাঁটা॥
পরদারে অহরহঃ মহামত্ত সেটা। প্রবৃত্তির দোষে তাঁর নাসা কর্ণ কাটা॥
তথাচ না হয় কিছু লজ্জার সঞ্চার। মানস চঞ্চল করি করে পরদার॥
বিপুলার রূপ হেরি অধীর হইল। মৃদুস্বরে ধনী প্রতি কহিতে লাগিল॥
কে আপনি চন্দ্রাননি কোথায় বসতি। সলিলে ভাসিলা কেন শবের সংহতি॥
এত শুনি উত্তর করিল রাজবালা। চম্পকে বসতি মম নাম যে বিপুলা॥
পতির মরণ হল ভুজঙ্গ দংশনে। জীয়াইতে যাই আমি অমর ভবনে॥
গোদা বলে কন্যা তব বুদ্ধি মাত্র নাই। দেখিয়াছ মৃত জীয়াইতে কোন ঠাঁই॥
এনব যৌবন তব হেলায় হারাবি। মড়ার সংহতি কেন ভাসিয়া বেড়াবি॥
মৃত স্বামী ফেলে দেহ সমুদ্রের নীরে। থাকিবে পরম সুখে ভজহ আমারে।
যৈরূপ রূপসী তুমি, আমি তব যোগ্য। অন্য কাজে যেন তেন রতিতে সুপ্রাজ্ঞ॥
মোর রূপ শশীমুখি তোমার সমান। উভয়ে মিলিবে যেন শচী মঘবান॥
বয়সে তোমার সনে তুল্য প্রায় গণি। অশীতি বৎসর পূর্ণ দেখিয়াছি গণি॥
রূপে গুণে কুলে শীলে তুল্য মিলিয়াছে। তাই বিধি তোমানিধি হেথা আনিয়াছে

বিলম্ব না সহে প্রাণ যায় হরিণাক্ষি। ত্বরিতে উঠহ ত্যেজ মৃতকে উপেক্ষি॥
বৃথা নাহি কর আর মড়ার যে শোক। মোর গৃহে থাকি ধনী ভুঞ্জ নানা সুখ॥
পতির মরণে যত পাইয়াছ দুঃখ। সব পাশরিবে হেরি মোর বোচা মুখ॥
বিবাহ অনেক মোর হইয়াছে বটে। কিন্তু মনোনীতা ভার্য্যা একটী না ঘটে॥
জানিয়া আমার মন মনে চিন্তি বিধি। সহসা দিলেন আনি তোমাহেন নিধি॥
আমার ঘরেতে আর আছে যত নারী। তোমার সেবনে সবে দিব দাসী করি॥
তোমাকে লইয়া যবে করিব শয়ন। সে সবে করিবে আসি চরণ সেবন॥
সর্ব্ব সুখে সুখী রবে আমার গৃহেতে। অন্ন বস্ত্রাদির ত্রুটি না হবে কিছুতে॥
এপ্রকারে গোদা যদি প্রকাশিল ভাষ। শুনিয়া বিপুলা বলে করি পরিহাস॥
যে আশাতে দুর্ম্মতি আমার স্থানে আসা। কিরূপে ফলিতে পারে এরূপ দুরাশা॥
পাবক ভক্ষিতে কভু পতঙ্গে কি পারে। বামনে শুনিছ কোথা ধরে সুধাকরে॥
ভুজঙ্গিনী সহ কোথা ভেকের বিহার। মিলেছে সেরূপ ভাল তোমার আমার॥
যেমন দুর্ম্মতি তুমি করিব বিহিত। উপযুক্ত করিব যে দণ্ড সমুচিত॥
যেই নেত্রে নেত্রপাত করিলে আমায়। আর যেন সেই নেত্র দেখিতে নাপায়॥
অন্ধ হয়ে থাক বেটা এই সিন্ধু তীরে। যাবত হেথায় পুনঃ নাহি আসি ফিরে॥
সতী শাপে চক্ষু হীন হইল সত্বরে। দেখিতে না পায় গোদা ঘুরে ফিরে পড়ে॥
মনসা চরণ ভাবি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দে। বলে চলিল বিপুলা পরম আনন্দে॥

বিপুলা ও টেটনের পরস্পর পরিচয়।

গোদাকে নিরাশ করি, চলে বিপুলা সুন্দরী, কান্ত জীয়াইতে অমরেতে।
ধনী কত দিনান্তরে, ভাসি ভেলার উপরে, উত্তরিল টেটন বাঁকেতে॥
টেটন সে অতি ধূর্ত্ত, খেলাতে হারিয়া অর্থ, জীবিকা নির্ব্বাহে নিরুপায়।
ত্যজিতে আত্মজীবন, মানসে করিয়া পণ, জীবনেতে পশিবারে যায়॥
সহসা সরসীতীরে, যেয়ে দেখে ভেলা পরে, ভাসে এক কামিনী তখন।
নিরখি আশ্চর্য্য প্রায়, জানিবার অভিপ্রায়, বিনয়েতে বলিছে তখন॥
কে তুমি কাহার নারী, কেন ভাস জলোপরি, বল সুধামুখী পরিচয়।
তুলিয়া মরা ভেলায়, গমন কর কোথায়, মানসেতে কি আছে আশয়॥
টেটনের শুনিবাণী, উত্তর করিছে ধনী, মোর নাম বিপুলা সুন্দরী।
প্রাণ কান্ত লক্ষ্মীধর, দংশিয়াছে বিষধর, জীয়াইতে যাব দেবপুরী॥
সতীর বচন শুনি, সজ্ঞান হল তখনি, ধূর্ত্তপনা না রয় অন্তরে।
বলে আজি সুপ্রভাত, মিলাইল অকস্মাৎ, আনি বিধি মোর ভাগ্য জোরে॥

হয়ে ছিল দৈন্যদশা, এধনী আসাতে আশা, হল পুনঃ হতে পারি ধনী ॥
যদি ধন বাঞ্ছা করি অবশ্যই পেতেপারি, শুনা আছে এধনীর ধ্বনি ॥
এবাসনা মনে করি, পাণি দুটি যোড় করি, সবিনয়ে বলিল টেটন।
শুনগো বিপুলা সতী, যদি কর অনুমতি তবে কিছু করি নিবেদন ॥
শুনিয়া টেটন ভাস, রাজবালা করিহাস, বলে আছে কিবা প্রয়োজন।
বল হে মনন শুনি, বৈলনা অশিষ্ট বাণী, কৃষ্ণ তারে জানায় তখন ॥

টেটনের বাক্যে তুষ্টা হইয়া বিপুলার অঙ্গুরী প্রদান।

টেটন বলিছে শুন দুঃখের কাহিনী। এক দিন এই দেশে ছিনু আমি ধনী ॥
কুবুদ্ধি ঘটিল মোর বিধি হল বাম। জুয়া খেলাইয়া ধন সব হারিলাম ॥
এক্ষণে দুর্দ্দশা যত নাযায় বর্ণন। খুঁজিয়া না পাই আমি ভিক্ষায় ভক্ষণ ॥
এই শোকে শোকার্ণবে ভাসি চিরকাল। এসেছি অর্ণবে পশি এড়াতে জঞ্জাল ॥
সহসা তোমাকে হেরি জন্মিল আশ্বাস। যদি ধন দানে ধনী পূর্ণ কর আশ ॥
তবে পুনঃ হব ধনী ধনীর কৃপায়। নতুবা বারিধি পশি ত্যজিব এ কায়।
টেটনের শুনি ধনী বিনম্র বচন। সস্নেহে বিপুলা সতী বলেন তখন ॥
কি দিয়া করিব বাপু তোর পরিতোষ। অল্পদানে পাছে মনে হয় তোর রোষ ॥
রত্ন ধন কিছু নাহি আনি সঙ্গে করে। লও এই হেমাঙ্গুরী দিলাম তোমারে ॥
অঙ্গুরী বিক্রয় করি যে কিছু পাইবা। ইহা দ্বারা কোন রূপে জীবিকা কাটিবা ॥
দ্যূতক্রীড়া ভ্রমেও না করিও কখন। আমার এ বাক্য কভু না কর লঙ্ঘন ॥
যাবত জীয়ায়ে প্রভো না আসিব আমি। তাবত কুশলে হেথা বাস কর তুমি ॥
যাইতে তুষিব তোমা দিয়া নানা ধন। মিথ্যা নহে মোর বাণী জানিও কখন ॥
শুনিয়া টেটন হল অতি হৃষ্টমন। সেস্থান হইতে ধনী করিল গমন ॥
কৃষ্ণ বলে প্রণমিয়া জয় বিষহরী। ধনা মনা বাঁকে গেল বিপুলা সুন্দরী ॥

বিপুলার রূপ দর্শনে ধনার মতিচ্ছন্নতা।

ধনা বলে মনা ভাই, কি আশ্চর্য্য দেখ এই, সরসীতে শশীর উদয়।
মনা বলে নহে শশী, কি জন্যে সলিলে খসি, পড়িবে তা মনে নাহি লয় ॥
তবে ধনা বলে বাণী, হতে পারে সৌদামিনী, এসেছে ত্যজিয়া মেঘচয়।
তা হবেনা মনা বলে, তড়িৎ হেথা আসিলে, এমন সুস্থিরা কেন হয় ॥
হয়ে গঙ্গা ধনা বলে, উঠিল সিন্ধু হিল্লোলে, জলকেলী করিতে নিশ্চয়।
মনা বলে মন্দাকিনী, কখন নহেন ইনি, গঙ্গা কি মকর ছাড়া রয় ॥
ধনা বলিল তখন, সলক্ষ্মী লক্ষ্মীরমণ, ভাসিলেন করিতে প্রলয়।

মনা বলে নহে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী হলে কমলাক্ষি, থাকিতেন বাসুকী হৃদয় ॥
ধনা বলে ওরে মনা ! মনেত মানা মানেনা, উচিত জানিতে পরিচয় ।
ত্বরিতে আন তরণী, দেখিব কে এতরুণী, শুনে কৃষ্ণ নিষেধ করয় ॥

ধনা মনার দুরবস্থা ।

ধনা বলে মনা ভাই মোর বাক্য ধর । ত্বরা সাজায়ে তরণী তরুণীকে ধর ॥
এত শুনি মনা আর বিলম্ব না করে । সত্বর দুখানা তরী আনে সাজ করে ॥
দুই নৌকা দুজনায় আরোহণ করি । চালাইয়া দিল যথা বিপুলা সুন্দরী ॥
নিকটেতে যেযে দেখে বিচিত্র নির্ম্মাণ । নানা বর্ণে সাজন করেছে ভেলা খান ॥
তাহার উপরে মরা আছে একজন । নিয়া কন্যা উজাইয়া করেছে গমন ॥
কন্যা দেখি কামাগ্নিতে দগ্ধ দুইজন । পরস্পর দ্বন্দ্ব বাধে কামিনীকারণ ।
ধনা বলে মোর বাক্য ধর মনা ভাই । আমি নিব এ রমণী তোর কার্য্য নাই ॥
মনা বলে শুন দাদা আমার একথা । একা তুমি আছে তব চারিটী বনিতা ॥
সবে এক ভার্য্যা মম সেও দুরাচারী । পর পুরুষের জন্য ফিরে বাড়ী২ ॥
অতএব আমি তার নিকটে না যাই । রন্ধন করিলে অন্ন কভু নাহি খাই ॥
আমার বচন দাদা কর অবধান । এ রমণী অমনি আমাকে কর দান ॥
সুবিজ্ঞ আপনি বট জ্যেষ্ঠ সহোদর । আজ্ঞা কর কন্যা নিয়া আমি যাই ঘর ॥
মনার বচনে ধনা উঠিল গর্জ্জিয়া । বলে দুই দূরে যাও হেথা কি লাগিয়া ॥
তোর যোগ্য নহে এই রমণী রতন । অন্ধে কি আদর জানে পাইলে দর্পণ ॥
রূপেতে কন্দর্প আমি গুণে ধন্বন্তরি । বুদ্ধে জিনি বৃহস্পতি বিক্রমে কেশরী ॥
আমার গোচরে তোর কিসের বাখান । কি সাধ্য লইবে কন্যা মম বিদ্যমান ॥
এত শুনি মনা বলে শুন বলি দাদা । একামিনী নিতে তুমি মিছে দেও বাধা ॥
আমার এদেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ । অল্পে না ছাড়িব কান্তা করিয়াছি পণ ॥
মনা যদি বলিলেক এতেক বচন । বারণ সদৃশ ধনা না মানে বারণ ॥
লাফ দিয়া মনার যে কেশেতে ধরিল । পদাঘাত মারি তারে নৌকায় ফেলিল ॥
উঠিয়া বসিল পরে বুকের উপরে । পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত অসংখ্য প্রহারে ॥
অশেষ প্রহারে মনা মূর্চ্ছিত হইল । দেখিয়া ধনার মনে আশ্বাস বাড়িল ॥
সমরে বিজয়ী আমি কারে করি ভয় । মারিয়াছি শত্রু কন্যা লইব নিশ্চয় ॥
দেখিয়া ভীষণ কাণ্ড বিপুলা সুন্দরী । উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে কোথা বিষহরী ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মাতা ভুলেছকি তুমি ॥ সাধিতে তোমারকার্য্য মর্ত্তেএনু আমি ॥
এখন আমার কিছু নাহি কর তত্ত্ব । দরশন দিয়া আজি রাখগো সতীত্ব ॥

একাকিনী অনাথিনী দেখিয়া আমারে। পথেতে দুর্জ্জনে পেয়ে জাতিনাশ করে।
তোমার চরণ বিনে নাহি জানি আন। ধনা মনার হাত হতে কর পরিত্রাণ॥
এইরূপে স্তব করে বিপুলা সুন্দরী। অন্তরে সদয়া হল জয় বিষহরী॥
রথ-ভরে অন্তরীক্ষে থাকি ভব সুতা। সতী আশ্বাসিতে বলে আশ্বাসের কথা॥
দৈববাণী বাজিলেক ধনীর শ্রবণে। কি জন্য বিপুলা এত ভাবিতেছ মনে॥
তোমাকে লঙ্ঘিতে পারে কাহার শকতি। যেদুষ্ট সেপাবে কষ্ট তোমার কি ক্ষতি॥
নিশ্চিন্তে লইয়া কান্তে করহ গমন। আপনি মজিবে এই দুষ্ট দুইজন॥
এত বলি পদ্মাবতী অন্তর্দ্ধান হল। কতক্ষণ পরে মনা সম্বিত পাইল॥
প্রাণপণ করিয়া সাহসে করি ভর। ধনাকে ধরিতে যেয়ে প্রহারিয়া কর॥
দুই ভেয়ে মল্লযুদ্ধ তরণী উপর। দোঁহার প্রহারে দোঁহা হইল কাতর॥
শোণিতে হইল রাঙ্গা যেন জবা ফুল। কেহ কার না রাখিল মস্তকের চুল॥
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে করে করে যোড়ি। উভয়েতে হেটে উদ্ধে যায় গড়াগড়ি॥
এইমতে রণে মত্ত দুই সহোদরে। জলে মগ্ন হল তরি দুজনের ভরে।
ভাসিলেক দুই ভাই সমুদ্রের নীরে। নীরে ভাসি পুনরপি মল্লযুদ্ধ করে॥
কেহ মারে লাথি কিল কেহ মারে চড়। মহারণ আরম্ভিল জলের উপর॥
ডাক দিয়া ধনা বলে বিপুলার ঠাঁই। যদি রাখ ভাল ছাড় ধর্ম্মের দোহাই॥
এত শুনি মনা করে দন্ত কড় মড়। রোষিয়া ধনারে এক প্রহারিল চড়॥
করাঘাতে ধনা বেটা করে ধড়ফড়। জল খেয়ে স্ফুলিবার হইল উদর॥
ডাবিডুবি করি স্রোতস্বতী স্রোতে ভাসে। ভেলার উপরে থাকি বিপুলা যে হাসে॥
ধনা মনা বিড়ম্বিযা সায়র তনয়া। মনসা স্মরিয়া ভেলা দিল চালাইয়া।
বায়ু হতে অধিক যে ভেলার গমন। মুহূর্ত্তে অনেক গ্রাম এড়াল তখন॥
দীন কৃষ্ণ বলে বন্দি মনসা চরণ। হরাই সাধুর বাঁকে দিল দরশন॥

বিপুলার রূপ দর্শনে হরাই সাধুর হয়।

বায়ুর গমন জিনি, দ্রুতগতি চন্দ্রাননী, ভেলা চালাইলেন সত্বরে॥
উত্তরে বিপুলা বিধু, যথায় হরাই সাধু, গিয়াছে বাণিজ্য করিবারে॥
সহসা সে সদাগর, যেন পূর্ণ শশধর, দেখে ভাসে ভেলার উপরে।
মদনেতে মতিচ্ছন্ন, বলে বিধি সুপ্রসন্ন, আজি বুঝি হইয়া আমারে॥
মিলাইল কন্যা নিধি, শীতল করিব হৃদি, বিহার করিয়া নিরন্তরে।
কি কার্য্য করি পাটন, পাটনে কি হেন ধন, এতদিনে পাইলাম করে॥
ধন্য ধন্য এ রমণী, রমণীর শিরোমণি, কটাক্ষে মুনির মন হরে।

আমার কি ভাগ্য মানি, অনাহুত এ কামিনী, অনায়াসে আসিল গোচরে॥
এইরূপে সাধু সুত; হইয়া আনন্দযুত, বাহু ঊর্দ্ধ করি নৃত্য করে।
বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দ; অবশ্য ঘটিবে মন্দ, যদি বলাৎকার কর তারে॥

হরাই সাধুর প্রতি বিপুলার শাপ।

বিপুলার রূপ যেন অকলঙ্ক বিধু। অনঙ্গে অস্থির দেখি সে হরাই সাধু॥
ডাক দিয়া বলে শুন হিমাংশু বদনী। কে তুমি কাহার নারী বল দেখি শুনি॥
মৃত নিয়ে ভেলা পরে নীরে ভাস কেন। প্রকাশ করহ শুনি ইহার কারণ॥
এ নব যৌবন কেন কাটাও বিফলে। কি ফল এ মৃতসহ ভাসিয়া সলিলে॥
মোর রাণী বিনোদিনী কর অবধান। রাখিলে অবশ্য তব বাড়িবে সম্মান॥
এই মৃতদেহ করি জলে ভাসমান। উঠ ত্বরিতে তরিতে মম বাক্য মান॥
আমাকে ভজিলে কত পাইবা যে মান। সত্বরে সম্মতি দেহ পরিহরি মান॥
মোর চারি ভার্য্যাকে করিব হতমান। কেহ না রহিবে মানে তোমার সমান॥
দেখ নানা আভরণ আছে বর্ত্তমান। পরায়ে রাখিব তোমা সদা বিদ্যমান॥
তোমার রূপেতে ক্ষিতি করে দীপ্তমান। হেরিয়া কন্দর্পানলে দগ্ধ হল প্রাণ॥
জীবন জীবন তুমি রাখ এ জীবন। হর হরিণাক্ষি দুঃখ দিয়া আলিঙ্গন॥
এত শুনি সুবদনী বলিল তখন। কে আপনি কোথা বাস কাহার নন্দন॥
সাধু হয়ে কেন হেন বলিলে বচন। পর নারী পরিণয় করিতে মনন॥
সাধু বলে কাজ নাই ওসব কথায়। মম পরিচয় জানি কর অভিপ্রায়॥
হরাই আমার নাম পিতা শঙ্খপতি। সনকা ভগিনী জ্যেষ্ঠা মাতা কলাবতী॥
সাধুর মুখেতে শুনি এতেক বচন। নতশিরে করে ধনী চরণ বন্দন॥
যোড় করে বলিলেন সায়র নন্দিনী। মাতুল শ্বশুর মোর হট যে আপনি॥
শাশুড়ী সনকা দেবী পতি লক্ষ্মীধর। বিপুলা আমার নাম জনক সায়র॥
প্রভু লক্ষ্মীধর বাসরাত্রিতে কুক্ষণে। কালের ভবনে গেল কালের দংশনে॥
সেই শব নিয়া যাই অমর নগর। মানসে মানস পতি জীয়াইতে মোর॥
সাধু যদি এই বাক্য করিল শ্রবণ। হাসিয়া বিপুলা প্রতি বলিল তখন॥
কামিনী এমনি কেন বল আটেসাটে। নারিবা ভাণ্ডিতে মোরে এরূপ কপটে॥
স্বর্ণ কে করিবে চুরি বেণের নিকটে। ধূর্ত্তের সহিত কোথা ধূর্ত্তপনা খাটে॥
ভাগিনের বধূ বলি দিলা পরিচয়। আমার ভাগিনামাত্র ছিল জানি ছয়॥
তাঁহার মধ্যেতে একজন নাহি রয়। পূর্ব্বেই অহি দংশনে হইয়াছে ক্ষয়॥
সেরূপে ভাগিনা মোর আর পাব কোথা। কেনবৃথা প্রকাশিলা এঅলীক কথা॥

যাহউক তাহউক আর না করি বিচার। অনঙ্গে দহিল অঙ্গ সহ্য করা ভার॥
যে হয় সম্বন্ধ স্থির করিব পশ্চাতে॥ আলিঙ্গনে প্রাণ রাখ কি কাজ কথাতে॥
এত শুনি বিপুলাযে বলে রাম রাম। হায় হায় একি দায় আজি পড়িলাম॥
পরে ধনী নম্র বাণী অনেক বলিল। কিছুতেই সদাগর ধৈর্য্য না ধরিল॥
অসভ্য দেখিয়া তাঁরে কোপ উপজিল। বারি করে করি নারী অমনি শাপিল॥
যদ্যপি সতীত্বাচার অঙ্গে থাকে মোর। এক্ষণে হউক তবে সমুদ্রেতে চর॥
তরণী অমনি চরে ঠেকিবে সত্বর। কষ্ট পাক দুষ্ট বেটা ভণ্ড সদাগর॥
সতীর বচন কভু নহেত খণ্ডন। আজ্ঞামাত্র চরে নৌকা ঠেকিল তখন॥
চালাইতে নাহি পারে হরাই'র তরী। বিনয়ে বলিছে রক্ষ বিপুলা সুন্দরী॥
না জেনে করেছি কর্ম্ম ক্ষম অপরাধ। সুপ্রসন্ন হয়ে দূর কর পরমাদ॥
বহু দিন হল আমি এসেছি পাটনে। লক্ষ্মীধর জন্ম কথা নাজানি স্বপনে॥
অতএব প্রত্যয় না করি তব বাক্য। সেই উপলক্ষে ঘটাইলা এত দুঃখ॥
এতেক শুনিয়া ধনী বলিল তখন। আমার এবাক্য কভু না হবে লঙ্ঘন॥
আপনি পাইবা দুঃখ আপনার দোষে। এবে আমি নিবারণ করি বল কিসে॥
কাতর হেরিয়া তোমা স্নেহ হয় মনে। ছয় মাস পর্য্যন্ত বাস কর এই স্থানে॥
প্রভু জীয়াইয়া আমি আসিব যখন। তখনে হইবে তব শাপ বিমোচন॥
এইরূপে হরাই সাধুকে আশ্বাসিয়া। পবন গমনে ভেলা দিল চালাইয়া॥
পামর সুক্ষণে [illegible] এ [illegible] করিল প্রকাশ॥

নারায়ণ সাধু এবং বিপুলার পরস্পর পরিচয় জিজ্ঞাসা।

আনন্দে বিপুলা সতী, অমরে করিল গতি, হরাইকে ঠেকাইয়া চরে।
যাইয়া অনতি দূরে, নারায়ন সাধু চরে, উপনীত হলেন সত্বরে॥
বটে সে অপূর্ব্ব কথা, বিপুলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নারায়ণ সায়র তনয়।
ভগিনী না জনমিতে, এসেছে সে পাটনেতে, তেকারণে নাহি পরিচয়॥
ধনী ভেলার উপরে. সহসা দেখিয়া পরে, মূর্চ্ছিত হইল সদাগর।
কতক্ষণে সচেতন, হয়ে বণিক্য নন্দন, বন্ধা প্রতি করিছে উত্তর॥
মানবী কি মায়া ধরি, কি নাম কাহার নারী, ভেলা পরে কেন ভাস নীরে।
যথার্থ সুধাংশু মুখী, প্রকাশহ আপনি কি, গমন কোরেছ কোথাকারে॥
শুনিয়া সাধুর বাণী, বাতরে বলিছে ধনী, শুন শুন মম পরিচয়।
চম্পক নগরে ঘর, চন্দ্রধর নৃপবর, লক্ষ্মীধর তাঁহার তনয়॥

আমি যে হতভাগিনী, লক্ষ্মীধর গুণমণি, করিয়াছিলেন পরিণয়।
কাল নিশি কাল হল, কান্তকে কালে দংশিল, জীয়াইতে যাই দেবালয়॥
বলিলাম পরিচয়, বল শুনি মহাশয়, আপনি বটহ কোথাকার।
কিবা নাম কোন জাতি, সাধু কিংবা ধরাপতি, বল শুনি কাহার কুমার॥
এতশুনি নারায়ণ, বলে আমি নারায়ণ, উজানী নগরেতে বসতি।
সর্ব্ব গুণে গুণ ধাম, সায়র পিতার নাম, সুমিত্রা সুন্দরী যে প্রসূতি॥
শুনিয়া সাধুর বাক্, বিপুলা হয়ে অবাক, ভাবে মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
কি মোর কপালে লেখা, জন্মাবধি নাহি দেখা, কৃষ্ণ বলে কর সমাদর॥

নারায়ণ সাধুর নিকট হইতে বিপুলার বিদায়।

ভ্রাতার বচন শুনি বিপুলা সুন্দরী। কেঁদে বলে আমিও যে সায়র কুমারী॥
শুনিয়াছি একদিন বলেছেন মাতা। বাণিজ্য করিতে গেল তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
বহুদিন হল নাহি আসিল ভবনে। অদ্য সুপ্রভাত ভ্রাতঃ দেখা তব সনে॥
ত্বরা যাও দাদা ঘরে বিলম্ব না সয়॥ আমার সংবাদ যেয়ে বল সমুদয়॥
জনক জননী দোঁহে জানাবে প্রণাম। আশীর্ব্বাদে পূর্ণ হবে মম মনস্কাম॥
প্রভু জীয়াইয়া আমি আসিলে সত্বর। পুনরপি যাব আমি জনকের ঘর॥
মোর জন্য যেন নাহি করেন চিন্তন। যাও দাদা বল যেয়ে এই নিবেদন॥
কেঁদে বলে নারায়ণ প্রাণের ভগিনী। তোমার জনম হল আমি নাহি জানি॥
যাহোক যে হইবার হয়ে বয়ে গিছে। মৃতের সহিতে ভগ্নী ভাসিতেছ মিছে॥
জলেতে ভাসাও মৃত পতি কলেবর। ত্বরিতে তরিতে উঠ যাই নিজ ঘর॥
নানা সুখ ভোগ কর যেয়ে পিত্রালয়। অকারণে কেন যাও দেবের আলয়॥
মড়া জীয়াইতে দেখিয়াছ কোথাকার। না হইবে কার্য্য সিদ্ধি শ্রম মাত্র সার॥
অতএব ভগ্নী শুন আমার বচন। ঘরে চল তথা না যাইও কদাচন।
ধনী বলে হেন বাণী নাবল আপনি। পতি না ত্যজিতে পারি থাকিতে পরাণী॥
যদ্যপি তোমার সনে চলে যাই ঘরে। চরমে উদ্ধার নাই অখ্যাতি সংসারে॥
অসতী বলিয়া মোর দুর্নাম ঘোষিবে। কিরূপে এছার মুখ দেখাইব ভবে॥
অতএব চরণেতে মিনতি জানাই। অনুমতি দেহ দাদা দেবপুরে যাই॥
ভগ্নীর বচন শুনি সাধুর নন্দন। বর্ণনে কি সাধ্য যত করিল ক্রন্দন॥
নানা প্রবোধে বুঝাইল বারংবার। কোন ক্রমে বিপুলা নারিল রাখিবার॥
উভয়ের গলে করি উভয়ে ধারণ। উচ্চৈঃস্বরে দোঁহাকারে করিছে রোদন॥
পরস্পর শোক পরে সংবরণ করি। চরণ বন্দিয়া যাত্রা করিল সুন্দরী॥

উজাইয়া যায় ভেলা পবন গমনে । অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দ পাল দাস ভণে ॥

বিপুলার নিকট ব্যাঘ্ররূপে নেতা দেবীর গমন ।

বিদায় হইয়া ধনী, উচ্চারিয়া হরিধ্বনি, নীরে ভাসি করিল গমন ।
তাহা হেরি হর সুতা, হয়ে অতি হরষিতা, নেতা প্রতি বলেন তখন ॥
বাঘিনীর রূপধরী, যথা বিপুলা সুন্দরী, তথা শীঘ্র করহ গমন ।
বল নানা ছলে বলে, তোমা হেরি কিবা বলে, দেখাযাক সতীত্ব কেমন ॥
যদি তার মৃত পতি, হরিতে পার সম্প্রতি, নানা ভয় করে প্রদর্শন ।
মনসার শুনি ভাষ, শিরে বন্দি দিগ বাস, বাঘ বাস পরিয়া ধারণ ॥
নেতা অতি সুচতুরা, বাঘিনী হইয়া ত্বরা, উতরিল বিপুলা সদন ।
ধনী ভাসি সিন্ধুনীরে, দেখিলেন বাঘিনীরে, উচ্চৈঃস্বরে করিছে গর্জ্জন ॥
হেরে অতি ভীমাকৃতি, হল তার চমৎকৃতি, রহিলেক মুদিয়া নয়ন ।
বলিছে কৃষ্ণগোবিন্দে, মনসা পদারবিন্দে, মানসেতে করহে স্মরণ ॥

বাঘিনীর সহিত বিপুলার কথোপকথন ।

নেতা দেবী চমৎকার বাঘিনীর বেশে । সিন্ধুতীরে উপনীত বিপুলার পাশে ॥
মায়াবলে করে নানা ভয় প্রদর্শন । ঘূর্ণিত লোচনে করি বদন ব্যাদন ॥
উভলেজ করিয়া খারায় দুই কাণ । লাফ দিয়া জলে পড়ে যেন হনুমান ॥
তট হতে ভেলা খানা অনেক অন্তর । ধরিতে না পারিল সাহসে করিভর ॥
ডুব ডুবি করি পুনঃ উঠিলেক তীরে । শার্দ্দূলী বলিছে ডাকি বিপুলার তরে ॥
বহুদিন হল আমি কিছু নাহি খাই । ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ দেহে শক্তি নাই ॥
অতএব তবস্থানে এই ভিক্ষা চাই । মৃতকে করহ দান তবে রক্ষা পাই ॥
ইথে নাহিকর আন হরের দোহাই । আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিয়া ঘরে যাই ॥
দূর করি মরা পতি ঘুচাও বালাই । পাইবা ইহার চেয়ে উত্তম জামাই ॥
বাঘিনী বচন শুনি বিপুলা সুন্দরী । সভয় অন্তরে স্মরে জয় বিষহরী ॥
মনসার মায়া সতী জানিল অন্তরে । নতুকি শার্দ্দূলী প্রবোধিবে এপ্রকারে ॥
শুনিয়াছি ব্যাঘ্রে কভুনাহি লয় মড়া । ও বেন আমার স্থানে হইবে কাতরা ॥
আমাকে না খাইয়া খাইতে চায় শব । অনুমানে বুঝি মনসারই কাণ্ড সব ॥
মানসে এরূপ ভাবি করিল উত্তর । মোরে ভক্ষ যদ্যপি বাসনা থাকে তোর ॥
নতুবা স্বস্থানে যাত্রা করহ বাহুরি । দেহে প্রাণ থাকিতে প্রভুকে দিতেনারি ॥
এরূপে বাঘিনী সনে কথোপকথন । অনেক করিল ধনী নাবায় বর্ণন ॥
অবশেষে ধনী বলে বাদে কার্য্য নাই । তবে যদি কর দেই পদ্মার দোহাই ॥

প্রাণপণে নেতা না পারিয়া কৌশলেতে। নিজমূর্ত্তি ধরিগেল নিজ আবাসেতে ॥
মনসা কিঙ্কর হীন কৃষ্ণ অভাজন। বলে পুনঃ বিপুলা যে করিল গমন ॥

নেতার ঘাটে বিপুলার আগমন।

বাঘিনী বিমুখী করি, যেয়ে বিপুলা সুন্দরী, ত্রিপলীতে দিল দরশন।
ভীষণ ত্রিপলী বাঁক্, ভয়েতে না সরে বাক্, তরঙ্গ কে করিবে বর্ণন ॥
কেঁদে বলে রাজ সুতা, এ বিপদে ভব সুতা, রক্ষাকর আমার জীবন।
পূর্ব্বের বচন স্মরি, একবার বিষহরী, কৃপা করি দেহ দরশন ॥
সাধিতে তোমার কাজ, এসেছি লোক সমাজ, সে কথা কি ভুলেছ এখন।
পরে ত্রিপলীর পাকে, পরাণ গেল বিপাকে, এ দাসীরে করগো তারণ ॥
এরূপে বিপুলা সতী, অশেষ করিল স্তুতি, মনসা জানিল বিবরণ।
বলেন নেতা গোচরে, ধোপানীর বেশ ধরে, ত্রিপলীতে করহ গমন ॥
দেখিয়া তরঙ্গ ভারি, ভয়ে বিপুলা সুন্দরী, বার বার করিছে স্মরণ।
তবে ত্বরান্বিতা হয়ে, ত্রিপলীর ঘাটে যেয়ে, নেতা করে বস্ত্র প্রক্ষালন।
এমন সময়ে ধনী, যথায় শিব নন্দিনী, সেখানে করিল আগমন।
ভেলা লাগাইয়া তটে, ত্বরিতে তরুণী উঠে, কৃষ্ণ বলে চিন্তা কি এখন ॥

নেতার সহিত বিপুলার সাক্ষাৎ।

ত্রিপলীর তটে উঠি বিপুলা সুন্দরী। ক্রন্দন করিছে মৃত পতিদেহ হেরি।
ছয় মাস হল প্রায় হয়েছে মরণ। গলিত অঙ্গের মাংস দুর্গন্ধ ভীষণ।
ধনী বলে ছিল কাম জিনিয়া মূরতি। বিধি কি লিখিল তার এতেক দুর্গতি।
অনেক রোদন করি সায়র নন্দিনী। পরে যুক্তি মানসে করিল সুবদনী ॥
নাথের শরীর জলে করি প্রক্ষালন। অস্থি ব্যতিরেকে মেদ করিব বর্জ্জন ॥
এমত চিন্তিয়া ধনী যেয়ে ভেলা পরে। মৃত পতি দেহ ধৌত করিতেছে নীরে।
সর্ব্ব মাংস করিয়া সলিলে বিসর্জ্জন। পঞ্জর রাখিল অতি করিয়া যতন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে। হাঁটুর মধ্যের চাকা ভ্রষ্ট হল নীরে ॥
মাংসের পাইয়া ঘ্রাণ রাঘব আসিল। মেদ সহ সেই চাকা ভক্ষণ করিল ॥
অন্তরীক্ষে থাকি দেখি জয় পদ্মাবতী। ডাকিয়া বলেন তবে রাঘবের প্রতি ॥
এই যে হাঁটুর চাকা করিলা ভক্ষণ। রেখ অতি সাবধানে করিয়া যতন ॥
যেই কালে লক্ষ্মীধর করিব জীবিত। দিতে হবে চাকা গোটা জানিও নিশ্চিত ॥
এত বলি বিষহরী হলেন অন্তর। হেথা নেতা প্রক্ষালন করিছে কাপড় ॥
নেতার তনয় এক ধনা নাম ধরে। মায়ের গোচরে এল দুগ্ধ পান তরে ॥

বয়সে বালক অতি স্বভাব চঞ্চল। নানা উপদ্রব করে ধরিয়া অঞ্চল ॥
অসভ্য হেরিয়া সুতে শিবের নন্দিনী। কোপ নেত্রে তাঁর প্রতি চাহিনা তখনি ॥
দৃষ্টিমাত্রে ঢলিয়া পরিল ভূমিতলে। নেতাদেবী পুনঃ জীয়ালেন মন্ত্র বলে ॥
হেনকালে বিপুলা থাকিয়া কিছু দূরে। দেখিয়া এসব কাণ্ড ভাবিল অন্তরে ॥
ক্ষণমধ্যে মারি পুত্র ক্ষণে জীয়াইল। সামান্যা ধোপানী ইনি নহে জানা গেল ॥
উচিত করিতে এ নারীকে বশীভূতা। তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে নাহিক অন্যথা ॥
এত চিন্তি পঞ্জর সকল একত্রেতে। যতনে বাঁধিয়া ধনী রাখি অঞ্চলেতে ॥
উপনীতা হল ত্বরা নেতার সদনে। ধরণী লুটায়ে ঘন পড়িল চরণে ॥
সহসা হেরিয়া নেতা কামিনী রতন। কি কর২ বলি সুধায় তখন ॥
কে তুমি কাহার নারী নাহি পরিচয়। কৃষ্ণ বলে জিজ্ঞাসিয়া জান সমুদয় ॥

নেতাদেবী কর্ত্তৃক বিপুলার পরিচয় জিজ্ঞাসা।

নেতা কন সুবদনী, বল পরিচয় শুনি, কে তুমি কোথায় নিবসতি।
বট কাহার গৃহিণী, মানবী কি মায়াবিনী, অথবা কিন্নরী নাগ জাতি ॥
মনেতে করে কি আশা, আমার নিকটে আসা, পায়ে ধরে পড়েছ সংপ্রতি।
আমি নেতা কত মান্য, কুলেতে ধোবার কন্যা, কেন মোকে কর এত স্তুতি ॥
অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যা, তুমিত নহ অসামান্যা, জিনি উমা রমা অরুন্ধতী।
হবে নারীতে উত্তমা, তব কাছে কি উপমা, হতে পারে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
কিন্তু তব ভাব হেরি, কিছুই বুঝিতে নারি, কি জন্যেতে বিমর্ষিত মতি।
আর দেখি কুলক্ষণ, যেন বিধবা লক্ষণ, অনুমান করি গুণবতী ॥
কহ শুনি বিবরণ, কেন হেথা আগমন, গুপ্ত না রাখিবে এক রতি।
মনসা পদ সরোজে, বাসনা থাকিতে মজে, কৃষ্ণ হয়ে মধুপ যুবতি ॥

বিপুলার আগমন শ্রবণে বিষহরীর মায়াজ্বর।

শুনিয়া নেতার বাণী যোড়ি দুই কর। কাতরে বিপুলা সতী করিছে উত্তর ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কি ভুলিলা শিবসুতা। তব অগোচর আর আছে কোন কথা ॥
ঊষা মোর নাম বাণ রাজার কুমারী। পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি অনিরুদ্ধনারী ॥
অপরে তোমার কার্য্য সাধিবার তরে। যাওয়া হয়েছিল দোঁহাকার মহীপরে ॥
বিপুলা নামেতে খ্যাত সায়র দুহিতা। লক্ষ্মীধরসহ হয়েছিনু পরিণীতা ॥
তোমার আজ্ঞায় পতি দংশে বিষধরে। অতএব এত কষ্টে আসা দেবপুরে ॥
ছয় মাস জলে ভাসি আসিয়াছি হেথা। প্রভু জীয়াইয়ে দেও হয়ে কৃপান্বিতা ॥
যদি মোর প্রাণপতি নাহি কর দান। নিশ্চয় তোমার পদে বিসর্জ্জিব প্রাণ ॥

ধনীর করুণ ধ্বনি শুনি পরে নেতা। পূর্ব্ব কথা মনে স্মরি উপজিল ব্যথা ॥
বলে খেদ আর নাহি কর বাণসুতা। চিন্তা পরিহর দুঃখ হল দূরীভূতা ॥
সম্বন্ধেতে বট তুমি ভগিনী-কুমারী। হেরিয়া তোমার দুঃখ সহিতে না পারি ॥
অবশ্য বাঁচাব সাধুসুত লক্ষ্মীধরে। এত বলি বিপুলাকে করিলেন ক্রোড়ে ॥
পরস্পর কোলাকোলী করি দুইজনে। হইলেন ভাসমান আনন্দজীবনে ॥
বিপুলা বলিল মাসি শুনহ বচন। কোন দেবতার বস্ত্র কর প্রক্ষালন ॥
নেতা কন ধুঁইয়াছি সবার বসন। অবশিষ্ট মনসার বস্ত্র প্রক্ষালন ॥
ধনী বলে মাসী যদি কর অনুমতি। আমি ধুই মনসার বস্ত্র যত ইতি ॥
নেতা দেবী শুনি পরে করেন আদেশ। ধুইতে বসন ধনী করিল প্রবেশ ॥
অত্যুত্তম ধৌত করি মনসা-বসন। যতনে লিখন করে আত্ম বিবরণ ॥
কোটি২ প্রণিপাত করি বিষহরী। যে আশায় হল আসা লিখে স্পষ্ট করি ॥
লেখা সমাপন করি যতেক কাপড়। আর্পিল আনিয়া ধনী নেতার গোচর ॥
তবে নেতা দেবী বস্ত্র লয়ে অতি ঝটে। যাঁর যে বসন দেন তাঁহার নিকটে ॥
পশ্চাতেতে মনসার বস্ত্র নিয়ে নেতা। অর্পিলেন যথায় আছেন হরসুতা ॥
বস্ত্র নিরীক্ষণে বিষহরী হরষিতা। বলেন কে প্রক্ষালিল শুনি সত্য কথা ॥
আর দিন বসন না এত শুক্ল হয়। বল কেবা কৈল ধৌত জানি সুনিশ্চয় ॥
নেতা কন তাঁর পরিচয়ে কিবা ফল। বুঝিয়া কার্য্যের ভাব যেবা হয় বল ॥
তবে বস্ত্র করে করি দেখে বিষহরী। বিপুলা বৃত্তান্ত লেখা আছে সারিসারি ॥
জানিল বিপুলা উত্তরিল দেবপুরে। ছলেতে বলেন দেবী নেতার গোচরে ॥
কি বলিব সহসা কি হল মোর নেতা। বলিতে বলিতে অঙ্গ হইল কম্পিতা ॥
ভাবে বুঝি কম্প-জ্বর আসিল শরীরে। এত বলি চলিলেন শয়ন আগারে ॥
তথা হতে নেতা দেবী করিয়া গমন। পিতার নিকটে যেয়ে দিলেন বসন ॥
অত্যুত্তম প্রক্ষালন হেরিয়া বসন। কে ধুইল বস্ত্র জিজ্ঞাসেন বিভূষণ ॥
জনক উত্তরে প্রত্যুত্তর দেন নেতা। ধৌত কৈল বস্ত্র মোর ভগ্নীর দুহিতা ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ত্রিপুরারি। কোথা হতে এলো তব ভগ্নীর কুমারী ॥
তুমি মোর কন্যা আর জয় বিষহরী। তোমা দোঁহাকার গর্ভে কন্যা নাহি হেরি ॥
আর কে হইবে তব ভগিনী দুহিতা। প্রকাশ করহ কন্যে শুনি সেই কথা।
ধূর্জ্জটীর পাদপদ্ম করিয়া বন্দন। কৃষ্ণ বলে বলি শুন ইহার কারণ ॥

নেতা কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট বিপুলার পরিচয় দান।

শুনিয়া পিতার ভাষ, করি নেতা সুপ্রকাশ, বলেন বিপুলা পরিচয়।

ইহার যত বৃত্তান্ত, প্রকাশিব আদি অন্ত, মনোযোগে শুন মৃত্যুঞ্জয় ॥
ঊষা অনিরুদ্ধ নারী, বাণ ভূপতি কুমারী, নর্ত্তকী আছিল ইন্দ্রালয়।
জানিয়া মনসা কাজ, শাপিলেন দেবরাজ, সে শাপে মর্ত্ত্যেতে জন্ম লয় ॥
অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীধর, নামে পুত্র চন্দ্রধর, বিপুলা সুন্দরী ঊষা হয়।
অপরে পদ্মার সাপ, শুনি ব্রাহ্মণীর শাপ, দংশে চন্দ্রধরের তনয় ॥
কহিলাম কাণ্ড সব, বিপুলা যে সেই শব, লয়ে অদ্য হয়েছে উদয়।
জীয়াতে আপন পতি, যত শ্রমে পশুপতি, এল তাহা বর্ণনীয় নয় ॥
অতএব ভগবান, হতে হবে কৃপাবান, নতু কার লবে পদাশ্রয়।
ভোলার পদারবিন্দে, কৃষ্ণ কয় ঐ সম্বন্ধে, বিপুলা নাতিনী তব হয় ॥

মহাদেবের নিকট বিপুলার নৃত্য করিতে উপস্থিতি।

হর হরষিত অতি নেতার বচনে। ঊষাকি আসিল পুনঃ অমর ভবনে ॥
যাও নেতা ঊষা হেথা আনহ ত্বরিত। দেখিতে বাসনা নৃত্য শুনিবারে গীত ॥
শুনিয়া পিতার ভাব সহর্ষেতে নেতা। বিপুলাকে জানাইল যে সব বারতা ॥
চলগো ভগিনী কন্যে বিলম্ব না কর। তব নৃত্য হেরিতে উৎসাহী অতি হর ॥
ধনী বলে নৃত্য মাসী করিব কিমতে। তাহার ভূষণ কিছু নাই মোর সাথে ॥
নেতা কন বিপুলা না করক চিন্তন। এত বলি আনি দেন যত আভরণ ॥
নৃত্যের পাইয়া সাজ বলেন সুন্দরী। বাদ্য কর বিনা নৃত্য কি রূপেতে করি ॥
ইন্দ্রের ভবনে মাসী ত্বরা গতি কর। অনিরুদ্ধ তুল্য যদি পাও বাদ্যকর ॥
তবে সে করিব নৃত্য নতু হবে কিসে। এত শুনি যান নেতা ইন্দ্রের আবাসে ॥
বিদ্যানন্দ নামেতে বিখ্যাত বাদ্যকর। তাঁহাকে আনিয়া দেন বিপুলা গোচর।
পূর্ব্বের আছিল দোঁহাকার পরিচয়। ধনীর দুর্দ্দশা হেরি বাদ্যকর কয় ॥
বহুদিনে হল তব সঙ্গেতে মিলন। কি ভাবে কোথায় ছিলা কহ বিবরণ ॥
তব তুল্য সুরপুরে কে ছিল নর্ত্তকী। আজি কি জন্যেতে এত দুরবস্থা দেখি ॥
ধনী বলে পশ্চাতে কহিব সেই তত্ত্ব। চল অগ্রে সমাপিয়া আসি গীত নৃত্য ॥
তবে সুবদনী নানা বেশভূষা করি। বাদ্যকর সহ গেলা যথা ত্রিপুরারি ॥
বিপুলার রূপে নিন্দে স্থির সৌদামিনী। কৃষ্ণ বলে হেরে ধৈর্য্যধরে কোন প্রাণী ॥

বিপুলার নৃত্যারম্ভ।

হেথা হরষিত হর, যত দেবতা নিকর, নিমন্ত্রিয়া করি আনয়ন।
বিপুলা করিবে নৃত্য, সবাই আনন্দ যুত, হয়ে করে আসন গ্রহণ ॥
ধনী হয়ে সুসজ্জিতা, সভাসদগণ যথা, অচিরে দিলেন দরশন।
যেন অকলঙ্ক শশী, সহসা পড়িল খসি, রবি শশী হেরি ভীত মন ॥

যতেক অমর চয়, হেরি স্থির নেত্রে রয়, পালটিতে নারিল নয়ন।
কৃষ্ণ সুত আসি রণে, করে সব দেবগণে, পঞ্চ ফুল বাণ বরিষণ॥
বর্ণিব কি বিপরীত, বাহ্য জ্ঞান অন্তর্হিত, অঙ্গ করে অনঙ্গে দাহন।
মানস চঞ্চল অতি, দেখিয়া তার মূরতি, রতি-মতি হয় উদ্দীপন॥
তবে বিপুলা সুন্দরী, সবাকে প্রণাম করি, করিলেন নৃত্য আরম্ভন।
বাদ্য করে বাদ্য করে, সকলে প্রশংসা করে, ধন্য২ ধনীর নাচন॥
কত রঙ্গ ভঙ্গ করে, কতই কৌশল করে, যা করে তা করে সুশোভন।
বর্ণিব কি পদে২, কে আর পড়িবে পদে, কাঁচা শরা করিতে ধারণ॥
সবে বলে মরি২, হেন নৃত্য নাহি হেরি, যত হেরি তত ধায় মন।
নিরখি কৃষ্ণগোবিন্দে, ভাসিল পরমানন্দে, বলে মোর সফল জীবন॥

নাট্যশালায় দুর্গার আগমন।

বিপুলার নৃত্য হেরি হর বিমোহিত। অনঙ্গতরঙ্গরঙ্গে গদগদ চিত॥
তখনে বলেন মুনিনারদ গোচরে। পার্ব্বতীকে আন হেথা নৃত্য দেখিবারে॥
আজ্ঞা পেয়ে মুনিবর চলেন সত্বরে। ভাবে মনে দ্বন্দ্বপ্রিয় কোন্দলের তরে॥
নারদের রীতি সবে জান সবিশেষ। দ্বন্দ্ব লাগাইতে দণ্ডে ভ্রমে শত দেশ॥
যে স্থানেতে দ্বন্দ্ব বার্ত্তা শুনে মুনিবর। লাঁফ দিয়া পারে যেতে লঙ্ঘিয়া সাগর॥
যেদিনে কোন্দল নাহি হয় কোথাকারে॥ সেদিন যাপন মুনি করে অনাহারে॥
স্বভাবতঃ নারদের এরূপ প্রকৃতি। শিবাজ্ঞায় শিবা স্থানে যান দ্রুতগতি॥
অভয়ার পাদপদ্মে করি নমস্কার। বলে মামী শুন বলি নব্য সমাচার॥
কি ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসিয়াছ ঘরে। তত্ত্ব নাহি লও তথা হরে কি আচরে॥
কোথা হতে এল এক পরমা সুন্দরী। গণিকা হইতে পারে অনুমান করি॥
তোমা হতে শত গুণে রূপবতী নারী। হেন অপরূপ রূপ কভু নাহি হেরি॥
নৃত্য আরম্ভিছে ধনী হরের গোচরে। শুনিয়াছি তোমার সপত্নী হবে পরে॥
তবেত তোমার হবে নিস্ফল জীবন। আর নাকরিবে হর তোমার যতন॥
নারদের মুখে শুনি এত তিরস্কার। জ্বলিলেন মহামায়া কৃশানু আকার॥
অধরোষ্ঠ কামড়ায় কাঁপে থর থর। করীঅরি পৃষ্ঠে চড়ি চলেন সত্বর॥
যথা স্থানে বিপুলা সুন্দরী নৃত্য করে। চক্ষুর নিমেষে যেয়ে তথায় উত্তরে॥
দীন কৃষ্ণ বলে শুন শুন হৈমবতী। পরের কথায় কি হইলা ভ্রমমতি॥

দুর্গা কর্ত্তৃক মহাদেবের প্রতি ভৎর্সনা।

হৈমবতী ক্রোধভরে, বিপুলার নৃত্যাগারে, উপনীত যথা দিগবাস।

থাকি সিংহ পৃষ্ঠোপরে, কম্পান্বিত কলেবরে, হর প্রতি কন কটু ভাষ ॥
ধিক্ ধিক্ বৃদ্ধ কালে, বুদ্ধি গেল রসাতলে, লাজে মরি ভাঙ্গড়ের কাজে।
সর্ব্ব দেব বলে মন্দ, শুনে আমি করি দ্বন্দ্ব, আজি জানা গেল কাজে কাজে ॥
জানি তব ব্যবহার, যথা পাও পর দার, তথা যাত্রা কর হরষিতে।
আমি থাকি অন্ন বিনা, দিনে দিনে দীনা ক্ষীণা, বস্ত্রাভাবে প্রাণ যায় শীতে ॥
ভুত প্রেত নিয়া সঙ্গে, শশ্মানেতে থাক রঙ্গে, কভু থাক কুচনীর বাসে।
দেখে তোমা হীন বাস, সবে করে উপহাস, তুমি ভাব অতি ভাল বাসে ॥
শ্রবণে ধুতুরা গোটা, অপ্রমিত সিদ্ধি ঘোটা, খেয়ে হলে বাতুল বিশেষ।
তৈল বিনা জটাভার, গলেতে হাড়ের হার, পরদার জ্ঞান সবিশেষ ॥
যে আচার অগোচরে, তাহা কি পারিবে ঘরে, মনেতে করেছ অভিলাষ।
দুই ভার্য্যা বর্ত্তমানে, নর্ত্তকী কামিনী সনে, করিবারে রমণ বিলাস ॥
হবেনা হবেনা তব, সম্ভবেতে অসম্ভব, ভবানী ঘটাবে এইক্ষণে।
শুনে কৃষ্ণ ভীতচিত, শিব অতি শঙ্কান্বিত, হয়ে কন রক্ষ মৃগেক্ষণে ॥

দুর্গা ও বিপুলার পরস্পর কথোপকথন।

শ্রবণে শ্রবণ করি শঙ্করীর ভাষ। শঙ্কান্বিত শঙ্কর অন্তরে গণি ত্রাস ॥
হর কন হরিণাক্ষি ক্রোধ ক্ষমা কর। না জানিয়া কেন মোরে বল কটূত্তর ॥
নর্ত্তকী কামিনী এল নৃত্য করিবারে। আমি দূত পাঠায়েছি তোমার গোচরে ॥
আসিতে এসভাস্থলে নৃত্য দেখিবারে। উপকারে অপকার হল কর্ম্ম ফেরে ॥
কি বলিব যেসব বলিলা কোপভরে। কাহার শকতি এত সহিবারে পারে ॥
ক্ষান্ত হও ওকথায় নাহি প্রয়োজন। নর্ত্তকী বিদায় কর দিয়া কিছু ধন ॥
শিবের বচনে শিবা কোপ সংবরিয়া। সভাতে বসেন অতি সন্তুষ্টা হইয়া ॥
নর্ত্তকীর প্রতি তবে করেন উত্তর। যে ধন বাসনা বল অর্পিব সত্বর ॥
আমার বচন কভু না হইবে আন। প্রার্থনা জানিয়া এইক্ষণে দিব দান ॥
শিবার শুনিয়া ভাষ বিপুলা সুন্দরী। বিনম্র বদনে বলে চরণেতে ধরি ॥
মনোযোগে শুন মাগো দুঃখের বারতা। বিস্তারিয়া বলি মম পূর্ব্বাপর কথা ॥
নর্ত্তকী ছিলাম দেবরাজের ভবনে। ঊষা আর অনিরুদ্ধ সর্ব্বলোকে চিনে ॥
মনসার তরে মোরা যেয়ে মর্ত্ত্যপুরে। আমি জন্ম লভিলাম সায়রের ঘরে ॥
চম্পক নগরে তব শিষ্য চন্দ্রধর। অনিরুদ্ধ তাঁর সুত হল লক্ষ্মীধর ॥
মোর নাম বিপুলা হইল মর্ত্ত্যপুরে। আমাকে বিবাহ করিলেন লক্ষ্মীধরে ॥

শ্বশুরের বৈরভাব মনসা সহিতে। তেকারণে পতি মোর দংশিল অহিতে ॥
না হইল মাস পক্ষ দিন অষ্টচারি। কালরাত্রে মনসা আমাকে কৈল রাঁড়ী ॥
কোন্ কথা আছে মাগো তব অগোচর। জীয়াইয়া দেহ স্বামী চাই এই বর ॥
সতীর সম্পত্তি পতি পতিধন প্রাণ। পতি পরলোকে আর কিসে ধরি প্রাণ ॥
পতিহীনা যুবতীর জীবন বিফল। পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় ভূমণ্ডল ॥
অতএব চরণেতে নতি বারংবার। পতিদানে প্রাণরক্ষা করহ আমার ॥
তব পদাশ্রয় বিনা নাহি আর লক্ষ্য। হরের দোহাই হলে মনসার পক্ষ ॥
ধনীর বচনে দেবী বলিলা ইঙ্গিতে। যদি পার ভোলাকে ভুলাতে নৃত্য গীতে ॥
তবে তব কার্য্য সিদ্ধ হইবে অচিরে। কৃষ্ণের বাসনা পুনঃ নৃত্য দেখিবারে ॥

বিপুলার পুনর্ব্বার নৃত্যারম্ভ।

পুনঃ নাচে গুণবতী, হয়ে অতি হৃষ্টমতি, অভয়ার পাইয়া অভয়।
পদের চালন দেখি, যতেক আছিল শিখী, লাজে রহে হইয়া সভয় ॥
কিবা সুললিল গীত, শুনি পিক বিমোহিত, স্বীয় ধ্বনি নাহি নিঃসরয়।
কত রঙ্গ করে ধনী, ক্ষণেং বীণাধ্বনি, শুনে ধ্বনি অধৈর্য্য হৃদয় ॥
কিকব রূপের ছটা, যেমন বিদ্যুৎ ঘটা, হাস্যেতে নিঃসরে জ্ঞান হয়।
যখনে ইঙ্গিত করে, ধৈর্য্য কে ধরিতে পারে, অনঙ্গেতে হৃদি বিদারয় ॥
যত নৃত্য করে ধনী, কে আছে এমন গুণী, পরিপূর্ণ বর্ণনা করয়।
সবে বলে ধন্যাধন্যা, নর্ত্তকীতে অগ্রগণ্যা, বিদ্যাধরী পাবে পরাজয় ॥
ভঙ্গী হেরি চমৎকৃত, অনঙ্গ হয়ে পীড়িত, স্থির নেত্রে আছে দেবচয়।
হেরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দে, প্রকাশে পরমানন্দে, অনঙ্গে অবশ মৃত্যুঞ্জয় ॥

নৃত্যস্থানে বিষহরীকে আনয়ন করিতে নারদ, কার্ত্তিক ও গণপতির গমন।

বিপুলার নৃত্য হেরি সুখী দেবগণ। রতিরসে ভাসিলেন দেব পঞ্চানন ॥
হর ভাবে নর্ত্তকীর অপরূপ দেখি। কিরূপেতে এখন ধৈরয ধরে থাকি ॥
কি করিব এক্ষণ যে অতি অসময়। সময় পাইলে যদি হয় ফলোদয় ॥
যাহৌক পশ্চাতে হবে দেখি চেষ্টা করি। যদ্যপি ইহার পতি জীয়াইতে পারি ॥
এত ভাবি হর কন নারদের প্রতি। সর্ব্ব দেব দেবী এল বিনা পদ্মাবতী ॥
অবিলম্বে তথা যাত্রা কর মুনিবর। দুহিতাকে আন ত্বরা আমার গোচর ॥
শিবের আজ্ঞায় তথা যান মুনিরাজ। চক্ষুর নিমেষে গেল নাহি মাত্র ব্যাজ ॥
বহির্দ্বারে নারদ গেলেন যেইক্ষণ। পুরে প্রবেশিতে দ্বারী করিল বারণ ॥

জ্বরেতে পীড়িত অতি হরের দুহিতা। তাহাতেই প্রতিষেধ প্রবেশিতে হেথা॥
অতএব দ্বার আমি ছাড়িতে না পারি। ছাড়িলে কুপিতা হবে জয় বিষহরী॥
দ্বারীর মুখেতে শুনি এতেক উত্তর। বহির্ভাগে থাকি মুনি ডাকিল বিস্তর॥
প্রত্যুত্তর না পাইয়া করিল গমন। হরে জানাইল যেয়ে সব বিবরণ॥
মুনির বচন শিব করিয়া শ্রবণ। কার্ত্তিক, গণেশ প্রতি বলেন তখন॥
নারদ সহিতে যাও কার্ত্তিক গণেশ। কি বলেন বিষহরী জান সবিশেষ॥
প্রবোধ বচনে হেথা কর আনয়ন॥ আজ্ঞা মাত্র তথা উত্তরেন তিনজন॥
দ্বারীর বারণ কিছু না করি গ্রহণ। দ্বারমুক্ত করি জান মনসা সদন॥
ভ্রাতৃগণ সম্মুখে দেখিয়া বিষহরী। ছলেতে বলেন জ্বরে নড়িতে না পারি॥
উদ্দেশে প্রণাম করি মনসার পায়। কৃষ্ণ বলে এজ্বরেতে প্রাণে বাঁচা দায়॥

কার্ত্তিক, গণেশ, নারদ এবং মনসার পরস্পর কথোপকথন।

পদ্মা কন ভ্রাতৃগণ, এত যত্ন কি কারণ, আজি পিতা করেন আমায়।
আমাকে নিলে সদন, কি কার্য্য হবে সাধন, জানকি জনক অভিপ্রায়॥
জ্বরেতে দহে জীবন, ওহে ভাই গজানন, ষড়ানন হল একি দায়।
উঠিবারে শক্তিহীনা, সর্ব্বদা অন্ন বিহীনা, হতাশ্বাস জীবন আশায়॥
মহা দুষ্ট দুরাচার, বণিক্যেরে কুলাঙ্গার, তাঁর কথা কহন না যায়।
কি করে ছিলাম দ্বেষ, মোর ভাঙ্গে কটি দেশ, হেমতাল প্রহারিয়া তায়॥
সে দুঃখেই মরি প্রাণে, জ্বর আসে ক্ষণে২, অমাবস্যা আর পূর্ণিমায়।
বিষম জ্বরের তাপে, উঠিতে শরীর কাঁপে, কি করিব না দেখি উপায়॥
শুনি মনসার ভাষ, করি অতি পরিহাস, হাসিয়া নারদ মুনি কন।
মনে করি অনুভব, যে জ্বর হয়েছে তব, এ জ্বরেতে নিশ্চয় মরণ॥
শুন মোর উপদেশ, তবে রোগ হবে শেষ, নতুবানা দেখি পরিত্রাণ।
বলি আমি মহৌষধি, যে রোগের যেই বিধি, সেবা মাত্র যাইবা শশ্মান॥
কাঁচা দুগ্ধ বাসি জল, সদ্য দধি নারিকেল, কল্য প্রাতে করিবা ভক্ষণ।
কৃষ্ণ বলে যোড়িকর, অচিরে খণ্ডিবে জ্বর, যদি পাল নারদ বচন॥

নৃত্যাগারে পদ্মাবতীর গমন।

নারদ বলেন ভগ্নী ছল পরিহর। জ্বর দূরে করি ত্বরা চল যথা হর॥
অপূর্ব্ব নর্ত্তকী এক আসিয়াছে হেথা। কভু হেন নৃত্যগীত নাহি দেখি কোথা॥
দেব দেবী বালক বালিকা যত ইতি। ধনীর ধ্বনিতে সমুদায়ে পেয়ে প্রীতি॥
অনিমেষে করে সবে সংগীত শ্রবণ। চল ভগ্নী তথা যেয়ে যুড়াই শ্রবণ॥

ছলনা করিয়া যদি না যাও আপনি। শুনিয়া তাহলে কি বলিবে শূলপাণি ॥
যদ্যপি আমার বাক্যনা শুন একান্ত। তোমা নিতে অবশ্য আসিবে গৌরীকান্ত ॥
তখনে না কোন ক্রমে রহিবে কৌশল। প্রকাশ পাইবে যত প্রকাশিলা ছল ॥
এপ্রকারে অশেষ বলিল মুনিরাজ। যাইতে সম্মত হল মনে পেয়ে লাজ ॥
মুনিবর সহিতে কার্ত্তিক গণপতি। সহ নেতা গমন করেন পদ্মাবতী ॥
শিবের ভুবনে নৃত্য করিছে বিপুলা। সভা স্থলে সকলে অচিরে উত্তরিলা ॥
পদ্মাবতী পদে সতী করিয়া বন্দন। কর পুটে বলে শুন মোর নিবেদন ॥
এই স্থলে নৃত্য আমি করি যতক্ষণ। হরের দোঁহাই যদি কর অন্যমন ॥
এতশুনি উপবিষ্টা হন বিষহরী। কৃষ্ণ বলে পুনঃ নাচ বিপুলা সুন্দরী ॥

বিপুলার পুনর্ব্বার নৃত্যারম্ভ।

নৃত্য করে সুবদনী, যেন স্থির সৌদামিনী, ভুলাইতে ভবের নন্দিনী।
কাদম্বিনী নাদ শুনি, যেরূপ নাচে শিখিনী, তাহইতে শত গুণে জিনি ॥
চরণে নূপুর ধ্বনি, আর করে বংশী ধ্বনি, সুধা হতে সুমিষ্ট সে ধ্বনি।
নিন্দিয়া পিকের ধ্বনি, সংগীতের কি সুধ্বনি, সবে বলে ধন্যা ধন্যা ধনী ॥
আঁখি যুগল নলিনী, ইঙ্গিতে যেন মোহিনী, অন্য কি অমনি ভোলে মুনি।
শমন পবন শনি, পদ্ম-নাভ পদ্ম যোনি, রবি শশী ইন্দ্র শূলপাণি ॥
উপস্থিত যত প্রাণী, দেব দেবী ঋষি মুনি, স্থির নেত্রে রহিল অমনি।
কৃষ্ণ বলে যোড়িপাণি, সায়র ভূপনন্দিনী, সমা আর না দেখি রমণী ॥

বিষহরী-কর্ত্তৃক লক্ষ্মীধরের প্রাণবিনাশন অস্বীকার ও বিপুলা-কর্ত্তৃক তৎপ্রমাণপ্রদর্শন।

বিপুলার নৃত্য হেরি সবে হৃষ্ট মতি। মহেশ সহর্ষে কন মনসার প্রতি ॥
আমার বচন কন্যে ধর পদ্মাবতি। ত্বরিতে জীয়ায়ে দেও বিপুলার পতি ॥
স্বামীর বিয়োগে বহু কষ্ট পেয়ে সতী। হেথা আসি উপস্থিতা হয়েছে সম্প্রতি ॥
যে হবার হল আর না কর দুর্গতি। পতি বিনা যুবতীর নাহি অব্যাহতি ॥
পূর্ব্ব মত হক লক্ষ্মীধরের আকৃতি। বিলম্ব না কর বাক্য ধর শীঘ্র গতি ॥
এতেক বলিল যদি দেব পশুপতি। ছল করি পিতৃস্থানে কন পদ্মাবতী ॥
কি বলিলা পিতঃ ইথে ধন্দ হল মতি। কোথা হতে হেথা এল কাহার যুবতী ॥
স্বপ্নে পরিচিত নাহি উহার সংহতি। কি রোগে কি ভাবে মরে এনারীর পতি ॥
মোকে বল এবে জীয়াইতে পশুপতি। বুঝিতে না পারি পিতঃ একার্য্যের রীতি ॥
শুনিয়া দুহিতা মুখে একপ বচন। পুনরপি বলিলেন দেব পঞ্চানন ॥

আমার সহিত নাহি বল প্রবঞ্চন। কিরূপে একথা চাও করিতে গোপন ॥
শূন্যেতে মারিলে ঢেলা থাকে কতক্ষণ। মিথ্যা কথা সেঁচা বারি হয়যে তুলন ॥
কপটতা ত্যজি কর স্বকার্য্য সাধন। পাইবা সম্মান ধর আমার বচন ॥
চিরকাল তব অরি রাজাচন্দ্রধর। তোমার কোপেতে তাঁর নষ্ট বহুতর ॥
পাইয়া তোমার আজ্ঞা ভুজঙ্গনিকর। ছয় পুত্র তাহার দংশিল পরস্পর ॥
সপ্তমেতে দংশিল কনিষ্ঠ লক্ষ্মীধর। তাঁর জায়া অদ্য এল তোমার গোচর ॥
কত কষ্টে ছয় মাস ভাসিল সলিলে। তুমি কি জাননা যত তারে দুঃখ দিলে ॥
যাহোক কথায় কিছু নাহি প্রয়োজন। এক্ষণে জীয়ায়ে দাও বণিক্য নন্দন ॥
পিতার বচন শুনি মনসা কুপিতা। বলেন আমাকে নাহি বল হেন কথা ॥
কোথা হতে এল হেথা ভ্রষ্টা দুরাচারী। বৃথা মোরে অনুযোগ দেও ত্রিপুরারি ॥
আমি তো না জানি কিছু ইহার বৃত্তান্ত। কিরূপে হইল তার পতি প্রাণ অন্ত ॥
এতেক শুনিয়া বিষহরীর বচন। কোপেতে বিপুলা সতী বলিছে তখন ॥
দেবের দেবতা মান্য মহাদেব জানি। জন্মিয়াছ ভাল তুমি তাঁহার নন্দিনী ॥
জন্ম দাতা মাতা পিতা প্রধান দেবতা। সে পিতা গোচরে এত প্রবঞ্চনা কথা ॥
তোমার সমান আর নাই কুহকিনী। তাহার উচিত ফল দিব যে এখনি ॥
তুমি বল কভু নাহি চিনহ আমারে। আমার স্বামীকে নাহি দংশে বিষধরে ॥
তাহার প্রমাণ আছে আমার সহিতে। জানা যাবেকিরূপে না দংশিল অহিতে ॥
একরূপ বলিয়া তবে বিপুলা সুন্দরী। পূর্ব্বে ফণী পুচ্ছ যা এনেছ যত্ন করি ॥
সেই ভুজঙ্গের লেঁজ খুলি অতি কোপে। সবার গোচরে দিল প্রমাণ স্বরূপে ॥
লেজ নিরীক্ষণ করি কন শিবসুতা। ও বেণে জাতির ধর্ম্ম নাহিক অন্যথা ॥
তিন লোকে রাষ্ট্র পষ্ট আছে যথা তথা। ভ্রমেও বেণেরা নাহি বলে সত্য কথা ॥
তা সবা হইতে দুষ্টা বাণিয়ার নারী। দেবতা ভাণ্ডিতে চায় করিয়া চাতুরী ॥
কৃকলাশ পুচ্ছ আনিয়াছে যত্নকরি। বৃথা বলে ভুজঙ্গের লেজ ত্রিপুরারি ॥
প্রণাম করিয়া মনসার রাঙ্গা পায়। কৃষ্ণ বলে কি হইবে ওসব কথায় ॥

মহাদেব কর্ত্তৃক সর্প লাঙ্গুলের পরীক্ষা।

শুনি মনসার ভাষ, হৃদে ভাবি দিগ বাস, নন্দী প্রতি বলেন তখন।
আমার বচন ধর, যত ইতি বিষধর, সবাকে করহ আনয়ন ॥
পেয়ে শিব অনুমতি, চলে নন্দী মহামতি, সত্বরে আনিতে ফণিগণ।
কে কত বর্ণিতে পারে, যেরূপে যাহারে পারে, হাজির করিল ততক্ষণ ॥
তবে কন দিগম্বর, শুন নন্দীবীর বর, একে একে দেখ সর্ব্বজন।

নি যে এই লেজ খণ্ড, যে সর্পের লেজ খণ্ড, তার লেজে করিয়া ধারণ ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা, নন্দী বলিল যে আজ্ঞা, পরীক্ষা করিব এইক্ষণ।
খণ্ড লেজ করি করে, যতেক ফণীনি করে, লেজে লগ্ন করিল তখন ॥
না মিলিল কারো সনে, বিপুলা মনসা সনে, পরাজিতা হয়ে ক্ষুণ্নমন।
ভবজা পদার বিন্দে, অজ্ঞান কৃষ্ণগোবিন্দে, নত শিরে করিছে বন্দন ॥

কালীনাগের লেজে পুনরায় খণ্ড লেজের সংযোজন।

ভুজঙ্গের খণ্ড পুচ্ছ পরীক্ষা হইল। কোন ফণী পুচ্ছে পুচ্ছ যোড়া না লাগিল ॥
লজ্জা পেয়ে নত শিরা হয়ে সুবদনী। ইঙ্গিতে বলেন তবে হরের ঘরণী ॥
বিপুলা সুন্দরী মনে না ভাবিও ব্যথা। তোমার সপক্ষ আমি শুন মোর কথা ॥
দেখ পদ্মাবতীর আসন বিচারিয়া। তার নীচে ফণী এক আছে লুকাইয়া ॥
এতেক বচন যদি বলিলা পার্ব্বতী। ফণী দেখি নন্দীকে দেখায় গুণবতী ॥
ধনী ধ্বনি শুনি তবে নন্দী মহাবীর। আসন হইতে ফণী করিল বাহির ॥
যেই কালীনাগে দংশেছিল লক্ষীধর। তাঁহাকে আনিয়া বন্দী করে নন্দীবর ॥
খণ্ড লেজ লগ্ন করে কালীর লেজেতে। পূর্ব্বমত লাগিল বিভিন্ন নাহি তাতে ॥
লেজে লেজ যোড়া হল নিরীক্ষণ করি। সর্ব্বদেব সাক্ষী করে বিপুলা সুন্দরী ॥
বিপুলা বিজয়া হল সবার ভিতর। লাজে শিবসুতা নাহি করেন উত্তর ॥
ক্রোধে কাশীনাথ আজ্ঞা করেন নন্দীরে। বন্দি করি রাখ নিয়া মম দুহিতারে ॥
এতেক বলিল যদি দেব শূলপানি। অনুচিত বলিয়া প্রকাশে পদ্মযোনি ॥
বিধি কন অবিধি আচার কেন হর। না বল মনসা প্রতি এত কটূত্তর ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত ভব নাহি কি স্মরণ। ঘটে ছিল মনসার কোপেতে মরণ ॥
অতএব বিপদেতে নাহি প্রয়োজন। বিনয় করিয়া কর স্বকার্য্য সাধন ॥
তবে যুক্তি করিয়া বিরিঞ্চি পঞ্চানন। নেতাকে প্রেরণ করে মনসা সদন ॥
নেতা দেবী কন শুন জয় বিষহরী। বাদে কার্য্য নাহি তোষ বিপুলা সুন্দরী ॥
লক্ষ্মীধর জীয়াইয়া দেও কৃপা করি। পতি নিয়া দেশে যাত্রা করুক সুন্দরী ॥
পদ্মাবতী কন নেতা না বলিও আর। প্রাণান্তে জীয়াতে নারি চাঁদের কুমার ॥
কৃষ্ণ বলে প্রণতি করিয়া বারংবার। মরা জীয়াইয়া কর মহিমা প্রচার ॥

মনসার খেদোক্তি।

খেদে কন বিষহরী, পূর্ব্ব অমর্য্যাদা স্মরি, বক্ষ যায় হইয়া বিদীর্ণ।
পাষণ্ড সে চন্দ্রধরে, যে দুঃখ দিয়াছে মোরে, বলিতেছি শুন পাতিকর্ণ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগোপনে, জালু মালুর ভবনে, মোরে পূজে সনকা সুন্দরী।

কিরূপে উদ্দেশ পেয়ে, বিদ্বেষেতে যায় ধেয়ে, মারিবারে হেমতাল বাড়ি ॥
আষাঢ় পঞ্চমী তিথি, ঘটেতে করিয়া স্থিতি, পূজা আরম্ভিল তার জায়া।
নিরীক্ষিয়া দুষ্টমতি, সকোপেতে দ্রুত অতি, সেই ঘট ভাঙ্গিল আসিয়া ॥
শ্রাবণে বরষাকালে, আমার ভুজঙ্গ দলে, কুতূহলে জলকেলি করে।
দুষ্ট বেটা চন্দ্রধরে, হেমতাল করে ধরে, বিনাশিল যত বিষধরে ॥
অপরেতে ভাদ্র মাসে, যেয়ে তাঁহার নিবাসে, অনাহূত চাহি ফলপানি।
দূরে থাক্ পূজা দান, করে কত অপমান, মারিতে প্রসারে দুই পাণি ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, হৃদয়ে ভাবিয়ে সোজা, সেই যোগে মোর যাওয়া হল।
করিল অদ্ভুত কাণ্ড, যেমন উন্মত্ত ষণ্ড, কাণ্ড জ্ঞান ত্যজিয়া রোধিল ॥
কার্ত্তিকে কামনা করি, পূজে সনকা সুন্দরী, তাতে যত করিল তাড়ন।
যেন কালাণ্ডের কাল, প্রহারিয়া হেমতাল, কটি মোর করেছে ভঞ্জন ॥
এভাবে অগ্রহায়ণে, পৌষ মাঘাদি ফাল্গুনে, ক্রমে যাই তাঁহার ভবন।
অসম্মান ব্যতিরেকে, কভু নাহি হর্ষ মুখে, একদিন করে সম্ভাষণ ॥
এখনে কিরূপে নেতা, বল মোরে হেন কথা, জীয়াইতে চাঁদের নন্দন।
অধম কৃষ্ণগোবিন্দে, শিবজা পদারবিন্দে, প্রণিপাত জানায় তখন ॥

লক্ষ্মীধরকে পুনর্জ্জীবিত করণে মনসার সম্মতি।

শুনিয়া মনসা বাণী বিপুলা সুন্দরী। সরোদনে বলে রামা চরণেতে ধরি ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কি ভুলিলা শিবসুতা। আমার দুর্গতি হেরি নাহি লাগে ব্যথা ॥
তোমার আদেশে মাতা যাই মর্ত্ত্যপুরে। সাধিতে আপন কার্য্য বলিলা আমারে ॥
এখন আপনি নাহি চাও মোর পানে। কিরূপে এরূপ দুঃখ সহ্য হয় প্রাণে ॥
ছ মাস মৃতা নিয়ে ভাসিয়া সাগরে। যে যাতনা পাইলাম তা জানে অন্তরে ॥
ভাবিলাম তব কার্য্য সাধিব প্রাণান্তে। অনশনে পতি বিনে সদা কান্দে ॥
যদি তব স্থানে নিয়ে আসি প্রাণকান্তে। মোর দুঃখ অবসান হইবে একান্তে ॥
কে জানে আপনি এত কঠিনা নিতান্ত। তাহলে যেতেম আমি যথায় কৃতান্ত ॥
যদ্যপি জীবনাধিক না পাই একান্ত। বৈধব্য ধরিতে নারি করিব প্রাণান্ত ॥
শ্বশুরের অপরাধ করি সব অন্তঃ। অনাথিনী দুঃখিনীকে আশু কর শান্ত ॥
এ প্রকারে বহুতর বিলাপ করিল। হেরি মনসার মনে দয়া উপজিল ॥
আশ্বাস বচনে কন না কাঁদ সুন্দরী। জীয়াইব তব পতি দেখি চেষ্টা করি ॥
লক্ষ্মীধর অস্থি দেহ আমার নিকটে। এত শুনি বিপুলা আনিয়া দিল ঝটে ॥
তবে শিবসুতা আদেশিয়া যম চরে। লক্ষ্মীধর পঞ্চ প্রাণ আনয়ন করে ॥

অস্থি সব রাখি দেবী আপন সম্মুখে। হাতে দেন বারি ছড়া মন্ত্র কন মুখে॥
সকল পাঁজর যোড়া লাগে ঠাঁই২। অবশিষ্ট কেবল হাঁটুর গিলা নাই॥
জলেতে ধুইতে গিলা গ্রাসিল বোয়ালে। অন্তরে জানেন দেবী তবু ছলে বলে॥
একি কর বিপুলা সুন্দরী চতুরতা। মোরে ভাণ্ডিবারে গিলা লুকায়েছ কোথা॥
এত উপহাস করে কাহার যোগ্যতা। অন্যের কিসাধ্য আছে না পারেন পিতা॥
তুমি কি জাননা মোর কতেক ক্ষমতা। মোর কোপে গঙ্গা দুর্গা হল পরাভূতা॥
এক দিন পিতা প্রতি হইয়া কুপিতা। মারিয়াছিলাম আমি হইয়া দুহিতা॥
আমাকে না মানে হেন সাধ্য আছে কার। মানব হইয়া তোর এত অহঙ্কার॥
তোমাকে নাশিতে মম লাগে কতক্ষণ। ক্ষমামাত্র করি পূর্ব্ব সত্যের কারণ॥
যাহউক তোর স্বামী জীয়াইতে নারি। স্বস্থানে প্রস্থান কর বিপুলা সুন্দরী॥
হীন কৃষ্ণ বলে বিষহরীর কিঙ্করে। শুনিয়া ভাসিল ধনী বিষাদ সাগরে॥

লক্ষ্মীধরের হাঁটুর গিলা না পাওয়ায় বিপুলার রোদন।

শুনি মনসার ভাষ, ধনী মনে গণি ত্রাস, পায়ে ধরি বলে মৃদুস্বরে।
চক্ষে বহে বারিধারা, পতিতা হইয়া ধরা, পতি শোকে বাক্য নাহি সরে॥
বলে তব শুনি বাণী, অধীরা হইল প্রাণী, হৃদে বিঁধে কি দারুণ শরে।
কি মোর কপাল মন্দ, নাহি জানি ভাল মন্দ, শুভতে অশুভ ঘটে পড়ে॥
দিব্য করি পদে পদে, ছুঁইয়া তোমার পদে, কপটতা থাকিলে অন্তরে।
জীয়াইতে নিজ পতি, হবে কেন এত মতি, গিলা রাখি আসিয়া অন্তরে॥
যেই দিন প্রাণেশ্বর, দংশিলেক বিষধর, সে অবধি অশন অন্তরে।
জীয়াবার মনে করি, মহাসিন্ধুচয় তরি, আসিয়াছি কত কালান্তরে॥
বল্‌ব কি অধিক কথা, আপনি আপন মাথা, খাব আমি কোন কার্য্য তরে।
নাথের হাঁটুর চাকা, মনে যদি ছিল রাখা, তবে কেন সাধিব তোমারে॥
কভুনা রাখিনু আমি, মা তুমি গো অন্তর্যামী, দেখ বিচারিয়া নিজান্তরে।
কে তার করিবে অন্ত, মা তব লীলা অনন্ত, দীন কৃষ্ণ বলে সকাতরে॥

লক্ষ্মীধরের পুনর্জ্জীবন।

বিপুলা ক্রন্দন হেরি হরের তনয়া। ছলন ত্যজিয়া মনে করি কন দয়া॥
বলেন না কাঁদ আর স্থির কর মতি। পাইব হাঁটুর গিলা জীবে তোর পতি॥
বিপুলাকে আশ্বাসি বলেন পদ্মাবতী। যাও নেতা গিলা গোটা আন শীঘ্রগতি॥
রাঘব বোয়াল সেই গিলা ভক্ষে ছিল। বিলম্বনা কর ত্বরা তারোদ্দেশে চল॥
এত শুনি নেতা দেবী বিলম্বনা করে। রাঘব মারিয়া গিলা লইল সত্বরে॥

পুনরপি মৎস্য জীয়াইয়া মন্ত্র বলে। নেতা এল বাসে মীন নামিলেক জলে॥
পরে গিলা আনি দেন মনসা গোচর। দেখি ভব আত্মজার হরিষ অন্তর॥
বসাইয়া গিলা লক্ষ্মীধরের হাঁটুতে। মন্ত্র পড়ে পুনঃ দেবী লাগিলা ঝাড়িতে॥
মহামন্ত্র তিনবার যখনে পড়িল। অস্থিতে মাংস চর্ম্মাদি অমনি হইল॥
তবে বিষহরী কন বিপুলার প্রতি। মোর বাণী যদ্যপি রাখিতে পার সতী॥
সত্য অঙ্গীকার অগ্রে কর গুণবতী। তবে সে জীয়াতে পারি তোমার যে পতি॥
লক্ষ বলি দিয়া চাঁদে যদি পূজা করে। তবে জীয়াইয়া দেই তাঁহার কোঙরে॥
ইথে যদি অসম্মত হয় সদাগর। বাঞ্ছবি আসিবা হেথা না যাইবা ঘর॥
এতশুনি বিপুলা করিল অঙ্গীকার। অবশ্য শ্বশুর পূজা করিবে তোমার॥
সত্যং যদ্যপি তোমাকে নাহি পূজে। আসিব চম্পক ত্যজি চরণ সরোজে॥
শুনি হরষিতা অতি শিবের কুমারী। জীয়াইতে লক্ষ্মীধর যান ত্বরা করি॥
সভামধ্যে বস্ত্রাবৃত করিয়া সত্বর। শবসহ প্রবেশেন তাহার ভিতর॥
মানসে হরের পদে প্রণাম করিয়া। মহাজ্ঞান আরম্ভিল ধ্যানস্থা হইয়া॥
মহামন্ত্র পড়ি দেবী ছাড়িল হুঙ্কার। মৃতদেহে প্রাণ আসি হইল সঞ্চার॥
লক্ষ্মীধরপঞ্চপ্রাণ প্রবেশিল কায়। উঠিয়া বসিল যেন নিদ্রাভঙ্গ প্রায়॥
নেত্র উন্মীলন করি করে নিরীক্ষণ। নাগরূপা কন্যা দেখে সম্মুখে তখন॥
ত্রাস পেয়ে পুনঃ মূর্চ্ছাগত লক্ষ্মীধর। ঘন শ্বাস বহে আস্যে না সরে উত্তর॥
তাহা দেখি নেতাসহ বিপুলা সুন্দরী। উঠায়ে বসান দোঁহে দুইকর ধরি॥
মুক্তকেশী বিবস্ত্রা হইয়ে বিষহরী। পুনরপি ঝাড়ে মন্ত্র পঠিয়া গারুড়ী॥
কালরূপী হলাহল অসিত বরণ। শিবের আজ্ঞায় নাম পাতাল ভুবন॥
সমুদ্রে উৎপত্তি বিষ হইল তোমার। তোরে পান করে হর জনক আমার॥
এখানে কিরূপে আলি লক্ষ্মীধর কায়। যথা স্থান চিরকাল চলহ তথায়॥
পোহাইল শর্ব্বরী যোগিনী কারে রাও। সত্বরেতে কালকূট জল হয়ে যাও।
নিরঞ্জন নিরাকার জয় জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার আজ্ঞায় বিষ আশু হও ক্ষয়॥
হিঙ্গলা পিঙ্গলা আর সুশম্মায়ে নাড়ী। এতিনে চেতন করে নানা মন্ত্র পড়ি॥
অশেষ গারুড়ী মন্ত্র বর্ণিতে বিস্তর। ক্রমে জপ করে দেবী সভার ভিতর॥
কেশে ধরি তুলে পরে অনন্তের আই। বলে উঠ লক্ষ্মীধর অঙ্গে বিষ নাই॥
মনসা আজ্ঞায় বিষ গেল রসাতলে। সাধুর নন্দন বসিলেন গাত্র তুলে॥
অমৃত নয়নে দেবী চান তাঁর পানে। সজ্ঞান হইয়ে বসে সভা বিদ্যমানে॥

চক্ষুঃ মেলি চতুর্দ্দিকে দেখে দেবগণ। বাস হীন লক্ষ্মীধর লজ্জান্বিত মন॥
পতিকে উলঙ্গ হেরি বিপুলা সুন্দরী। প্রদান করেন নিজ অর্দ্ধ বাস চিঁড়ি॥
যখন পরিল তবে লক্ষ্মীধর রায়। সভাতে বসিল, কৃষ্ণ সবাকে জানায়॥

বিপুলার সহিত লক্ষ্মীধরের কথোপকথন।

প্রাণ পেল লক্ষ্মীধর, হেরি অমর নিকর, হর্ষে হরিধ্বনি করে সবে।
ভব বিধি পুরন্দর, শমন, শশী, ভাস্কর, লক্ষ্মীসহ সানন্দ কেশবে॥
সুখী হয়ে দেবচয়, যাঁর যেই মনে লয়, নানা দান দেন লক্ষ্মীধরে;
কেহ আভরণ বস্ত্র, কেহ দান করে অস্ত্র, পারিজাত মাল্য বজ্রধরে॥
দেখি শুভ মহোৎসব, মনে গণি অসম্ভব, অনুভব নারি করিবারে।
আপন কান্তার প্রতি, লক্ষ্মীধর মহামতি, বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসে বারেং॥
বলং চন্দ্রাননী, কি আশাতে আসা জানি, হল মোরে নিয়া দেবপুরে।
একি আচরিলে রীত, সমুদায় বিপরীত, হেরিয়া সর্ব্বাঙ্গ মোর পোড়ে॥
দিন অষ্ট চারি নয়, সবে মাত্র পরিণয়, পরশু হইল তব সনে।
নাহি করি লজ্জা ভয়, স্বামী রমণী উভয়, এলে কেন দেব দরশনে?
পতির শুনিয়া ভাষ, বিপুলা করিয়া হাস, বলে কি ভুলেছ পূর্ব্ব কথা?
তোমাকে দংশিল ফণী, নাহি জানকি আপনি, এবে বল আনিয়াছি কোথা॥
কালরাত্রে মোর কাল, তোমা নাশে কালী কাল, বালাকাল ভরিবার ভরে।
সদা করি উপবাস, এসেছি অমর বাস, জলে ভাসি ছয় মাসান্তরে॥
করি কত প্রাণপণ, মনসা পূজার পণ, করিয়াছি সত্যং করি।
কি বলিব কান্ত সব, তব দেহ ছিল শব, দেন পরে জীবিত যে করি॥
শুনি ভার্য্যা প্রত্যুত্তর, মানসে উত্তরোত্তর, পূর্ব্ব কথা হইয়া স্মরণ।
লজ্জাতে না তুলে শির, কৃষ্ণ হয়ে নত শির, ময় শিব সুভার শরণ॥

শ্রীধরপ্রভৃতি চন্দ্রধরের ছয় পুত্র এবং ধন্বন্তরির পুনর্জ্জীবন।

পতিকে প্রবোধ দিয়া বিপুলা সুন্দরী। পুনরপি নৃত্য আরম্ভিল ত্বরা করি॥
তাদেখে মনসা হল মানসে চিন্তিতা। ডাক দিয়া বলে শুন সায়বের সুতা॥
আবার কিজন্য তুমি নৃত্য আরম্ভিলা। মনের মানস যদি হইল সফলা॥
পতি নিয়া কর ত্বরা স্বস্থানে প্রস্থান। শুনি রাজ সুতা কহে ভব সুতা স্থান॥
তোমার চরণে মাগো করি নিবেদন। দেহ মাতঃ জীয়ায়ে ভাশুর ছয় জন॥
আর দান কর ধন্বন্তরি বৈদ্যরাজে। তা না হলে চম্পকে যাইব কোন লাজে॥
এতশুনি পদ্মাবতী বলেন তখন। তোমার ভাশুর আদি মরিল যখন॥

ভক্তক্ষণে জলে মগ্ন করে সব শব। এখনে জীয়াতে বল একি অসম্ভব॥
শৃগাল, কচ্ছপ, নক্র, হাঙ্গর নিকর। আর খায় গৃধিনী সবার কলেবর॥
মেদ চর্ম্ম অস্থি তাসবার কিছু নাই। কিরূপে জীয়াতে বল মোরে শুনি ভাই॥
ধনী বলে যদ্যপি না জীয়াও এসবে। সংসার ভরিয়া তবে অযশো ঘোষিবে॥
অতএব আমি না যাইব নিকেতন। তবে কে তোমাকে আর করিবে পূজন॥
শুনি দেবী বিপুলার নিঠুর বচন। ইতস্ততঃ ভাবিয়া নেতার স্থানে কন॥
বহু শ্রম করিয়াছি লক্ষ্মীধর তরে। তুমি জীয়াইয়া দাও এসপ্ত জনেরে॥
এত শুনি নেতা দেবী চলেন সত্বরে। সপ্তশব ছিল জরা রাক্ষসীর ঘরে॥
শুষ্ক করি রেখে ছিল করিয়া যতন। সভা মধ্যে তাসবারে আনিল তখন॥
কাপড়ের আবরণ করিয়া সেইক্ষণে। প্রবেশ করেন নেতা সব শব সনে॥
মহাজ্ঞান পড়ি দেন সলিলের ছটা। নেতের বাড়ীতে তুলে সপ্ত গোটা মরা॥
ছয় ভ্রাতা সহ প্রাণ পেল বৈদ্যবর। হইল সবার পূর্ব্বমত কলেবর॥
জীবন পাইয়া কেহ কারে নাহি চিনে। কভু দেখা নাহি ভ্রাতৃ ভ্রাতৃবধূসনে॥
পরস্পর বাক্যালাপে হল পরিচয়। বিপুলা বিক্রমে সবে মানিল বিস্ময়॥
সকল বৃত্তান্ত রামা কহিয়া সকলে। পুনঃ নৃত্য আরম্ভিল দেব সভা স্থলে॥
বিষহরী কন আর নৃত্যে কিবা কাজ। সত্বরে গমন কর শ্বশুর সমাজ॥
এতশুনি ধনী করি চরণ বন্দন। যোড় করে মৃদু স্বরে করে নিবেদন॥
আসিলাম দুই জনা ভেলায় চড়িয়া। এবে নয়জনা যাব কেমন করিয়া॥
কদলীর ভেলাকি সহিতে পারে ভার। অতএব চরণে মিনতি বারংবার॥
ধন জন সহ ডুবে ছিল চৌদ্দ তরি। যদি দাও সে তরি তবে সে ত্বরা তরি॥
শুনিয়া মনসা কোপে কৃশানু সমান। না পারি দিবার তোরে ডিঙ্গা চৌদ্দখান॥
তরণী সমূহ মগ্ন হইল জীবনে। কর্ণধারগণ আদি মরিল জীবনে॥
কভু না শুনেছি আমি হেন কথাকার। তরী লণ্ডভণ্ড ধন জন কোথাকার॥
এবে বল এসব আনিব কোথাকার। না দিব গমন কর যথা ইচ্ছা যার॥
এতেক বলেন যদি জয় বিষহরী। কহিতে লাগিল তবে বিপুলা সুন্দরী॥
যদ্যপি এসব দান না কর আমারে। তবে যাইবারে নারি চম্পক নগরে॥
একূপে অমরে মোরা করিব বসতি। শ্বশুরে না তোমাকে পুজিবে পদ্মাবতী॥
এরূপ কথন দেবী করিয়া শ্রবণ। স্বীকার করেন তরী তুলিতে তখন॥
অধম কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। বলে যে ভজিবে তাঁর পূর অভিলাষ॥

সমুদ্রহইতে চন্দ্রধরের চতুর্দ্দশ তরী তুলিতে বীরগণের আগমন।

তুলিতে চাঁদের তরী, আজ্ঞা দেন বিষহরী, বীরগণে আনিতে নেতারে।
আদেশানুসারে নেতা, হয়ে অতি ত্বরান্বিতা, বার্ত্তা দেন যাঁরে পান তাঁরে॥
হনুমান বীর বর, আর যত বিষধর প্রভৃতি দ্বাদশ ক্ষেত্র পাল।
মনসা আদেশ পেয়ে, অচিরে আসিল ধেয়ে, যথা যেই ছিল সৈন্য পাল॥
স্তবে বন্দি পদ্মাবতী, বলে কর অনুমতি, কোন্ কার্য্য করিব সাধন।
হয়ে অতি হরষিতা, বলেন হরের সুতা, শুন সমুদয় বাছাধন॥
চল সবে সিন্ধুতীরে, চন্দ্রধর তরণীরে, নীর হতে করহ উদ্ধার।
প্রামর কৃষ্ণগোবিন্দে, মনসা পদারবিন্দে, বলে কর আমাকে উদ্ধার॥

বিষহরী কর্ত্তৃক কালীদহ হইতে চন্দ্রধরের চতুর্দ্দশ ডিঙ্গা
উত্তোলন ও সৈন্যগণের প্রাণ দান।

বীরগন সহ তবে জয় বিষহরী। সমুদ্রের তীরে জান তুলিবারে তরী॥
জালু নামে একজন ছিল তথাকার। বলিল মনসা পদে করি নমস্কার॥
তের শত তাল বারি নৌকার উপরে। প্রাণপণে উঠাতে নারিবে কোন বীরে॥
শুনি মনসার হল চিন্তান্বিত চিত। নদ নদী চয় ছিল পূর্ব্ব নিমন্ত্রিত॥
আসিল সকলে কিন্তু বিদায় না পেল। তেকারণে কালীদয়ে সবে মিলি রৈল॥
তবে পদ্মাবতী যত স্রোতস্বতীগণে। পান দিয়া বিদায় করেন জনে জনে॥
যাঁর যেই স্থানে সবে করিল প্রস্থান। কালীদয়ে জল রৈল পূর্ব্ব পরিমাণ॥
তরণী নিকর হল অর্দ্ধ ভাসমান। উঠিয়াছে মৃত্তিকা তাহাতে অপ্রমাণ॥
শিব সুতা তখনে করিয়া অনুমান। জালুকে বলেন এবে মোর কথা মান॥
তরীতে উঠেছে মাটি পর্ব্বতের প্রায়। খননকারী আনিয়া সরাও ত্বরায়॥
মনসার বাণী জালু করি মন্যমান। সত্বরে সে সবে লয়ে এল বিদ্যমান॥
বিষহরী বন্দি যত খনৎকারগণ। ষোল শত কোদণ্ডেতে আরম্ভে খনন॥
তরী চয় হতে মাটী ফেলিল অন্তরে। তবে সমুদয় বীর নামিলেক নীরে॥
একদিকে ক্ষেত্র পাল সহ যক্ষগণ। তুলিতে না পারে তরি করি প্রাণপণ॥
তাহা দেখি রোষিলেক বীর হনুমান। প্রতাপে প্রচণ্ড যেন শমন সমান॥
ত্বরিতে জড়িয়া তরী লেজে মারে টান। ক্রমেং সব তরী করে ভাসমান॥
মধুকর দুর্গাবর আদি ডিঙ্গাচয়। ক্রমেতে সকল তুলে পবন তনয়॥
একেং চৌদ্দতরী ভাসাইয়া নীরে। সহর্ষ অন্তরে বীর উঠিলেক তীরে॥
ধন রত্ন যত ছিল নৌকার উপরে। নষ্ট না হয়েছে কিছু মনসার বরে॥

লোক জন যত ইতি মরেছিল প্রজা। বরের প্রভাবে সমুদয় আছে তাজা॥
চর্ম্ম লোমাবলী আদি নষ্ট না হয়েছে। শুড়ায় ধরিয়া সবে লম্বমান আছে॥
সত্তর হাজার সেনা তরীতে আছিল। সব শব পদ্মাবতী একত্র করিল॥
অমৃত কুণ্ডের জল আনিয়া সত্বর। মন্ত্র পড়ি ছিটা দেন সৈন্যের উপর॥
শিবাজ্ঞা সে মহাজ্ঞান অতি চমৎকার। সর্ব্ব মৃত দেহে হল জীবন সঞ্চার॥
নিদ্রা ভঙ্গে যেইরূপ হয় সচেতন। তদাকার উঠিয়া বসিল সর্ব্বজন॥
পাত্র জগধর আর ডুলাই কাণ্ডারী। সহসা সম্মুখে দেখি জয় বিষহরী॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া করে চরণ বন্দন। জিজ্ঞাসিয়া জানিল সকল বিবরণ॥
মরে ছিল, যে ভাবে পাইল প্রাণ দান। শুনিয়া হইল হৃষ্ট মনসার স্থান॥
ডুলাই কাণ্ডারী বলে যোড়ি দুই কর। না দেখি সুমাই আর রাজা চন্দ্রধর॥
বিষহরী কন সৈন্য মরণের পরে। বহু কষ্টে সাধু বেঁচে গেল নিজ পুরে॥
সুমাই, রাঘাই আমি না মেরে পরাণে। শিবলিঙ্গ ঘরসহ নিয়ে দুইজনে॥
কত দিনে দোঁহাকে পাঠাই নিকেতনে। শিবলিঙ্গ ঘর রাখি আপন ভবনে॥
এতেক বলিয়া দেবী কহিলা নেতারে। শিবলিঙ্গ ঘর পুনঃ তুল মধুকরে॥
মনসা বচনে নেতা বিলম্বনা করে। ঘর আনি তুলিলেক তরণী উপরে॥
সবাকারে প্রাণদান দিয়া বিষহরী। অমরে চলেন যথা বিপুলা সুন্দরী॥
অধম কৃষ্ণগোবিন্দ মনসার দাস। বিরচিল অপূর্ব্ব পুরাণ ইতিহাস॥

বিপুলার নিকট বিষহরীর পুনরায় গমন।

সিন্ধু হতে চৌদ্দতরী, সৈন্যসহ বিষহরী, উঠাইয়া হর্ষিত অন্তরে।
কালীদয়ে রাখি তরি, যথা বিপুলা সুন্দরী, মনসা গেলেন অনন্তরে॥
বলে সায়র কুমারী, রত্ন ধনজন তরী, উদ্ধার হইল সমুদায়।
হরিষে চল সুন্দরী, নিয়ে সব নিজপুরী, আর কাজ থেকে কি হেথায়॥
নারী-মধ্যে ধন্যানারী, তুলনা দিবারে নারি, তোমা সমা ত্রিভুবনে।
সতীত্ব গেলা প্রচারি, প্রশংসা পাইবা ভারী, দেশে দেশে ভবনে ভবনে॥
এত শুনি সুকুমারী, প্রণমে হরকুমারী, ভূমিষ্ঠা হইয়া পদতলে।
বাহু দুটী উর্দ্ধ করি, কৃষ্ণ বলে ভব বারি, ভবজা বৈকে তারে ভূতলে।

বিপুলার লক্ষ্মীধরসহ সসৈন্যে দেশে যাত্রা করিয়া
ছুরাই সাধুর বাঁকে উপস্থিতি।

পতিসহ প্রণমিয়া জয় বিষহরী। স্বদেশে যাইতে চলে বিপুলা সুন্দরী॥
ক্রমে ধনী সর্ব্ব দেব করিল বন্দন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শমন পবন॥

বাসব ভাস্কর ইন্দু আদি বৈশ্বানর। তুষ্ট হয়ে যাঁর যেই ইচ্ছা দিল বর॥
সবার নিকটে রামা হইয়া বিদায়। কর যোড়ে বলিলেক মনসার পায়॥
তোমার প্রসাদে মোর দুঃখ হল দূর। ধন জনসহ মাতা চল মম পুর॥
যদ্যপি শ্বশুরে তোমা না করে পূজন। পুনশ্চ আসিব ফিরে নিয়ে ধন জন॥
ধনীর বচনেতে মানিলা শিব সুতা। বলেন চম্পাকে মোর সঙ্গে চল নেতা॥
লক্ষ্মীধর আর তাঁর জ্যেষ্ঠ ছয় ভ্রাতা। বিপুলা মনসা দেবী যাত্রা করে নেতা॥
একত্রেতে সমুদয় গমন করিল। কালীদয়ে যেয়ে তরীচয় উত্তরিল॥
সৈন্যগণ সবে করে পথ নিরীক্ষণ। কতক্ষণে বিপুলা পাইবে দরশন॥
হেনকালে তথা উপনীত সুবদনী। হেরি করে সবাকারে জয়২ ধ্বনি॥
পরস্পর সমুদায় হল সম্ভাষণ। লক্ষ্মীধর বিপুলাদি ভাই ছয় জন॥
নেতা, পদ্মা পায়ে সবে প্রণাম করিল। পরে মধুকরে তারা সকলে উঠিল॥
কর্ণধারগণ হর্ষে হরিধ্বনি করি। শুভযোগে খুলিলেক চতুর্দ্দশ তরী॥
বাহ২ বলিছে যতেক কর্ণধার। চলিল তরণী যেন পবন সঞ্চার॥
নিলক্ষিয়া এড়াইয়া চক্ষুর নিমেষে। বাঘ্রের বাঁকেতে যেয়ে উত্তরিল শেষে॥
তার পরে নারায়ণসাধুর বাঁক বেয়ে। হরাই সাধুর বাঁকে উপনীত যেয়ে॥
পতি নিয়া দেবপুরে যবে গেল সতী। পথে পরিহাস করে ছিল দুষ্টমতি॥
বিপুলা সুন্দরী ক্রোধে শাপিলা তাঁহারে। সে অবধি তরীসহ ঠেকিয়াছে চরে॥
সাধুর দুর্গতি হেরি সায়র নন্দিনী। হাসি লক্ষ্মীধর স্থানে কহে সুবদনী॥
দেখ প্রভু এই সাধু মাতুল তোমার। কার্য্যানুসারেতে দুঃখ ঘটেছে উহার॥
তোমা লয়ে দেবপুরে যাইবার কালে। বাসনা করিল আমা রাখিবারে বলে॥
সেই দোষে শাপিলাম সাধুর কুমারে। তদবধি তরণী ঠেকেছে বালু চরে॥
লক্ষ্মীধর বলে ওগো শুন চন্দ্রমুখি। জন্মাবধি একদিন মাতুলে না দেখি॥
পরিচয় কভু নাহি সদাগর সনে। চিনিতে পারেন মোর ভ্রাতা ছয় জনে॥
এত শুনি শ্রীধর করিয়া নিরীক্ষণ। চিনিতে পারিল নিজ মাতুলে তখন॥
মামা বলি সুধাইল সাধুর নন্দন। হরাই আশ্চর্য্য মানে শুনে এ বচন॥
বহুদিন হল মৈল ভগিনী তনয়। অদ্য এল কোথা হতে শ্রীধর তো নয়॥
কিন্তু তাঁর অবয়ব হেরি সমুদয়। কি ভাবে বা কে আসিয়া হইল উদয়॥
এ প্রকারে নানা মত করিছে চিন্তন। শ্রীধর জানায় পুনঃ সব বিবরণ॥
বিপুলা সতীত্ব বলে সবে প্রাণ পেল। পূর্ব্বাপর সমুদায় বিস্তারি বলিল॥
দেখিয়া শুনিয়া তবে সাধুর কুমার। অন্তরে আনন্দ তাঁর বাড়িল অপার॥

পরস্পর উভয়ে হইল মিষ্টালাপ। সহিতে নারে সুন্দরী পূর্ব্বকার তাপ॥
ডাক দিয়া বলে শুন সাধুর তনয়। শুভ দিনে অদ্য হয়ে যাক পরিণয়॥
ত্বরা এসে বর বেশে মাতুল শ্বশুর। বিবাহ করত মোরে হক ক্ষোভ দূর॥
রাখিয়াছি আপনাকে চরে ঠেকাইয়া। সদা মোর মনেপড়ে ববেহবে বিয়া॥
অতএব অর্দ্য আশা তোমার গোচর। কৃষ্ণবলে সদাগর বর বেশধর॥

হরাই সাধুর প্রতি বিপুলার ব্যঙ্গোক্তি।

ধনী কন সদাগর, ত্বরা বরবেশধর, হয়ে যাক শীঘ্র শুভ কাজ।
হবে বটে পরিণয়, ইথে কি আছে সংশয়, মনে কেন ভাব বৃথালাজ।
ভাগিনেয় সাত জন, আর যত লোকজন, এল সবে বন্যাযাত্র সজে।
বিলম্বে কি প্রয়োজন হইয়াছে আয়োজন, কার্য্য নষ্ট হইবেক ব্যাজে॥
আমি জানি সমুদায়, যে বরে যা শোভাপায়, হইতে হয় সেইরূপ সাজ।
যা করে তাকরে কালী, গালে দিয়া চূণকালী, বস এই সবার সমাজ॥
কতই করিবে রঙ্গ, ভাগিনেয় বধূ সঙ্গ, উপাজিবে কতরূপ সুখ।
কৃষ্ণবলে যেই দুষ্ট, অবশ্য পাইবে কষ্ট, পদে পদে ঘটিবে অসুখ॥

হরাই সাধুর শাপ মোচন।

কোপেতে বিপুলাসতী কাঁপে থর থর। হরাই সাধুর প্রতি বলে কটূত্তর।
বানিয়া জাতির ধর্ম্ম জানি পূর্ব্বাপর। পরধন হরে, পরদারেতে তৎপর।
মানস চঞ্চল, নাহি সম্বন্ধ বিচার। মনুষ্যের দেহ মাত্র, পশুর আচার॥
কত আর বলিব তোমাকে, দুষ্টমতি। আপনার দোষে পেলে এতেক দুর্গতি॥
ভাগিনেয় বধূ বলি দিনু পরিচয়। তবু চাও আমাকে করিতে পরিণয়॥
কে বটী আমায় নাহি চিনিলে পাষণ্ড। তখনি তোমাকে করিতাম লণ্ড ভণ্ড॥
মাতুল শ্বশুর বলি ক্ষমিলাম ক্রোধ। বিশেষতঃ অন্তরেতে জানিয়া নির্ব্বোধ॥
তবসম হতমূর্খ ত্রিভুবনে নাই। তব দোষে তোমার বাপের মুখে ছাই॥
এইরূপে করে ধনী অশেষ ভৎর্সন। শুনি লক্ষ্মীধর বলে, সহ ভ্রাতৃগণ॥
যে বলিলা আর মন্দ না বল মাতুলে। অজ্ঞানের অপরাধ শাস্ত্রে নাই বলে॥
অতএব ক্ষমা দেও এইবাক্য ধর। অনুগ্রহ প্রকাশিয়া শাপে মুক্তকর॥
শুনিয়া বিপুলা তবে তাঁহাদের ভাষ। ক্রোধ ত্যজি সুবদনী বলে করিহাস॥
লঙ্ঘিতে নাপারি তোমা সবার বচন। করিলাম সাধুর সে শাপে বিমোচন॥
না মিবে তরণীগণ চর হতে জলে। সতীর বচন সত্য বলা মাত্র ফলে॥

ঘাঁটুচরে তরী চয় আছিল ঠেকিয়া। বাক্য মাত্রে জল মাঝে উঠিল ভাসিয়া॥
নৌকা ভাসমান দেখি সাধুর নন্দন। সবিনয়ে বিপুলারে বলেন তখন॥
তুমি মাতা ধন্যানারী নারী শিরোমণি। তবসমা সতী কভু না দেখি না শুনি॥
না জানিয়া অপরাধ করেছি অশেষ। অজ্ঞানে অন্তরে মাতা না ভাবিও দ্বেষ॥
পরেক্রমে ভাগিনেয়গণ কাছে যেয়ে। পরস্পর সম্ভাষিল অত্যন্ত বিনয়ে॥
রীতিমতে সমুদয়ে করে আলিঙ্গন। বিদায় হইয়া দেশে করিল গমন॥
সদাগর তরী সব চালায় আনন্দে। হীন কৃষ্ণগোবিন্দ, মনসা পদ বন্দে॥

বিপুলার, ধনা মনার দেশে প্রত্যাগমন এবং ধনা মনার
যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ।

ছরাইর বাঁক ছাড়ি, চলে বিপুলা সুন্দরী, সংহতি করিয়া পরিবার।
জিনিয়া বায়ুর গতি, তরণী নিকর অতি, দ্রুত চালাইল কর্ণধার॥
এড়াইল কতদেশ, হর্ষ ভিন্ন দুঃখ লেশ, না হইল তাহাতে কোথায়।
এইরূপে কতদিনে উত্তরিল সর্ব্বজনে, ধনা, মনা আছয়ে যথায়॥
মহা দুষ্ট দুই ভাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, ভ্রমে সদা দস্যুর আকার॥
হেরিয়া তরণীগণ, বাসনা হরিতে ধন, সৈন্যগণ সাজায়ে অপার।
যত ছিল দল বল, সংগ্রহ করি সকল, চলে দোঁহে করি মার মার।
নিয়ে যত প্রহরণ, তরী করে আরোহণ, সেনাসহ রণ করিবার॥
ডাকিবলে ধনা, মনা, কে পারে মোদের থানা, অহঙ্কার করি লঙ্ঘিবার।
যদ্যপি বাঁচিতে চাও, তবে ফিরাইয়া নাও, করদিয়া যাও যে আমার॥
প্রাণপণে ধনা, মনা, করে কত বীরপণা, গ্রাহ্য না হইল তা সবার।
চালাইল তরীচয়, দেখে কৃষ্ণ হেসে কয়, রাখিবে এমন সাধ্যকার॥

ধনা মনার উচিত দণ্ড।

খণ্ডাইতে নারে কেহ বিধাতার পাতি। সুখে ছিল ধনা মনা ঘটিল দুর্গতি॥
ইচ্ছায় পতঙ্গ যেন পরশে পাবক। বিষ্ণুকে গিলিতে বাঞ্ছা যেন করে বক।
কুক্কুরে কি করি অরি জিনিবে সমরে। পাখা হইলেই যেন পিপীলিকা মরে॥
শার্দ্দূল মারিতে যেন শৃগাল ধাইল। তদাকার ধনা, মনা সাজিয়া চলিল॥
সিংহ ধ্বনি করি যায় করিতে সমর। ঘেরিল ধনীর যত তরণী নিকর॥
অসংখ্য কটক করে নানা প্রহরণ। মারিতে ধনীর সৈন্য আরম্ভিল রণ॥
ঠেঠা, ঝাটি, শেল শূল মুষল মুদ্গার। কি বর্ণিব প্রহারিল বহুতর শর॥

ধনা মনা সৈন্য সহ যত অস্ত্র মারে। নৌকাতে না পশে বাণ পুনঃ আসে ফিরে॥
ত্রিভুবনে কে পারিবে বিপুলা সংহতি। যাহার সহায় আছে জয় পদ্মাবতী॥
বহু বাণ ধনা মনা করে বরিষণ। নব জলধরে যেন বারি বরিষণ॥
তথাচ তরীতে নাহি পশে একবাণ। বাণব্যর্থ দেখি ধনা ভয়ে কম্পমান॥
তাহা দেখি নেতাকে বলেন বিষহরী। ধনার বীরত্ব আর সহিতে না পারি॥
আপনে ধরিব আমি তরীর কাণ্ডার। তুমি যেয়ে কর রণ সহিত তাঁহার॥
এত বলি কাণ্ডার ধরেন পদ্মাবতী। আদেশেতে যুঝে নেতা হৃষ্টাহয়ে অতি॥
মহা পরাক্রান্তা নেতা শিক্ষা নানা বাণ। ধনার কটকে দেবী পুরেন সন্ধান॥
সূচী মুখ শিখী মুখ আদি প্রহরণ। পাশুপত অর্দ্ধচন্দ্র দেখিতে ভীষণ॥
নানাবর্ণে অস্ত্র নেতা করে অবতার। ধনার কটকগণ করে হাহাকার॥
কারো কাটে হস্তপদ কারো নাসা কর্ণ। শোণিতের ধারে অঙ্গ সুলোহিত বর্ণ॥
সমর সহিতে নারে যত সৈন্যগণ। বাহিয়া তরণী কেহ বেগে পলায়ন॥
তাহা দেখি রোষিলেন শিবের কুমারী। মল্লযুদ্ধ আরম্ভিল শর পরিহরি॥
লাপুটিয়া ধরে তরীগণ বাহুবলে। অন্তরীক্ষে ঘুরাইয়া মগ্ন করে জলে॥
কারে মারে লাথি কিল কারো মারে চড়। কেহ প্রাণে মরে কেহ করে ধরফড়॥
সব সৈন্য সলিলেতে ভাসিয়া বেড়ায়। জল খেয়ে স্থূল পেট প্রাণ বাহিরায়॥
ধনা মনা দুই ভাই জলে ভাসি যায়। চৌদ্দ তরীর লোকে রঙ্গ দেখে তায়॥
বিপুলা সুন্দরী বলে দেখিয়া দুর্গতি। দোঁহারই হইল ফল করম যেমতি॥
যদি মোর সপক্ষ না থাকিত মনসা। হরিত সতীত্ব মোর ধনা কর্ম্মনাশা॥
যাইতে অমরপুরে করেছিল বল। উচিত এখনে হল তাঁর প্রতিফল॥
এরূপ বলিল যদি বিপুলা সুন্দরী। রোষিলেন লক্ষীধর যেন মত্ত করী॥
লাফ দিয়া ধরে ধনামনার যে চুলে। দুই করে দুজনাকে তরীপরে তুলে॥
কোপে বীর আরম্ভিল গভীর গর্জ্জন। পদাঘাত করে যত না যায় বর্ণন॥
চতুর্দ্দশ তরণীর সেনা হয়ে জড়। দোঁহাকে ঘেরিয়া মারে লাথি কিল চড়॥
রক্তে রাঙ্গা হল দেহ যেন জবাফুল। টানিয়া ছিঁড়িল যত গোঁপ দাড়ি চুল॥
তৎপরেতে কোপেতে কুমার লক্ষীধর। বন্ধন করিল যেয়ে দুই সহোদর॥
হস্তে পদে বাঁধে আর গলে দিল দড়ি। মুখে গালি দেয় দন্তে করে কড়মড়ি॥
অরে দুষ্ট দুর্ম্মতি পামর দুই ভাই। হরিবি কি পরদারা ধর্ম্মে দিয়া ছাই॥
তাহার উচিত ফল পাবি মোর করে। এখনই পাঠাব দোঁহে শমন আগারে॥

এত বলি তীক্ষ্ণ খড়্গ তুলি নিল করে। কেশে ধরি আনিলেক বাটিতে দোঁহারে
স্ত্রীবহত্যা হবে দেখি তুলাই কাণ্ডারী। বলে দোঁহে রক্ষা কর ক্রোধ পরিহরি॥
মস্তক মুণ্ডন করি কর অপমান। বিদায় করহ যাক লইয়া পরাণ॥
না শুনিল লক্ষ্মীধর তুলাই বচন। খড়্গাঘাতে হস্ত পাদ করিল ছেদন॥
তাহা দেখি হৃষ্ট অতি বিপুলার মন। লক্ষ্মীধর বলে পুনঃ শুন লোক জন॥
এই রাজ্যে বাস করে যত সব নর। ধরিয়া আনহ ত্বরা আমার গোচর॥
আজ্ঞা পেয়ে কোটি২ ধায় সৈন্যগণ। আনিল সবলে বাকি নাহি একজন॥
স্বকরে ধরিয়া অসী সাধুর নন্দন। এক হস্ত পাদ করে সবার ছেদন॥
বলে হেন দেশে যেই করিবে নিবাস। উচিত করিতে হয় তার সর্ব্বনাশ॥
দুষ্টের কর্ত্তব্য করা এইরূপ সাজা। অতঃপরে বুঝিবেক কুকর্ম্মে কি মজা॥
রাজ্যসহ ধন মনা করি লণ্ডভণ্ড। দেশে যাত্রা করে বীর প্রতাপে প্রচণ্ড॥
করিয়ে খুলিল সবে তরণীনিকর। টেটনের বাঁকে উত্তরিল অতঃপর॥
অধম কৃষ্ণগোবিন্দ মনসা কিঙ্কর। বিরচিল মনসা চরিত্র মনোহর॥

টেটনের রাজ্য প্রাপ্তি।

আনন্দেতে লক্ষ্মীধর, সহ তরণী নিকর, উপনীত টেটনের বাঁকে।
টেটন সে জুয়ারিয়া, জুয়াতে বিত্ত হারিয়া, দীনবেশে সিন্ধুতীরে থাকে॥
হেনকালে নৌকাজন, দৃষ্টি করিয়া টেটন, পুলকিত হইল কৌতুকে।
গিয়াছিল সতী কন্যে, পতি জীয়াবার জন্যে, বুঝি এই আসিল সম্মুখে॥
যাইতে করেছে পণ, দিয়া যাবে নানা ধন, ভূপতি দুহিতা নিজ মুখে।
সে অবশ্য এই এল, বিধি সুপ্রসন্ন হল, দরিদ্র টানিরা অতি মোকে॥
টেটন যে এই মত, ইতস্তত ভাবি কত, দৃঢ় করি আপনার বুকে।
বাহু দুটী ঊর্দ্ধ করি, বিপুলা সুন্দরী স্মরি, উচ্চৈঃস্বরে ঘন২ ডাকে॥
হইয়া আমার পক্ষ, পূর্ব্ব অঙ্গীকার রক্ষ, ধন দানে তোষহ আমাকে।
টেটন করুণ ধ্বনি, শ্রবণ করিয়া ধনী, বিনয়েতে জানায় পতিকে॥
শুন প্রভু নিবেদন, যাইতে দেব ভবন, ধন চেয়েছিল এ পথিকে।
করেছি যে অঙ্গীকার, উচিত শোধিতে ধার, যদি আসা হয়েছে গতিকে॥
কান্তার বচন শুনি, স্বীকার করে অমনি, দয়া প্রকাশিতে যে তাহাকে।
বলিলেন কর্ণধারে, তরণী লাগাও তীরে, তুষ্ট করে যাইব উহাকে॥
শুনিয়া এতেক বাণী, লাগায় তটে তরণী, লক্ষ্মীধর যেয়ে সকৌতুকে।
রাখিতে ভার্য্যার বাক্য, স্বর্ণ মুদ্রা এক লক্ষ, পুরস্কার করে টেটনেকে॥

আর নানা আভরণ, করে পরে সমর্পণ, অগণন বর্ণিবে তাহাকে।
প্রদানিয়া রাজ্যখণ্ড, বলে ধর ছত্র দণ্ড, আজি হতে টেটন মস্তকে॥
এদেশে সে হল রাজা, সমুদায় তাঁর প্রজা, অমান্য না করে কোন লোকে।
সুপ্রসন্ন প্রজাপতি, জুঁয়ারী হয়ে ভূপতি, রাজ্যের শাসন করে সুখে॥
হইয়া সানন্দ মতি, প্রণমে বিপুলাপতি, ভূমে পড়ি আসিয়া সম্মুখে।
করি মিষ্ট আলাপন, চলে সাধুর নন্দন, তরণী খুলিয়া একে একে॥
জিনিয়া বায়ুর গতি, তরী যায় দ্রুতগতি, অদর্শন চক্ষুর পলকে।
প্রণমিয়া বিষহরী, কৃষ্ণ বলে চৌদ্দ তরী, উত্তরিলা গোদার যে বাঁকে॥

গোদাগণের দুরবস্থা।

চতুর্দ্দশ তরীসহ লক্ষ্মীধর রায়। টেটনের রাজ্য হতে হইয়া বিদায়॥
ভার্য্যাসনে আলাপনে আনন্দিত মন। সম্মুখে গোদার বাঁকে দিলা দরশন॥
বিপুলা সুন্দরী বলে শুন প্রাণনাথ। যাওয়াকালে হেথা হল অনেক উৎপাত॥
বিস্তার করিয়া বলি তোমার গোচর। এস্থানে বসতি করে গোদার নিকর॥
তব শব দেহ নিয়া ভাসি আমি নীরে। হেনকালে এক গোদা দেখিয়া আমারে॥
জলে ঝাঁপ দিয়া ছিল আমা রাখিবারে। সে সঙ্কটে তরিলাম পদ্মাবতী বরে॥
শুনিয়া ভার্য্যার বাণী রোষে লক্ষ্মীধর। তটে লাগাইয়া তরী উঠিয়া সত্বর॥
সৈন্যগণে আজ্ঞা দিল তর্জ্জন করিয়া। যে স্থানে যে গোদা আছে আনহ বাঁধিয়া।
অনুমতি পেয়ে সেনা করে মহামার। ভয় পেয়ে গোদাচয় গেল কোথাকার॥
দারা সুত উপেক্ষিয়া পশিল অরণ্যে। যে জনা চলিতে নারে রহিল ভবনে॥
তাসবারে ধৃত করি সম্মুখে আনিল। দেখি লক্ষ্মীধর রায় হাসিতে লাগিল॥
বিকৃত আকার অঙ্গে নাহি মাত্র বল। ওসবে দণ্ডিলে হবে কি পৌরষ বল॥
প্রাণে নামারিয়া অতি লণ্ডভণ্ড করে। বাঁধিয়া আনিল হাতে পায় পরস্পরে॥
কোন কোন গোদার গলেতে দিয়া দড়ি। অন্য গোদা চরণে বান্ধিল দৃঢ় করি॥
এইরূপ দুরবস্থা করি গোদাগণে। সৈন্যসহ তরীতে উঠেন হৃষ্ট মনে॥
তবে চালাইল নৌকা যত কর্ণধার। হীন কৃষ্ণ বলে সব লীলা মনসার॥

বিপুলা কর্ত্তৃক ডুমনীর বেশে চম্পাকে যাওয়ার মন্ত্রণা।

ছাড়িয়া গোদার পুরী, বেয়ে চতুর্দ্দশ তরী, শৃগালীর বাঁকেতে উদয়।
তথা হতে কত দূরে, যেয়ে অনুমান করে, নিজ ধাম যেতে দণ্ডদ্বয়॥
তবে ত বিপুলা সতী, আপন স্বামীর প্রতি, সহর্ষে নিকটে যেয়ে কয়।
করে অতি পরিপাটি, উৎকৃষ্ট বীজন দুটী, নির্ম্মাইয়া দেও মহাশয়॥

লয়ে তালবৃন্ত খড়ি, ডুমনীর বেশ ধরি, যাব আমি শ্বশুর আলয় ॥
জানিব শাশুড়ী মন, শ্বশুরের আচরণ, কি ভাবে আছেন জাল ছয় ॥
শুনি রমণীর বাণী, রমণ যেয়ে অমনি, তালের পল্লব পাড়ি লয়।
চিড়িয়া তালের পত্র, অশেষ চিত্র, বিচিত্র, সারি সারি তাল বৃন্ত চয় ॥
পদ্ম পুষ্প স্থানে স্থান, আর মনসা নির্ম্মাণ, পাখা মধ্যে অমনি করয়।
তার নিম্নে চন্দ্রধরে, পদ্মা পদ শিরে ধরে, ভক্তিভাবে নত শিরে রয় ॥
পশু পক্ষী নানা জাতি, শিখী, পিক, হয, হাতী, আর নির্ম্মে ফণী সমুদয়।
পাখা হল মনোহর, তার পরে লক্ষ্মীধর, খাঁড়ি গোটা নির্ম্মাইয়া লয় ॥
তবেত ভার্য্যার স্থানে, করিয়া অতি যতনে, সমর্পিল সাধুর তনয়।
দেখিয়া খাঁড়িবিজনী, কৌতুকিনী সুবদনী, চম্পকেতে যেতে ক্ষণ কয় ॥

ডুমনী রূপে বিপুলার চম্পক নগরে গমন এবং চন্দ্রধর
সনকা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ।

চম্পক নগরে যাবে বিপুলা সুন্দরী। সাজিল ডুমনী নিজ বেশ পরিহরি ॥
দেবদত্ত বস্ত্র আভরণ করি দূরে। পিত্তলের নানা রূপ অলঙ্কার পরে ॥
মুক্ত করি কুন্তল বান্ধিল উভ করি। জালেতে ঘেরিয়া ধনী সাজায় কবরী ॥
বিপুলার রূপ হেরি রবি শশী ত্রস্ত। বিকল হইয়া থাকে বলে রাহুগ্রস্ত ॥
অবিকল সাজি রামা ডুমনীর বেশ। চম্পক নগরে যাত্রা করে অবশেষ ॥
খাঁড় বীজনী করে করিয়া সুবদনী। পদব্রজে ধীরে চলে গজেন্দ্র গামিনী ॥
কতক্ষণে উত্তরিল চম্পক নগরে। পাখা কে লইবে বলি ফিরে ঘরে২ ॥
লক্ষ্মীধর বৎসরান্ত শ্রাদ্ধ সে দিবসে। নিমন্ত্রিত বহুলোক চন্দ্রধর বাসে ॥
দীন হীন বিপ্র ভট্ট যে যেমন চান। প্রার্থনা অধিক সাধু করে নানা দান ॥
হেনকালে দুর্ব্বলী নামেতে সহচরী। সরোবর তীরে গেল আনিবারে বারি ॥
সুহসা ধনীর সনে ঘাটে দেখা হল। দুর্ব্বলী গোচরেতে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল ॥
কোন্ যজ্ঞ মহোৎসব আজি তব বাসে। জানিতে বাসনা মোর বল সবিশেষে ॥
ডুমনী বচনে তবে দুর্ব্বলী বলিল। লক্ষ্মীধর বৎসরান্ত শ্রাদ্ধ আজি হল ॥
এতশুনি সুবদনী হেট মুণ্ড করি। হাসিয়া কহিল হল মহোৎসব ভারি ॥
দুর্ব্বলী বলিছে ওগো ডোমের কুমারী। তোমার করেতে এযে খাঁড়বীজন হেরি ॥
বিক্রী করিবারে যদি থাকয়ে বাসনা। কত মূল্যে দিতে পার উচিত বলনা ॥
ধনী বলে এই পাখা হয়যে অতুল্য। পঞ্চ মুদ্রা হবে এই তাল বৃন্ত মূল্য ॥

পুষ্পের খাড়ির মূল্য এক মুদ্রা হবে। যথার্থ বলেছি বল লবে কিনা লবে॥
শুনিয়া দুর্ব্বলী বলে ডোমের কুমারী। অন্তঃপুরে চল নিয়ে পাখা আর খাড়ি॥
ছয় বধূ বিধবা আছেন গৃহ মাঝে। দৃষ্টিমাত্রে খাড়ি পাখা রাখিবে অব্যাজে॥
দুর্ব্বলী বচনে ধনী সহর্ষ অন্তরে। অন্তঃপুরে যাবে বলে চলে তদন্তরে॥
পথেতে ডুমনী করে দেখে চন্দ্রধর। বিচিত্র নির্ম্মাণ তালবৃন্ত মনোহর॥
সহর্ষেতে পাখা লয়ে আপনার করে। নিরীক্ষণ করিয়া প্রশংসে বারে২॥
ধন্য২ কারু প্রতিষ্ঠিত এধরায়। ঝকমক করে পাখা বিদ্যুতের প্রায়॥
উলটি পালটী সাধু চতুর্দ্দিকে চায়। সারি২ পদ্মপুষ্প দেখিবারে পায়॥
মনসার প্রতিমূর্ত্তি তাহে শোভা পায়। চন্দ্রধর মস্তকেতে পায় শোভা পায়॥
বিষ্ণু২ বলি পাখা অন্তরে ফেলায়। তদুপরি অনেক আঘাত করে পায়॥
পদাঘাতে চূর্ণ২ করে তালবৃন্ত। মনসাকে গালাগালি করিল অত্যন্ত॥
কোতয়ালে ডাকিয়া বলিল চন্দ্রধর। পলাবে ডুমনী তোরা ত্বরা ধর২॥
অনুমানে বুঝি হবে মনসা কিঙ্করী। ভাণ্ডিতে আসিল হেথা ছদ্মবেশ ধরি॥
ক্রোধ দেখি বিপুলা অন্তরে পেয়ে ডর। প্রাণ ভয়ে লুকাইয়া রহিল অন্তর॥
তার পরে দুর্ব্বলী প্রবেশি অন্তঃপুরে। কহিল সকল কথা সনকা গোচরে॥
যেইরূপে তালবৃন্ত এল বেচিবারে। যত অপমান করিয়াছি সদাগরে॥
দাসী বলে কি আর বলিব ঠাকুরাণী। সামান্যা কামিনী বুঝি না হবে ডুমনী॥
ত্রিভুবনে কভু হেন না দেখি রমণী। ধন্য২ কি লাবণ্য পঙ্কজ নয়নী॥
ভাষাতে কোকিল নিন্দে গমনে করিণী। ধরাতে পতিতা হল স্থির সৌদামিনী॥
পাটনীর মেয়ে কভু না সম্ভবে ধনী। দেবতা না হলে হবে রাজার নন্দিনী॥
মোর মনে অনুমান করি ঠাকুরাণি। বিপুলা সুন্দরী এল সাজিয়া ডুমনী॥
বিপুলার রূপ রাশি বিপুলার ধ্বনি। সেইরূপ মৃদু হাসি মাতঙ্গগমনী॥
এইরূপ দুর্ব্বলীর শুনি রাণী বাণী। বলে সে রমণীকে দেখাও শীঘ্র আনি॥
বিপুলার নাম শুনি স্থির নহে প্রাণী। বিলম্ব না কর ত্বরা চলগো স্বজনি॥
অনুমতি পেয়ে দাসী ছুটাছুটী যায়। অন্বেষিয়া ধনী নিয়া এল পুনরায়॥
ডুমনীকে নিকটে দেখিয়া সনকায়। স্থির নেত্রে নিরীক্ষণ করে সর্ব্বকায়॥
বধূর লক্ষণ হেরি পুলকিত কায়। ইতস্ততঃ ভাবে মনে চতুর্দ্দিকে চায়॥
নিরখি রাণীর ভাব দুর্ব্বলী বলিল। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে উদয় হইল॥
যাওয়াকালে বিপুলা যে পরীক্ষা রাখিল। দেখিয়া আসিগো আমি সব কিফলিল॥

এতেক বলি ডুব্বলী সত্বরে চলিল। লোহার মন্দির কাছে যেয়ে উত্তরিল ॥
আপনে খুলেছে দ্বার অমনি দেখিল। সহর্ষেতে গৃহের মধ্যেতে প্রবেশিল ॥
কড়াকের তৈলে বাতি জ্বেলে গিয়াছিল। প্রজ্বলিত আছে দীপ বিশেষ উজ্জ্বল ॥
এক রতি তৈল ইথে নাহি যে টুটিল। দেখিয়া ডুব্বলী দাসী আশ্চর্য্য মানিল ॥
আর২ পরীক্ষার পাইল প্রমাণ। উষ্ণা ধানে অঙ্কুরাদি হল অপ্রমাণ ॥
ফুটিয়াছে ভুমি চাঁপা দেখে বিদ্যমান। তণ্ডুল রাখিয়াছিল লোহার নির্ম্মাণ ॥
সে তণ্ডুলে অন্ন হল নাই বহ্নি বারি। পরীক্ষা পাইয়া সব এল তাড়াতাড়ী ॥
কহিল সকল কথা সনকার স্থান। পূর্ব্বকথা স্মরি রাণী কাঁদিয়া অজ্ঞান ॥
মনসা চরিত্র কথা সুধার সমান। কৃষ্ণ কহে সাধু সবে সদা করে পান ॥

সনকার খেদোক্তি।

সকল প্রত্যক্ষ জানি, বলেন সনকা রাণী, ডুমনীর মুখ নিরখিয়া।
অশ্রুধারা দর দর, কাঁপে অঙ্গ থর২, সুধাইছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
ডোমের কন্যা বলিয়ে, কি কাজ মোকে ভাঁড়িয়ে, বট তুমি সায়রেব মেয়ে ॥
বল বধূ সত্য কথা, নতুখাও মোর মাথা, লক্ষ্মীধর আলি কোথা থুয়ে ॥
না হেরি সে চন্দ্রমুখ, বিদরিয়া যায় বুক, দেহ দহে রহিয়া২।
মাত্র হবে তব আসা, মানসে চিন্তি দুরাশা, এতবার রয়েছি বাঁচিয়া ॥
তুমি গেলে দেবপুরে, অহরহ প্রাণ পোড়ে, কবে পুনঃ আসিবে ফিরিয়া ॥
অদ্য মোর সুপ্রভাত, দেখা দিলে অকস্মাৎ, ভাণ্ড কেন ছলন করিয়া ॥
বল শুভ সমাচার, প্রাণের সুত আমার, সঙ্গে কি এনেছ জীয়াইয়া।
কৃষ্ণ বলে ধৈর্য্যধর, পাবে তব লক্ষ্মীধর, পূজিলে সে জয়ৎকারু জায়া ॥

বিপুলার পরিচয় এবং চন্দ্রধরের সহিত সনকার কথোপকথন।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে সনকা সুন্দরী। আর না ছলনা কর সায়র কুমারী ॥
পরিচয় দিলে বলি ডোমের কুমারী। বল তব মাতা কোন পাটনীর নারী ॥
কোন ডোম তব পিতা কোনদেশে বাড়ী। কোন ডোমপুত্র বধূ কে তব শাশুড়ী
সনকার মুখে শুনি এতেক বচন। আধ আধ হাসি ধনী বলিছে তখন ॥
উজানীনগরে বাস ডোমের নন্দন। সায়র আমার পিতা বিখ্যাত ভুবন ॥
সুমিত্রা জননী মোর ডোমের নন্দিনী। মোর নাম রাখিলেন বিপুলা ডুমনী ॥
এই ধামে জানি মম শ্বশুরের ঘর। কোটীশ্বর ডোমের কুমার চন্দ্রধর ॥
আমি বটি লক্ষ্মীধর পাটনীর নারী। শাশুড়ী সনকা মোর ডোমের কুমারী ॥

কি করি দরিদ্রা অতি নাহি ধন কড়ি। তেকারণে বিক্রীকরি পাখী আর খাড়ি॥
এরূপ বলিল যদি বিপুলা সুন্দরী। কাঁদিয়া সনকা কহিছেন গলে ধরি॥
সাত পুত্র শোকে সদা দহে কলেবর। তুমি এলে দ্বিগুণ জ্বালাতে তারপর॥
আর নাহি সহে বিদরিয়া যায় হিয়া। প্রাণ রক্ষাকর বধূ কুশল কহিয়া॥
জানিলাম সতী তুমি ইথে নাহি আন। যতেক পরীক্ষা তার পেয়েছি প্রমাণ॥
মিথ্যা কেন চতুরতা কর মোর ঠাঁই। না কর ছলনা তব ধর্ম্মের দোহাই॥
শাশুড়ীর শুনি সতী কাতর বচন। বৃত্তান্ত জানায় করি চরণ বন্দন॥
ধৈর্য্যধর ঠাকুরাণী না কর রোদন। সকল মঙ্গল, দুঃখ হইল মোচন॥
তব আশীর্ব্বাদে সুখে যেয়ে দেব পুরে। পতিসহ জীয়ায়েছি ছয় ভাশুরেরে॥
ধন্বন্তরি আদি আরং যতজন। জীয়ায়ে এনেছি বাকি নাহি একজন॥
ডুবেছিল চতুর্দ্দশ তরী সিন্ধুনীরে। ধনে জনে পূর্ণ করি আনিয়াছি ফিরে॥
কিন্তু তব চরণেতে এক নিবেদন। শ্বশুরে করিতে হবে মনসা পূজন॥
ভক্তিভাবে লক্ষ বলি দিতে হবে দান। যেইরূপ বিষহরী পূজার বিধান॥
যদ্যপি মনসাকে না পূজেন শ্বশুর। না রহিব একজনা চম্পক নগর॥
ধনজন চতুর্দ্দশ তরী সহকারে। সবে পুনঃ গমন করিব দেবপুরে॥
এইরূপে ধনী বলে শাশুড়ী গোচর। হেন কালে অন্তঃপুরে এল চন্দ্রধর॥
শ্বশুরে আগত দেখি বিপুলা সুন্দরী। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেন ত্বরা করি॥
সহসা দেখিয়া বলে রাজা চন্দ্রধর। বল প্রিয়ে কার কন্যা প্রবেশিল ঘর॥
সনকা বলিল শুন চম্পক ঈশ্বর। সুদিন হইল পুনঃ চম্পক নগর॥
দেবপুর হতে এল সাধব নন্দিনী। রমণীর শিরোমণি জগত বন্দিনী॥
সাত পুত্র আর জীয়ায়েছে ধন্বন্তরি। ধনজন সহ নিয়ে এল চৌদ্দতরী॥
ত্রিভুবনে সতী নাহি বিপুলার সমা। বর্ণনে অক্ষম যাঁর অতুল মহিমা॥
অতএব নাথ করি এক নিবেদন। যদ্যাপি করহ রক্ষা বধূর বচন॥
মরা পুত্র হারাধন ঘরে এল ফিরি। লক্ষ বলি দিয়া পূজাকর বিষহরী॥
ভার্য্যার বচন শুনি রাজা চন্দ্রধরে। রাম রাম বিষ্ণু বিষ্ণু বলে হরে হরে॥
রায় বলে কেন হেন হইল কুমতি। কি লাভ হইবে পূজা করে পদ্মাবতী॥
একবার মারিয়াছি হেম তাল বাড়ি। কিরূপে করিব পূজা দিয়া পুষ্প বারি॥
কি করে আসিবে ভ্রষ্টা পুনঃ মোর বাড়ী। যাবৎ প্রসন্না মোর আছেন শঙ্করী॥
তোমার কথায় কি পূজিব বিষহরী। দেহে প্রাণ থাকিতে একর্ম্ম নাহি পারি॥

ঈর্ষিকা সুন্দরী বলে না বলিও আর। মনসা বধিল যত কুমার তোমার॥
পদে পদে অপমান করিল বিস্তর। ডুবাইল চৌদ্দতরী সমুদ্র ভিতর॥
তখনে শঙ্করী তব ছিল কোথাকার। অতএব মানসে না কর অহঙ্কার॥
পদ্মাকে নিন্দিয়া কর শিবার প্রশংসা। কবে কারে তারে তাঁর কিসের ভরসা॥
সাত পুত্র শত শত মরে প্রজাগণ। নারে জীয়াইয়া দিতে তার একজন॥
হাসিয়া বলিল তবে চম্পকের পতি। পুত্র প্রজা দূরে থাক ধন যত ইতি॥
ওসবে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন। পূজিতে না পারি কাণী থাকিতে জীবন॥
হীন কৃষ্ণ বলে সাধু না করিও গর্ব্ব। ক্ষণ মধ্যে মনসা করিতে পারে খর্ব্ব॥

চন্দ্রধর মনসা পূজনে অসম্মতি প্রকাশ করায়
বিপুলার পুনর্ব্বায় নৌকায় গমন।

মনসারে পূজিবার, বুঝাইল ভার্য্যা তার, সম্মত না হল চন্দ্রধর।
অন্তরে বিপুলা সতী, থেকে শুনে সত ইতি, শ্বশুর শ্বশ্রূর যে উত্তর॥
শুনিয়া নিঠুর বাণী, যেন কোপিনী সাপিনী, অমনি কাঁপিছে কলেবর।
না মানি বারণ কার, মত্তা বারণী আকার, পুনঃ উঠে তরণী উপর॥
আজ্ঞা দিল কর্ণধারে, যত তরণী নিকরে, বেয়ে সবে চলহ সত্বর।
উপেক্ষিয়ে পাপপুরী, যাব অমর নগরী, যথা স্থিতি দেব পুরন্দর॥
শুনিয়া ধনীর বাক্, না সরে কাহারো বাক্, উত্তর না দেয় যত নর।
এদিকেতে প্রজাগণ, হয়ে অতি ক্ষুন্ন মন, এল যথা চম্পক ঈশ্বর॥
প্রজাপুঞ্জ সকাতরে, মনসা পূজার তরে, বুঝাইছে উত্তর উত্তর।
না লঙ্ঘ মোদের কথা, এক দিন শিব সুতা, ভক্তিভাবে পূজ নরেশ্বর।
ধন পুত্র ডিঙ্গাসব, কাছে আসি গেল তব, বাহুরিয়া চলেছে অমর।
রাখ রাখ এসকলে, কি জন্যে যাবে বিফলে, কৃষ্ণকরে বিনয় বিস্তর॥

অথ মনসা পূজা করিতে চন্দ্রধরের সম্মতি প্রকাশ।

এইরূপে সাধুকে বুঝায় প্রজাগণ। হেনকালে উপনীত সোমাই ব্রাহ্মণ॥
বিপ্র বলে মহারাজ মোর বাক্য ধর। অহঙ্কার ত্যজি বিষহরী পূজা কর॥
এতেক সম্পদ কেন হারাইবা হেলে। বুদ্ধি আছে তব ঘটে কোন্ মূর্খ বলে॥
মৃত্যা পুত্র হারাধন যাঁহার কৃপায়। আপনি অমনি ঘরে এল পুনরায়॥
তাঁহাকে করিয়া হেলা হও দুরাচার। তব সম অজ্ঞ নাহি ভূমণ্ডলে আর॥
এ প্রকারে প্রজাপুঞ্জ করিয়া সহিত। অশেষ বুঝায় তাঁরে সোমাই পণ্ডিত॥

তার পর পুনঃ আসি সনকা সুন্দরী। রোদন করিছে খেদে চরণেতে ধরি॥
দাসীর বচন মান ওহে প্রাণনাথ। না সহে হৃদয়ে আর পুত্র শোকাঘাত॥
যদ্যপি পূজন নাহি কর বিষহরী। সলিলে পশিব কিংবা অনলেতে পড়ি॥
অথবা ত্যজিব প্রাণ হলাহল পানে। নতু গৃহ পরিহরি চলিব কাননে॥
অতএব স্নেহ যদি থাকে দাসী বলি। মনসা পূজন কর দিয়া লক্ষ বলি॥
সনকা বলিল যদি এরূপ বচন। সোমাই দ্বিজের পিতা বলিছে তখন॥
বাসুদেব নামে অতি বৃদ্ধ বিপ্রবর। বলে রক্ষ মম বাক্য রাজা চন্দ্রধর॥
মনসা পূজায় নাহি হইলে তৎপর। ব্রহ্মবধ হব আমি তোমার গোচর॥
মিথ্যা নহে নরপতি বলিহে স্বরূপে। সর্ব্বনাশ হবে তব ব্রহ্মবধ পাপে॥
ঐহিকে অযশ তব ঘুষিবেক লোকে। চরমে পশিবে যেয়ে বিষম নরকে॥
বিপ্রের বিক্রম তুমি না জান কেমন। যার শাপে সিন্ধু বারি হইল লবণ॥
বিপ্র শাপে ভগাঙ্গ হইল বজ্রধর। চন্দ্রের কলঙ্ক হল অহল্যা প্রস্তর॥
অতএব দ্বিজ বাক্য না কর হেলন। ভক্তিভাবে কর ভব-কুমারী পূজন॥
ইথে যদি অসম্মতি করিবা প্রকাশ। শাপ দিয়া এখনি করিব সর্ব্বনাশ॥
এরূপ বলিল যদি বৃদ্ধ বিপ্রবর। নত শিরে রহে সাধু না করে উত্তর॥
তাহা দেখি কোপ করি বলে বংশীধর। জন্মিয়াছে কুলাঙ্গার ভ্রাতার বুঙর॥
নাহি মানে দেব গুরু দ্বিজের বচন। বংশ নাশ হবে চন্দ্রধরের কারণ॥
দেব দ্বিজ হিংসা পাপী করে অহরহঃ। তাঁর স্থানে মান্যাস্পদ গণ্য নহে কেহ॥
অতএব পদে পদে পায় অপমান। নিজ দোষে কল্যাণেতে ঘটে অকল্যাণ॥
কোনদিন কার কথা না শুনে শ্রবণে। দেখি আজি ব্রহ্মশাপে রক্ষে কোনজনে॥
তর্জ্জিয়া বলিছে বুড়া কাঁপে থর থর। অজ্ঞান অবোধ অতি তুই চন্দ্রধর॥
তুই দুরাচার জন্ম নিয়ে মোর কুলে। মূর্খতার দোষে কুল নাশিলে সমূলে॥
মনসা পূজনে না হইলে অভিলাষী। ব্রহ্ম শাপে সবংশেতে হবে ভস্ম রাশি॥
বংশীধর বহুতর করিল ভর্ৎসন। আর২ ছিল যত মন্ত্রি প্রজাগণ॥
যে যেরূপে বলিবারে আছে ক্ষমবান। যথা যোগ্যরূপে সবে সাধুকে বুঝান॥
সভ্যাসদ বচনেতে চন্দ্রধর রায়। কি করিবে ভেবে কিছু না দেখে উপায়॥
গুরু পুরোহিত খুল্লতাতের বচন। কি করে লঙ্ঘিবে সাধু ভাবে মনে মন॥
ইতস্ততঃ বহুক্ষণ করিয়া চিন্তন। আধ আধ সরে বলে করিব পূজন॥
পুজিবে মনসা সাধু বলিল যখনি। পুরী খণ্ড যোড়ি হল জয় জয় ধ্বনি॥
প্রণাম করিয়া শিবজার শ্রীচরণে। আনন্দে ভাসিয়া হীন কৃষ্ণ দীন ভণে।

বিপুলার নিকট প্রজাগণের গমন।

পুজিবেন বিষহরী, চম্পকের অধিকারী, অঙ্গীকার করিল যখন।
সবে করে জয় ধ্বনি, কি পুরুষ কি রমণী, ঘরে ঘরে মঙ্গলাচরণ॥
নৃত্য গীত আদি করি, সাজাইয়া হয় করী, আনন্দেতে মন্ত্রী প্রজাগণ।
চলে সবে ত্বরা করি, যথা বিপুলা সুন্দরী, পুরীতে করিতে আনয়ন॥
বাদ্য ভাণ্ড কোলাহলে, যেয়ে অতি কুতূহলে, সমুদ্রের তটে সর্ব্বজন।
চলিছে সতীর প্রতি, সদাগর অনুমতি, প্রকাশিল করিবে পূজন॥
শুনি শুভ সমাচার, হর্ষিতা হয়ে অপার, কর্ণধারে বলিল তখন।
চতুর্দ্দশ তরী ঝটে, লাগাও সরসী তটে, নিজ কার্য্য হইল সাধন॥
তবে কর্ণধার চয়, সুখে স্মরি জয় জয়, নৌকা লাগাইল ততক্ষণ।
মনসা পদার বিন্দে, পামর কৃষ্ণ গোবিন্দে, বলে মাতা কর পদার্পণ॥

মনসার সহিত চন্দ্রধরের বিবাদ ভঞ্জন।

লাগান করিল তীরে তরণী নিকর। চম্পকে যাইতে সবে হইল তৎপর॥
স্বর্ণ দোলায় আরোহিলা বিষহরী। আগে যান নেতা পাছে বিপুলা সুন্দরী॥
চলে সাত ভ্রাতা লক্ষ্মীধর আদি করি। পাত্র জয়ধর আর বৈদ্য ধন্বন্তরি॥
প্রজাগণ সহ চলে ডুলাই কাণ্ডারী। সানন্দে চলিল সবে সহ বিষহরী॥
ক্ষণ মধ্যে উত্তরিল চম্পক নগর। অগ্রসরি নিতে এল রাজা চন্দ্রধর॥
সখীগণ সহ আসি সনকা সুন্দরী। ধরণী লুটায়ে প্রণমিল বিষহরী॥
দূরে গেল দুর্ম্মতি হইল দিব্য জ্ঞান। মনসার পদে সাধু প্রণাম জানান॥
নিরখিয়া চন্দ্রধর পুত্রগণ মুখ। অন্তরে আনন্দ অতি দূরে গেল দুঃখ॥
ধন্বন্তরি বৈদ্য রাজ পাত্র জয়ধর। পুজাপুঞ্জে দেখি সাধু সহর্ষ অন্তর॥
মনসার বদন সাধু করি নিরীক্ষণ। নত শিরে রহে লাজে না তুলে বদন॥
তাহা দেখি ভবসুতা ভাবেন অন্তরে। রহিল মৌনেতে ভাবে কি ভাব আচরে॥
যাহাহক সুধাইয়া দেখি একবার। মনেতে আছে কি মোরে পূজা করিবার॥
তবে কন পদ্মাবতী চন্দ্রধর প্রতি। কি ভাবিয়া মৌন ভাবে রয়েছ সংপ্রতি॥
যদ্যপি পূজিতে সত্য কর অঙ্গীকার। তবে সে যাইতে পারি ভবনে তোমার॥
নতুবা চলিয়া আমি যাইব অন্তর। তোমাকে হেরিয়া মোর সভয় অন্তর
এতেক শুনিয়া কন রাজা চন্দ্রধর। অঙ্গীকার করিয়াছি সভার ভিতর॥
অতএব পূজন করিব সুনিশ্চয়। মানসে মনসা আর নাহি কর ভয়॥
কিন্তু এক কথা বলি, না হও বেজার॥ পৃষ্ঠ দেখাইয়া পূজা করিব তোমার॥

বাম করে পুষ্পাঞ্জলী অর্পিব তোমারে। না পারিব দক্ষিণ করেতে পূজিবারে॥
হরগৌরী পূজা আমি করি যেইহাতে। সেহাতে পূজিতে তোমা নাহি লয়চিতে॥
তাহার কারণ বলি শুন বিষহরী। যে পূজে তোমাকে তুমি যাওতার বাড়ী।
নীচ কি উত্তমজাতি না করি বিচার। চণ্ডালে ডাকিলে অন্ন খাইবে তাহার॥
দেব দেবী মাঝে তুমি নিতান্ত জঘন্য। অতএব চিরকাল করেছি অমান্য॥
বণিক্য জাতিতে আমি প্রধান গণনে। জীবনান্তে হীন কার্য্যে না যাই কখনে॥
আমার বচনে মনে নাহও দুঃখিতা। শাস্ত্রে বলে নির্দ্দোষী যে বলে সত্য কথা।
মনসা বলেন শুনি বচন কুৎসিত। এরূপ বলিতে তব না হয় উচিত॥
সুজন হইলে তাঁর এই ব্যবহার। কদাচ কাহার দোষ নাকরে প্রচার॥
তোর প্রতি মোর চিত্তে ভিন্নভাব নাই। পিতার সম্বন্ধে জানি বট তুমি ভাই॥
মহেশের কন্যা আমি দেবের দেবতা। কেপারে ত্রিপুরে মোরে করে অগমতা॥
মোরে নিন্দা করে আছে হেন সাধ্যকার। মনুষ্য হইয়া তব এত অহঙ্কার॥
পিতার আজ্ঞায় তোমা এত ভালবাসি। নতু পাবি অচিরে করিতে ভস্মরাশি॥
ভয়ে দেবগণ নাহি মোর পাশে যান। পদে পদে সবাকে করেছি অপমান॥
গঙ্গা দুর্গা আদি আমি নাশেছি পরাণে। জীয়ায়েছি পুনঃচেয়ে জনকেরপানে।
তাসবার কাছে তব আছে কিবা শক্তি। শতগুণে হারি যদি করিহে অত্যুক্তি॥
এখনিআমিতোমারেনাশিবারেপারি। কি সাধ্য রাখিতে পারে আসিহরগৌরী॥
তব প্রতি জনকের স্নেহ বহুতর। সেজন্যেতে অপরাধ ক্ষমেছি বিস্তর॥
আর এক কথা বলি শুন সাবধানে। অনাহূত নিত্য২ আসি তব স্থানে॥
ইহার কারণ আমি বলিযে তোমাকে। তুমি না করিলে পূজা না পূজিবে লোকে
এতশুনি হেট মাথা করে চন্দ্রধর। বলে যাহা বল, নাহি লয় মোর অন্তর॥
মোরনামে উপরেতে চাঁদোয়া টানিয়া। পূজিব তোমাকে আমি বাম হস্তদিয়া॥
ইথে যদি সম্মতা নাহও কদাচন। নাহি চাহি ধন পুত্র, না করি পূজন॥
এতেক বলিল যদি চম্পকের পতি। নেতা কন অঙ্গীকার কর পদ্মাবতী॥
কাপড় টানিয়া দিবে মস্তক উপর। ইথে কোন দোষ নাহি জানি পূর্ব্বাপর॥
দোষ নাহি বাম করে যদি পূজাকরে। তথাচ তোমার পদ বন্দিবেক শিরে॥
নেতার বচনে দেবী কল্লেন স্বীকার। শুনিয়া চাঁদের হল আনন্দ অপার॥
মনসা বলেন শুন চম্পকের পতি। পুত্রগণ আদি ধন রত্ন যত ইতি॥
হৃষ্টা হয়ে সমুদায় দিলাম তোমারে। কিন্তু হেম তাল না পাইবা আর ফিরে॥
কালদণ্ড মধ্যে করি ইহাকে গণন। তবকরে হেরি পদ্মা কম্পিত জীবন॥

হাসিয়া বলিল তবে সাধুর নন্দন। হেমতালে আর মোর নাহি প্রয়োজন ॥
তবসনে হল যদি বিবাদ ভঞ্জন। আর কারে এদণ্ডেতে করিব শাসন ॥
বিবাদ লাগাতে সদা চিন্তিয়া ভবানী। হেমতাল দান পূর্ব্বে করিলেন তিনি ॥
সেই হেমতালে এবে নাহি প্রয়োজন। কৃষ্ণবলে পূজিবার কর আয়োজন ॥

মনসা পূজোপলক্ষে দেশ দশান্তরের সমুদায় লোকের চম্পক নগরে উপস্থিতি।

মনসার সনে বাদ, সাধুর হল উৎখাত, ভক্তি ভাব উপজিল মনে।
পরে নানা কুতূহলি, বলে দিয়া লক্ষ বলি, তবজা পূজিব কায় মনে ॥
বিশ্বকর্ম্মা আদেশিয়া, অট্টালিকা নির্ম্মাইয়া, আনে চিত্র বিচিত্র গঠনে।
স্থাপিলেক বিষহরী, অশেষ মঙ্গলাচরি, বাদ্য ভাণ্ড বিবিধ প্রমাণে ॥
মন্ত্রি প্রজাগণ যত, করে সবে নিয়োজিত, পূজার সামগ্রী আনয়নে।
দেশে দেশে নিমন্ত্রণ, করিল ভূপতিগণ, যাহার বসতি যেইখানে ॥
পাইয়া সংবাদ পাতি, মুনিঋষি নরপতি, যতেক আছিল ত্রিভুবনে।
লয়ে নানা উপহার, সবে হল আগুসার, চন্দ্রধর রায় নিকেতনে ॥
বর্ণিব কতেক নাম, যত ইতি দেশ গ্রাম, নিবাসী আসিল নিমন্ত্রণে।
কটকের পদভরে, ধরা কাঁপে থর থরে, প্রলয় হইবে গণি মনে ॥
দেখি চম্পকের পতি, পুলকে পূর্ণিত মতি, সম্ভাষা করয় জনে২।
বাসস্থান রীতিমত, অশনের দ্রব্য যত, অর্পিল শ্রীকৃষ্ণ এই ভণে ॥

মনসার পূজারম্ভ ও সমাপন।

মনসা পূজার যত করে আয়োজন। কে পারে বরিতে শেষ করিয়া বর্ণন ॥
ঘৃত দুগ্ধ গুড় চিনি মধু আদি করি। ক্ষীর সর দধি আর মাখন মিছরি ॥
আতব তণ্ডুল যব আনে অপ্রমাণ। পুঞ্জে২ রাখে যেন পর্ব্বত সমান ॥
মেষ, মহিষ, ছাগ, বরাহ কুরঙ্গ। হংস কবুতর যত কেকরে প্রসঙ্গ ॥
এপ্রকারে আয়োজন নবলক্ষ বলি। অপ্রমিত আনে তাতে কত আর বলি ॥
রাশি ২ করে আনি বস্ত্র অলঙ্কার। সম্পূর্ণ বর্ণিবে আছে হেন সাধ্য কার ॥
লক্ষ ২ ভার পুষ্প করিয়া চয়ন। প্রজাগণ সকলে করিছে আনয়ন ॥
সুগন্ধি চন্দন চুয়া লঙ্গ যায় ফল। আর২ উপাহার যত ইতি ফল ॥
নৃত্য গীত বাদ্য বাজি প্রতি ঘরে ঘরে। ভট্টবিপ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ॥
দেখিয়া শুনিয়া হৃষ্ট চন্দ্রধর রায়। নানা দান করে যেই জন যাহা চায় ॥
আয়োজন সমুদায় হল অবসান। পূজিতে মনসা দেবী করিলেন স্নান ॥

দিব্য পট্ট বস্ত্র সাধুকরি পরিধান। সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে অগুরু চন্দন॥
সুবর্ণের মঞ্চোপরি স্থাপি বিষহরী। দক্ষিণে বসায় নেতা হরের কুমারী॥
নেতের চাঁদোয়া টানি মস্তক উপর। ভক্তি ভাবে বাম করে পূজে চন্দ্রধর॥
ক্রমে জপ্ যজ্ঞাদি হইল সমাপন। অসিকরে বিপ্রকরে পশুকে ছেদন॥
মেষ মহিষ ছাগ বর্ণিব কি আর। হংস পারাবত পক্ষী সংখ্যা নাহি তার॥
একে একে দিল সাধু নবলক্ষ বলি। থরে থরে উৎসর্গিল পুরি স্বর্ণথালি॥
নিয়মানুসারে করি পূজা সমাপন। ভূমিষ্ঠ হইয়া সাধু বন্দিল চরণ॥
পদ্মাবতী পদধূলি মাখে সর্ব্বগায়। নৃত্য করে চন্দ্রধর পুলকিত কায়।
দীন বিপ্র আহূত অথবা অনাহূত। এসেছিল পূজা যোগে যত অভ্যাগত॥
সবাকে তুষিল সাধু দিয়া নানা ধন। যজ্ঞের দক্ষিণা দিল দ্বিলক্ষ কাঞ্চন॥
এক লক্ষ দুগ্ধ বতী গাভী করে দান। ভূমি, বস্ত্র, মুকুতা, প্রবাল অপ্রমাণ॥
প্রার্থনার অতিরিক্ত সবে পেয়ে ধন। আশীর্ব্বাদ করে হয়ে অতি হৃষ্টমন॥
জয়২ সিংহনাদ চম্পক ধামেতে। মনসার বিবাদ ঘুচিল আজি হতে॥
সাধুর হেরিয়া ভাব জয় বিষহরী। বলে ধন্য পুণ্যবন্ত চম্পকাধিকারী॥
হরিষে সাধুকে কন জয় পদ্মাবতী। তোমার পূজায় বড় পাইলাম প্রীতি॥
ত্রিভুবনে হেন পূজা কেহ নাহি করে। ধন পুত্রে চির সুখী হবে মম বরে॥
তরী ডুবে তব যত হয়েছিল ক্ষতি। আনিয়াছি অপচয় নহে এক রতি॥
চতুর্দ্দশ ডিঙ্গা রাখ সহ রত্ন ধন। মুকুতা মাণিক্য মণি রজত কাঞ্চন॥
পুত্রগণ রাখ আর বৈদ্য ধন্বন্তরি। ছত্রিশ হাজার সৈন্য দুলাই কাণ্ডারী॥
পূর্ব্বে যত ধন মগ্ন হইল জীবনে। মম বরে অধিক পাইবে শত গুণে॥
বিলম্বে কি ফল আর চন্দ্রধর রায়। ভাণ্ডারে আনিয়া ধন উঠাও ত্বরায়॥
এতশুনি সদাগর হয়ে হৃষ্টমন। ধন উঠাইতে নিয়োজিল প্রজাগণ॥
লক্ষ২ নরে ধন করিয়া বহন। দিবা রাত্রি ভেদ নাহি করে আনয়ন॥
চতুর্দ্দশ ভাণ্ডার পুরিল রত্ন ধনে। মনসা বিদায় চান সদাগর স্থানে॥
মনসা বচনে কন চম্পকের পতি। না বল এরূপ কথা দেবী পদ্মাবতী॥
যাইতে না দিব তোমা আপন ভবন। রাখিব স্থাপিয়া তোমা আপন ভবন॥
অহরহঃ সেবা পূজা করিব তোমার। তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
দেবী কন চন্দ্রধর সুখে থাক তুমি। সন্তুষ্টা হলেম তব বচনেতে আমি॥
কিন্তু আমি তব ধামে স্থাপিতা না রব। স্মরণ করিলে অতি সত্বরে আসিব॥
ত্রিভুবনে কারে নাহি কর কোন ভয়। মম বরে হবে তুমি সর্ব্বত্র বিজয়॥

এত শুনি যোড়করে বলে চন্দ্রধর। একান্ত না থাক যদি অভাগার ঘর ॥
বিপদে পড়িয়া যবে করিব স্মরণ। তখন এ নরাধমে করিবা তারণ ॥
আর এক নিবেদন তোমার চরণে। যত অপরাধী আমি অক্ষম বর্ণনে ॥
অজ্ঞানে করেছি পাপ না রাখিবা মনে। ক্ষমা করিবেন মোরে কৃপা বিতরণে ॥
দেবী কন পূর্ব্বে যত করিয়াছ দোষ। ক্ষমিলাম তোমাকে সে ত্যজিলাম রোষ ॥
দারাসুত সহ সদা সুখে রাজ্য কর। চলিলাম বাসে হেথা রৈতে নারি আর ॥
এতেক কহিল যদি শিবের নন্দিনী। প্রণমিল চন্দ্রধর লুটায়ে ধরণী ॥
সাত পুত্র সহ আসি সনকা সুন্দরী। ভক্তিভাবে প্রণাম করিল বিষহরী ॥
ক্রমে নর, নারী যত চম্পক বাসিনী। বন্দিল আসিয়া সবে মহেশ নন্দিনী ॥
সবাকারে পদ্মাবতী করিয়া কল্যাণ। নেতা সঙ্গে করিয়া হইলা অন্তর্দ্ধান ॥
মনসা চরিত্র কথা সুধার আধার। অধম কৃষ্ণগোবিন্দ করিল প্রচার ॥

অন্তরীক্ষে মনসার স্থিতি এবং বিপুলার সহিত কথোপকথন।

নিয়ে নেতা সহচরী, মনোহর রথে চড়ি, বিষহরী করেন গমন।
উঠি দেবী অন্তরীক্ষে, বিপুলা ভরে প্রতীক্ষে, করে রথ করিয়া স্থাপন ॥
চম্পকের নরনারী, নাহি হেরে বিষহরী, ভাবে সবে গেল নিকেতন।
পরন্তু বিপুলা সতী, লক্ষ্মীন্দর মহামতি, এ দোঁহে করয়ে দরশন ॥
তবে সায়র কুমারী, কর দুটী ঊর্দ্ধ করি, সবিনয়ে করে নিবেদন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত যত, সকলি তোমার কৃত, অদ্য মাতা ভুল কি কারণ ॥
পুরাইতে তব আশা, অবনীতে মোর আসা, নতুবা আসিত কোন জন।
আশা হল ফলবতী, তবে কেন পদ্মাবতী, মম শাপ না হল মোচন ॥
রাখি মোরে ভূমণ্ডলে, যাইবা সর্গ মণ্ডলে, নিজ কার্য্য করিয়া সাধন।
যদ্যপি মোরে না তার, উত্তর কি দিবা তার, জিজ্ঞাসিলে সহস্র লোচন ॥
শুনিয়া ধনীর ভাষ, দেবী দিলেন আশ্বাস, অবিশ্বাস না হও কিঞ্চন।
যাইবা অমর বাস, কেন মনে ভাব ত্রাস, কর২ ধৈরয ধারণ ॥
ক্ষণকাল থাক সতী, দেখি চম্পকের পতি, সংপ্রতি কি করে আচরণ।
রূপে কৃষ্ণ মূঢ়মতি, জানি আমি তাঁর মতি, দুর্ম্মতিতে রতি সর্ব্বক্ষণ ॥

চন্দ্রধরকর্ত্তৃক বিপুলার পরীক্ষার আদেশ এবং বিপুলার সকলের নিকট হইতে বিদায়।

পূজার যতেক ক্রিয়া করি সমাপন। কহিলেন পুরোহিত ভূপতি সদন ॥
শুন শুন নরেশ আমার নিবেদন। নিষ্কণ্টকে রাজকার্য্য করহ সাধন ॥

মনসা কৃপায় মরা পুত্র হারাধন। যদ্যপি পাইলা করি অল্প আরাধন॥
হইল দেবীর সনে বিবাদ ভঞ্জন। আর যেন বাদ নাহি বাধে কদাচন॥
সাত সুত নিয়া সুখে করহ বঞ্চন। বিপুলাকে দেখ সদা করিয়া যতন॥
চন্দ্রধর শুনি পুরোহিতের বচন। বলে পদে এই এক করি নিবেদন॥
বধূ যদ্যপি অগ্রগণ্যা সতীতে গণন। তথাচ ঘুষিবে দোষ জ্ঞাতি বন্ধুগণ॥
বৎসরেক একাকিনী করিল ভ্রমণ। হইবারে পারে কিংবা সতীত্ব স্খলন॥
অতএব লোকে করাইতে দরশন। পরীক্ষা লইয়া বধূ রাখিব ভবন॥
বিপুলা নিকটে থাকি করিয়া শ্রবণ। ডাক দিয়া মনসাকে বলিছে তখন॥
ভাল মন্দ নাহি জানি পর প্রতারণ। না জান কি জননী গো আমার মনন॥
শ্বশুরে পরীক্ষা লবে সবার সদন। তরিতে তরণী মাত্র তোমার চরণ॥
পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা না হলে কদাচন। না যাইব আমি আর অমর ভবন॥
মনসা বলেন চিন্তা কর কি কারণ। না হইবে অপমান আমার সদন॥
তব সমা সতী আর আছে কোনজন। পরীক্ষা লইতে কেন এত ভীতা মন॥
যাও ত্বরা বিলম্বে কি আছে প্রয়োজন। যশোকীর্ত্তি ঘুষিবেক এতিন ভুবন॥
সকল পরীক্ষা যবে হবে সমাপন। সঙ্গে নিয়া তোমা দোঁহে করিব গমন॥
পতিসহ তবে যেয়ে অমর ভবন। থাকিবা পরম সুখে পূর্ব্বের মতন॥
শুনি বিপুলার হল পুলকিত মন। বিদায় লইতে যান সনকা সদন॥
প্রণাম করিয়া ধনী শাশুড়ী চরণ। বিনয়ে বলেন মৃদু মধুর বচন॥
তোমার চরণে মাতা এই নিবেদন। পরীক্ষা দিবারে যাই শ্বশুর সদন॥
আশির্ব্বাদ কর হয়ে প্রসন্ন বদন। এজন্মেতে আর না হইবে দরশন॥
বহুশ্রমে জীয়াইয়া আনি সুতগণ। কিঞ্চিৎ করিতে সুখ আছিল মনন॥
তাতে বাদী হইলেন সাধুর নন্দন। শ্বশুরের দোষ নাহি কর্ম্মের লিখন॥
যাহউক ও কথায় নাহি প্রয়োজন। দাসীর প্রার্থনা চির থাকিতে স্মরণ॥
বিশেষ কি কব মোর এই নিবেদন। চিরাপরাধিনী আছি করুন মার্জ্জন॥
পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা করিলে নারায়ণ। অচিরে অমর ধামে করিব গমন॥
এরূপ সনকা শুনি বধূর বচন। মরমে পাইয়া ব্যথা করিছে রোদন॥
পরে আসি বিপুলার জাল ছয় জন। শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণী বিষন্ন বদন॥
বিপুলার গলে সবে করিয়া ধারণ। অনিবার অশ্রুধারা করিছে বর্ষণ॥
পরীক্ষা দিবার সবে করয়ে বারণ। সবাকে প্রবোধ বাক্যে সুবদনী কন॥
কি করে লঙ্ঘিব আমি শ্বশুর বচন। বিধাতা লিখন ইহা না হবে খণ্ডন॥

তোমা সবাকার পায় এই নিবেদন। বিদায় করহ যাই অমর ভবন॥
পায় পায় কত ত্রুটি না যায় বর্ণন। পায় ধরি ক্ষম, করি কৃপা বিতরণ॥
পতিসহ সুখে সবে করহ বঞ্চন। বিধাতা করিল মাত্র আমাকে বঞ্চন॥
এতেক বলিয়া ধনী বন্দিয়া চরণ। পরীক্ষার্থে সভাস্থানে করিল গমন॥
চলিল বিপুলা সবে করি নিরীক্ষণ। শিরে হানি পাণি করে অশেষ ক্রন্দন॥
খেদে কৃষ্ণ বলে বন্দি মনসা চরণ। চরমে চরণে রেখ এই নিবেদন॥

বিপুলার পরীক্ষা দেখিবার নিমিত্ত ত্রিভুবনবাসী সকলের আগমন।

বিপুলা পরীক্ষা হবে, অন্তরে অমর সবে, জানিয়া হইল আনন্দিত।
দেখিতে বাসনা করি, যত দেব দেব নারী, আসিয়া হলেন একত্রিত॥
বৃষভ করি বাহন, আসিলেন পঞ্চানন, পার্ব্বতীকে করিয়া সহিত।
আরোহিয়া খগপতি, লক্ষ্মীসহ লক্ষ্মীপতি, ত্বরিতে হলেন উপস্থিত॥
হংস পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সহর্ষে সাবিত্রীনিয়া, চতুর্ম্মুখ হলেন উদিত।
মকরের পৃষ্ঠে চড়ি, উপনীতা সুরেশ্বরী, যাঁরে ছুয়ে বিমুক্তপতিত॥
কৌতুকে এল কৃতান্ত, আর নলিনীর কান্ত, আসিলেন হয়ে হরষিত।
শিখী মুষিক বাহন, ষড়ানন গজানন, আসিল শিবের দুই সুত॥
পবন তপন শনি, শচী সহ বজ্রপাণি, এল ঐরাবত আরোহিয়া।
সরস্বতী অরুন্ধতী, উর্ব্বশী অনঙ্গ রতি, আসিলেন অতিহৃষ্ট হৈয়া॥
দেব দেবী ভুজঙ্গিনী, যত ত্রিপুর বাসিনী, নরনারী তপস্বী সহিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর রক্ষ, যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ, এল সবে হয়ে পুলকিত॥
স্থবির যুবা আবাল, কাণা, কুব্জ, মুক কাল, বর্ণিব কি আসিলেক যত।
কেহনা রহিল বাকি, দেখিতে হইয়া সুখী, গেল তথা কৃষ্ণ বুদ্ধি হত॥

বিপুলার পরীক্ষান্তে লক্ষীধরসহ অন্তর্দ্ধান।

ত্রিভুবনে নরনারী যত ইতি ছিল। পরীক্ষা দেখিতে সবে চম্পকে আসিল॥
হেনকালে সভাতে প্রবিষ্টা হয়ে সতী। ভক্তিভাবে প্রণমিল লুটাইয়া ক্ষিতি॥
জয় ধ্বনি করে তবে যত দেবগণ। আনন্দে করিছে সবে পুষ্প বরিষণ॥
বিপুলাকে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন। অচিরেতে মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ॥
শ্বশুর চরণে ধনী বলে সকাতরে। কি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ আমারে॥
চন্দ্রধর রায় বলে হরিষ অন্তরে। ভুজঙ্গের শিরোমণি কেড়ে লইবারে॥
এতেক শুনিয়া বাণী বিপুলা সুন্দরী। কাড়িয়া লইল মণি বিষধর ধরি॥
তার পরে বলিলেন চম্পকের পতি। কেশে নির্ম্মাইয়া পুল তর স্রোতস্বতী॥

শ্রবণ মাত্রেতে ধনী বিলম্বনা করে। কেশের সেতুতে হাঁটি চলিল সত্বরে॥
ধন্যা২ সবে মিলি করে প্রশংসন। চন্দ্রধর হল অতি আনন্দিত মন॥
সাধু বলে যশঃ কীর্ত্তি রাখগো জননী। তপ্ত তৈলে পশ দেখি সায়র নন্দিনী॥
ইহাতে যদ্যপি অঙ্গ ক্ষত নাহি হয়। তবে ত্রিভুবনে যশঃ ঘুষিবে নিশ্চয়॥
শুনি বিনোদিনী অতি হরষিতা হৈয়া। পশিলেন তপ্ত তৈলে শ্রীহরি স্মরিয়া॥
অতি উষ্ণ তৈল যেন কৃশানু সমান। তাহাতে পতিতা ধনী নাহি ক্লেশ জ্ঞান॥
ধন্যা সতী বলিয়া প্রশংসে সর্ব্বজন। পুষ্প সুধা বরিষণ করে দেবগণ॥
হাসিয়া বলিল তবে চম্পক ঈশ্বর। সমুদ্রে ফেলাও দৃঢ় বাঁধি পদ কর॥
রাজাজ্ঞায় সত্বরে আসিয়া প্রজাগণ। সিন্ধুতে নিক্ষেপ করে করিয়া বন্ধন॥
আপনি বন্ধন খসে গেল ততক্ষণ। তটে উঠে সুবদনী আনন্দিত মন॥
সবে বলে ধরা মধ্যে ধন্যা সতী হয়। কাকে দিব তুলনা অতুল্য গুণচয়॥
সকৌতুকে পাশে আসি সনকা সত্বরে। বদন চুম্বিয়া বধূ করিলেক ক্রোড়ে॥
পুনরপি কহিতে লাগিল সদাগর। একবার হাঁট মাতা শূন্যে করি ভর॥
যশঃ কীর্ত্তি ঘুষিবেক এ তিন সংসার। তব সমা সতী রামা কেবা আছে আর॥
এতেক শুনিয়া তবে সায়র কুমারী। উঠিলেন অন্তরীক্ষে বায়ু ভর করি॥
মৃত্তিকা উপরে যেইরূপ করে গতি। সেইরূপ শূন্যে হাঁটি যায় গুণবতী॥
ক্ষণকাল গতাগতি করিয়া বিপুলা। সবার মাঝারে আসি শূন্যেতে বসিলা॥
জয়ধ্বনি করি সবে বলে ধন্যা২। বুঝি না মানবী হবে, সায়রের কন্যা॥
মনুষ্যের হেন ধারা হবে কোথাকারে। কোন দেব কন্যা এল ছদ্মবেশ ধরে॥
এইরূপে প্রশংসা করিছে নারী নর। বাহু ঊর্দ্ধ করি নৃত্য করে চন্দ্রধর॥
পুনরপি সাধু বলে বধূর গোচর। প্রবেশ করহ দেখি অনল ভিতর॥
অনুচরগণে আজ্ঞা দিলেক রাজন। সভামধ্যে অগ্নিকুণ্ড করহ সাজন॥
আজ্ঞা মাত্রে নানা কাষ্ঠ করিয়া বহন। পাবকের কুণ্ড সৃজে দেখিতে ভীষণ॥
পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠ আনি রাশি২। তাহে ঢালে লক্ষ২ ঘৃতের কলসী॥
আগুনের শিখা যেয়ে পরশে গগণ। তাহা দেখি লক্ষ্মীধর করিছে রোদন॥
পতিকে প্রবোধ দিয়া পতিপ্রাণা সতী। বহ্নিতে প্রবেশ করে অতি হৃষ্টমতি॥
মনসার পাদপদ্ম হৃদিপদ্মে ভাবি। বসিয়া রহিল ধনী যেন স্বর্ণ ছবি॥
অনল পরশে দগ্ধ হয় তিন দেশ। বিপুলার না পুড়িল এক গাছি কেশ॥
হরি স্মরে হরিধ্বনি করে সর্ব্বজন। অম্বরে অমর করে পুষ্প বরিষণ॥

গন্ধর্ব্বে গাইছে গীত নাচে বিদ্যাধরী। অদ্বিতীয়া সতী বটে সায়র কুমারী॥
না ছাড়ে তথাপি চন্দ্রধর দুষ্টমতি। নরাধম জঘন্য পামর বেণে জাতি॥
এত পরীক্ষায় তার না হয় প্রত্যয়। বলে দিব তুলার পরীক্ষা সুনিশ্চয়॥
সবার মধ্যেতে সাধু টানিয়া কামানী। একভিতে একতোলা তুলা দিল আনি॥
আর দিকে সুবদনী উঠিয়া বসিল। সর্ব্বলোকে দেখে তুল্য ওজন হইল॥
অন্তরীক্ষে রথ ভরে থাকি পদ্মাবতী। ডাক দিয়া কন দেবী বিপুলার প্রতি॥
পরীক্ষা হইল শেষ সায়রের বালা। মম রথে আহোরণ কর এই বেলা॥
বিলম্বনা কর ত্বরা চল সুরপুরী। এত শুনি পতি প্রতি বলিছে সুন্দরী॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কান্ত করিয়া স্মরণ। শাপান্ত হইল চল অমর ভবন॥
এত বলি ধনী লক্ষ্মীধর করে ধরে। অন্তরীক্ষে উঠে মনসার রথোপরে॥
পতিসত সতী যদি হল অন্তর্দ্ধান। সভাসদ সমুদায় হল হতজ্ঞান॥
সহসা কোথায় গেল না পায় নির্ণয়। বিষাদে বিদীর্ণ বক্ষঃ নেত্রে ধারা বয়॥
চম্পক নগরে হল মহা গণ্ডগোল। ক্রন্দনেতে কেহ নাহি শুনে কার বোল॥
সন্দ দেখে ধন্দ হয়ে চন্দ্রধর রায়। হাহাকার শব্দ করি পড়িল ধরায়॥
কোথা পুত্র পুত্রবধূ আসহ ত্বরায়। বিপদেতে পদে পদে কে আর তরায়॥
তোমা দোঁহা বিনে হেরি অন্ধকার প্রায়। দেখা দিয়া রাখ প্রাণ নতু বাহিরায়॥
না জানিয়া কুকর্ম্ম করেছি হায়! হায়! তার ফল ফলে মোর এবে পায়২॥
কেন আমি বধূকে দিলাম পরীক্ষায়। পাইয়া অমূল্য নিধি হারানু হেলায়॥
কেন বিধি নিদারুণ হইলা আমায়। অবিবেকি করিতে বিধি এলেম হেথায়॥
বিধিকেও দোষিবাবে বিধি না যোয়ায়। কুবুদ্ধি ঘটলে ধন হারায় জুয়ায়॥
আপনি আপনা খেয়ে এবে দোষী হায়। মনে লয় হলাহল পানে ত্যজিকায়॥
প্রবোধ বচনে কেহ সাধুকে জানায়। কাঁদিলে কে আসে পুনঃ যেযায় সেথায়॥

সনকার অচৈতন্য এবং পুত্রবধূসহ পুত্রগণের রোদন।

এইরূপে খেদ করে, কাঁদে রাজা চন্দ্রধরে, মনে গণি আপন কুকাজ।
দেখে শুনে এসমস্ত, সনকা হইয়া ব্যস্ত, অতি ত্রস্ত এল সভামাঝ॥
শুনি নিদারুণ কথা, পাইল অশেষ ব্যথা, সহসা যেমন দেবরাজ।
না বর্ষিয়া বারি ধরে, আসিয়া আপন করে, শিরঃপরে প্রহারিল বাজ॥
ত্রিভুবন গণি শূন্য, হইয়া চেতনা শূন্য, রাণী পড়ে সবার সমাজ।
এসব অবস্থা শুনি, ছয় পুত্রের রমণী, বাহিরায় ত্যজি কুললাজ॥
শিরেতে হানিয়া পাণি, করিয়া ক্রন্দন ধ্বনি, ধনীগণ পরিহরি সাজ॥

হলে না হেরিয়া জালে, দাবানলে হিয়া জ্বলে, কোথায় দেবর নটরাজ ॥
শ্রীধরাদি ছয় ভ্রাতা, করেছে হানিয়া মাথা, বলে নাহি জীবনের কাজ।
গেল প্রাণাধিক ভাই, এসম্পদে দিয়া ছাই, আর কিসে রব হয়ে রাজ ॥
কোথায় সায়র কন্যা, রূপেগুণে ধরাধন্যা, অসাধ্য সুসাধ্য যাঁর কাজে।
মরিয়াছিলাম প্রাণে, কৃষ্ণ বলে প্রাণপণে, পুনর্জ্জীবী করেছে অব্যাজে ॥

সনকার মোহত্যাগে বিলাপ।

লক্ষ্মীধর বিপুলা শোকেতে সর্ব্বজন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা করেছে ক্রন্দন ॥
কোলাহল মহাধ্বনি চম্পক নগরে। প্রবোধ বচন্ নাহি বলে কেহ কারে ॥
বাহ্য জ্ঞান্ হীনা হয়ে সনকা সুন্দরী। ভূতলে পতিতা মৃতা অনুমান করি ॥
নিকটেতে যেয়ে ভবে পুত্র বধূচয়। কেহ বলে মরিয়াছে কেহ বলে নয় ॥
কেহ বলে যত্ন করি দেখি একবার। কেহ বলে রাণী নাহি বাঁচিবে এবার ॥
এইরূপে ইতস্ততঃ ভাবি রামাগণ্। অনুমান করে কিসে হবে সচেতন ॥
কর্ণেফুক দেয় কেহ শিরে ঢালে নীর। কেহ বলে উঠ বুক ফাটে দুঃখিনীর ॥
কোন২ জন নাসিকাগ্রে ধরিতুলা। কোন জন করে কর ধরি দেয় তোলা ॥
কোন জন বলে অতি হইয়া ব্যাকুলা। নেত্র মেলি দেখ পুনঃ আসিল বিপুলা ॥
এইরূপে বলাবলী করে যত ধনী। বহু কষ্টে সচৈতন্যা হইলেন রাণী ॥
উচ্চৈঃস্বরে কেন্দে বলে সনকা সুন্দরী। কোথা বাছা লক্ষ্মীধর সায়র কুমারী ॥
দিবসে তিমির ময় কংসমাঝে হেরি। প্রাণাধিক প্রাণাধিকা কোথা গেল ছাড়ি ॥
কে হরিল অকস্মাৎ হরি হরি হরি। তোদের শোকে অভাগী মরি২ মরি ॥
গরল খাইব কিম্বা বিষধর ধরি। নতুবা মরিব গলে দ হারিয়া ছুরী ॥
অথবা ত্যজিব প্রাণ প্রবেশিয়া বারি। কিম্বা প্রাণ দিব আমি বৈশ্বানরে পুড়ি ॥
তোমাদের শোকে প্রাণ্ কভুনা রাখিব। মরিব মরিব আমি অবশ্য মরিব ॥
অহে পুত্র কোথা পুত্র কোথা মোর বধূ। আর না হেরিব চক্ষে এযুগল বিধু ॥
অকরুণ চতুর্ম্মুখ কেন হয়ে ক্রূর। হরে নিল পুত্রনিধি শূন্য করে ক্রোড় ॥
কি বাদ তাঁহার সনে আছিল আমার। সে বাদে প্রমাদ এত বাধিল অপার ॥
কত কত এই মত উচ্চৈঃস্বরে রাণী। ক্রন্দন করিছে শিরে করাঘাত হানি ॥
নয়নের নীরে যেন হল সরোবর। চন্দ্রধর প্রতি করে র্ভৎসনা উত্তর ॥
ছিছি হত মূর্খ দুরাচার সদাগর। তব দোষে উপেক্ষিল পুত্র গুণাকর ॥
ত্রিভুবনে সতী কেবা বিপুলার সমা। বোধহয় তুল্য নয় শচী উমা রমা ॥
মরা পুত্র হারাধন যেয়ে দেবপুরে। হেলায় আনিয়া ঘরে দিল করে করে ॥

তথাচ তোমার ভ্রম না হইল দূর। পরীক্ষা লইতে ইচ্ছা হল এতদূর॥
সেকারণে পুত্রসহ বধু গেলদূর। এতদিনে জানিলাম শূন্য হল ক্রোড়॥
একেকুল বধূ তাহাতে রাজবালা। এবেশে সভার মাঝে কি জন্যে আনিলা॥
বণিক্য জাতির অতি ইতর আচার। ধর্ম্মভয় লোকলাজ না করে বিচার॥
কিলাজেকিলাজে বধূ সভাতেআনিলে। তাইসে আপন মাথা আপনিখাইলে॥
অভিমানে গুণবতী সতী পতিনিয়া। দিয়া তাপ গেল পাপ রাজ্য উপেক্ষিয়া॥
আর না দেখিব আমি সে চাঁদ বদন। না দেখিব পুত্র মোর ভুবন মোহন॥
যেই দিন মম গর্ভে জন্মে এতনয়। তখনি ভেবেছি মনে মম এ তনয়॥
মায়া করি কোন দেব এল ছলিবারে। এত রূপ গুণ কোথা মানবেতে ধরে॥
সেই শেল প্রহারিয়া আমার অন্তরে। অকলঙ্ক শশী গুণরাশি গেল দূরে॥
কেন নাহি যাবে, অপমান কত সয়। কাকপোষ্য পিক বল কত দিন রয়॥
এত ভাবি পরিহরি গেল লক্ষ্মীবর। যেই দেবপুত্র সেই দেবের নগর॥
মরিয়া আছিল পুত্র আছিলাম ভাল। জীয়াইয়া এনে এত প্রমাদ পড়িল॥
আশা ছিল বধূ গিয়াছিল দেবপুরে। পুত্র মোর জীয়াইয়া আনিবেক ঘরে॥
তাইভাবি রেখে প্রাণ রয়েছি যে ঘর। আজিহতে সে আশা নিরাশ হল মোর॥
কি ফল বিফল মোর রাখিয়া জীবনে। অনলে অর্পিব কিংবা পশিব জীবনে॥
এইরূপ সনকা যে করয়ে ক্রন্দন॥ এক মুখে পারে কত করিতে বর্ণন॥
বাসুকী আসিয়া যদি করয়ে বর্ণনা। তথাচ না হবে শেষ তার এক কণা॥
পরস্পর চম্পকের যত নরনারী। কোলাহল বিনা নাহি শুনি কার বাণী॥
এই মতে কিছুকাল হইলেক গত। শোক জ্বালা ক্রমে২ হল দূরীভূত॥
জন্মিলেই একদিন অবশ্য মরণ। এত ভাবি করে সবে শোক সংবরণ॥
ছয় পুত্রসহ চম্পকের নরেশ্বর। সুখেতে শাসন করে চম্পক নগর॥
মনসার কৃপায় খণ্ডিল পাপ তাপ। ক্রমে হল ভূপতির প্রবল প্রতাপ॥
রাজার সুখেতে সুখী হয় প্রজাগণ। দুর্ভিক্ষ না হয় রাজ্যে অকালে মরণ॥
চন্দ্রধর রায় পূর্ব্ব ভাব পরিহরি। ভক্তি ভাবে পূজে সদা জয় বিষহরী॥
বিশ্ব মাঝে বিষহরী অতুল মহিমা। আমি কি বর্ণিব বেদে দিতে নারে সীমা॥
কোটি২ প্রণাম মনসা শ্রীচরণে। করিয়া এ পুণ্য কথা হীন কৃষ্ণ ভণে॥

বিপুলার উজানী নগর যাইতে মসনার অনুমতি।

শুনিয়া সনক মুখে, ভাসি পরম কৌতুকে, বলেন লোমশ মুনিবর।
মনসা চরিত গীত, সুধা হতে সুললিত, শ্রবণেতে কলুষ অন্তর॥

চন্দ্রধর নিজপুরে, বঞ্চিলেন হৃষ্টান্তরে, পরে কোথা গেল লক্ষ্মীধর।
মুনি কন শুন মুনি, বিপুলা রাজনন্দিনী, লক্ষ্মীধর সহ অতঃপর॥
আনন্দে ভাসিয়া অতি, চলেছে অমরাবতী, আরোহি মনসা রথোপর।
যাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে, সতী কন যোড় করে, জয় বিষহরীর গোচর॥
মা তোমার শ্রীচরণে, নিবেদি অধিনী জনে, মম বাক্য অবধান কর।
সাধিয়া তোমার কাজ, চলেছি দেব সমাজ, আর না, আসিব মর্ত্যপুর॥
বড়ই বাসনা মনে, যাইয়া পিতৃ সদনে, হেরিবারে উজানী নগর।
আমি অভাগিনী প্রতি, জনকের স্নেহ অতি, জননীর স্নেহ বহুতর॥
কিন্তু যদি এ বেশেতে, যাই তাসবে দেখিতে, তবে পুনঃ আসা যে দুষ্কর।
অতএব মায়া করি, তাপসের বেশ ধরি, যাব আমি জনকের ঘর॥
এত শুনি পদ্মাবতী, করিলেন অভিমতি, হয়ে অতি সানন্দ অন্তর।
আমিও যাব সংহতি, চল তোরা পত্নী পতি, লও স্কন্ধে করিয়া কিঙ্কর॥

যোগী, যোগিনীর বেশে লক্ষ্মীধর এবং বিপুলার উজানী নগরে গমন ও বিদায়।

বিষহরী সহিতে বিপুলা লক্ষ্মীধর। নিমেষেতে উত্তরিলা উজানী নগর॥
মনসা দিলেন যোগীবেশের ভূষণ। সাজিতে তাপস ধনী আরম্ভে তখন॥
ভুজঙ্গ নিন্দিত বেণী বিমুক্ত করিয়া। জটা তার শিরোপরে বাঁধে বিনাইয়া॥
গৃধিনী জিনিয়া শ্রুতি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাহে হেম কুণ্ডল করিছে ঝল মল॥
সে কুণ্ডল পরিহরি সায়র নন্দিনী। তামার কুণ্ডল পরে পঙ্কজ নয়নী॥
মৃণাল বিজয়ী কর কন্টক বর্জ্জিত। কাঞ্চন কঙ্কনছিল ত্যজিল ত্বরিত॥
রুদ্রাক্ষের মালা কর কমলে পরিল। পট্ট বস্ত্র পরি হরি বাঘাম্বর নিল॥
মরালের গর্ব্ব খর্ব্ব যে ধনী গলায়। অয়স্কান্ত মণিহার যাহে শোভাপায়॥
পরিহার সেহার করিয়া মৃগেক্ষণী। হাড় মালা পরিলেন গজেন্দ্র গমনী॥
অকলঙ্ক দ্বিজরাজ বিজয়ী অধরে। ছাই মাখে তবু শোভা, ধরাতে নাধরে॥
প্রবাল প্রস্তর স্বর্ণ নির্ম্মিত ভূষণ। দূরে করি পরেধনী তাম্র আভরণ॥
এপ্রকারে লক্ষ্মীধর ত্যজি নিজ সাজ। হর জিনি ধরে বেশ অন্যের কি কাজ॥
লক্ষ্মীধর সাজিল সন্ন্যাসী চূড়ামণি। বিপুলা ভুবন জিনি হল তপস্বিনী॥
দেখি শিব সুতা অতি প্রশংসা করিল। যে বেশ ধারণ কর তাই বটে ভাল॥
মনসা বলেন রথ রাখি এইস্থান। তোমা দোঁহে প্রদব্রজে করহ প্রয়াণ॥
তবে দোঁহে শ্রীচরণ করিয়া বন্দন। তাপস তাপসী যান ভূপতি সদন॥

নগরে বেড়ায় তারা প্রতি ঘরে ২ । যেই দেখে সেই আঁখি পালটিতে নারে ॥
যোগীর এমনরূপ আছে কি জগতে । হেরি নরনারী সব ধাইল পশ্চাতে ॥
। বালার্ক বিজয়ী দেখি অঙ্গের কারণ । ধন্য ধন্য বলি সবে করে প্রশংসন ॥
জিজ্ঞাসিলে কারসনে না উত্তর । ধন করি দিলে দূরে ফেলায় সত্বর ॥
নগরের মধ্যে ছিল যত দীন জন । তাসবে কুড়িয়া নেয় সেই রত্ন ধন ॥
এইরূপে ভ্রমে দোঁহে যথালয় মনে । আবল বৃদ্ধ যুবক ধায় সনে ২ ॥
সকৌতুকে দুই জনে করিয়া ভ্রমণ । উত্তরিল সায়র ভূপের নিকেতন ॥
দ্বারে যেয়ে দেখে ভয়ঙ্কর দ্বার পাল । যোগী বলে দ্বার ছাড় দেখিব ভূপাল ॥
দ্বারিগণ বলে মোরা দ্বারী চিরকাল । ছাড়িব যখনে আজ্ঞা করে মহীপাল ॥
পৃথ্বীপ প্রতাপে জিনে কালান্তের বাল । প্রবেশিলে অন্তঃপুরে ঘটিবে জঞ্জাল ॥
যোগী বলে জিজ্ঞাসিয়া রাজার সদন । আদেশানুসারে পরে কর আচরণ ॥
এতশুনি দ্বারবান যাইয়া সত্বরে । বিনয় সংবাদ জানাইল নরেশ্বরে ॥
যোগী যোগিনীর নাম শুনি নরপতি । আদেশ করিল হেথা আন শীঘ্রগতি ॥
সত্বরেতে দ্বারপাল আসিয়া তখনি । বলে যেতে আদেশ করিল নৃপমণি ॥
দ্বারীর বচনে হৃষ্ট হয়ে দুইজন । অন্তঃপুরে গেল যথা আছেন রাজন ॥
ভূপতি হেরিয়া দোঁহাকার রূপ রাশি । বলে রবি শশী বুঝি পড়িয়াছে খসি ॥
কলঙ্কী শশাঙ্ক স্থিতি করে নভস্তলে । আজি অকলঙ্ক ইন্দু উদয় এস্থলে ॥
কভু দেখি শুনি নাহি এতিন ভুবনে । তাপস তাপসীরূপে সবাকারে জিনে ॥
অঙ্গের কিরণ যেন পাবকের শিখা । রায় বলে হল মম ভাগ্যেতে যে দেখা ॥
আস্তে ব্যস্তে সিংহাসন ত্যজি নরনাথ । ভক্তিভাবে করিবারে গেল প্রণিপাত ॥
হরে হরে দুই জনে বলিছে তখন । কাহার প্রণাম মোরা না লই কখন ॥
ক্ষম নরপতি নাহি করহ প্রণাম । সুখে রাজ্য শাস আশীর্ব্বাদ করিলাম ॥
এত বলি সোণার পালঙ্কে না বসিয়া । কক্ষে কুশাসন ছিল বসিল পাতিয়া ॥
অন্তঃপুর নিবাসিনী যতেক রমণী । শুনিয়া যোগীর নাম আসিল তখনি ॥
বিপুলার জননী সুমিত্রা রাজরাণী । দেখি প্রশংসিল ধন্যা তোদের জননী ॥
কোন পুণ্যবতী গর্ভে করিল ধারণ । বুঝিবা মানবী নাহি হইবে সে জন ॥
এইরূপে অশেষ প্রসংশি মহারাণী । বহুমূল্য মাণিক্য মুকুতা দিল আনি ॥
সায়রের সাতসুত আসিয়া সত্বরে । অর্পিল সপ্ত মাণিক্য তাপস যোগীরে ॥
সায়র রাজার এল সাত পুত্র বধূ । গুণে যেন সরস্বতীরূপে পূর্ণ বিধু ॥
রজত কাঞ্চন মণি প্রবাল প্রস্তর । আনিয়া রাখিল সব যোগীর গোচর ॥

ধন্য যোগী যোগিনী প্রশংসে সর্ব্বজন। এমন তেজস্বী আর না দেখি কখন॥
যত ধন তাসবারে দিল যত জন। তাপস তাপসী কিছু না করে গ্রহণ॥
লক্ষীধর বলে তবে বিপুলা গোচরে। চল ভ্রমি দেখিগিয়া প্রতি ঘরে ২॥
অন্তঃপুর মাঝে যত আছয়ে মন্দির। হাটিয়া বেড়ায় দোঁহে অতি সুগম্ভীর॥
বাল্যকালে বিপুলার কেলী স্থান যত। সমুদায় স্বামীকে দেখায় ক্রমাগত॥
সম্মুখে দেখিয়া ধনী রন্ধনের ঘর। বিনয়ে বলিছে কান্তা কান্তের গোচর॥
এইত মন্দিরে সদা করেছি অশন। কত সমাদরেতে তোষিতে বধূগণ॥
এখন জন্মেরমত পরি হরি যাই। আরত না সুখ ভোগ হবে এই ঠাঁই॥
অতএব বাসনা হয়েছে মম মনে। চাহিয়া লইব অন্ন জননীর স্থানে॥
এতবলি গেল দোঁহে সুমিত্রা গোচর। বলে অন্ন দাও ক্ষুধা হইল বিস্তর॥
ধন রত্ন মণি মুক্তা কিছু নাহি চাই। শ্রদ্ধাতে যে দেয় অন্ন তারই ঘরে খাই॥
শুনিয়া সুমিত্রা অতি পুলকিতা হয়ে। দুই স্বর্ণ থালে অন্ন দিলেন আনিয়ে॥
দিব্য অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন আদি করি। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় দেব মনোহারি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ক্ষীর সর ননী। পরম আহ্লাদে আনি দেন রাজরাণী॥
তাপস তাপসী দোঁহে করিয়া ভক্ষণ। পরিতৃপ্ত হয়ে করে আশীষ তখন॥
চিরসুখে থাক দুঃখ না হবে কখন। কমলা গৃহে অচলা রবে সর্ব্বক্ষণ॥
ভোজনান্তে তাম্বুল খাইয়া দুইজন। পুনরপি ঘরে২ করিছে ভ্রমণ॥
বিপুলা সুন্দরী বলে শুন প্রাণপতি। এস্থান ছাড়িয়া যেতে নাহি লয় মতি॥
এই ধামে সুখভোগ করেছি অপার। সেকথা স্মরিয়া হৃদি বিদরে আমার॥
জনক জননী সহোদর বধূগণ। তা সবার স্নেহ স্মরি ঝরিছে নয়ন॥
কিরূপে এ সমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া। অমরে যাইব নাহি চায় মোর হিয়া॥
যা হউক থাকিতে নারিব কদাচন। কিন্তু নাথ অদ্য নিশি করিব বঞ্চন॥
কি করিব অনুরাগ ঘুচাইতে নারি। যা করে মা কালী কালি যাব দেবপুরী॥
এতেক বচন যদি কান্তা প্রকাশিল। কান্তও রাত্রি যাপিতে সম্মত হইল॥
তবেত যোগিনী বলে সুমিত্রার স্থান। করিব এরাত্রি তব স্থানে অবস্থান॥
তাপসীর বাক্যে অতি সন্তুষ্টা যে রাণী। সমাদরে স্থানদান করেন তখনি॥
নানা উপহারে দোঁহে করায় ভোজন। শয়ন করায় নিয়া আপন ভবন॥
স্বর্ণ বিনির্ম্মিত খট্টে তাপস তাপসী। নিদ্রা আসিলেন অতি আনন্দেতে ভাসি॥
পরেতে বিপুলা কন শুন প্রাণপতি। এক্ষণে লিখিব এক মম দুঃখ পাতী॥

এভাবে চলিয়া যাওয়া উপযুক্ত নয়। লিখিতে উচিত আমাদের পরিচয়॥
পরে মসী কাগজ আনিয়া বিনোদিনী। পত্রিকা লিখিছে করে করিয়া লেখনী॥
যেভাবেতে ভুজঙ্গে দংশিল লক্ষ্মীধর। শব নিয়ে গিয়ে ছিল অমর নগর॥
নিজ পতি ভাশুর নিকর আদি করি। জীয়ায়ে আনিল সহ চতুর্দ্দশ তরী॥
বিস্তারিয়া সমুদায় করিল লিখন। অবশেষে লিখিল পরীক্ষা বিবরণ॥
পরে লিখে মোরা ছিনু অনিরুদ্ধ ঊষা। সুরপুর হতে মর্ত্ত্যে আনিলা মনসা॥
এবে করি শিব সুতা কার্য্য সংসাধন। স্বর্গে নিয়া চলেছেন আমা দুইজন॥
ধরার যতেক দুঃখ না ধরে ধরায়। ইচ্ছা ছিল কিছুদিন থাকিব হেথায়॥
তাতে বাদী হইলেন চন্দ্রধর রায়। আমার পরীক্ষা নিল আনিয়া সবায়॥
সেইজন্য মনেতে ভাবিয়া অপমান। অচিরে অমরে তেঁই করেছি প্রস্থান॥
চম্পক ছাড়িলে আমি বিপুলা দুঃখিনী। মানসে স্মরণ করি জনক জননী॥
আশা করে আসা হল দেখিতে চরণ। এজন্মেতে আর না হইবে দরশন॥
নিজ বেশ পরিহরি আসি ছদ্ম বেশে। কারণ রাখিতে চাহ পাছে অবশেষে॥
ঘটিল যা ছিল মোর কর্ম্মের লিখন। চিরাপরাধিনী আমি করিবা মার্জ্জন॥
জনক জননী আর সহোদর চয়। কত যত্ন করেছেন বর্ণিবার নয়॥
যত স্নেহ করেছে আমাকে বধূগণ। একাননে কত পারি করিতে বর্ণন॥
সবাকার ধার আমি নারিনু শোধিতে। এই সে দারুণ দুঃখ রহিল হৃদেতে॥
কিকরি এক্ষণে আর থাকিতে নাপারি। জনমের মত তাই যাই সুরপুরী॥
যত দোষ আমার ক্ষমিবা কৃপাকরি॥ গালিনাহি দিবা পূর্ব্ব অপরাধ স্মরি॥
এপ্রকারে পত্রিকা লিখিলা বিনোদিনী। অশেষ বিনয়ে বন্দি জনক জননী॥
শয্যার উপরে পত্র রাখিলেন ধনী। হইল প্রভাতা কলক্ষণেতে যামিনী॥
চন্দ্র অস্ত গেল সমুদিত দিনমণি। কুমুদিনী মলিনী নলিনী প্রমোদিনী॥
পাখী যত সুললিত কাকলী প্রকাশে। গাত্রতুলে জীব বৃন্দ নিদ্রা অবশেষে॥
নানা পুষ্প সৌরভে উদ্যান আমোদিত। মন্দ মন্দ সমীর বহিছে সুললিত॥
তাপস তাপসী দোঁহে নিদ্রা সাঙ্গ করি। গাত্রোত্থান করে শিব দুর্গানাম স্মরি॥
রীতি মত প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন। বিদায় লইয়া দোহে সবার সদন॥
আসিলেন যথায় আছেন বিষহরী। ধরিল আপন মূর্ত্তি ছদ্মবেশ ছাড়ি॥
মনসা বিপুলা নেতা আর লক্ষ্মীধর। রথে চড়ি চলিলেন অমর নগর॥
শিবসুতা চরণেতে প্রণাম করিয়া। কৃষ্ণবলে মোরে লও সঙ্গেতে করিয়া॥

সুমিত্রা প্রভৃতির রোদন।

তাপস তাপসী বরে, স্বস্থানে প্রস্থান করে, ছদ্মবেশ করি পরিহার।
পরে সায়র ভূপতি, বিপুলা লিখন পাতী, শয্যোপরে পান দেখিবার॥
পত্রকরি অধ্যয়ন, জানি সব বিবরণ, রাণীকে দিলেন সমাচার।
ছদ্ম তপস্বিনী বেশে, বিপুলা আসিয়া বাসে, ছলে গেল আমা সবাকার॥
পত্রে যাহা লেখেছিল, সমুদয় প্রকাশিল, শুনে রাণী হল শবাকার।
আস্যে নাহি আসে ভাষ, নাসা হল হতশ্বাস, দেখে পাশে আসে সবাকার॥
পুত্র, পুত্র বধূগণ, একত্রে করে রোদন, বারতা শুনিয়া বিপুলার।
ভূপতি করে ক্রন্দন, প্রজাপুঞ্জ পরিজন, বিলাপ করিছে বারবার॥
সুমিত্রাকে ধরাগতা, পুত্রগণের বনিতা, হেরে ডুবে দুঃখ পারাবারে।
সবে করি ধরা ধরি, শিরোপরে ঢালে বারি, যত্নকরে অশেষ প্রকারে॥
ফুক দেয় কর্ণমূলে, ভাসিয়া নয়ন জলে; বলে নেত্র মেল একবার।
কেন প্রাণ দিবা ইথে, এল তব সম্মুখেতে, বিপুলা সুন্দরী পুনর্ব্বার॥
করিবারে সচেতন, এইরূপে রামাগণ, অনেক করিল প্রতীকার।
বহুকষ্টে রাজাঙ্গনা, হয়ে পরে সচেতনা, বলে কোথা দুহিতা আমার॥
নাহেরে শশাঙ্কমুখ, বিদরিয়া যায় বুক, কি উপায় করি বল তার।
হায় কি দারুণ বিধি, করে কি দারুণ বিধি, দিয়া নিধি হরিল আবার॥
আমি অতি অভাগিনী, আগে কিছু নাহি জানি, ঘটবে যাতনা এপ্রকার।
হৃদয়ে হানিয়া শেল, ছলেতে ছলিয়া গেল, নতু কি পারিত যাইবার॥
কি করি পরাণে মরি, পরাণ কুমারী ছাড়ি, গেল দেখা না হইবে আর।
কি দেখে পাপ পরাণ, দেহ মধ্যে বিরাজমান, অবশ্য করিব পরিহার॥
বিষধর করে ধরি, অথবা গলায় ছুরী, প্রহারিব ভাবিয়াছি সার।
ঝাঁপ দিব সিন্ধুনীরে, কিম্বা দেহ বৈশ্বানরে, পুড়িয়া করিব ছারখার॥
হেন কন্যা যার মরে, সে কিসে বাঁচিতে পারে, বিষে দেহ দহে অনিবার।
কি কঠিন প্রাণ মোর, প্রস্তর হইতে দৃঢ়, এতক্ষণে না হইল বার॥
রূপ গুণে ধরাধন্যা, ত্রিভুবনে হেন কন্যা, কম দেখি জন্মেছিল কার।
ভূপতি দুর্ম্মতি হয়ে, হেন কন্যা দিল বিয়ে, আনি চন্দ্রধরের কুমার॥
চন্দ্রধর মহা দুষ্ট, দেব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ইষ্ট, কাহাকে না মানে দুরাচার।
দেব দেব ত্রিপুরারি, তাঁহার নন্দিনী সুন্দরী, তাঁরে ঘৃণে না করে বিচার॥
সে দোষে কত বিপদে, পড়েছিল পদে পদে, বর্ণনেতে অনেক বিস্তার।
উঁহাতে মম কুমারী, নিজ প্রাণপণ করি, সতী বলি করিল নিস্তার॥
উঁহাচ সে সাধু ভণ্ড, দুর্ব্বুদ্ধি পাষণ্ড মণ্ড, পরীক্ষা লইল পুনর্ব্বার।
তাই সে দুহিতা মোর, হইয়াছে দেশান্তর, অমর্য্যাদা স্মরি আপনার॥
এইরূপে রাজরাণী, খেদে বয়ে নানা বাণী, সম্পূর্ণ কি পারি বর্ণিবার।
ইষ্ট যেয়ে সন্নিকটে, প্রবোধিছে করপুটে, বিনয় বচনে বারং॥

লক্ষ্মীধর এবং বিপুলার স্বর্গারোহণ।

সায়র ভূপ বনিতা সুমিত্রা সুন্দরী। অশেষ ক্রন্দন করে বিপুলাকে স্মরি॥
ত্রিবেণী নর নারী আসি সর্ব্বজনে। রাণীকে বুঝায় নানা প্রবোধ বচনে॥
কর খেদ সংবরণ না হও উতালা। কাঁদিলে কিফল বল হবে রাজবালা॥
আর কভু ফিরে নাহি আসিবে বিপুলা। বৃথা কেন বৃদ্ধি কর তাঁর শোকজ্বালা॥
যখনে জন্মিয়াছিল বিপুলা সুন্দরী। তখনে মানবী নাহি অনুমান করি॥
মায়া করি এল কোন দেবের কুমারী। কিজন্য থাকিবে হেথা দেবকুল ছাড়ি॥
অতএব ধৈর্য্যধরা উচিত তোমার। ত্রিভুবন মধ্যে জান কেহ নহে কার॥
জন্মিলে মরণ আছে আছ অবগত। তবে কেন ভ্রমে হলে শোকান্বিতা এত॥
এপ্রকারে অনেকে প্রবোধি সুমিত্রাকে। অশেষ বিশেষরূপে বুঝাইয়া রাখে॥
ক্রমে করি বিপুলার শোক সংবরণ। হরিষে বিষাদে রাণী রহিল ভবন॥
পুত্র পরিবার সহ সায়র রাজন। উজানী নগরে করে প্রজার পালন॥
শুন বলি লক্ষ্মীধর বিপুলার কথা। অমর নগরে গেল সহ শিব সুতা॥
মানব মানবী দেহ করিয়া বর্জ্জন। দোঁহাকারে পূর্ব্ব রূপ করিল ধারণ॥
অপ্সর, অপ্সরী রূপ অতি মনোহর। বিপুলা সে ঊষা অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীধর॥
আনন্দেতে মনসা করিয়া সহকারে। শুভক্ষণে প্রবেশ করিল সুরপুরে॥
ইন্দ্রের সদনে যেয়ে বন্দিল চরণ। দোঁহে হেরি হর্ষে ভাসে সহস্র লোচন॥
অনিরুদ্ধ ঊষা পুনঃ এল স্বর্গবাসে। শুনি সব দেবগণ দেখিবারে আসে॥
ক্রমে সর্ব্ব দেব পদ বন্দে দুইজন। আশীর্ব্বাদ করে সবে হয়ে হৃষ্টমন॥
জয়২ শব্দ হল অমর নগরে। হর্ষে বর্ষে পুষ্পপুঞ্জ না ধরে অম্বরে॥
নানা বাদ্য বাজে করে মঙ্গলাচরণ। নৃত্য গীত হল যত না যায় বর্ণন॥
যথাযোগ্য পুরস্কার করিয়া অর্পণ। যার যেই নিকেতনে করিলা গমন॥
পূর্ব্বমত আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীতে। সুখে ঊষা অনিরুদ্ধ অমর পুরেতে॥
রহিল ঘুচিল অবনীর দুঃখ ক্লেশ। কৃষ্ণ নরাধম কভু যাবে কি সে দেশ?
মনসা চরিত্র কথা অতি চমৎকার। শ্রবণেতে মহা পুণ্য কলুষ সংহার॥
কায়মনে যে করিবে ভজন পূজন॥ কমলা অচলা রবে তাঁহার ভবন॥
ধন পুত্র পরিজন জ্ঞান বুদ্ধি পায়। দৃঢ় ভক্তি আছে যার ভবাঙ্গজা পায়॥
যে পাষণ্ড বিষহরী করিবে হেলন। পদে২ বিপদে পড়িবে সেইজন॥
ঐহিক অহিত নাহি চরমে উদ্ধার। অতএব বিষহরী দেবী ভাবনার॥
এমন প্রত্যক্ষ দেবতা নহে কেহ। ইথে কিন্তু অণুমাত্র নাহিক সন্দেহ॥
পতিত কৃষ্ণগোবিন্দ কলুষপাথারে। দেখে তাঁরে সে তারে কি না তারে সাঁতারে
যদ্যপি হেন পাতকী করে পরিত্রাণ। তবে সে নামের করি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান॥
নত শিরে কৃষ্ণ বলে পড়িয়া ধরায়। শিব সুতা না তারিলে কে তারে ত্বরায়॥
বন্দ সার মনসার কমল চরণ। গ্রন্থ পূর্ণ হল হরি বল সর্ব্বজন॥

ইতি পদ্মপুরাণ সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের পরিচয়ান্তে বিলাপ।

শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী নবীগঞ্জ থানা,
উত্তরে প্রদব্রজে দণ্ডেক হাটিলে।
পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ জন্তরী পরগণা,
তথায় সমীপবর্ত্তী পশ্চিম অঞ্চলে॥

জমীদার, বিপ্রবংশ, কায়স্থ বসতি,
বটে বড় সাকয়া নামেতে, সে নগর।
পূর্ব্ব পার্শ্বে বহে, কুশিয়ারা স্রোতস্বতী,
ক্ষুদ্র গ্রাম, সে তটিনী পূর্ব্ব তটোপর॥

পুরুষ-উত্তমপুর মৌজে জন্মভূমি,
ঈশ্বর মানিক্য রাম, পাল বংশে জাত।
তাঁহার তনয় মূর্খ দুরাচার আমি,
নাম কৃষ্ণগোবিন্দ নিকৃষ্ট অবজ্ঞাত॥

হেন নরাধম আর নাহি ধরাধামে,
ভ্রমে মাতা, তাত, নাম রাখিল আমার।
করিলেন [illegible]খ্যাতি ঘোষণা কৃষ্ণ নামে,
এ ঘটনা অবশ্য হইবে বিধাতার॥

বুঝি কৃষ্ণ [illegible]নে বাদ তাঁহার আছিল,
সে যে ভগবান, জয়ী হবে কি করিয়া।
তেঁই আমি নরাধম জন্মে মিরমিল,
নি[illegible]বার তরে তাঁর নাম উচ্চারিয়া॥

কিন্তু এই বিধি, বিধি অবিধি করিল,
উচিত ছিলনা করা অমর্য্যাদা এত।
নিকৃষ্ট কৃষ্ণের, কৃষ্ণ নাম প্রা[illegible]বিল,
আমি পারি চতুর্ম্মুখে দোষিবারে কত॥

কে পারে খণ্ডাতে কভু অদৃষ্ট লিখন,
বৃথা আলোচন করি পশিব নরকে।
বর্ণিতে বাসনা কিছু হৃদয় বেদন,
ভুলিতে নারিব ভ্রমে থাকিতে ভূ-লোকে॥

হয়েছিল সর্ব্বগুণী দেশেতে আমার,
কবিবর, ভাবানন্দ রায় চক্রবর্ত্তী।
প্রকাশিব গুণ কত করিয়া বিস্তার,
অকালে হরিল কাল সেকাল দুর্ম্মতি॥

অব্দ ত্র্যশীতি শেষ, বাণ অর্কবারে,
সেই গুণরাশি, আসি করিল হরণ।
কিন্তু সে চলিয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগরে,
করি মাত্র এ অধীনে দুঃখের ভাজন॥

সেরূপ আমার প্রতি ছিল ভাল বাসা,
অক্ষম বর্ণনে ধরি কতবা শকতি।
ভ্রমণ শয়ন স্থানান্তরে যাওয়া আসা,
সঙ্গে সঙ্গে আমোদে সতত হৃষ্ট মতি॥

এ[illegible] সে সব স্মরি হৃদয় বিদীর্ণ,
হায় ! হায় ! না হেরিয়া সে চাঁদ বয়ান !
কার বলে বসতি করিবে এ জঘন্য,
বুঝি তাঁর মানসে ভাবিয়া অপমান ॥

বিরাগেতে পাপ সঙ্গ করিলা উপেক্ষা,
তাঁ না হলে মোরে নিয়া যেতেন সহিতে ।
যাত্রা করিবারে কভু নাপারিত একা,
কহিতে সে কথা যেন সংশয়ে অন্তিতে ॥

এই মা[illegible] চরিত্র করিতে রচন,
সম্পূর্ণ বাসনা তাঁর আছিল মানসে ।
কে জানে জানাব কারে দুঃখের বেদন,
সহসা মানব লীলা সংবরিলা শেষে ॥

তারানন্দ করিলে এগ্রন্থ সংশোধনে
শ্রবণে নাহত কার, মানস মোহিত ।
আজিকালি হবে বলে না হল করণ,
সেই কাল ভাবিয়া কালকরেতে পতিত ॥

তৎপরে কাঁদিয়া হল গত কত মাস,
জানিয়া অনিত্য কিছু ধৈরয ধরিয়া ।
রচিতে পুস্তক মনে করিয়া প্রয়াস,
করেছি সম্পূর্ণ বহু ক্লেশিত হইয়া ॥

সাধ্য যত উল্লেখিত হয়েছে বিস্তর,
পাইব প্রতিষ্ঠা কি, হইয়া এত অজ্ঞ ।
অতএব নিবেদি যুড়িয়া দুই কর,
অশুদ্ধ জানিয়া ঘৃণা না করেন বিজ্ঞ ॥

যে স্থানে যে অনুচিত হয়েছে অঙ্কিত,
অনুকম্পা প্রদর্শনে ক্ষম বিজ্ঞজন ।
রাখিবেন চিরকাল তরেতে বাধিত,
না হয় বিফল যেন মম আকিঞ্চন ॥

সম্পূর্ণ ।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতসার।

মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত সংস্কৃত।

অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবাবধি স্বধামে গমন পর্য্যন্ত যে লীলা
করিয়াছিলেন তদ্বিবরণ।

শ্রীযুত মাধবাচার্য্য কৃত বিবিধ ছন্দে বিরচিতা।

(চিৎপুর রোড নং ৩২৪ পুস্তকালয়ার্থ।)

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা।

বৃন্দাবন বসাকের লেন ১১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে মুদ্রিত।